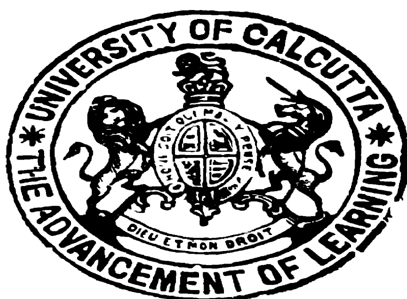
কবিকঙ্কণ-চণ্ডী

চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত



কলিকাতা ইউনিভারসিটী প্রেস
১৯২৮

PRINTED AND PUBLISHED BY BHUPENDRALAL BANERJEE
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA.

Reg. No. 7B—February, 1928—E.

বিজ্ঞাপন

ভগবানের কৃপায় দীর্ঘ দশ বৎসর পরে কবিকঙ্কণ-চণ্ডী-বোধিনী ছাপা শেষ হইল। এই পুস্তক-প্রণয়নে যাঁহাদের নিকট সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছি তাঁহাদের অগ্রগণ্য স্বর্গীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়; তাঁহার পরলোকগত অমর আত্মার প্রতি আমার অন্তরের প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাইতেছি। এই পুস্তক-প্রণয়নের সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন রায় বাহাদুর ডকটর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়; আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা তাঁহাকেও জানাইতেছি। তৎপরে রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ডকটর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নিকটও আমার ঋণ অপরিশোধ্য, তাঁহাদিগকেও আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইউনিভার্সিটি প্রেসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, প্রিণ্টার ও প্রুফরীডার মহাশয়েরাও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন; তাঁহাদের ধৈর্য্য ও সৌজন্যের জন্য তাঁহাদিগকে আমার শ্রদ্ধান্বিত কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইউনিভার্সিটির এসিষ্ট্যাণ্ট্‌ রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় পূর্ব্বাপর এই পুস্তক শীঘ্র প্রকাশের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া আমাকে যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন, তাঁহাকেও আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

রমনা, ঢাকা।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

জানুয়ারী, ১৯২৮।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডী সম্বন্ধে পূর্ব্বালোচনা

১। বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা-বিষয়ে বক্তৃতা—শ্রীগঙ্গাচরণ সরকার (ঢাকা কলেজ-হল, ১২৮৬ সাল)।

২। বাঙ্গালা সাহিত্য—শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ (রায়না, ১২৯২)।

৩। বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা—শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

৪। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব—শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন।

৫। হিতবাদী (১ম বর্ষ)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৬। অনুসন্ধান ১২৯৯ সালের ২৯ মাঘ, ৩০ ফাল্গুন; ১৩০১ সালের ১৪ অগ্রহায়ণ; ১৭ ফাল্গুন ১০৮৭ পৃষ্ঠা; ৮, ২২ ও ২৯ চৈত্র ১২৩১ পৃষ্ঠা; ১৩০২ সালের ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ৩২ আষাঢ়, ২৯ অগ্রহায়ণ।

৭। Bengal Magazine, Vol. II, p. 101.

৮। ভারতী—১২৯৬ (মুকুন্দরাম—শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর); ১৩০৫ সাল।

৯। সাহিত্য—১৩০১ সাল।

১০। সাহিত্য—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রণীত।

১১। বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী।

১২। Bengal in the 16th century A.D.—Prof. J. N. Das Gupta.

১৩। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—রায়বাহাদুর ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

১৪। শ্রীমন্ত—অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।

১৫। গন্ধবণিক (মাসিক পত্র)।

১৬। গন্ধবণিক-তত্ত্ব—শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১৭। হুগলি ও হাওড়া জেলার ইতিহাস—শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য।

১৮। মেদিনীপুরের ইতিহাস—শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু।

১৯। ভারতবর্ষ।

২০। Calcutta Review, Vol. 93, pp. 364-367, 1890: A Glimpse of Bengal in the 16th century of the Christian era.

২১। সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা—১৩০১ (মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র—শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত), ১৩০২ (মহাকবি মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ—শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি) ইত্যাদি। ১৩২৬ (প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য)।

২২। গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী-গীতে বৌদ্ধভাব—শ্রীহরিদাস পালিত।

২৩। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী—শ্রীনয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ইণ্ডিয়ান প্রেস সংস্করণ)।

২৪। অর্চ্চনা—১৩২৮-১৩৩০ (শ্রীপ্রিয়লাল দাস কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধাবলী)।

২৫। The Dacca Review, October, 1921 : Buddhists in Bengal by MM. Haraprasad Sastri.

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই—সমস্ত রচনা হইতে আমি উপকরণ সংগ্রহ ও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি ; এজন্য এই-সকলের রচয়িতাদিগের নিকট আমার ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি ও তাঁহাদিগকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন জানাইতেছি।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী

(দ্বিতীয় খণ্ড)

ধনপতি-শ্রীমন্ত সদাগর উপাখ্যানের টীকা

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রত্নমালার নৃত্য (৩৫১—৩৫৩ পৃষ্ঠা)

৩৫১ পৃষ্ঠা

গুর্জ্জরী—বসন্ত রাগের রাগিণী, গুর্জ্জর দেশে উদ্ভূত। পূর্ব্বাহ্ণে গেয়; শ্রীপঞ্চমী হইতে জন্মাষ্টমী পর্য্যন্ত বসন্ত রাগ গান করিবার সময়।

তরল কঙ্কণ—তরল বস্তুর ন্যায় সদা-চঞ্চল নৃত্যপর কঙ্কণ।

পাখাজ—পার্শ্ব বা পক্ষ>পাখ; পাখ+আওয়াজ=পাখাওয়াজ। ফা° পখওাজ, হি° পখাওজ। প্রাচীন বাংলায় এই শব্দের বহু রূপ দেখা যায়—

পঞ্চসরা পাড়া বাজে পাঁহ পেখ্বজে।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে মঙ্গল পেখাজ।—মাণিক গাঙ্গুলি।
ঢেমচা খেমচা বাজে পাখোজ পিনাক।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

বিঘ্ন-অধিকারী—গণেশ।

পাসুলী—স° পাশক=পদভূষণ। ১৭৭ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

ঘোঘরু—স° ঘর্ঘর(=ক্ষুদ্র ঘণ্টা)>ঘুঙ্ঘুর=যে পদাভরণ ঘুঙ্ ঘুঙ্ বা ধুও ঘুব শব্দ করে। বৈষ্ণবপদাবলীতে—ঘুঙ্ঘর, ঘুঙ্গর, ঘুঘুব, ঘাঘর (ক্ষুদ্র ঘণ্টার মালা কোমরের অলঙ্কার)।

৩৫১ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

বীণা-গুণে তরল অঙ্গুলি—বীণার তন্ত্রীতে অঙ্গুলি তরল দ্রব্যের ন্যায় দ্রুত বহমান।

দোহার—স° দ্বয়>প্রা° দুঅ>বা° দুঁহ, দোঁহা। দোঁহাব=দুজনের, উভয়ের।

তম্বুর—তুর্কী তম্বুব, তম্বুরা—তত বা আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র, তানপুরা বা তবলা। স° তুম্ব=লাউ; তুম্বুরু=প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিৎ গন্ধর্ব্ব; >তুম্বুরা=বাদ্যযন্ত্র, তানপুরা।

ঠমক—? বাদ্যযন্ত্র।

৩৫২ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

কাচে—স° কাচ=শিক্য—কাচঃ শিক্যে মণৌ।—মেদিনী। শিকার মতন ফালি কাপড়। স° কক্ষা>স° কচ্ছা (=পরিধানাঞ্চল, পশ্চাৎ অঞ্চল)>কাছা, কাছ, কাচ=পরিচ্ছদ, সজ্জা, ভঙ্গী। পা° কচ্ছা, প্রা° কচ্ছ, হি° কাছ। প্রঃ—

চতুর কাছ কাছৈ জব জৈসা।
তব তঁহ নাচ দিখাবৈ তৈসা॥—বিশ্রাম-সাগর।

সীস মুকুট, কটি কাছনী।—সুরদাস।
তুরিতে ঘুচাইনু নীবিক কাচ।—বিদ্যাপতি।
সাজিয়া কাচিয়া সভে হইলা বাহির।—জ্ঞানদাস
কবি রামপ্রসাদ দাসে গো ভাবে মা,
কত কাচ গো কাচ।—কালীকীর্ত্তন।

নাচে—স° নৃত্য > প্রা° নচ্চ > নাচ।

জাদ—আ° জাদ্‌বল্—চুল-বাঁধা দড়ি, ফিতা। রেশমী থোপ্‌না দেওয়া দড়ি, লম্বিত বেণীর মুখে থোপ্‌না পা পর্য্যন্ত ঝুলে। প্রঃ—

রঙ্গিম জাদ বিথারিল পীঠ।—গোবিন্দদাস।
বেণিয়ে বান্ধল বেনন জাদ।
উলট কমল ফুটল আধ॥—জ্ঞানদাস।
কুটিল কবরী বেঢ়ি কুসুমক জাদ।—জ্ঞানদাস।
জাদক কাঁতি কাঁতি করি ফুকরই
বল্লভদাস রহু ধন্দ।—পদরত্নাকর।
লৈক্ষ লঙ্কার জাদ দিলা চুল বান্ধিবার।—গোপীচন্দ্রের গান।

চাঁপা-গাভা—চম্পকগর্ভা = চম্পক যার গর্ভে আছে। অথবা চম্পক-কলিকার আকৃতি।

চুড়ি—স° চূড়া > চুড়, চুড়ি। হি° চুড়। করভূষণ, বলয়গুচ্ছ।

কুলুপিয়া শঙ্খ—আ° কুফ্‌ল্ = তালা। তালার মতন খিলান শাঁখা। কুলুপ শব্দের প্রয়োগ—গোবিন্দদাস, মাণিক গাঙ্গুলি ও জয়ানন্দ করিয়াছেন দেখা যায়।

নীলা—স° নীলকান্ত মণি, নীল > হি° নীলম্।

মতি—স° মৌক্তিক > প্রা° মোত্তা, মোত্তী (প্রাকৃতসর্ব্বস্ব) > বা° হি° মোতি।

তুলাকুটি—? তুলাভরা জামা?

৩৫২ পৃষ্ঠা

শঙ্ক—স° সন্ধি শব্দজ।

৩৫৩ পৃষ্ঠা

শ্রী—শ্রী রাগ। আনন্দসূচক

রত্নমালার অভিশাপ (৩৫৩—৩৫৪ পৃষ্ঠা)

৩৫৩ পৃষ্ঠা

লাজ—স° লজ্জা।

ইচ্ছানী নগর—বর্দ্ধমান জেলায় মঙ্গলকোট থানার অধীন অজয়নদের তীরে অবস্থিত কোগ্রাম হইতে দেড় ক্রোশ দূরে বর্ত্তমান ইছাবর গ্রাম; এর প্রাচীন নাম ঈশানী। ঈশানী>ইছানী; শ>ছ।

উজবনী—বর্দ্ধমান জেলায় মঙ্গলকোট থানার অধীন অজয়নদের তীরে অবস্থিত কোগ্রাম নূতন-হাট পুরাতন-হাট প্রভৃতি গণ্ডগ্রাম প্রাচীন উজবনী, উজ্জয়িনী বা উজানী নগরের অবশেষ। এই উজানী নগর এককালে খুব সমৃদ্ধ ও বিখ্যাত ছিল; এর উল্লেখ বহু প্রাচীন কাব্যে দেখা যায়—মনসামঙ্গলে, পদ্মাপুরাণে, চণ্ডীমঙ্গলে, এই নগরের উল্লেখ আছে। মঙ্গলকোট গ্রামের উপর রাজপ্রাসাদ ও রাজকর্ম্মশালা ইত্যাদি ছিল, এবং কোগ্রামের দিকে বণিক্‌দের বাস ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। আনুমানিক ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের পরে উজাবনীর নাম কোগ্রাম হয়; চৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা লোচনদাস (১৫২৩ সালে জন্ম; গ্রন্থরচনার তারিখ ১৫৩৭) সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া চৈতন্যপন্থী হওয়াতে তাঁর স্ত্রী স্বামীহীন হইয়া স্বামীর গ্রামকে কুগ্রাম আখ্যা দেন; সেই অবধি উজাবনী কুগ্রাম, অপভ্রংশে কোগ্রাম হইয়াছে বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

শিবপদ-অরবিন্দ ইত্যাদি—উজানীর বিক্রমকেশরী রাজা শৈব ছিলেন; বণিকেরাও শৈব ছিলেন। বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্ব সময় হইতেই গৌড়ে ও রাঢ়ে কোমার শৈব ও জৈন ধর্ম্ম প্রবল ছিল। শৈব প্রভাব দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ছিল; পরে বৌদ্ধ বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়।

রত্নমালার বিলাপ (৩৫৪—৩৫৫ পৃষ্ঠা)

৩৫৪ পৃষ্ঠা

লোহ—স° লোতক (=অশ্রু)>প্রা° লোঅঅ>লোহ।

এড়াব—স° ঈড় ধাতু ত্যাগে>এড়।

হাছি—স° হক্কি>প্রা° ছীঅ, বা° হাঁচি, ও° ছঙ্ক, হি° ছীঁক, ম° শীঁক। স° হিক্কা>স° ছিক্কা>হি° ছীকনা।

জেঠি—স° জ্যেষ্ঠী=টিকটিকি।

বাদ—স° বাধা। যাত্রাকালে হাঁচি-টিকটিকির শব্দ অশুভ নিমিত্ত বলিয়া তাহা গমনের বাধা। ১০৭ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

ফিরি না গেলাঙ ঘরে—(১) নৃত্য করিতে আসিয়া অভিশপ্ত হইয়া মর্ত্তে মানুষজন্ম লাভ করিতে যাইতে হইতেছে, ঘরে ফিরিতে পারিলাম না; (২) যাত্রাকালে বাধা পড়িলে ঘরে ফিরিয়া গিয়া পুনরায় যাত্রা করিলে দোষ খণ্ডে; তাহা করি নাই।

হয়—হইয়ো।

তোমার কিঙ্করী হব—নৈতিক অবনতির একশেষ। যে অত্যাচারী অন্যায়কারী দেবতা বিনা দোষে শাপ দিল, তার কাছে দাসত্ব স্বীকার। তাৎকালিক রাজনৈতিক অবস্থা হইতেই সাহিত্যে এই ভাব প্রবেশ করিয়াছিল বোধ হয়।

খুল্লনার জন্ম (৩৫৫—৩৫৭ পৃষ্ঠা)

৩৫৫ পৃষ্ঠা

ধানশী—স° ধনশ্রী, মালব রাগের রাগিণী; মধ্যাহ্নকালে গেয়; আনন্দজনক সুর।

চারি মাস—১১৯ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৫৬ পৃষ্ঠা

মৃত্তিকা ভক্ষণ—২৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কুলী—বৈদিক সংস্কৃতে—কুদী, কুডী>স° কোল, কোলি>কুল; প্রাচীন বাংলায় কুলি, কুলী=বদরী। প্রঃ—

কোলিশুণ্ঠী কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর।
কত নাম লইব শত প্রকার আচার ॥
—চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা।

অমৃতমণ্ডা ছানার বড়া আর কর্পূরকুলি।—চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা।

সাদ—স° শ্রদ্ধা>প্রা° সদ্ধা>বা° সাধ=ইচ্ছা। স° স্বাদ>সাদ

পাচ্যাতি—? স° পঞ্চ ধাতু ব্যক্তীকরণে>পাচ্যাতি=যে ব্যক্ত বা প্রকাশ করায়, যে প্রসব করায়? ধাত্রী।

চাল—স° শালা>চালা। তা° চালা, স° চাল।

আতড়ী—স° অন্ত্র শব্দজ। বা° আঁতুড়, ও° অন্তুড়ি, হি° অন্তড়ি। স° অন্তর্বত্নী, অন্তঃসত্বা শব্দের অন্তর্>আঁতর (তুঃ—আঁতরে সুরধুনী-ধারা।—বিদ্যাপতি।) অন্ত্র ও অন্তর্ দুই শব্দ একত্র মিলিয়া আঁতুড় হইয়াছে বোধ হয়। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এই অনুমান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ অনুমান করেন—অন্ত্রক্রট>আঁতুড়। আঁতুড়ঘরে প্রজ্বলিত অগ্নি আঁতুড়ী, আতড়ী। স° অরিষ্ট (=সূতিকাগৃহ)> আঁতুড়।

গোমুণ্ড—গোমুণ্ডের কঙ্কাল সূতিকাগৃহের দ্বারে রাখে—জাতহারিণী রাক্ষসী ষষ্ঠীর লোলুপ দৃষ্টি সন্তানের দিক্ হইতে ফিরাইয়া অন্য দিকে রাখিবার উদ্দেশ্যে। চরক-সংহিতার শারীর-প্রকরণে সূতিকাগৃহে অনেক ঔষধপত্র রাখিবার ব্যবস্থা আছে; সেই সঙ্গে একটি বৃদ্ধ গর্দ্ধভের ও গাভীর কান কাটিয়া রাখিবারও ব্যবস্থা আছে।

অষ্টকড়াইয়া—২৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নতা—২৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩৫৬ পৃষ্ঠার ফুটনোট

একুইশা—স° একবিংশতি>একুইশ; একুইশ সম্বন্ধীয় একুইশা। প্রিয়ব্রত রাজা ষষ্ঠীর তৃপ্তির জন্য ব্যবস্থা করেন যে সন্তান-জন্মের ষষ্ঠ ও একবিংশতি দিনে ষষ্ঠীপূজা করিতে হইবে। ২৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

খুল্লনা—স° ক্ষুদ্র>প্রা° খুদ্দ, খুল্ল। খুল্লনা=ছোট মেয়ে।

দিয়ালা—২৮৯ পৃষ্ঠায় দেহালা শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৫৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

মানিলো—স° মান ধাতু পূজা প্রশংসায়। এখানে অর্থ—বোধ করিল। প্রঃ—

আপনার দুঃখ সুখ করি মানে।—চণ্ডীদাস।

নাহি—স° ন+হি=নাহি=নিশ্চিত না।

বদনেতে চন্দ্র করে আলো—(১) লুপ্তোপমা—সম তুল্য প্রভৃতি শব্দ উহ্য থাকিলে লুপ্তোপমা অলঙ্কার হয়।—বদনেতে চন্দ্রের তুল্য আলো করে। (২) অতিশয়োক্তি অলঙ্কার।

শিশুরবিছটা—সিন্দুর শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।

অধর জিনিয়া জবাফুলে—ব্যতিরেক বা অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক অলঙ্কার।

রাহু রবি শশী তার কোলে—চক্ষুগোলক রবি, চক্ষুতারকা শশী, ও পক্ষ্মজালের ছায়া যেন রাহু। উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।

উরুযুগ শোভে রামকলা—উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার।

গুরুয়া—স° গুরুক > প্রা° গুরুঅ। প্রঃ—

মান গুরুয়া কাহে ধরলি।—বিদ্যাপতি।

গরুয় দুখ কিছু ফুরল ন বোল।—বিদ্যাপতি।

আন—অন্য, বিবিধ।

চলে রাজহংসের গমনে—তুল্যযোগিতা অলঙ্কার।

৩৫৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ।

খুল্লনার বিবাহ-চিন্তা

আন্ধার—স° অন্ধকার > প্রা° অংধার > অন্ধার, আন্ধার।

মই আই—?

কামরূপী—কামদেবের ন্যায় রূপশালী বা ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণে সক্ষম।

যেন করিবর-দন্ত কনকে জড়িত—উত্তমে উত্তমে মিলনের উপমা। এই উপমা প্রাচীন কাব্যে বহুপ্রযুক্ত। দৃষ্টান্ত অলঙ্কার।

২৫৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

উজানী নগর বর্ণন

বিক্রমকেশরী রাজা—খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তরাজগণের চেষ্টায় বঙ্গদেশে যখন পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয় ও প্রসার হয়, তখন মঙ্গলকোটে শ্বেত নামে এক রাজা ছিলেন; তিনি বক্রেশ্বর-মাহাত্ম্য নামে এক গ্রন্থ প্রচার করেন। শ্বেতরাজার পর মঙ্গলকোটের রাজবংশে বিক্রমকেশরীর নাম পাওয়া যায়; তিনি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে বা ৭ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজত্ব করিতেন। মঙ্গলকোটের এই রাজারা জৈনপ্রভাবান্বিত শৈব ছিলেন; বীরভূম জেলায় শ্বেত রাজার পূজিত বক্রেশ্বর শিব ও মঙ্গলকোটের নিকটে বাবলাডিহি শঙ্করপুরে বিক্রমকেশরীর প্রতিষ্ঠিত জৈনতীর্থঙ্করমূর্ত্তি-সদৃশ নাংটেশ্বর শিব এখনো বর্ত্তমান। নাংটেশ্বর শিবের মূর্ত্তি মনুষ্যাকার, ৬।৭ বৎসর বয়সের বালকের আকার, জৈন তীর্থঙ্করদের ন্যায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ; তাঁর চরণের দুই পাশে নন্দী ও ভৃঙ্গী এবং হস্তী ও সিংহমূর্ত্তি আছে, দুই কানের নিকট দুইটি উলঙ্গ দিগম্বর শিবমূর্ত্তি আছে; চরণের নিম্নে পদ্ম, তার নীচে বৃষ, বৃষের পার্শ্বে কয়েকটি দেবমূর্ত্তি। মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে জৈন প্রভাবের লক্ষণ সুস্পষ্ট। ভারতবর্ষ পত্রে অথবা ইণ্ডিয়ান-প্রেসের কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর পরিশিষ্টে মহারাজ বিক্রমকেশরী ও তৎপ্রতিষ্ঠিত শিব-মূর্ত্তির পরিচয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

যেন রঘুরাজা—(১) সূর্য্যবংশীয় রাজা রঘুর ন্যায় প্রজাবৎসল। (২) আরড়া-ব্রাহ্মণ-ভূমির রাজা রঘুনাথ রায়ের ন্যায় প্রজাবৎসল।

কর্ণের সমান দাতা—(১) কর্ণ মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াও অর্জ্জুনহিতৈষী অর্জ্জুন-জনক ইন্দ্রকে নিজের গা হইতে সহজাত কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচন করিয়া দান করিয়াছিলেন; (২) পুত্র বৃষকেতুকে স্বহস্তে কাটিয়া ব্রাহ্মণের পারণা করাইয়াছিলেন। তিনি প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করিতেন না। (মহাভারত)।

যুধিষ্ঠির-বাণী—যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সত্যবাদী সত্যসন্ধ।

শুকদেব-জ্ঞানী—শুকদেব-সদৃশ জ্ঞানবান্। শুকদেব মাতৃগর্ভে থাকিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন এবং পিতা ব্যাসদেবকে পর্য্যন্ত জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন।

নারদ সমান গানে—নারদ ব্রহ্মার পুত্র; তিনি প্রজাসৃষ্টি করিতে অস্বীকৃত হইলে প্রজাপতির শাপে গন্ধর্ব্বকুলে জন্মগ্রহণ করেন; গন্ধর্ব্বেরা স্বাভাবিক গানশক্তির জন্য প্রসিদ্ধ; নারদ তপস্যার দ্বারা হরিগুণগানে সিদ্ধ হন; তিনি ব্রহ্মার নিকট সঙ্গীতের দীক্ষা গ্রহণ করেন; তুম্বুরু গন্ধর্ব্বের গান শুনিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া বিষ্ণুর উপদেশে উলুকেশ্বরের নিকট সহস্র বৎসর গান শিক্ষা করেন; তার পর শ্রীকৃষ্ণের কাছে ও অবশেষে কৃষ্ণমহিষী রুক্মিণীর কাছে সঙ্গীত-শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। নারদ সঙ্গীত-বিষয়ে যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহার নাম নারদসংহিতা। ইনি বীণার সৃষ্টিকর্ত্তা।—রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ। নারদ শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

উজানীর কথা—২৮৪-২৮৬ পৃষ্ঠার ফুটনোটের টীকা দ্রষ্টব্য।

ভিতে বাস গাঢ় পাথরের গড়—প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গ গভীর ভিত্তির উপর বাস করিতেছে অর্থাৎ গভীর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

কাঙ্কর—স° কর্কর > কঙ্কর = কাঁকর, ঘুটিং, ছোট ছোট ইষ্টক বা প্রস্তরখণ্ড।

পাথরে খিচনি—প্রস্তর-খচিত। প্রঃ—

প্রতি অঙ্গে মণি মুকুতা খিচনি।—জ্ঞানদাস।

স° খচ ধাতু বন্ধনে; হি° খিচ খিঁচ আকর্ষণে, অঙ্কনে—তস্‌বীর্ খিঁচ্‌না।

যেন দিনমণি—দৃষ্টান্ত অলঙ্কার।

সদাগর—ফা° সওদাগর = যারা ক্রয়বিক্রয় বাণিজ্য করে।

বেণ্যা—স° বণিক্ > বাণিয়া, বাণ্যা, বেণ্যা, বেণ্যে। হি° ও° বণিআ।

পায়রা—স° পারাবত > বা° পায়রা, ও° পারা।

ধনপতির পারাবত-ক্রীড়ায় গমন
(৩৬০—৩৬১ পৃষ্ঠা)

৩৬০ পৃষ্ঠা

ভাইগণে—ধনপতির খেলার সাথীদের অধিকাংশের বৈষ্ণব নাম

পাইরী—পায়রা শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে, খাঁটী বাংলা রূপ।

পারাবত-লক্ষণ (৩৬১—৩৬২ পৃষ্ঠা)

৩৬১ পৃষ্ঠা

থুড়ি—এইখান হইতে পায়রার নাম বলা আরম্ভ হইল ; সব নামের অর্থবোধ হয় না।

থুড়ি—স° থুৎকার > প্রা° থড়ি = মুখবায়ু। থুড়ি মাবা = কোন কার্য্য বন্ধ করাব সঙ্কেত-স্বরূপ মুখে শব্দ করা। স° ত্রুটি > থুড়ি।

সেতা—স° শ্বেতা।

নেতা—নায়ক, নেতৃস্থানীয় ; ছেঁড়া নেকড়া ; গরদেব কাপড়।

রণমুখা—বণোন্মুখ, যুদ্ধব্যগ্র।

করত—করট পাঠ হইলে অর্থ হয়—ক (শব্দ, আত্মা) + রট (যে রটনা বা প্রকাশ কবে) = বাক্‌পটু, যে আপনাকে ঘোষণা করে।

তমউ—পাঠান্তর তামট = তাম্রবর্ণ।

সৌজমুখ—?

রজ-গোলা—ধূলিগোলক সদৃশ, পুষ্পপরাগের গোলক সদৃশ।

সিখরিয়া—শিখর বা চূড়া আছে যাব।

ঘনবোলা—ঘন বোল বা রব যার।

সাঙলা—শ্যামলা, শ্যামলবর্ণা।

শরলা—সরলা।

শুভাশন—শুভ অশন (খাদ্য) যার।

পবন্যা—পবন সদৃশ বেগবান্।

বাতাস্যা—বাতাসের ন্যায় লঘুগতি।

হাসা—হাঁস বা হাসির তুল্য শুভ্র।

লাটুয়া—লাট্টুর ন্যায় দ্রুতগতি। স° লট>লাট্টু।

খাটুয়া—খাটো, হ্রস্বাকৃতি। বৈদিক ক্ষুদ্‌ল>স° ক্ষুদ্র>প্রা° খুদ্দ, খুল্ল, খুড্ড, ছুট্‌ট, খুট্‌ট>খাট, খুট। স° খট্টন=খর্ব মনুষ্য।

ভাষা—যে বাক্য সদৃশ; যে ভাসে, হাওয়ায় ভাসিয়া চলে।

জাগ—জাগ্রত, সচেতন, সতর্ক।

সিন্দুরিয়া—সিন্দূর-বর্ণ।

বন জইয়া—বনজয়া, যে বনকে জয় করিয়াছে।

কানন—? স° কানি=দীপ্তি পাওয়া; স° কানন=যেখানে বৃক্ষ শোভা পায়। >প্রদীপ্ত, শোভমান?

কুমুদমুখা—কুমুদফুল সদৃশ শুভ্রমুখ।

ঘিরানী—স° ঘৃ ধাতু বেষ্টনে। যে ঘিরিয়া ঘিরিয়া উড়ে।

দিঘলমুখা—দীর্ঘমুখ। দীর্ঘ>দীঘর>দীঘল।

লেখা—চিত্রাঙ্গ।

রাঙ্গা—লোহিতবর্ণ।

দেউলিয়া—যে দেউল বা দেবালয়ে বাস করে, দেবপ্রতিমার পরিচারক। দীপওয়ালা, ফা° দিওয়ালী>হি° দিওালা, বা° দেউলিয়া=insolvent.

রাকা—পূর্ণিমার তুল্য শুভ্র, সুন্দর।

কাকা—কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ; কাক=কুঁচ, তাহার সদৃশ।

মনসুখা—মনকে যে সুখী করে।

কান্ত—কমনীয়, প্রিয়, শোভন; চন্দ্র; কুঙ্কুম; লৌহ।

ধবলমুখা—শুভ্রমুখ।

কিন্যা—ক্রীত, যাকে কেনা হইয়াছে।

দুখ্যা—দুঃখিত।

বিনোদা—সুখী।

মদনা—কন্দর্পতুল্য; প্রমত্ত; শুকপক্ষী সদৃশ, ময়না সদৃশ। মদনা=red-breasted paraquet।

পাগলা—প্রমত্ত, বাতুল। পা° পুগ্‌গল (=বৌদ্ধ)>স° পাগল=বাতুল।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

পিলয়া—? ফা° পীল, স° পীলু=হাতী; স° প্লীহা>পিলা; তা° পিল্লই, তে° পিল্লা >ছেলেপিলে, সন্তান। হি° পীলা=পিত্তলবর্ণ, হলুদা।

জইয়া—জয়া।

আগুয়ানিঞা—যে আগুয়ান হয়, অগ্রযায়িন্।

জুঝারিয়া—যোদ্ধৃ।

চান্দা—চন্দ্র সদৃশ।

সুন্না—শূন্যা, শূন্যবিহারী।

গগনা—গগনবিহারী।

মোহনা—যে মোহিত করে।

ঠুট—স° স্থাণু > প্রা° টুংটো > হি° ঠুণ্টা, টেঁাটা, টোটা, টুটাহ্ = হস্তহীন, অঙ্গহীন। স° ওষ্ঠ > ওঠ > ঠোঁট।

রণভঙ্গ—রণে যে ভঙ্গ দেয়।

দীর্ঘলেখা—দীর্ঘ লেখা বা চিত্র যার অঙ্গে।

উর্দ্ধজঙ্গ—উর্দ্ধ জঙ্ঘা যার। উর্দ্ধে জঙ্গ (ফার্সী জঙ্গ্ = যুদ্ধ) করে যে।

তরলা—চঞ্চলা।

কোকীলা—কোকিল-তুল্য।

কপুবোলা—কপোত- বা কুপিত-তুল্য বোল যার।

সালীকা—স° সারিকা।

দোশাল—দুই সাল (ফা° সাল্ = বৎসর) বয়স যার। দোশালা = একজোড়া শাল (ফা°)।

খড্যা—খড় সদৃশ বর্ণ বা লঘু। হি° খড = খাদ।

আভঙ্গা—স° অভ্যঙ্গ, অভঙ্গ।

বেশর—? নাসিকা-ভূষণ।

মড্যা—মড়্যা ? মড়া সদৃশ।

পাটলা—পাটলবর্ণা।

রতিভোলা—রতিবিহ্বলা।

কয়েরা—স° কর্ব্বুর > কয়বা, কয়েরা = বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট।

কপালচিতা—কপালে চিত্র আছে যার।

সেন্ধ—? স° সন্ধ = ছিদ্রাদিতে প্রবেশ। স° সন্ধি > সিঁদ, সিঁধ, আ° সিন্ধি। সিঁধেল চোর (?)। সোন্ধা ? = সুগন্ধা।

মাট্যা—মাটিয়া, মাটির মতন বর্ণ যার। স° মৃত্তি > প্রা° হি° মট্টি > বা° মাটি।

পাঙ্শা—পাংশুবর্ণ।

পাথরা—পাখ + রা = পক্ষল, পক্ষযুক্ত, পাখা আছে যার ; পা + খরা = পা খর (দ্রুত) যার।

চোঙরা—? চোঁয়া = ঈষৎ দগ্ধ। চুমরা = চুম্বন-রব, চুমকড়ি (স° চুম্বকৃতি, চুম্বরব)।

ডোঙরা—? ভোঙরা ?= ভ্রমর সদৃশ। ডোঁরা = লম্বা মাছ-ধরা জাল। ডেঙ্গর = মাথার উকুণ ; স° ডিঙ্গর = খল, ধূর্ত্ত। সর্বা° টী° স° ডেঙ্গুরী = ডেঙ্গরা, ডিণ্ডিম, ঢেঁড়া। স° দ্রোণ > ডিঙ্গা, ডোঙা। স° দোর > ডোর, ডোরা।

মেঘ—মেঘবর্ণ।

সারেঙ্গা—স° সারঙ্গ = শ্রী-অঙ্গ, চিত্রিত, চিতা-হরিণ, কোকিল, বাদ্যযন্ত্র। ফা° সর্‌হঙ্গ্ > বা° সারেঙ্গ্ = জাহাজচালক। সারেং = দীর্ঘভাসা জাল।

মদন, কমল, ভ্রমর, শঙ্খ, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি। স° শার্ঙ্গ = শৃঙ্গ-সম্বন্ধীয়, বিষ্ণুর ধনু।

পবনবেগা—পবন সদৃশ বেগগামী।

উজকি—? স° ঊর্দ্ধ > উজা—উজান। স° উজ্জাগর > হি° উজাগর = কোজাগর পূর্ণিমা।

সোমাঞি—? সোমপায়ী > সোমাঞি ? কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ১৩৪ পৃষ্ঠায় এক ওঝা পুরোহিতের নাম সোমাঞি পাওয়া যায়।

হারা—স° হৃ ধাতুজ।

লোটন—স° লুট ধাতু।

ধনপতির পারাবত-ক্রীড়া ও খুল্লনা দর্শন

(৩৬২—৩৬৪ পৃষ্ঠা)

৩৬২ পৃষ্ঠা

উড়ায়—স° উড্ডীন, উড্ডয়ন হইতে বাংলা উড় ধাতু।

উঝা—স° উপাধ্যায় > প্রা° উঅজ্‌ঝাঅ > ওঝা ; বৌদ্ধ > ওঝা। উঝা শব্দ ওঝা অপেক্ষা উপাধ্যায়ের অধিক সমরূপ।

সেতারে—শ্বেতাকে, শ্বেতবর্ণ পায়রাকে।

শয়চান—স° শ্যেন > শয়চান, সঞ্চান, সাচান, সচান। প্রঃ—

শিবি রাজা সংসারে প্রশংসে যার কর্ম্ম।
যার সত্য বুঝিতে শয়চান হল ধর্ম্ম ॥—ঘনরাম।
একদিন ঘুঘু পক্ষে সয়চান খেদাড়ে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

খুঁচা—সং কুম্ভ>কুঁচ>খুঁচ, খুঁচা। সং কুচ ধাতু বিলেখনে।

কাঁটা খোঁচা ভাঙ্গি রাজা উৰ্দ্ধশ্বাসে ধান।

—কৃত্তিবাস, অযোধ্যাকাণ্ড।

ফুটে—সং স্ফুট।

দনাফ্রি—? দনুজ শব্দের অপভ্রংশ বোধহয়।

পগার—সং প্রাকার, প্রাগার=জঙ্গাল, উচ্চ আলি।—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

সং পঙ্কাগার, ফাং পয় (জল)+গার (কাদা)>পগার।—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

কিন্তু পগার মানে উচ্চ আলি, খানা গর্ত্ত নয়। যথা—

ধূলার পগার দিল, ধূলার প্রাচীর।—শিবায়ন।

খন্দক—আং খন্দক্=গর্ত্ত।

খানা—সং খাত বা খনি শব্দজ। আং খন্দক্।

উলু—সং উলূপ, উলূক=খড়।

কাশী—সং কাশ।

বেণা—সং বীরণ, যার মূল উশীর বা খস্‌খস্।

অব্যাহতি—ত্যাগ; বাধা বলিয়া বোধ।

ঢাকা—সং ঢৌক ধাতু আবরণে।

চোদিক—সং চতুঃ>চউ, চৌ।

খুল্লনার বিবাহ-প্রস্তাব (৩৬৭—৩৬৮ পৃষ্ঠা)

ল—সং লো>প্রাং হলা>ওলো, লো, লা, ল।

প্রাণ কৈলী চুরী—(১) পায়রা আমার প্রাণ সদৃশ, তাকে চুরি করিয়াছ, (২) পায়রা হরণের ছলে আমার প্রাণ হরণ করিয়াছ।

আহীড়ি—সং আভীর>আহীর গোপ। ফাং আহু=মৃগ, হরিণ। হিং আহুড়=লড়াই, যুদ্ধ। অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও বঙ্গবাসী সংস্করণের পাঠ—আহুড়ি।

পরিরোধ—পরি (সম্পূর্ণভাবে)+রোধ (সংযম)।

জেঠা—সং জ্যেষ্ঠ (তাত)>প্রাং জেট্‌ঠ>জেঠ, জেঠা।

কাজ্য—সং কার্য্য>প্রাং কজ্জ।

বার্ত্তন—স° বার্ত্তা=সংবাদ ; স° বার্ত্তায়ন=দূত, সংবাদবাহক। স° বার্ত্মন=সংবাদ-বাহক দূত।

জিবীষবাহন—জীমূতবাহন হইবে। জীমূতবাহনের উপাখ্যান শিবিরাজা ও শ্যেন-কপোতের উপাখ্যানের অনুরূপ। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে (১০৯ পৃষ্ঠা ১ম কলম) আছে। জীমূতবাহন হেমকূট পর্ব্বতস্থ বিদ্যাধররাজ জীমূতকেতুর পুত্র ; ইনি উদার দাতা ও প্রজারঞ্জক ছিলেন ; ইনি নাগানন্দ নাটকের নায়ক।

ধনপতির অনুরাগ (৩৬৬ পৃষ্ঠা)

ভৈরবী—মালব (ভৈরব) রাগের রাগিণী। পূর্ব্বাহ্নে গেয়, আনন্দজনক সুর।

তনয় কারণ—পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা।—মনু।

পাউলা—? স° পাদ>পাউ ; পাউ+লী=পাউলী=কানা উঁচু ঘটী (ম° পায়লী=চারি সের)। পদ প্রক্ষালনের জলপূর্ণ ঘটী। পা+উলা (অবতরণ)=পদে অবনত হওয়া। পোয়া>পাও, পাও+ওয়ালী=পাউলী=পোয়া-ঘটী। ফা° পিয়ালা=বাটি।

মইয়াই—?

ক্রোধযুত—কপটক্রোধ।

পুরোহিতের ঘটকালি সম্বন্ধে ১৩৪ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

খুল্লনার সহিত ধনপতির কথোপকথন (৩৬৪—৩৬৫ পৃষ্ঠা)

বার—স° দ্বাদশ>প্রা° বারহ>হি° বারহ্, বা° বার।

সপ্তম—অষ্টম হওয়া উচিত ছিল, কারণ পরেই নবম বৎসরের কথা আছে, এবং সংহিতায় অষ্টম বর্ষের পূর্ব্বে বিবাহের বিশেষ ব্যবস্থা নাই, অষ্টম বর্ষ হইতেই কন্যার পারিভাষিক সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী, নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা, অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা ॥—সংবর্ত্ত, ৬৬ শ্লোক।

দশমে কন্যকা প্রোক্তা, দ্বাদশে তু রজস্বলা।

—রঘুনন্দনের উদ্বাহতত্ত্ব-ধৃত পাঠান্তর।

পণ বিনে—কন্যাপণ গ্রহণ শাস্ত্রে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ—

জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।

কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদ্ আসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে॥

পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্ত্তব্যৌ কদাচন।—বহ্নিপুরাণ।

অষ্ট প্রকার বিবাহের মধ্যে "আসুরো দ্রবিণাদানাৎ"; ইহা "ধর্ম্মবিগর্হিত" ও "ইতর"।—মনু। অধিকন্তু—

ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্লীয়াচ্ ছুল্কম্ অণ্বপি।

গৃহ্নন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্ নরো ঽপত্যবিক্রয়ী॥—মনু, ৩।৫১।

সমা—বৎসর।

নবরস—

বিভাবৈর্ অনুভাবৈশ্ চ ব্যক্তো বা ব্যভিচারিভিঃ।

আস্বাদ্যত্বাৎ প্রধানত্বাৎ স্থায়ী ভাবো রসো ভবেৎ॥

রতির্ হাসশ্ চ শোকশ্ চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।

জুগুপ্সা বিস্ময়শ্ চেতি স্থায়িভাবাঃ ক্রমাদ্ অমী॥

শৃঙ্গার-বীর-বীভৎস-রৌদ্র-হাস্য-ভয়ানকাঃ।

করুণাদ্ভুত-শান্তাশ্ চ নব নট্যা রসাঃ স্মৃতাঃ॥—রত্নকোষ।

বাৎসল্য লইয়া রস দশ সংখ্যক হয়।

পুষ্পক—পুষ্পিতা, পুষ্পবতী, ঋতুমতী, রজস্বলা।

পায় পিতা নরক-যন্ত্রণা—

মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈব চ।

ত্রয়স্ তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥—সংবর্ত্তসংহিতা, ৬৬ শ্লোক।

সাবিত্রী বয়স্থা হইয়া উঠিলে তাঁর পিতা বলিয়াছিলেন—

অপ্রদাতা পিতা বাচ্যো বাচ্যাশ্ চানুপযন্ পতিঃ।

মৃতে ভর্ত্তরি পুত্রশ্ চ বাচ্যো মাতুর্ অরক্ষিতা॥

মহাভারত, বনপর্ব্ব, ২৯২। ৩৫।

৩৬৮ পৃষ্ঠা

বর্দ্ধমান—গন্ধবণিক্ জাতির প্রধান সমাজস্থান।

জনাই ওঝার পাত্র নির্ব্বাচন (৩৬৮-৩৬৯ পৃষ্ঠা)

৩৬৮ পৃষ্ঠা

শ্রী—শ্রীরাগ, আনন্দসূচক।

জায়ে জানে শোল শত—গন্ধবণিকের ষোল শত ঘর।

বিশালাক্ষী প্রতিদ্বন্দ্বী— ?

চাঁপা নগরী—চম্পকনগরী, চাঁপাই-নগর, বর্দ্ধমান জেলার মানকর বুদ্‌বুদ গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থান।

জাতি নাশ কৈল বিষহরী—মনসা চাঁদসদাগরের পুত্রবধূ বেহুলাকে ঘরের বাহির করিয়া ইন্দ্রের সভায় নাচাইয়া চাঁদ বেনের মান খর্ব্ব করিয়াছিলেন।

আছ্য স্থান সপ্তগ্রাম—গন্ধবণিক্ জাতির সমাজের শ্রেষ্ঠ স্থান। গন্ধবণিক্‌দের ছত্রিশ আশ্রমের মধ্যে প্রধান—সপ্তগ্রাম, বর্দ্ধমান, চম্পানগর, ও উজানী।

বাখান—স° ব্যাখ্যান।

৩৬৯ পৃষ্ঠা

মড়ায়ে—স° মৃত> মরা, মড়া। মড়া+এ=মড়ায়ে=মড়াতে।

কঞ্জনা—বর্দ্ধমান শহর থেকে খাড়া উত্তরে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত গ্রাম।

অভ্যাগত—অভ্যাগত।

বড়শূল—হাবড়া-বর্দ্ধমান নূতন কর্ড্‌লাইনে মশাগ্রা ষ্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত গ্রাম।

ফতেপুর—বর্দ্ধমান জেলার গ্রাম।

লুন্যা ভণ্ড—নিমকহারাম, লবণ-ঋণ-অকৃতজ্ঞ।

শোঁশর—সদৃশ, সমান।—প্রঃ—

ডহর ডাঙ্গর সব একই সুসর।—শূন্যপুরাণ।
জিনিতে না পারে কেহ উভয়ে সোসর॥—কৃত্তিবাস, সুন্দরাকাণ্ড।
সোসর করহ সকল বাট।—কৃত্তিবাস।
কেশরী সোসরি মাঝারি অঙ্গ॥—জ্ঞানদাস।
ধনধান্যে পরিপূর্ণ কুবের সোসর।—ভারতচন্দ্র।
যমদূত-দোসর সোসর কেহ যম॥—ঘনরাম।
সেই সর্পশ্রেষ্ঠ তার নাহিক সোসর।—চৈতন্যভাগবত।

একলা জিনয়ে সভে, কেহ নহে সোসর।—বিজয়গুপ্তের মনসা-মঙ্গল।

আহা প্রভু নখীন্দর প্রাণ সমসর।—নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল।

কুলস্থান যার দুর্ব্বা ঋষি—যে দুর্ব্বাসা ঋষির কুলোৎপন্ন।

লহনা—স° √লভ > লহ। লহনা = পাওনা, লভ্য, লাভ। বণিক্-কন্যার উপযুক্ত নাম।

তুঃ—

লাভের জন্য ব্যবসা করিলাম, সব লহনা বাকী।

—বঙ্কিমচন্দ্রের গল্পপল্প।

৩৬৯ পৃষ্ঠা ফুটনোট

ভালুকী—বর্দ্ধমান জেলায়, মানকর (চম্পানগর) ও দিগ্ নগরের ঠিক মধ্যস্থলে উত্তর-দিকে ৪।৫ মাইল দূরে অবস্থিত গ্রাম।

দীক্ষাপথে শূন্য তার ধাম—তার গৃহের কেহই দীক্ষিত নহে। দীক্ষাগ্রহণ বৌদ্ধ পদ্ধতি।

বিবাহ-সম্বন্ধ-নির্ণয় (৩৭০-৩৭১ পৃষ্ঠা)

৩৭০ পৃষ্ঠা

জেন—স° যথা > প্রা° জেম > জেন = যেমন। স° যদ্বৎ > যেমত > যেমন্ত, যেমন > যেন।

দানে বলি—দৈত্যরাজ বলি যাচকের প্রার্থনা পূরণ কবিতে অঙ্গীকার করিলে, বিষ্ণু বামন-অবতারে তাঁর কাছে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। শুক্রাচার্য্য বলিকে সাবধান করিয়া বামনের প্রার্থনা পূরণ করিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও বলি বামনকে প্রত্যাখ্যান করিতে স্বীকৃত হন নাই এবং বামনের প্রার্থনা পূরণ করিতে গিয়া বলি সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া পাতালে বাস করিতে বাধ্য হন।—বামনপুরাণ।

কর্ণ সম উচ্চ অভিলাষ—কর্ণ নিজেকে সূতপুত্র বলিয়াই জানিতেন। তিনি সূতপুত্র হইয়াও ক্ষত্রিয়বীর্য্য অর্জ্জন করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি পরশুরামের কাছে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিবেন স্থির করেন। কিন্তু পরশুরাম ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরকে অস্ত্রশিক্ষা দিতেন না, কারণ তিনি ক্ষত্রিয়বিদ্বেষী ছিলেন। কর্ণ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়া পরশুরামের শিষ্য হন। কর্ণ একমাত্র অর্জ্জুনকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিতেন; মহাবীর ভীষ্মকে পর্য্যন্ত তিনি অগ্রাহ্য

করিতেন। হস্তিনাপুরে কুরুপাণ্ডবদের অস্ত্র-খেলার দিন উপস্থিত হইয়া কর্ণ অর্জ্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হন। পাণ্ডবেরা কর্ণকে সূতপুত্র বলিয়া উপহাস করিলে তিনি দম্ভভরে বলিয়াছিলেন—

সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা সো বা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তন্তু পৌরুষম্ ॥—বেণীসংহার নাটক।

তাঁর এইরূপ উক্তি শুনিয়া ও অর্জ্জুনপ্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিয়া দুর্য্যোধন তাঁকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।—মহাভারত।

মোহাদার—মহোদার=মহৎ উদার।

কার্ত্তিক সমান বর গউর বরণ—

কুমারশ্চাভবৎ তত্র তরুণার্কসমদ্যুতিঃ।
বহ্নিতেজোভবঃ শ্রীমান্ গঙ্গাকুক্ষিপরিচ্যুতঃ ॥—রামায়ণম্।

রম্ভাবতীর সহিত লক্ষপতির কথোপকথন

(৩৭১—৩৭৩ পৃষ্ঠা)

৩৭১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

ভুখিল—স° বুভুক্ষিত>প্রা° ভুক্‌খা>হি° ভুখা=ক্ষুধার্ত্ত। প্রাচীন বাংলায়—ভুখল, ভুখিল, ভুখলি—ত্রিরূপে ব্যবহার আছে। প্রঃ—

ভুখল জন।—পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী।
রুখলি ভুখলি।—বিদ্যাপতি।
ভুখিল মনোরথ না পূরয়ে আশ।—জ্ঞানদাস।

ভুখিল চকোর যেন সুধাকর
পাইয়া পূরল কাম।—কমলাকান্ত।

৩৭২ পৃষ্ঠা

দোয়াজিয়া—স° দ্বিতীয়>প্রা° দুইজ্জ, দোজ্জ, দোজো>হি° দুজা, বা° দোজ। প্রঃ—

দেখিনু কানু দোয়জ প্রহরে।—চণ্ডীদাস।

৩৭১ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

বিচারিয়া বিধবা-লক্ষণ—কন্যার কোষ্ঠীতে বৈধব্যযোগ থাকিলে তাহা খণ্ডনের জন্য সস্ত্রীক পুরুষের সঙ্গে বিবাহ দিতে হয়, তখন সে সপত্নীর এয়োতের জোরে সধবা থাকিতে বাধ্য হয়।

রামাগণের নিমন্ত্রণ (৩৭২—৩৭৪ পৃষ্ঠা)

৩৭২ পৃষ্ঠা

পাখালে—স° প্রক্ষাল > পা° পক্খাল। প্রঃ—

পাখালি চরণে মুছিলা বসনে বসিলা সুনার খাটে।—শূন্যপুরাণ।
পাদপদ্ম প্রভুর পাখালে নৃপমণি।—ঘনরাম।

৩৫৬ পৃষ্ঠা

নেহালে—স° নি+ভল ধাতু। বৃহদারণ্যক উপনিষদে—নিভালয় পদ আছে। নিভাল > জৈন-স° নিহার > হি° নিহারনা, বা° নেহার, নেহাল।

বকুল-তলাত গোআলী।
বড়ায়ির পন্থ নেহালী॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

সাঙ্গাতিন—২১৫ পৃষ্ঠায় সাংহাতীন দ্রষ্টব্য।

আওলা—অমলা।

বিন্দা—স° বৃন্দা।

রাইয়া—স° রাধিকা।

সুহঞ্চা—সুদেষ্ণা? সুহসনা?

৩৭৪ পৃষ্ঠা

মাইয়া—স° মায়া > বা° মায়া = মমতা, স্নেহ।

কবিকঙ্কণ যে বিষয় বর্ণনা করিতে ধরেন তার একটা লম্বা তালিকা না দিয়া তিনি নিবৃত্ত হন না। এইরূপে তাঁর নিকট হইতে আমরা সেকালের স্ত্রীপুরুষের নাম, পশুপক্ষীর নাম, গাছগাছড়া ফলফুল ইত্যাদির নামের দীর্ঘ দীর্ঘ তালিকা পাইয়াছি।

রামাগণের পতিনিন্দা (৩৭৪—৩৭৬ পৃষ্ঠা)

৩৭৫ পৃষ্ঠা

কোন—সং কেনচিৎ, কোঽপি।

কুড়া—সং কুষ্ঠ>কুড়। কুড়+ইয়া=কুড়িয়া, কুড়্যা, কুড়্যে, কুড়া, কুড়ে। ওং হিং কুঢ়িয়া=কুষ্ঠী, কুষ্ঠীর ন্যায় অকর্ম্মণ্য, অলস। প্রঃ—

আঁধা বাঁঝা রোগী কুড়ী চান করেন জলে।—শূন্যপুরাণ।

কুড়িয়া গরুড়মিশ্র তার কুষ্ঠ খুচাইল।—চৈতন্যমঙ্গল।

ওর—সং পার>পাং ওর=পার্শ্ব। হিং বাং ওং ওর=পার্শ্ব, সীমা।

অন্তর-বেদ নকো কছু ওর।—বিদ্যাপতি।

চণ্ডীদাস কহে পিরিতি-রতন যাহায় নাহিক ওর।

কি কহিব রে আজক আনন্দ ওর।

চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।—চৈতন্যচরিতামৃত।

পরে লিখি প্রভুর পুণ্যের নাই ওর।—মাণিক গাঙ্গুলি।

অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কপি ওর নাহি পাই।—কৃত্তিবাস, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

সহিল—সহনীয়।

নাতীন—সং নপ্ত্রী>নাতিন, নাতিনী, নাৎনী। প্রঃ—

সই সেগাতিন মিতিন নাতিন জলকে যাবে গো।—মাণিক গাঙ্গুলি।

পাল্য—সং প্রাপ>বাং পা ধাতু।

ইৎসা—সং ইচ্ছা।

৩৭৬ পৃষ্ঠা

ভাসে=ভাষে, বলে।

সুন্দর পুরুষ দেখিয়া স্ত্রীলোকগণের পতিনিন্দা করার বর্ণনা দেওয়া সেকালের কবিদের একটা দস্তুর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহা সমাজের নৈতিক দুর্ব্বলতা এবং স্ত্রীচরিত্রের প্রতি পুরুষদের অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাসের নিদর্শন।

লহনার খেদ (৩৭৬—৩৭৭ পৃষ্ঠা)

৩৭৬

কামোদী—কর্ণাট রাগের রাগিণী কামোদা। পূর্ব্বাহ্নে গেয়। আনন্দজনক সুর।

স্ফুরে ডানী আঁখি বাহু—স্ত্রীলোকের দক্ষিণ অঙ্গ স্পন্দন অমঙ্গল নিমিত্ত।—

ভৃত্যলব্ধিশ্চাক্ষিদেশে দৃগ্-উপান্তে ধনাগমঃ।
সুহৃৎস্নেহশ্চ বাহুভ্যাং হস্তে চৈব ধনাগমঃ।
বিপর্য্যয়েণ বিহিতঃ সর্ব্বঃ স্ত্রীণাং ফলাগমঃ।
অপ্রশস্তে তদা বামে ত্বপ্রশস্তং বিশেষতঃ।
দক্ষিণেঽপি প্রশস্তেঽঙ্গে প্রশস্তং স্যাদ্ বিশেষতঃ॥

—মৎস্যপুরাণ, ২৪১ অধ্যায়।

দুয়া—দুর্ব্বলা নামের অপভ্রংশ। দাসীর নাম দুর্ব্বলা অন্যান্য লেখকের কাব্যেও পাওয়া যায়—

কালী কাজলী বালী হেড়ার ভগ্নী মেথলী
দুর্ব্বলী যে লেঙ্গার ভগিনী।
পঞ্চজন দাসী ধায় কেহ সজ্জ যোগায়
কেহ হস্তে চালায় বিজনী।

—দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল।

দুবলা করিয়া দেহি যত আয়োজন।
হরষিতে লহনায়ে করয়ে রন্ধন॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী।
লহনারে বলে দুবা সাজিয়া বিশেষ।—ঐ।
বৃদ্ধদাসী দুবলা অনন্দ-মানসেতে।—ভবানীশঙ্কর দাসের চণ্ডী।

৩৭৭ পৃষ্ঠা

নেয়াল—ফা° নিহাল=অবস্থা বোধের অতীত সুখী। নিহালী—যাহা সুখী করে। চট্টগ্রামে নিহালী=লেপ।

মেথলি এড়িয়া পাইলা এ লেপ নেহালি।—গোরক্ষবিজয়।

পামরী—স° পরিস্তোম=আস্তরণ। পামীর-দেশোৎপন্ন শয্যা ?

লহনাকে প্রবোধ-দান (৩৭৭-৩৭৮ পৃষ্ঠা)

৩৭৭

সাধুআনী—সাধুর স্ত্রী সাধুআনী

৩৭৮

চিন্তামণি—অভীষ্টদায়ক মণি, সুতরাং বহুমূল্য।—স্পর্শমণি।

সামর্থ্যসম্পাদিত বাঞ্ছিতার্থশ্চিন্তামণিঃ।—ভট্টিঃ।

যথা চিন্তামণিং স্পৃষ্ট্বা লৌহং কাঞ্চনতাং ভজেৎ।

—পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড।

কাচের বদলে—তুঃ—

"কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্ত চিন্তামণির্ময়া।"

চিরণী—স° চর্ষণী (কর্ষণী) > চিরণী। চীর্ণ > চিরণ, চিরণী।

পদ্মিনী—পদ্মফুল অথবা পদ্মিনী জাতীয়া রমণী।

ফুক—স° ফুৎকার।

খোয়—স° ক্ষত।

মাতুলানী—স° মাতুর্ভ্রাতা > মাতুর > স° মাতুল। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের The History of the Bengali Language, p. 184 দ্রষ্টব্য।

করিলা স্থল—ঠাঁই করিল, ভোজনের জন্য স্থান পরিষ্কার ও আসন পাতা ইত্যাদি কার্য্য করিল।

ধনপতির ভোজন (৩৭৯-৩৮০ পৃষ্ঠা)

৩৭৯ পৃষ্ঠা

শিব শোঙরিয়া—ধনপতি শৈব, তার সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে শিবস্মরণ।

মীন—দ্রবিড়ী শব্দ, পরে সংস্কৃত।

বৈদগধি লিলা—বৈদগ্ধী লীলা = রসিকের হাবভাব।

সর্ব্ব লীলা লাবণ্য বৈদগ্ধী করি সঙ্গে।—চৈতন্যভাগবত

ক্ষণে ক্ষণে বৈদগধি কলা অনুপাম।—বিদ্যাপতি।

এ তোমার বৈদগধ বিলাস।—চৈতন্য-চরিতামৃত।

ডাবর— ডাবের ন্যায় আকৃতির পাত্র।

৩৮০ পৃষ্ঠা

দিন কৃত্তী—দিনকৃত্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম।

৩৮০ পৃষ্ঠার ফুটনোট

নাসবেশ—স° লাস্যবেশ=নৃত্যবেশ, বিলাসবেশ। প্রঃ—

অশেষ বিশেষ করি নাসবেশ
নাচিতে চলিলা নটী।—ঘনরাম।

লহনার অভিমান (৩৮০—৩৮২ পৃষ্ঠা)

৩৮০ পৃষ্ঠা

গুণহীন—ধনুকের জ্যা বিয়োজন।

মৃণালী—পদ্ম।

৩৮১ পৃষ্ঠা

কপট-প্রবীণ—কপটতায় যে প্রবীণতা বা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে।

শময়বন্ধ—সময়বন্ধ=প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

সিংহি নামে হৈলা কানা—?

৩৮২ পৃষ্ঠা

সুজান—সুবিদিত, অভিজ্ঞ। প্রঃ—

সো বর নাগর রসিক সুজান।
হাম অবলা অতি অল্প-গেয়ান॥—বিদ্যাপতি

লহনার সন্তোষ সাধন ও বিবাহের দিন নির্ণয়

(৩৮২—৩৮৪ পৃষ্ঠা)

৩৮২ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

পল—স° পল=সাধারণতঃ চারি তোলা পরিমাণ।

পলন্তু লৌকিকৈব মানৈঃ সাষ্টরত্তি-দ্বিমাষকম্।
তোলক-ত্রিতয়ং জ্ঞেয়ং জ্যোতির্জ্ঞৈঃ স্মৃতিসম্মতম্।—তিথিতত্ত্ব

চুড়ি—স° চূড়া = বাহুভূষণ।—মেদিনী-কোষ।

রাম রাম স্মোঙরণে যামিনী প্রভাত—রাম-নাম সর্ব্ব-অশুভ-নাশক।

বিষ্ণোর্ নামানি বিপ্রেন্দ্র, সর্ব্ববেদাধিকানি বৈ
তেষাং মধ্যে চ তত্ত্বজ্ঞে রাম-নাম বরং স্মৃতম্॥
রামেত্যক্ষরযুগ্মং হি সর্ব্বমন্ত্রাধিকং দ্বিজ।
যদুচ্চারণ-মাত্রেণ পাপী যাতি পরাং গতিম্॥
রামেতি নাম যাত্রায়াং যে স্মরন্তি মনীষিণঃ।
সর্ব্বসিদ্ধির্ ভবেৎ তেষাং যাত্রায়াং নাত্র সংশয়ঃ॥
অরণ্যে প্রান্তরে বাপি শ্মশানে যো ভয়ানকে।
রাম-নাম স্মরেৎ তস্য নাশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ॥
রাজদ্বারে তথা যুদ্ধে বিদেশে দস্যুসম্মুখে।
দুঃস্বপ্নদর্শনে চৈব গ্রহপীড়াসু জৈমিনে॥
ঔৎপাতিকে ভয়ে চৈব বহ্নি-রোগ-ভয়ে তথা।
রাম-নাম স্মরন্ মর্ত্ত্যো নাশুভং লভতে ক্বচিৎ॥
রাম-নাম দ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাশুভনিবারণম্।
কামদং মোক্ষদং চৈব স্মর্ত্তব্যং সততং বুধৈঃ॥

—পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, ১৪ অধ্যায়।

পশ্চিম আশার কূলে—পশ্চিম দিকের প্রান্তে।

জনাই—জনার্দ্দন।

গ্রহ-ওঝা—গ্রহাচার্য্য, দৈবজ্ঞ।

মেশ রাশির কল্যাণ—২৭ নক্ষত্রকে মোটামুটি ২¼ অংশ ধরিয়া ১২ রাশি কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা সূর্য্যপথের স্থান-নির্দ্দেশক। "অশ্বিন্যা সহ ভরণী কৃত্তিকাপাদঃ কীর্ত্তিতো মেষঃ।" মেষ প্রথম রাশি, বৎসরের প্রথম কল্পিত বৈশাখ মাসে সূর্য্যের নিবাসস্থান। সুতরাং মেষ রাশির কল্যাণ মানে বৎসরারম্ভের শুভসূচনা ও সম্বৎসরের শুভনির্দ্দেশ। সেকালে পঞ্জিকা সুলভ ছিল না। গ্রহবিপ্রেরা বাড়ী বাড়ী গিয়া মাঝে মাঝে পঞ্জিকা শুনাইত।—

গ্রহবিপ্র-মুখাদ্ রাজা শৃণুয়ান্ নবপঞ্জিকাম্।
হস্তে কৃত্বা ফলং পুষ্পং ন শূদ্রগণকাস্তুতঃ॥
শুক্লে দক্ষিণতো রাজ্ঞো বামতস্ তদ্ বিপর্য্যয়ে।
দিনপঞ্জী সদা পাঠ্যো দৈবজ্ঞেন তু ধীমতা॥

গঙ্গাদিতীর্থকে স্নানাদ্ যৎ ফলং লভতে নরঃ।
তৎ ফলং লভতে নূনং পঞ্জিকা-শ্রবণেন চ ॥
গ্রহবিপ্রায় দাতব্যং ফলং ভোজ্যং সবস্ত্রকম্।
শক্তিতো দক্ষিণা দেয়া ইতি দেবৈঃ পুরোদিত ॥

দণ্ড—মোটামুটি ৩২ দণ্ডে দিনমান ও ৩২ দণ্ডে রাত্রিমান বিভক্ত করা হয়। ২$\frac{১}{২}$ দণ্ডে এক ঘণ্টা হয়।

বণিজ করণ—১১ প্রকার করণের ষষ্ঠ করণ।

শুভযোগ—২৭ প্রকার যোগের ২৩ স্থানীয় যোগের নাম শুভ।

সংক্রমণ শিরঃস্থানে বৎসর যাবে ভালে—যে নক্ষত্রে কোনো ব্যক্তির জন্ম, সেই নক্ষত্র সংক্রান্তিপুরুষের কোন্ অঙ্গে পতিত হইয়াছে দেখিয়া সেই ব্যক্তির আগামী মাস ও বৎসরের শুভাশুভ নির্ণীত হয়। সংক্রান্তিপুরুষেব মস্তকে প্রায়ই ভালো ফল থাকে—রাজসুখ, মান, অর্থলাভ, ইত্যাদি।

ভালে—ভালো। প্রঃ—

প্রভাতে উঠিয়া শ্রীমুখ দেখিনু, দিন যাবে ভালে ভাল।—চণ্ডীদাস।
তোহ্মা ভালে জানো আহ্মো আইহনের রাণী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
দেই করতালি বোলে ভালি ভালি কাশীদাস বলি যাইনি।
—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী।

লুপ্ত সংবৎসর-—সিংহে গুরোঃ স্থিতিকালঃ সংবৎসরস্থূলঃ। যদি মাঘপৌর্ণমাস্যাং মঘানক্ষত্রং প্রাপ্যতে তদৈব ভাব্যম্। পূর্ব্বরাশাবনাগতাতিচারি-গুরৌ এক বর্ষঃ অকালঃ; অয়মেব লুপ্তসংবৎসরঃ।—শব্দকল্পদ্রুমধৃত জ্যোতিষতত্ত্ব-বচন।

মলমাসাদি-কালানাং বিবাহাদ্যে প্রযত্নতঃ।
পুংসঃ প্রতি সদা দোষাৎ সর্ব্বদৈব হি বর্জ্জ্যতা ॥
—শব্দকল্পদ্রুমে বিবাহ-শব্দে ভুজবলভীম হইতে উদ্ধৃত জ্যোতিষবচন।

আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে লক্ষপতির মুণ্ডে—প্রঃ—

হেট মুখে বুড়া শোকে করে হায় হায়।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে বুড়ার মাথায় ॥—মাণিক গাঙ্গুলি।

বারতে প্রবেশ—

অযুগ্মে দুর্ভাগা নারী যুগ্মে চ বিধবা ভবেৎ।
তস্মাদ্ গর্ভান্বিতে যুগ্মে বিবাহে সা পতিব্রতা ॥—রাজমার্ত্তণ্ড।
এবং "দশমে কন্যকা প্রোক্তা দ্বাদশোর্দ্ধে রজস্বলা।"—উদ্বাহতত্ত্ব।

ফাল্গুনেতে তবে লগ্ন—মাঙ্গল্যেষু বিবাহেষু কন্যাসংবরণেষু চ।

দশ মাসাঃ প্রশস্তন্তে চৈত্রপৌষ-বিবর্জ্জিতাঃ।—রাজমার্ত্তণ্ড।

আষাঢ়ে ধনধান্যভোগরহিতা, নষ্টপ্রজা শ্রাবণে।

বেশ্যা ভাদ্রপদে, ইষে চ মরণং, রোগান্বিতা কার্ত্তিকে॥

পৌষে প্রেতবতী বিয়োগবহুলা, চৈত্রে মদোন্মাদিনী।

অন্যেম্বেব বিবাহিতা পতিরতা নারী সমৃদ্ধা ভবেৎ॥

—পঞ্জিকায় জ্যোতিষবচন।

উত্তরফাল্গুনী—

রেবত্যুত্তর-রোহিণী-মৃগশিরো-মূলানুরাধা-মঘা-

হস্তা-স্বাতিষু তৌলি-ষষ্ঠ-মিথুনেষূদ্যৎসু পাণিগ্রহঃ॥

—পঞ্জিকায় জ্যোতিষবচন।

ত্রয়োদশী—ত্রয়োদশী কামপ্রিয়তিথি, মদনব্রত অনুষ্ঠানের তিথি, সেইজন্য বিবাহে প্রশস্ত। ত্রয়োদশীর অপর নাম জয়া—ত্রয়োদশ্যষ্টমী চৈব তৃতীয়া চ তথা জয়া। এবং "সর্ব্বসিদ্ধা ত্রয়োদশী"।

রবিবার—একমতে "সূর্য্যার্কি-ভূমিপুত্রাণাং দিনেষু কুলটা ভবেৎ।" কিন্তু অন্যমতে—

"ন বারদোষাঃ প্রভবন্তি রাত্রৌ বিশেষতো হর্কাবনিভূ-শনীনাম্।"

ইন্দ্র নামে যোগ—ইন্দ্রযোগে বিবাহ প্রশস্ত, যেহেতু—"কুলচ্ছেদো ব্যতীপাতে, পরিঘে স্বামিঘাতিনী," ইত্যাদি

"এতে বৈ দারুণাঃ সর্ব্বে দশযোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

শেষা যথার্থনামানঃ শুভকার্য্যেষু শোভনাঃ॥"

ইন্দ্রযোগ ঐ দশাতিরিক্ত শেষ শুভ যোগ কয়টির অন্তর্গত।

দ্বৌযাম রজনী মধ্যে—অর্দ্ধরাত্রে, মধ্যরাত্রে। রাত্রে বিবাহ কর্ত্তব্য—

বিবাহে তু দিবাভাগে কন্যা স্যাৎ পুত্রবর্জ্জিতা।

বিরহানলদগ্ধা স্যাৎ নিয়তং স্বামিঘাতিনী॥—জ্যোতিঃসারসংগ্রহ।

মাসের অর্দ্ধ ভোগ—১৫ই বা ১৬ই তারিখে।

৩৮৩ পৃষ্ঠা

তুলিচা—? গালিচা। প্রঃ—

রাজা কৈল অঙ্গীকার ভিন্ন সাধু বসিবার

তুলিচা ফেলাইয়া দিল আগে।

—দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল।

স্মের মুখকমল—স্মের মুখ, হাস্যবদন।

৩৮৪ পৃষ্ঠা

কামতিথি—ত্রয়োদশী ত্বনঙ্গস্য পবিত্রারোপণে তিথিঃ।—কালিকাপুরাণ, ৬১।৪১।

রোহিণী সহিত শশী—১৩৮ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

জীব—(১) জীবন, (২) বৃহস্পতি।

মঘা-ঋক্ষং পরিত্যজ্য যদা সিংহে গুরুর্ ভবেৎ।
তদাব্দে কন্যকা চোঢ়া সুভগা সুপ্রিয়া ভবেৎ॥—মাণ্ডব্য।
অতিচারং গতে জীবে বৃষে বৃশ্চিক-কুম্ভয়োঃ।
যজ্ঞোদ্বাহাদিকং কুর্য্যাৎ তত্র কামো ন লুপ্যতে॥
—হারীত-সংহিতা। পরাশর-সংহিতা; কৃত্যচিন্তামণি, সঙ্কেতকৌমুদী ইত্যাদি।

বিবাহের অধিবাস (৩৮৫—৩৮৬ পৃষ্ঠা)

৩৮৫ পৃষ্ঠা

অধিবাস—আভ্যুদয়িক কর্ম্মে সুবাসিত দ্রব্যাদি দ্বারা অঙ্গপ্রসাধন ও মাঙ্গল্য অনুষ্ঠান। ১৭৮ পৃষ্ঠায় গন্ধাধিবাসন দ্রষ্টব্য।

অমলথি—আমলকী।

চুয়া—স° চ্যু ধাতু ক্ষরণে। যাহা চুয়াইয়া পাওয়া যায়—ধুনার সঙ্গে খসখস মুথা ইত্যাদি চোয়ানো কৃষ্ণবর্ণ উগ্রগন্ধী নির্য্যাস।

ঘিচী কড়ি—স° কুঞ্চিত > ঘিচি, ঘেচি, ঘেঁচি। ঘেঁচি কড়ি = গেঁঠে কড়ি। ও° গণ্ঠী কৌড়ি।

বিদমালা—? বঙ্গবাসী সংস্করণের পাঠ বীজমালা।

পদ্মাক্ষৈর্ বিহিতা মালা শত্রুনাশকরী মতা।—তন্ত্র।

নড়ি—স° যষ্টি > প্রা° লট্‌ঠি > লাঠি, নড়ি।

জাবক—স° যাবক = অলক্তক।

শরা—স° শরাব। একে কোল-শরা বলে; দুখানি শরার মধ্যে পাঁচ ফল রাখিয়া আল্‌তা জড়াইয়া বাঁধে; ইহা জরায়ুর ভ্রূণের প্রতীক।

ৰ্বশ—? সৰ্ব্বস্ব ?

পুটলী—স° পুট+লী।

ফুল-ঝারা—ফুল-ধারা, ফুলের মালা লম্বিত করিয়া রচিত ভূষণ।

নাটাই—স° নৰ্ত্তকী। প্রঃ—

বুকে বান বাজিয়া নাটাই হেন ঘুরে।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

নাটাই সহিত সূতা—বিবাহে নাটাইভরা সূতা দেওয়ার তাৎপর্য্য—বরবধূর প্রীতি যেন নাটাইএর সূতার মতন টানিলেও বাড়ে, দূরে গেলেও সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হয়, এবং প্রায় অফুরন্ত হয়, এবং বরবধূ একের টানে অপবে যেন নাটাই-সূতার মতন ঘুরপাক খায়।—তুঃ—

টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদ্ভুত।
যৈছন বাঢ়ত মৃণালক সূত॥—বিদ্যাপতি।

ফুল-মোড়—পুষ্পমুকুট। মুকুট>মউড়, মোড়।

সুশঙ্খ কুলপি—আ° কুফ্‌ল্=তালা, কব্জা। কব্জা-দেওয়া খিলান গাঁথা।

রজনী—?

মন্ন—মন্দ।

গাছ—জালা। উপরি উপরি স্থাপিত বৃক্ষকাণ্ডাকৃতি হাঁড়ী।

নভূনী—? কোনো-রকম কাপড়। প্রঃ—

ভুনি দোগজা পট্টপাড়ি।—চৈতন্যচরিতামৃত।
পরিতে দিলেন সীতাকে বিচিত্র পাটের ভুনি।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

কষু—? কষু—কৌষেয় ?

কমলাবিলাস—কমলার বিলাস-সামগ্রী হওয়ার উপযুক্ত উত্তম বস্ত্র। প্রঃ—

কমলাবিলাস বাস পরি অভিলাষে।—ঘনরাম।

কশয়—স° কৌষেয়।

ক্ষির-শাঙলী—স° শষ্কুলি>শাঙলি=পিষ্টক।

পুলী—স° পূলিকা, পূরী।

নারঙ্গ—স° নাগরঙ্গ, নার্য্যঙ্গ। প্রঃ—

নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপূর।—চৈতন্যচরিতামৃত।

পাঠান্তর ৩৮৭ পৃষ্ঠা

কান্দি—স° স্কন্ধ।

চিনিচাঁপা—এক রকম কলা প্রাচীন কাব্যে এই কলার উল্লেখ প্রচুর—

চিনিচাম্পা কলা নয় জলত মাখি খামু।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

কেহ দেয় চন্দ্রলাড়ু চিনিচাঁপা কলা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

চিনিচাঁপা কলা   সেইত ফুলমালা।—শূন্যপুরাণ।

কেতা—আ° কিতা=শৃঙ্খলা, ব্যবস্থা।

টাঙ্গায়—স° তুঙ্গ>টঙ্গ। টঙ্গে তুলা টাঙ্গানে। অথবা—স° তন ধাতু বিস্তারে; তানায়>টানায়>টাঙ্গায়। ফা° তঙ্গ্=আঁটো, কষা।

বিবাহের নান্দীমুখ (৩৮৭-৩৮৯ পৃষ্ঠা)

৩৮৭ পৃষ্ঠা

পাতী—স° পত্রী।

বার্ত্তন—স° বার্ত্তায়ন, বার্ত্মন=দূত, পথগমননিপুণ চর, বার্ত্তাবাহক।

বোঝা—স° বদ্ধ>প্রা° বজ্ঝ। ৩৮২ পৃষ্ঠার পাঠান্তরের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৮৮ পৃষ্ঠা

রম্ভাতরু—মাঙ্গল্য ওষধি, সেইজন্য কদলীবৃক্ষ গৃহদ্বারে রোপণ করিতে হয়।—বসন্তরাজ-শকুন; শঙ্খসংহিতা।

জলাশনে—অশনের বা পানীয় জল, অথবা জল ও আসন।

বাক্য বস্তু বিধিমত—বিধি পদ্ধতি অনুসারে মন্ত্র পাঠ করিয়া ও দ্রব্যাদি দিয়া।

পড়াহ—স° পটহ।

কাষড়—স° কাংস্য>বা° কাঁসা। কাঁসা+র—নির্ম্মিত অর্থে। কাংস্যবাদ্য।

শাণী—ফা° শাহ্‌নাএ=রাজনল, শ্রেষ্ঠনল=বাঁশী। স° সানেয়ী, সানিকা=বা° শানাই, সানাই।

টমক—টমটম করিয়া যে বাদ্য বাজে, টেম্‌টেমি। প্রঃ—

রণশিঙ্গা কাড়া পড়া টমক টেমাই।—ঘনরাম।

নৃত্যকী—স° নর্ত্তকী, নৃত্যকারিণী।

গণেশ তরণী হরি—?

নবগ্রহ—সূর্য্য চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রাহু কেতু।

মন্থন ষৈষ্টী—স° মন্থান-যষ্টি, মন্থন-যষ্টি। বিবাহের উদ্দেশ্য প্রজনন; প্রজনন-প্রক্রিয়ার প্রতীকরূপে মন্থনযষ্টি লইয়া শিশুকল্যাণের দেবতা ষষ্ঠীর রূপ কল্পনা করা হয়।

ভাদ্র-মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথি বিশেষভাবে মন্থান-ষষ্ঠী নামে পরিচিত। ঐ দিন ও বিবাহের সময় মন্থান-ষষ্ঠীর পূজা করা হয়।

মৃকুণ্ড-নন্দন—ভৃগু ও খ্যাতির দুই পুত্র—ধাতা ও বিধাতা, এবং এক কন্যা—লক্ষ্মী। বিধাতা মেরুর কন্যা নিয়তিকে বিবাহ করেন। বিধাতা ও নিয়তির পুত্র মৃকণ্ডু। মৃকণ্ডুর পুত্র মার্কণ্ডেয়।—(মার্কণ্ডেয়-পুরাণ।) মার্কণ্ডেয় অল্লায়ু হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। মার্কণ্ডেয়ের পিতা মৃকণ্ডু পুত্রকে উপদেশ দেন সকল লোককে নমস্কার করিয়া আশীর্ব্বাদ সংগ্রহ করিতে। মার্কণ্ডেয় একদিন সপ্তর্ষিকে নমস্কার করিলে তাঁরা আশীর্ব্বাদ করেন—চিরায়ু হও। অপর একদিন ব্রহ্মাকে নমস্কার করিলে তিনিও ঐরূপ আশীর্ব্বাদ করেন। (মৎস্যপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ৩০ অধ্যায়।) বালক মার্কণ্ডেয় তাঁর অল্লায়ুর জন্য পিতামাতাকে শোকাকুল দেখিয়া চিরায়ু হইবার জন্য বিষ্ণুর তপস্যা করিতে বনে যান। তাঁর মৃত্যুক্ষণে তিনি বিষ্ণুচিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া ছিলেন বলিয়া বিষ্ণুদূতেরা যমদূতদিগকে ও স্বয়ং যমকে পর্য্যন্ত মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। তদবধি তিনি চিরজীবী হন। (নারসিংহপুরাণ, ৭ অধ্যায়)

কোনো আভ্যুদয়িক শুভকর্ম্মে মার্কণ্ডেয়ের পূজা করার তাৎপর্য্য—যার কল্যাণে পূজা করা হইতেছে সেও যেন মার্কণ্ডেয়ের ন্যায় দীর্ঘজীবী হয়। মার্কণ্ডেয়ের পূজা করিলে 'নাকালে তস্য মৃত্যুঃ স্যান্ নরস্যাচ্যুতচেতসঃ।'

মার্কণ্ডেয়-পূজার ধ্যান প্রার্থনা ও প্রণামের মধ্যেও মার্কণ্ডেয়-পূজার উদ্দেশ্য জানা যায়—

দ্বিভুজং জটিলং সৌম্যং সুবৃদ্ধং চিরজীবিনম্।
মার্কণ্ডেয়ং নরো ভক্ত্যা পূজয়েৎ প্রযতস্ ততঃ॥
চিরজীবী যথা ত্বং ভো ভবিষ্যামি তথা মুনে।
রূপবান্ বিত্তবাংশ্চৈব শ্রিয়া যুক্তশ্চ সর্ব্বদা॥
মার্কণ্ডেয় মহাভাগ সপ্তকল্পান্তজীবন।
আয়ুর্ ইষ্টার্থ-সিদ্ধ্যর্থম্ অস্মাকং বরদো ভব॥

মহী গন্ধ শিলা ধান ইত্যাদি—অধিবাসের ডালায় রক্ষিত সামগ্রী; এক একটি দ্রব্য দ্বারা পাত্রপাত্রীর সম্পৎ আরোগ্য ইত্যাদি কামনা করা হয়।—

মহী গন্ধঃ শিলা ধান্যং দূর্ব্বা পুষ্পং ফলং দধি।
ঘৃতং স্বস্তিক সিন্দূরং শঙ্খ কজ্জল রোচনা।
সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্রো দীপশ্চ দর্পণম্॥

দীপের বদলে বা অধিকন্তু চামর দেওয়ারও বিধি আছে।

স্বস্তিক—পিঠালি দ্বারা নির্ম্মিত ত্রিকোণাকার যন্ত্র, মাঙ্গল্য।

রোচনা—স° গোরোচনা—গোরুর পিত্ত হইতে প্রাপ্ত পীতবর্ণ রং।

সিদ্ধার্থ—শ্বেত-সর্ষপ।

পূর্ণপাত্র—শস্যপূর্ণ পাত্র, পূর্ণতার প্রতীক।

হর্ষাদ্ উৎসব-কালে যদ্ অলঙ্কারাংশুকাদিকম্।
আকৃষ্য গৃহ্যতে পূর্ণপাত্রং পূর্ণালকঞ্চ তৎ॥—জটাধর।

পরশীলা—স্পর্শ করিল। অধিবাসের মাঙ্গল্য দ্রব্য পাত্রপাত্রীর কপালে স্পর্শ করাইয়া মন্ত্র বলিতে হয়।

প্রতিমা রুচি ইত্যাদি—ষোড়শ মাতৃকা। গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তি পুষ্টি ধৃতি তুষ্টি আত্মদেবতা কুলদেবতা।

৩৮৯ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

বিবাহের নান্দীমুখ

শুক্তি নব পাতিল আধান—শুক্তি=শঙ্খ। নূতন শঙ্খ স্থাপন করিল।

পাতিল লগ্নের সরা—?

গ্রহপতিগণ—চন্দ্রের অধিপতি উমা, প্রত্যধিপতি বরুণ—"বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতম্। জলপ্রত্যধিদৈবতং চ সূর্য্যাস্তম্ আহ্বয়েৎ তথা।"

মঙ্গলের অধিপতি কার্ত্তিকেয়, প্রত্যধিপতি পৃথিবী—"স্কন্দাধিদৈবতং ভৌমং ক্ষিতিপ্রত্যধিদৈবতম্।"

বুধের অধিপতি নারায়ণ ও প্রত্যধিপতি বিষ্ণু—"নারায়ণাধিদৈবঞ্চ বিষ্ণু-প্রত্যধিদৈবতম্।"

বৃহস্পতির অধিপতি ব্রহ্মা, প্রত্যধিপতি চন্দ্র ও ইন্দ্র—"ব্রহ্মাধিদৈবং সূর্য্যাস্তম্ ইন্দ্রপ্রত্যধিদৈবতম্।"

শুক্রের অধিপতি ইন্দ্র, প্রত্যধিপতি শচী—"শক্রাধিদৈবতং ধ্যায়েৎ শচী-প্রত্যধিদৈবতম্।"

শনির অধিপতি যম, প্রত্যধিপতি প্রজাপতি—"যমাধিদৈবতং প্রাজাপতি-প্রত্যধিদৈবতম্।"

রাহুর অধিপতি কাল, প্রত্যধিপতি সর্প—"কালাধিদৈবং সূর্য্যাস্তং সর্পপ্রত্যাধিদৈবতম্।"

কেতুর অধিপতি চিত্রগুপ্ত, প্রত্যধিপতি ব্রহ্ম—"চিত্রগুপ্তাধিদৈবঞ্চ ব্রহ্ম-প্রত্যধিদৈবতম্।"

সূর্য্যের অধিপতি শিব; প্রত্যধিপতি অগ্নি, এবং সবিতৃমণ্ডলে নারায়ণ সন্নিবিষ্ট—"শিবাধিদৈবতং সূর্য্যং বহ্নিপ্রত্যধিদৈবতম্।"

"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ।"

—গ্রহযাগতত্ত্ব।

তাব শব্দ—তারস্বর, তীক্ষ্ণ বা উচ্চস্বর।

কাঁথ—কন্থা মৃন্ময়ভিত্তৌ স্যাৎ তথা প্রাবরণান্তরে।—মেদিনী।

স° কন্থা > বা° ও° কাঁথ।

ঔষধ-প্রবন্ধ (৩৯০-৩৯২ পৃষ্ঠা)

৩৯০ পৃষ্ঠা

দোছটী—ছটা বা আঁচলের দশী কাপড়ের দুদিকে থাকে; সেই দুই প্রান্তই দেহের সঙ্গে সংলগ্ন করিয়া কাপড় পরা।

স° কচ্ছোটিকা > বা° কাছোটী। দুই + কাছোটী—কাপড়ে দুই কাছা করিয়া পরা। দোছোট = উত্তরীয়; দোছোটী—উত্তরীয় সহিত।

আড়ংশরা—? আড়ং বা আড়ত হইতে সংগৃহীত শরা? শরা > স° শরাব = মৃৎপাত্র।

গোমুণ্ড—কাপাস-বাড়ী হইতে গোমুণ্ড আনিয়া তুক করিবার তাৎপর্য্য এই যে—কাপাস-ফল কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু তাহাতে আঘাত লাগিলে তাহা মুখ বিকশিত করিয়া শুভ্র তুলা বাহির করিয়া হাস্য করে, এবং গোমুণ্ড শুভ্র বিকশিতদন্ত চিরনীরব।

পাটিথাল—পাকা + ইটাল > পাকিইটাল > পাটিকাল = পাকা-পোড় ইট, পাটকেল। প্রবোধচন্দ্রিকায়—পাটিখেল।

ত্রিপত্র মণ্ডপ ভাগে—?

পূড়াতী—পূড়তী শাক।

হাইহামলাতি—স° হস্তামলক > হাই; স° হাক্কিকা (জৃম্ভণ) > হাই। হামলাতি = আমলকাদি—আমলকি মেথি আদি। এইসব দ্রব্য পেষণ করিয়া বশীকরণের

জন্য তুক করা হয়, তাহাতে বশ্য ব্যক্তি হস্তামলকবৎ আয়ত্ত হয়, বা নিদ্রাতুরতুল্য হাই তোলে। ৩৯৮ পৃষ্ঠার পাঠান্তরের টীকা দ্রষ্টব্য।

বাগ্যা—স° বৈদ্য, ব্যাধ; আ° বদ্দু=বনেচর জাতি, বাদ=বন, বেদুইন=যাযাবর জাতি। >বাদিয়া=বনেচর যাযাবর ব্যাধবৃত্তি ঔষধদাতা জাতি।

রোহিত-মৎস্যের—রোহিত মৎস্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া।

পীত্য—পিত্ত; ক্রোধের উত্তেজনার কারণ পিত্তাধিক্য বলিয়া সকল দেশের বিশ্বাস। পিত্তের অপর সমনাম উষ্মা। পিত্ত জ্বলা=ক্রোধ হওয়া।

তস্মাৎ তেজোময়ং পিত্তং পিত্তাত্মা যঃ স শক্তিমান্।
স কায়াগ্নি স কায়োষ্মা স পক্তা স চ জীবনম্॥—তন্ত্র।
পিত্তপ্রকৃতিকো যাদৃক্ তাদৃশোঽথ নিগদ্যতে।
অকালপলিতো গৌরঃ ক্রোধী স্বেদী চ বুদ্ধিমান্॥—ভাবপ্রকাশ।
পিত্ত-শ্লেষ্ম-সমীরাশ্চ প্রাণিনাং দুঃখদায়কাঃ॥
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, ১৬ অধ্যায়।

ইংরেজী bile মানেও পিত্তরস এবং ক্রোধ, বিরক্তি—

It means anger, ill-temper, peevishness, from the formerly supposed influence of the bile on the humours.

'It raised my bile.'—Hood, Plea of the Midsummer Fairies.
(The New Standard Dictionary).

মঙ্গল বাসরে—প্রায় সমস্ত তুকতাক শনি-মঙ্গলবারে করণীয়। মঙ্গলের অন্যান্য নাম—কুজ, বক্র, ক্রূরদৃক্। মঙ্গল সর্ব্বকামফলপ্রদ।—স্কন্দপুরাণ।

বিদমোড়া—? বিদ্‌ধাড়ক—স° বৃদ্ধদারক?

ইষাগ—? স° অর্কমূলা>ইশেরমূল, ইষু—Aristolochia indica, একপ্রকার বন্য লতা। পাখীলতা। অথবা, ইসপ্‌গুল বা ইসবগুল—ফা° অস্‌প্=স° অশ্ব, আ° গুল্=কর্ণ—অশ্বকর্ণের ন্যায় পাতা বিশিষ্ট শাক, Plantago ovato.

বালাগাজে—?

গারড়—স° গড্ডল=ভেড়া। ভেড়া নির্বোধ বলিয়া পরিচিত।

রসের কাজল—স° রস=পারদ। পারদের কজ্জল।

ভেড়ার মতন নির্বোধ পরবশ ব্যক্তিও রসিক রসজ্ঞ হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য। পারদের গুণ—চক্ষুষ্যত্ব, রসায়নত্ব।

যোগবাহী মহাবৃষ্যঃ সদা দৃষ্টিবলপ্রদঃ।—মাতৃকাভেদতন্ত্র, ৮ পটল।

কাটাল—স° কর্ত্তিত।

৩৯২ পৃষ্ঠা

বস্থ—বৃদ্ধৌষধ (মেদিনী, শব্দরত্নাবলী)। যে ঔষধে বৃদ্ধি বা মঙ্গল হয়।

হাঙ্গিবাতে—অর্দ্ধরাতে পাঠ হইবে।

ত্রিশূল্যা— ?

বেদগুণ— ? স° বাতিঙ্গন > বাইগন > বাগ্যন > বেগুন।

বেউশ্যা—?ব° বিশ্যা > স° বেশ্যা। ব্যবসা শব্দের সঙ্গে গোল করিয়া গ্রাম্য—বেবিশ্যা > বেউশ্যা।

আলতা—স° অলক্তক, ও° অলতা, হি° অলতা, ম° অলিতা।

আইবাড়—স° অব্যূঢ়=অবিবাহিত। ও° অবিহড়া। প্রঃ—

আইবড় এতবড় বেটা হৈল ঘরে।
কেমন করিয়া দেখে পেটে ভাত জরে ॥—শিবায়ন।

ঘরে আইবড় মেয়ে কথন না দেখ চেয়ে
বিবাহের না ভাব উপায়।—ভারতচন্দ্র।

বেড়ী—স° বেষ্ট > প্রা° বেঠ্ঠ > বেড়। স° বার > হি° বের।

গালাগালী—স° গর্হিকা > প্রা° গল্লহিআ > স° গালি=বিরুদ্ধ ভাষণ। গালির বদলে গালি গালাগালি ; ব্যতিহার বহুব্রীহি।

ছান্দলা—স° ছাদন—চন্দ্রাতপ। ছাদন-তলা > ছাদলা। হি° চাঁদনী, ও° ছা-মুড়লা। কৃত্তিবাসে—ছায়ামণ্ডপ। লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলে—ছোড়লা।

৩৯২—৩৯৩ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

রম্ভাবতীর বশীকরণ ঔষধ সংগ্রহ

পুনর্ব্বসু—? বসু=বৃদ্ধৌষধ। পুনর্ব্বসু—ঔষধের তিলক।

পাকড়ি—স° প্রগ্রহ > হি° পাকড়=ধরা। পাকড়ি=ধরিয়া।

আটুলি—আঁটাল+ঈ—যে কীট অঙ্গে আঁটিয়া থাকে। স° অষ্টপদী। হি° অঠৈ, ও° টিক-অ, ইং tick। সাপ অতি হিংস্র বিষধর প্রাণী ; তার অতি মসৃণ গায়েও যে পরাসক্ত কীট আঁটিয়া থাকিয়া তার রক্তপান করে সেই কীট আনিয়া তুক করিলে জামাতা অতিবড় দুর্দ্ধর্ষ হইলেও কন্যার প্রভাব এড়াইতে পারিবে না—ইহাই তাৎপর্য্য।

আমা শরা......... সাপের দই—সাপের বিষ দিয়া জমানো দই ; আমা শরায় দুধ রাখিয়া দই জমাইতে গেলে শরা গলিয়া যাইবার সম্ভাবনা ; কিন্তু সেই দুধে

সাপের বিষ দিয়া জমাইলে দুধ এত শীঘ্র জমাট বাঁধে যে আমা বা অদগ্ধ শরা গলিয়া যাইবার অবসরই পায় না। আমা শরায় সাপের বিষ দিয়া পাতা দই আনার তাৎপর্য্য এই যে—কন্যা সাপের ন্যায় বিষ উদ্গিরণ করিলেও কন্যা-জামাতার প্রীতিবন্ধন দধির ন্যায় জমাট হইবে এবং আধার যত কেন কম মজবুত হোক না তাহা ভঙ্গ হইবার কোনো সম্ভাবনা থাকিবে না। সাপের বিষ acid বা অম্ল নহে, alkali; তাহাতে দুধ জমিয়া দই হয় কি না পরীক্ষা-সাপেক্ষ।

অথর্ব্ববেদে, গরুড়-পুরাণের ১৮২ অধ্যায়ে, বহু তন্ত্রে বহু বশীকরণ-প্রকরণ আছে। শেক্স্পীয়রের ম্যাকবেথ নাটকে ডাইনীদের তুকতাক তুলনীয়।

বরবেশে ধনপতির আগমন (৩৯৩—৩৯৫)

৩৯৪ পৃষ্ঠা

কাশ্যপী—পরশুরাম একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া গুরু কশ্যপকে দান করিয়াছিলেন বলিয়া পৃথিবীর নাম কাশ্যপী। কাশ্যপী = মৃত্তিকা।

দূর্ব্বা—বহুসন্ততি ও দীর্ঘজীবনের প্রতীক। প্রথম খণ্ড টীকার ৩০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ধান্য—বহুসন্ততি ও ধনান্নশালিতার চিহ্ন। ধান্য দিয়া আশীর্ব্বাদ করিবার বৈদিক মন্ত্র এই—ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণম্ অপূপবন্তং উকৃথিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্ জুষস্ব নঃ। ওঁ ধান্যম্ অসি, ধিনুহি দেবান্, ধিনুহি যজ্ঞং, ধিনুহি যজ্ঞপতিং, ধিনু হি মাং যজ্ঞন্যম্।

মালা—তা° মালা = ফুল > স° মাল্য, মাল > প্রা° মাল্লং > বা° মালা = বহু ফুলে গাথা হার।

রসের দর্পন—পারদ-লিপ্ত দর্পণ।

ঢলে—চলে। স° হ্বল ধাতু চলনে > হি° ও ম° বা° ঢল।

দুন্দলে কন্দল—প্রাচীন কালে কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করার প্রথা ছিল। তাহাতে বরপক্ষে ও কন্যাপক্ষে যুদ্ধ হইত। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে এই প্রথা বহুদিন প্রচলিত ছিল—হিন্দা আল্হার গানে তার পরিচয় আছে। এই প্রথা তিরোহিত হইয়া গেলেও তার অভিনয় বহুদিন পর্য্যন্ত হইত; এখনো বর বাসরঘরে ঢুকিতে গেলে শ্যালক দ্বার আটক করে, এবং শ্যালককে দোরধরানি টাকা ঘুষ দিয়া বর বাসরঘরে প্রবেশের অধিকার পায়। বাংলা অপর কাব্যেও বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

বরযাত্র কন্যাযাত্র করে তাড়াতাড়ি।
কন্দল করিয়া পথে নিভায় দেউড়ী ॥—কেতকা দাস।

হেনকালে দশরথ গেলেন তথায় ॥
তাঁরে অনুব্রজিয়া সে লয়েন জনক।
দ্বারে ঠেলাঠেলি করে উভয় কটক ॥
প্রথমেতে উভয়ে হইল ঠেলাঠেলি।
ঠেলাঠেলি হইতে হইল গালাগালি ॥—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

সাধব—স° সাধু শব্দের বহুবচনের রূপ।

কলী—স° কলি=কলহ।

শ্বসুরা—স° শ্বশুর > হি° শ্বসুরা।

অনন্তপট—স° অন্তঃপট, অন্তর্বাস। কাপড়। প্রঃ—

তবে মধ্যে অন্তঃপট ধরি লোকাচারে।—চৈতন্যভাগবত।

অন্তঃপট ঘুচাইল দোঁহে দোঁহা দেখি।—লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল।

ভাওরী—ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাইঝি?

অবিধান—স° অভিধান=নাম।

গোত্র—এক ক্ষেত্রে যাহারা গোরু চরাইত তারা এক গোত্রীয়। মনু প্রভৃতির মতে ২৪ জন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি। "এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে।"

প্রবর—গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিবংশের তিনজন প্রধান ব্যক্তি। 'বীরমিত্রোদয়' নামক গ্রন্থে গোত্র-প্রবরের বিশদ বিবরণ আছে।

৩৯৫ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

বরযাত্রা

গাম্ভারি-পীঠে—গাম্ভারী কাঠের পিঁড়ি; গাম্ভারী কাঠ খুব মসৃণ হয়।

মঙ্গল গায়—(১) শুভসূচক গান করে। (২) দেবতার লীলা-প্রকাশক মঙ্গল নামে পরিচিত বিশেষ ধরণের ও সুরের গান করে, যেমন—চণ্ডীমঙ্গল, মনসা-মঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, ইত্যাদি।

বরিয়াতি—স° বরযাত্রী > হি° বরিয়াতি।

গোধূলি—

সন্ধ্যাতপারুণিত-পশ্চিমদিগ্‌বিভাগে
ব্যোম্নি স্ফুরদ্ বিরল-তারক-সন্নিবেশে।

রুদ্ধে গবাং খুর-পুটোদ্‌গলিতৈ রজোভির্
গোধূলির্ এষ কথিতো ভৃগুজেন যোগঃ ॥
গোধূলিং ত্রিবিধাং বদন্তি মুনয়ো নারী-বিবাহাদিকে—
হেমন্তে শিশিরে প্রয়াতি মৃদুতাং পিণ্ডীকৃতে ভাস্করে।
গ্রীষ্মে হর্দ্ধাস্তমিতে বসন্ত-সময়ে ভানৌ গতে হদৃশ্যতাং,
সূর্য্যে চাস্তম্ উপগতে চ নিয়তং বর্ষা-শরৎ-কালয়োঃ ॥
লগ্নং যদা নাস্তি বিশুদ্ধম্ অন্যৎ
গোধূলিকাং তত্র শুভাং বদন্তি।
নাস্মিন্ গ্রহা ন তিথয়ো ন চ বিষ্টি বারা
ঋক্ষাণি নৈব জনয়ন্তি কদাপি বিঘ্নম্।
অব্যাহতং সততম্ এব বিবাহকালে
যাত্রাসু চায়ম্ উদিতো ভৃগুজেন যোগঃ ॥
মার্গশীর্ষে তথা মাঘে গোধূলিঃ প্রাণনাশিকা।
অন্যেষু শুভদো যোগো বিবাহে গমনে তথা ॥—দীপিকা ও পঞ্জিকা।

হাস কথা কুতূহলে—কৌতুক করিয়া হাস্য ও কথোপকথন

ক্রোশেক—এক ক্রোশের কাছাকাছি।

গালাগালি চুলাচুলি—গলায় গলায় বা চুলে চুলে ধরিয়া যুদ্ধ

দেউড়ি—স° দেহলী (=দ্বারাগ্রস্থানম্)>হি° দেউড়ী। তুঃ—

নয় দেউড়ি পার হয়ে গেলাম দরবারে।—কৃত্তিবাস।
সম্মুখে ময়বার ঘর ভিতর দেউড়ি।—মাণিক গাঙ্গুলি।

খুনাখুনি—ফা° খুন=রক্ত। রক্তারক্তি। কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে অঙ্গদ-রায়বারে খুন শব্দ আছে।

ধনপতির বিবাহ (৩৯৬—৩৯৮ পৃষ্ঠা)

৩৯৭ পৃষ্ঠা

কবিলাস—স° কাহলা ? বাদ্যযন্ত্র। প্রঃ—

রুদ্রবীণা উপাঙ্গ পাখোয়াজ কবিলাসে
সপ্তসরা রবাব ডিণ্ডিম বাদ্যরসে ॥—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল

খুনী—খুঞা, ক্ষৌম বস্ত্র।

পাছড়া—৪০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাম্বুল-সাপুড়া—তাম্বুল রাখিবার সম্পুট, পেটিকা।

চান্দা—চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া।

ফিতা—পর্ত্তু° fita.

চন্দন-চৌখুরী—চন্দনকাঠের চারিখুরা-দেওয়া পিঁড়ি। স° খুরক=খাটের পায়া।

লাজা—খই।

হুলীঞা—স° হুল ধাতু গতি। হুলিয়া=নিক্ষেপ করিয়া। স° হুত=আহুতি প্রদত্ত। হুলিয়া=আহুতি দিয়া।

৩৯৮ পৃষ্ঠা

পরিশে—পরিবেষণ করে। ও° পরস, হি° পরোস। প্রঃ—

পরিসএ জনক-ঝিআরি।—শূন্যপুরাণ।

ডানি করে ধরি অন্ন পরশেন মাতা।—ভারতচন্দ্র।

বিদগধ—স° বিদগ্ধ=রসিক।

শয্যা তোলনী—শালী-শালাজদের প্রাপ্য বরবধূর শয্যা তোলার পুরস্কার।

শয্যা ছাড়ি উঠে দশরথ নৃপবর।
শয্যার উত্থান-কৌড়ি দিলেন বিস্তর॥—কৃত্তিবাস, আদি।

পঞ্চাশ—স° পঞ্চাশৎ।

৩৯৯ পৃষ্ঠা পাঠান্তর

রোহিণী-সোম—প্রগাঢ় দাম্পত্য-প্রীতির জন্য প্রসিদ্ধ। ১৩৮ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

কুসুম-শয়নে—ফুলশয্যা। মদনের সমস্তই পুষ্পময় বলিয়া বিবাহ-বাসরে ফুলশয্যা করা হয়। তুঃ—

কুসুম-শয্যায় রাজা শয়ন করিল।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

স্ত্রী-আচার।

স্ত্রী-আচার—স্ত্রীলোকদের অনুষ্ঠেয় শাস্ত্রবহির্ভূত লৌকিক ও কৌলিক আচার।

বরসূতা—সূতা দিয়া অধর ও হস্ত মাপিবার তাৎপর্য্য কন্যার প্রতি জামাতার কটুবাক্য বলার ও প্রহার করার ক্ষমতা লোপ ও বাক্যে ও ব্যবহারে জামাতাকে কন্যার অনুগত বশীভূত করা। নাটাইএর সূতা দিয়া তুক করার তাৎপর্য্য এই যে কন্যা

প্রীতির ডুরী টানিয়া জামাতাকে নাটাইএর ন্যায় নাচাইতে ঘুরাইতে পারিবে, এবং যতই টানা যাক সূতা ও নাটাইএর অবিচ্ছিন্ন যোগের ন্যায় তাহাদের যোগও অব্যাহত হইবে।

৪০০ পৃষ্ঠা

কৌতুকে যৌতুক দেয় যতেক যুবতী—কিম্বদন্তী আছে যে জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের একটি পংক্তি—দেহি পদপল্লবম্ উদারম্—যেমন স্বয়ং কৃষ্ণের লেখা, তেমনি কবিকঙ্কণের এই পংক্তিটি স্বয়ং চণ্ডীর লেখা। কিন্তু চণ্ডী যে এই পংক্তিটি লিখেন নাই তার প্রমাণ—কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণের বহু পূর্ব্বে রামচন্দ্রের বিবাহ বর্ণনায় অনুরূপ একটি পংক্তি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—কৌতুকে যৌতুক দিল সবে রত্ন ধন।—আদিকাণ্ড।

দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ—বরকে দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ যৌতুক দেওয়ার কারণ—(১) তখন মুদ্রার প্রচলন বেশী ছিল না, কড়ি বিনিময়-সাধন ছিল; ধনী বণিক্ জামাতাকে কড়ি না দিয়া অধিক মূল্যবান্ শঙ্খ দিল; (২) বণিকেরা তখন সিংহল হইতে শঙ্খ আনিয়া বাণিজ্য করিত; দুর্লভ বহুমূল্য সামগ্রী বলিয়া বণিক্ শ্বশুর বণিক্ জামাতাকে যৌতুক দিল শঙ্খ; (৩) শঙ্খ মাঙ্গল্য সামগ্রী, স্বয়ং লক্ষ্মীর প্রিয় বাস-সামগ্রী—বসামি পদ্মোৎপল-শঙ্খ-মধ্যে।—স্কন্দপুরাণে লক্ষ্মীচরিত্রে।

শঙ্খ-শব্দো ভবেদ্ যত্র তত্র লক্ষ্মীশ্চ সুস্থিরা।
সঃ স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু যঃ স্নাতঃ শঙ্খবারিণা॥
শঙ্খো হরের্-অধিষ্ঠানং যতঃ শঙ্খস্-ততো হরিঃ।
তত্রৈব সততং লক্ষ্মীর্ দূরীভূতম্ অমঙ্গলম্॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ১৮ অধ্যায়।

ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি বাসুদেবাজ্ঞয়া মুনে।
শঙ্খং তান্যধিতিষ্ঠন্তি তস্মাৎ শঙ্খং সদার্চ্চয়েৎ॥

* * * *

শঙ্খঃ সমার্চ্চিতো যেন তস্য লক্ষ্মীর্ ন দুর্লভা।
দর্শনেনাপি শঙ্খস্য কিমু তস্যার্চ্চনেন চ।
বিলয়ং যান্তি পাপানি হিমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥

—পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ১২৯ অধ্যায়।

দক্ষিণাবর্ত্ত-শঙ্খেন তিলমিশ্রোদকেন তু।
যাবজ্জীবকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥—বরাহ পুরাণ।

দক্ষিণাবর্ত্ত-শঙ্খস্তু কুর্য্যাদ্ আয়ুর্ যশো ধনম্।

—যুক্তিকল্পতরু।

পঞ্চরত্ন—

কনকং হীরকং নীলং পদ্মরাগঞ্চ মৌক্তিকম্।

পঞ্চরত্নম্ ইদং প্রোক্তম্ ঋষিভিঃ পূর্ব্বদর্শিভিঃ ॥—হেমাদ্রি।

ধনপতির স্বদেশ গমন (৩৯৯—৪০২ পৃষ্ঠা)

৩৯৯ পৃষ্ঠা

বর্যাতায়—স° বরযাত্রা > হি° বরিয়াৎ, বরাৎ > বরিয়াতা, বর্যাতা।

৪০০ পৃষ্ঠা

বিলাসীয়া—স° বি+লস্ ধাতু দীপ্তি, শোভা; অথবা স° বিলয় > বা° বিলাইয়া= বিতরণ করিয়া।

৪০১ পৃষ্ঠা

চিটা ফোটা—স° চিক্কণ > চিটা। চিটা ফোটা=চক্‌চকে ফোঁটা। প্রঃ—

চিট্যা ফটা দেখ দূত গলাঅ তুলসী।

নিজ সেবক বটি মুয়া নিরঞ্জনর দাসী ॥—শূন্যপুরাণ।

শোয়াগের—স° সৌভাগ্য > প্রা° সোহগ্গ > হি° সোহাগ, সুহাগ। প্রঃ—

চারিদিকে জ্বালি দিল সোহাগের বাতি।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

লোক-অনুরাগ ঘরের সোহাগ

পতির আরতি নাশি।—জ্ঞানদাস।

শোয়াগের···কাণ—আদর বাড়াইবার জন্য কাজল পরিতে গিয়া চোখ কাণা হইল।

ফুরালে—স° স্ফুর বা পূর (পূর্ণ, পূর্ত্তি) > ফুরা ধাতু।

ফুক—স° ফুৎকার > ফুক, ফুঁ। ও° ম° হি° ফুঁক। প্রঃ—

মৃণালেতে সারি সারি রন্ধ্র বানাইয়া।

বাজাইল বিনোদিনী তাথে ফুক দিয়া ॥—চণ্ডীদাস।

উৎকট—স° উৎকট=অসহনীয়।

ফুটনোট—

ছটফট—স° চট ধাতু ভেদে, পট ধাতু বিদারে—চটপট > ছটফট

বিটকাল—স° বিট (বিষ্ঠা)+কাল=বিষ্ঠার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ; বিকট+আল=যাহাতে বিকটের ভাব বর্ত্তমান আছে।

৪০১ পৃষ্ঠা

ছায়্যো—স° ক্ষার>প্রা° ছার>ছাই। ছাই দ্বারা, ছাইয়ে, ছাইতে।

বিদগদ—স° বিদগ্ধ=রসিক।

সুজান—অভিজ্ঞ, যে সবিশেষ জানে। প্রঃ—

ভনয়ে বিদ্যাপতি চতুর সুজান।—বিদ্যাপতি।

বিদগধ মাধব রসিক সুজান।—গোবিন্দদাস।

হিদয়···গেয়ান—লহনাকে ধনপতি মনে মনে হীন জ্ঞান করিল।

সভারে—স° সর্ব্ব>প্রা° সব্ব>সব, সভ।

বিড়া—স° বীটি, বীটিকা (=পানের খিলি)>প্রা° বীড়িআ। প্রঃ—

তস্কির হুকুম হউক তিন বিড়া পান।—মাণিক গাঙ্গুলি।

চৈতন্যচরিতামৃতে—বিড়ক, পানবিড়া।

নৃপ সভাগণে—নৃপকে ও সভাসদ্‌গণকে।

৪০২ পৃষ্ঠা

সুয়া—স° শুক। ও° সুআ। প্রঃ—

নিজ বোলে ডাকে পিক, পড়ে শারি শুয়া।—ঘনরাম।

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন,

ওরে আমার শুয়া পাখী।—রামপ্রসাদ।

৪০২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

ধনপতির রাজসভায় গমন

ব্যবহার—উপহার দ্রব্য।

কলা—স° কদল>প্রা° কঅল, কেল>ম° কেল, হি° কেলা, বা° কলা।

দোখণ্ডী—দ্বিখণ্ডিত।

গাছু—বাঁক, ভারযষ্টি। জালা। উপরি উপরি সজ্জিত দ্রব্য।

সাধু—ফা° সুদ্ (লাভ, ঋণের বৃদ্ধি) বৃত্তি যার সে সাউদ। আ° সা'দ, সা'উদ=সৌভাগ্য; সা'ইদ=সৌভাগ্যবান্; সা'ইদ>সাধ>সংস্কৃত শব্দসাদৃশ্যে সাধু।

মাণিকচন্দ্র রাজার গান ও ময়নামতীর গানে—সাউদ, সাউত। পরে সংস্কৃত সাধু শব্দের সহিত সাদৃশ্যে সাধু। বণিক্। প্রঃ—

বন্দরর সাউদ মহাজনক আনিল ডাকিয়া।—মাণিকচন্দ্রের গান।

সাউত সদাগর দেয় খাজনা নাউ নৌকা বেচাঞা।

—ময়নামতীর গান।

আপনি জিজ্ঞাসা করে সাধু সদাগরে।

—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড, ২৫পৃঃ।

মিথ্যা বল সাধবের কন্যা তুমি নও।

—মাণিক গাঙ্গুলি, ২৯।১।২০।

গড়া—স° গাঢ়। ঘন মোটা কাপড়।

সাঅন—সাজন, সজ্জা।

সদাগর—ফা° সওদাগর। কৃত্তিবাস প্রভৃতির সময় সুপ্রচলিত বাংলা শব্দ।

থোয়—স° স্থাপি ধাতু > বা° থু ধাতু। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে থ ধাতু—

আপনার রূপ থৈল মুরত বদলাইয়া।

চারিভিত—স° চত্বারি > চারি; ভিত্তি > ভিত (দিক্)।

শারী-শুক উপাখ্যান (৪০২—৪০৪ পৃষ্ঠা)

৪০২ পৃষ্ঠা

যমকাক—কাক যমের দূত।

ওঁ যমদ্বারাবস্থিতা-নানাদিগ্‌দেশীয়-বায়সেভ্যোঃ নমঃ।

ওঁ কাক ত্বং যমদূতোঽসি গৃহাণ বলিমুত্তমম্॥—হলায়ুধ।

যমান্তক = যম ও অন্তক, অথবা যমেরও যে অন্ত করে।

ফাঁদ—স° বন্ধ > হি° ফন্দা > বা° ফাঁদ, স° ফণ্ড। প্রঃ—

দেখিআঁ তোমার মুখচান্দে।

যমুনাত পাতিলো মো ফান্ধে॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

ফাল্গুন মাসেত শুক আনন্দে পাতি ফান।—গোরক্ষবিজয়, ১৪৩ পৃঃ।

কেঁদো নাই আজ যে আকাশে আছে ফাঁদ।

—মাণিক গাঙ্গুলি, ৪২।২।১৫।

মৃগ বন্দী হৈল যেন না ঝিয়া ফাঁদ।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড, ৮ পৃঃ

আঠানলে—আঠাকাঠি। অট্ট (=ভাত) হইতে আঠা। আঠাযুক্ত নল।

অক্কটি—স° আখেটক, আখেটিক > হি° আখেটী = ব্যাধ।

শাখা আড়ে আখেটী পাখায় দিল আটা।—ঘনরাম।

আসয়—স° আশয় = মন, ইচ্ছা।

৪০৩ পৃষ্ঠা

শংশা—স° সং (সম্যক্)+শো ধাতু নাশ।

কলাই—স° কলায়।

বুনে—স° বপন > বঅন > বা° বুন ধাতু।

ঝোড়—স° ঝর = বর্ষাকালে জল গড়াইয়া নিম্ন খাত। স° ঝাট, ঝটি = সংহতশাখ ক্ষুদ্র বৃক্ষ। স° ক্ষুপ > ঝোপ > ঝোড়।

আহড়—স° অন্তরাল > আড়াল > আয়র, আহড়। প্রঃ—

ওষধির আয়ড়ে আছিল চুড়া ধীর।

—মাণিক গাঙ্গুলি, ১৯৮।২।৫৫।

কুম্ভকর্ণ-গৃহ বাঁচে গাছের আওড়ে।

—কৃত্তিবাস, সুন্দরাকাণ্ড, ২০০।২।

আড়ে ওড়ে থাকিয়া নিহালে মুখখানি।

—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, ৪০।১।৮।

ঝাকে ঝাকে—স° পুঞ্জক > পঞ্জাক > ঝাঁক। প্রঃ—

খঞ্জনা খঞ্জনী করে নানা ধুনি
বৈসএ ঝাকে ঝাক।—শূন্যপুরাণ।

দুই জন বাণ বৃষ্টি করে ঝাঁকে ঝাঁকে।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড, ৩৮ পৃঃ।

ডাল—স° দারু > প্রা° দালু > স° দলিক (=শাখা) > ডাল।

ককুভ—বিস্তৃত-পক্ষ-বিশিষ্ট পক্ষী। কর্দ্দম।

কঙ্ক—কাঁক বা হাড়গিলা পাখী, এর পক্ষে বাণের পুঙ্খ প্রস্তুত হয়।

কামী—চক্রবাক, কপোত, চটক, সারস।

কোক—চক্রবাক।

কলবিঙ্ক—চটক পক্ষী।

কলরব—কপোত, কোকিল।

কলীঙ্গ—স° কলিঙ্গ = ধূম্যাট পক্ষী (?), ফিঙ্গে।

কর্কট—কর্কটিয়া পাখী।

কালকণ্ঠ—ময়ূর, খঞ্জন, দাত্যূহ বা ডাহুক বা ডাক পখী, চড়ুই।

কীর—শুকপক্ষী। [কুখা=?]

কেকি—স° কেকী=ময়ূর।

কুরর—কুরল পাখী, উৎক্রোশ বা ঈগল পক্ষী
[কুমার=শুকপক্ষী]

কাদম্ব—কলহংস, বালিহাঁস।

শুভ খঞ্জন—মঙ্গল-সূচক খঞ্জন। [কারণ্ডব=খাঁড়-হাঁস।]

করট—কাক।

শতক—শতসংখ্যক।

পেঙ্গা—?

টেষকোনা—? স° টুণ্টুক=টুণ্টুনি পাখী ?

মাছরাঙ্গা—স° মৎস্যরঙ্গ, মৎস্যরঙ্ক।

নারক—?

বর্ত্তীক—স° বর্ত্তক, বর্ত্তিকা > হি° বর্ত্তক, বত্তক, বতক=হাঁস।

সেন—স° শ্যেন।

ভাস—কুক্কুট, গৃধ্র।

বাবুতি—বাবই ? [রাঙ্গা চূড়া=তাম্রচূড়, কুক্কুট।]

বারই—স° ভারয়=ভারদ্বাজ পক্ষী, ভারুই পাখী, ভরত পক্ষী।

শামুকান—শামুকখোল পাখী।

দলপিপি—জলপিঁপি পাখী।

তাম্রচূড়—কুক্কুট।

গুড়ুর—স° গরুড়।

ভারুই—স° ভারয়, ভরত, ভারদ্বাজ, sky lark। ঘটা=সমূহ।

টুকি—?

টুনী—স° টুণ্টুক > টুনটুনি।

তালচটা—স° তালচটক, তালগাছে বাসা করে, ই° swallow জাতীয়।

টিয়া—টিটি রব করে বলিয়া নাম। হি° তোতা=শুকপক্ষী।

পানীকাজুড়ী—? স° জলকাক>পানিকাকটী, পানিকাঅটী, পানিকৌটী ; হি° পানিকাওয়া, ও° পাণিকোআ।

বাদুড়—স° বাতুলি>ও° বাদুড়া।

বাদুড় তপস্যা করে উর্দ্ধে তুলে পা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

৪০৪

হরিতাল—সং হরিতাল, হারিত>বাং হরিয়াল, হড়িয়াল, ওং হরড়, হিং হরিয়া পাখী। The Bengal green pigeon.

কপিঞ্জল—চাতক, তিত্তির।

বগড়—হিং বগেড়ি; ছোট ছোট চটক জাতীয় পাখী।

কাঠঠোকরিয়া—সং কাষ্ঠকুটক।

পেচা—সং পেচক।

শরালু—শরারি নামক জলচর পাখী। শরাড় পাখী।

কাদাকোচা—সং কর্দ্দম-খঞ্জনা। সং কুস্ত>বাং কুচ, খুচ ধাতু। যে পাখী কাদায় চঞ্চু কোচে বা খোঁচে।

সারী—সং সারিকা, সারী।

৪০৪—৪০৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

ব্যাধের সারিকা বন্দীকরণ

৪০৪ পৃষ্ঠা

ভাই—সং ভ্রাতা>প্রাং ভাআ>ভাই।

বুঝি—সং বুদ্ধি>প্রাং বুজ্‌ঝি>বুঝি।

তুণ্ডের আহার খসি—আহার শেষ হওয়া সূচনা করে।

খসি—সং স্খল>খস।

বুকে—সং বুক্ক>বুক।

যা করে গোসাঞি—দৈবনির্ভর দেশের কবির কথা। কিন্তু আমাদের দেশে পুরুষকারের প্রশংসাও প্রচুর আছে—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, জৈমিনি-ভারত, দেবীপুরাণ ২০ অধ্যায়, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ মধ্যখণ্ড ২৩ অধ্যায় ১১-১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ব্যাধের প্রতি শুকের উপদেশ (৪০৬-৪০৯ পৃষ্ঠা)

৪০৬ পৃষ্ঠা

পরে দেখ্য শেই অনুমানে—তুঃ—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥—ঈশোপনিষৎ, ৬।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥
—শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ৬। ৩২।
আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ।—হিতোপদেশ।

Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them.—St. Matthew, vii, 12.

And as ye would that men should do to you, do ye also to them likewise,—St. Luke, vi, 31.

৪০৭ পৃষ্ঠা

সভে পিরিতের বন্ধু—শুকের এই উপদেশ রত্নাকর দস্যুকে ব্রহ্মার উপদেশের প্রতিধ্বনি। তুঃ—

পুনঃ বলিলেন পাপ কর কার লাগি।
তোমার এ পাতকের কেহ আছে ভাগী?
শুনিয়া হাসিয়া ব্রহ্মা কহিলেন তবে।
তোমার পাপের ভাগী তারা কেন হবে॥
—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আদিকাণ্ড।

পাপ পুণ্য যাব সাথে—তুঃ—

এক এব সুহৃদ্‌ ধর্ম্মঃ নিধনেপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বম্‌ অন্যদ্ধি গচ্ছতি।—মনু, ৮। ১৭।
মৃতং শরীরম্‌ উৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি, ধর্ম্মস্‌ তম্‌ অনুগচ্ছতি॥—মনু, ৪। ২৪১।
এক এব সুহৃদ্‌ ধর্ম্মঃ নিধনেপ্যনুযাতি যঃ।—হিতোপদেশ।
আসিতে লেঙ্গটা রাজা যাইতে যাবা শূন্য।
সঙ্গে করি নিয়া যাবে পাপ আর পুণ্য॥—ময়নামতীর গান।

শিবিরাজা—উশীনরের পুত্র ও উশীনর দেশের অধিপতি। এঁর উপাখ্যান মহাভারত, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে আছে।

ত্যজে যিনি নিজ বংশ—শিবি রাজা বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ-বেশী ব্রহ্মার প্রার্থনায় নিজ পুত্রকে বধ করিয়া অতিথির অনুরোধে অতিথির সঙ্গে সেই মাংস ভক্ষণ করেন।

জীব নামে বংশের আখ্যান—শিবিরাজ অপুত্রক হইলেও তাঁর নাম শিবা বা শৃগাল ও হিংস্র জন্তুগণ (শিবি=হিংস্র জন্তু) আজ পর্য্যন্ত বহন করিতেছে।

সঞ্চান—স° শ্যেন>সঞ্চান, সাচান। ও° সঞ্চাণ। প্রঃ—

হেন কালে সঞ্চান সে কাকেরে দেখিয়া।
মহাবেগে যায় পক্ষী কাকে খেদাড়িয়া ॥—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড, ২০।১।
সচকিত সসচান শুনিয়া ভূপ-ভাষা।—মাণিক গাঙ্গুলি, ১০৯।১।৪১।
সাচন উড়এ জেন গগন উপর।—গোরক্ষবিজয় ৫৩ পৃঃ।
আকাশে ভ্রমন্ত দেখে সাচান গৃধিনী।—বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল।

খানি খানি—সং খণ্ড খণ্ড।

৪০৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

প্রতিজ্ঞা ব্রাহ্মণ সনে—রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ডের শেষ দ্রষ্টব্য। সন্ন্যাসীবেশী কালপুরুষের সঙ্গে লক্ষ্মণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে তিনি কাহাকেও রামচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় সেখানে যাইতে দিবেন না; দুর্ব্বাসার শাপের ভয়ে লক্ষ্মণ সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন ও রামচন্দ্র স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করেন ও লক্ষ্মণ সরযূ নদীতে প্রাণ ত্যাগ করেন।

দৈত্যরাজ—বলি, বামনের সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ত্রিপাদ-ভূমি দান করিতে অসমর্থ হওয়াতে পাতালবাসী হন।

পক্ষিমুখে নরবাণী—তুঃ কাদম্বরী।

শুকশারীর বন্ধন মোচন (৪০৯-৪১০ পৃষ্ঠা)

৪০৯ পৃষ্ঠা

পাটন-কাণ্ড—পাতন-কাণ্ড, পাতন-কাঁড়=পাতিয়া নিক্ষেপ করিবার বাণ। তীরের ফলা দিয়া বন্ধন কাটিল।

শ্বধম্ম—স্বধর্ম, অথবা সদ্ধর্ম্ম=বৌদ্ধধর্ম্ম।

বৈষ্ণব জনের সঙ্গে—কবিকঙ্কণের বৈষ্ণবত্বের পরিচায়ক।

৪০৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

ষোলবাণ—16 carat gold ষোল টাকা দরের সোনা।

যদি বাছা দেহ দান তবে দিব দশ বাণ
বাছানে জুখিয়া কাঁচা সোণা।—ঘনরাম।

পালট—সং পর্য্যন্ত> প্রাং পল্লট্ট, পল্লথ>বাং পালট, সং পরাবর্ত্ত>পালট। প্রতিফলিত আভা।

পালক—ফা° পর্=স° পক্ষ ; উভয়ের মিশ্রণে পালখ, পালক।

ধর্ম্মদাতা বাপ—পিতা বহু প্রকার—

কন্যাদাতাঽন্নদাতা চ জ্ঞানদাতাঽভয়প্রদঃ।
জন্মদো মন্ত্রদো জ্যেষ্ঠভ্রাতা চ পিতরঃ স্মৃতাঃ॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৩৫ অধ্যায়।

গরুড় পুরাণ ৮৯ অধ্যায়ে পিতৃস্তোত্রে ৩১ প্রকার পিতার উল্লেখ আছে। তন্ত্রসারে মন্ত্রদাতা গুরুকে পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

৪১০ পৃষ্ঠা

ভেট—স° মেল>ভেট

শারী-শুক-সংবাদ (৪১০-৪১৬ পৃষ্ঠা)

৪১০ পৃষ্ঠা

রায়—স° রাজা>প্রা° রাআ>বা° রায়।

৪১১ পৃষ্ঠা

কলধৌত—স্বর্ণ, রৌপ্য।

দুষ্খ—স° দুঃখ। প্রঃ—

তাহা পাঞা সুখী হৈলু গেল দুঃখ শোক।

—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ৩১ পৃষ্ঠা।

রাউত—স° রাজপুত্র>রাজপুত্ত>রাঅপুত্ত, রাজপুত>রাউত। ম° রাউত=অশ্বারোহী সৈন্য। প্রঃ—

রাহুত মাহুত সাজাইল হাতি ঘোড়া।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড, ৩৭।২।

রাউত সাজিত কত রণে অভিলাষ।—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল ৬৬।২।১৯।

মাউত—স° মহামাত্র>মাহুত=হস্তীচালক; এখানে হস্তী-আরোহী যোদ্ধা।— প্রঃ—

আগে চড়ে হস্তীর মাহুত, পিছে চড়ে রাজা।—মাণিকচন্দ্রের গান।

শ্রীবৃন্দাবন—বৃন্দা যত্র তপস্ তেপে তৎ তু বৃন্দাবনং স্মৃতম্।

কালিন্দী—সতীবিরহদগ্ধ মহাদেব জ্বালা জুড়াইবার জন্য যমুনার জলে গিয়া পড়েন, সেই জ্বালায় পুড়িয়া যমুনা কালিন্দী হইয়া যায়।—কালিকাপুরাণ।

চান্দমুখ—শ্রীকৃষ্ণের।

৪১২ পৃষ্ঠা

নবরত্ন—নয় জন সভাপণ্ডিত রত্নসদৃশ।

৪১৩ পৃষ্ঠা

বাসাদস—?

৪১৪ পৃষ্ঠা

ভাঁতী—স° ভাতি।

বার দিন বা বার দিল—বার দিল অর্থাৎ সভাতে বাহির হইয়া বসিল। কা° দরবার >বার। স° বহিঃ (বহির্)>বা° বাহির>বাইর>বারি, বা'র, বার।

মহোদয়ী—স° মহাদেবী>মহাদেই। স° মহোদয়া=মহানুভবা।

মাগ্গি—স° মৃগ ধাতু অন্বেষণে>প্রার্থনা।

ঠাঁই—স° স্থান>ঠান, ঠাঁই।

ঘৃত-অন্ন—পোলাও, ঘিভাত।

দীপিকা—মহিন্তাপনীয় শ্রীনিবাস-কৃত জ্যোতিষ গ্রন্থ—উদ্বাহাদিষু শুদ্ধিগ্রহণার্থং দীপিকা ক্রিয়তে।

সাদর—?

নৈষধ—নিষধরাজ নলের চরিত যে কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীহর্ষ কবির রচনা, ১২শ শতাব্দীর শেষে রচিত।

আগম—যাহা বাহির হইতে ভারতে আসিয়াছে তাহা আগম। যাহা শিবমুখ হইতে আগত তাহা আগম। তন্ত্র শাস্ত্র। সমস্ত তন্ত্র শাস্ত্র ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীর রচনা।

নাগান্ত—পিঙ্গলনাগ-কৃত ছন্দশাস্ত্র; সর্পবিনাশন বিদ্যা; নাগানন্দ কাব্য। নাগার্জ্জুন-প্রবর্ত্তিত মাধ্যমিক দর্শনের এক শাখা নাগান্তক।

যোগান্ত—যোগ শাস্ত্র, জ্যোতিষের অঙ্গ। অসঙ্গ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানবাদী যোগান্তক দর্শন; ইহা মহাযান বৌদ্ধ দর্শনের শাখা যোগাচার ও বেদান্তের মধ্যস্থ উভয়-মত-মিশ্রিত দর্শন।

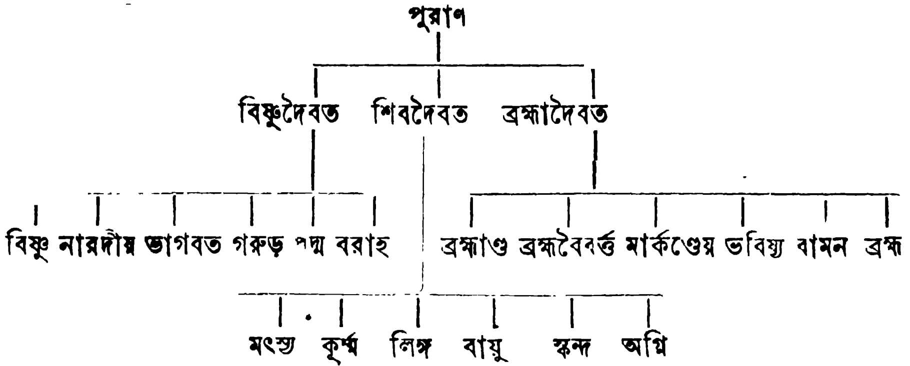
মাঘ—মাঘ কবির শিশুপালবধ কাব্য ৮৬০ খৃষ্টাব্দে রচিত।

ভট্টি—ভট্টি বা ভর্ত্তৃহরি কবির রচিত রামকথাশ্রয় কাব্য, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য। ৬৫০ খৃষ্টাব্দে রচিত।

রামায়ণ—বাল্মীকি কবির কাব্য, খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দীতে রচিত।

শ্রীভাগবত—ভাগবত পুরাণ খৃষ্টীয় ৩৩৫ সালে রচিত।—F. E. Pargiter.

অষ্টাদশ পুরাণ—



ইতিহাস-পুরাণের উল্লেখ ছান্দোগ্য-উপনিষদে আছে। রমেশ দত্তের হিন্দুশাস্ত্র ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য। এই-সমস্ত পুরাণ ৩য় শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ৭ম শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত সময়ের রচনা। See—Purana Text of the Dynasties of the Kali Age by F. E. Pargiter.

বরাবর—ফা°। সমীপ, নিকট।

পুত্র সনে...সরস্বতী-প্রভা—এই সভায় স্বয়ং সরস্বতী তাঁর বরপুত্রদের সঙ্গে লইয়া উপস্থিত আছেন।

৪১৫ পৃষ্ঠা

শয়—ফা° সির্>সেওয়ায়। ঢাকায় সয়। ব্যতীত।

সারী হৈলা লুকি—সারী স্ত্রীলোক, লজ্জাশীলা, তাই স্বামীর পাখার ঘোমটা টানিয়া আত্মগোপন করিল।

জবের প্ররুহ—যবের প্ররোহ বা অঙ্কুর।

নৃপতি-লক্ষণ—রাজলক্ষণের মধ্যে ত্রিবলী অন্যতম—

শিরালপাদো গম্ভীরঃ সূক্ষ্মত্বক্ ত্রিবলীধরঃ।

—মার্কণ্ডেয়পুরাণে হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান অধ্যায়।

শ্রীপচ্ছ—শ্রীবৎস ?

৪১৬ পৃষ্ঠা

ব্রহ্মবৃত্তি—? ব্রহ্মবিদ্যা ? ব্রাহ্মণের বৃত্তি বা জীবিকা ? ব্রহ্মসিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষ-শাস্ত্র ? ব্রহ্মসূত্র বা শারীরক সূত্র ?

রঘুনাথ—? রঘুবংশ ?

বেদান্ত—বাদরায়ণ ব্যাস ও শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত দর্শন শাস্ত্র।

কুমার—কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য। খৃষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী হইতে ৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ঠিক কোন্ সময়ে কালিদাসের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা অনিশ্চিত রহিয়াছে।

ভারত—মহাভারত। ২০০০ খৃষ্টপূর্ব—১০ম শতাব্দী পর্য্যন্ত রচনাকাল।

পূর্ব্বপক্ষ—প্রশ্ন।

জাতক—জন্মক্ষণের গ্রহনক্ষত্রের ফলাফল।

প্রবন্ধে—চেষ্টায়।

সান্ধীলা—সামলাইল।

প্রহেলিকা (৪১৬—৪২১ পৃষ্ঠা)

১। গরুড় পাখী।

২। কানে গোঁজা কলম।

৩। ঘুড়ি।

৪। শিলাবৃষ্টি।

৫। কুম্ভকারের মাটি।

৬। ডিম্ব।

৭। দাবাগ্নি।

৮। নৌকা। [কৎস = কচ্ছপ (?)]

৯। পাশার চারি বর্ণের গুটি।

১০। দীপশিখা। [স্নেহ = তৈল।]

১১। গাড়্, উনান বা চুল্লী।

১২। শাঁখ।

অতিরিক্ত ১। পূর্ণকুম্ভ, জলভরা কলসী

২। লবণ।

৩। জুতা।

৪। চন্দন।

৫। ?

৬। ?

৭। কচ্ছপ।

৮। খই ভাজিবার খোলা।

৯। ?

১০। মশক। [সিয়ান—স° সজ্ঞান।]।

১১। কেন্ন, কেন্নাই, কেন্না।

১২। হুঁকা।

১৩। হুঁকা। [পিলে—তা° পিল্লই, তে° পিল্লা=পুত্র। বর্শা=স° বর্ষা, যাহা বর্ষণ বা নিক্ষেপ করা যায়, বল্লম।]

১৪। নারিকেল। [নারে—স° নার=জল; মলয়লম্ নাল=উত্তম; কেল=ফল।]

১৫। পুস্তক।

১৬ নাসিকা

১৭ মেঘ।

১৮ ইক্ষু।

১৯ উকুন।

প্রহেলিকা ঋগ্বেদে প্রথম দেখা যায়--ঋগ্বেদ ৮।২৯, ১।১৬৪ ও মৎপ্রণীত 'বেদবাণী' দ্রষ্টব্য

শুকের নিবেদন (৪২২—৪২৫ পৃষ্ঠা)

৪২৩ পৃষ্ঠা

রাজা নল—নলোপাখ্যান মহাভারতের বনপর্ব্বে আছে।

৪২৪ পৃষ্ঠা

শ্রীবৎস—কাশীরাম দাসের মহাভারতের বনপর্ব্বে এই উপাখ্যান আছে। মূল মহাভারতে নাই।

৪২৫ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

শকুল—(স°) শোল মাছ।

আচম্বিতে—স° অত্যদ্ভুত>প্রা° অচ্চব্ভুদ>আচম্বিত। স° অকস্মাৎ>আচম্বিত। স° আশ্চর্য্যভূত>আচম্বিত।

গৌড়নগর যাইতে ধনপতির প্রতি আদেশ
(৪২৬—৪৩১ পৃষ্ঠা)

৪২৭ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

তরে—স° তর্হি, পা° তরে। স° অন্তরম্>তরে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—আন্তরে=জন্য।

কারিকর—স°; ফা° কারিগর। প্রঃ—

গড়িয়াছে শুক কারিকর।—চৈতন্যচরিতামৃত।

হেথা—স° অত্র>প্রা° এথ>বা° এথা>হেথা। প্রাচীন বা° এথা; ও° এবং মালদহে এঠি; ম° য়েথেঁ, এথ।

পাটন—স° পত্তন=নগর।

তথাকারে—স° তত্র>প্রা° তথ>তথা। তথা+কার (সম্বন্ধবাচক)। ম° তেথেঁ।

পাঠাও—স° প্রস্থাপ>প্রা° পট্ঠার>বা° পাঠাও।

বাণিয়া—স° বণিক্।

ভায়া—স° ভ্রাতা>প্রা° ভাআ।

রয়—স°√অস>বা° √রহ> √র।

কালুদণ্ড—কালু নামক দণ্ডদাতা (পুলিশ-কমিশনার)।

কৈল—স° √কথ> √কহ> √ক।

জুখিয়া—স° √জুষ=পরিতর্কণে। হি° ও° ম° জোখ=মাপ, তৌল।

কাটিয়া ছিড়িয়া মাপিয়া জখিয়া
সত হাথে হইল পোতা।—শূন্যপুরাণ।

শত শত মুনি নামিল তার লেখা জোখা নাই।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

৪২৮ পৃষ্ঠা

কথো—স° কিয়ৎ, কতি>প্রা° কাত্তা, কেত্তিঅ, কত্তো, কেত্তক, কিত্তক, কিত্তিঅ >ও° কেত্তে, হি° কেত্তা, কেৎনা, বা° কত, কথ, কথো।

বহিন—স° ভগিনী>প্রা° ভইনী, বহিণী>হি° ম° গু° বহন, সিন্ধী ভেণু। প্রাচীন বাংলায় এই শব্দের বহু রূপ দেখা যায়।—

তোর মা আমার হন বনের বন-ঝি।—মাণিক গাঙ্গুলি ১৪।২।১৩।

এথা হোন্তে ভৈন তুমি করহ গমন।—গোরক্ষবিজয় ৮৫।৪৪২।

কমলাএ বলে ভন নাটুয়া সোন্দর ।—গোরক্ষবিজয় ১০৪।৫৩৬।

দশ গিরির মাও বইন রবে স্বামী লইবে কোলে ।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান, বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ৪৮ পৃষ্ঠা।

নেউঠি চল ভৈন আমার পুরেতে ।—নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল, ব. সা. প. ১৮৩।

সরমা বোহিনীর তুমি করিহ পালন ।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড। ব. সা. প. ৫০৫।

আর এক বইন হৈল সতাই-উদর ।—কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ, ৪৯২।২।

যদিস্যাত—স° যদি স্যাৎ—যদি ইহা হয়।

মাথা—স° মস্তক > প্রা° মত্থঅ, মত্থা > মাথা।

হাথ—স° হস্ত > প্রা° হত্থ > হাথ, হাত।

ভোট—ভোট দেশের কম্বল, তিব্বতী কম্বল। প্রঃ—

ভোট কম্বলের পানে প্রভু চাহে বারে বার ।—চৈতন্যচরিতামৃত।

গৌরাঙ্গ সুন্দর পড়ে নিরন্তর
ভোটকম্বলে বসিঞা ।—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ২৮।২।৪৩।

গাড়ু—স° গড্ডু। স° গড়ু = কুঁজ। স° ঘট > গাড়ু। ও° গড়ু, হি° গড়ুবা। প্রঃ—

তিরোহিতা গাড়ু তাম্রমুখা রসমণ্ডল
শীতল পিত্তল ঝারি।—জয়ানন্দ, ১০।২।২৮-২৯।

পাছু—স° পশ্চাৎ > প্রা° পচ্ছা।

ধায়—স° √ধাব > বা° √ধা।

মজলিসপুর— ?

বারবকপুর— ?

সিতলপুর— ?

বড় গঙ্গা—গঙ্গার প্রধান ধারা। প্রঃ—

পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গা পার ।—কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ, ৪৯৩।১।

৪২৯ পৃষ্ঠা

সোণা—স° স্বর্ণ > প্রা° সণ্ণ > সোণা।

বোল—স° √বদ > প্রা° বোল্ল। স° √কথ স্থানে প্রা° বোল্ল আদেশ হয়।

ইনাম—(ফা°) বক্‌শিশ, পুরস্কার।

ছোট—স° ক্ষুদ্র > প্রা° খুদ্দ, খুল্ল, ছুট্ট > ছোট।

৪৩০ পৃষ্ঠা

বালীঘাট— ?

ধায়নী—স° ধাবন = গতি।

গোঙাল্য—স° গম>গোঙা=যাপন।

কলা—স° কদলক>প্রা° কঅলঅ>কলা।

যুঝারিয়া—স° যুদ্ধ>প্রা° জুজ্ঝ>বা° যুঝ, হি° জুঝ, ম° ঝুজ, পাঞ্জাবী জুজ্ঝ। যুঝিতে দক্ষ=যুঝারিয়া=যুদ্ধকারী।

টাঙ্গন—স° টঙ্কন=দৃঢ় বলিষ্ঠ পার্ব্বত্য ঘোড়া।

তাজী—আ° তাজী=ঘোড়া।

নৈল—স° √নী=বা° √ন।

ঘোড়া—স° ঘোটক>ঘোড়অ>ঘোড়া। তে° গুর্‌রম-মু। সর্বা° টী° স° ঘোটা।

৪৩১ পৃষ্ঠার ফুটনোটে পাঠান্তর

কান্ধি—স° স্কন্ধ=সমূহ। প্রঃ—

কিনিলেক কাঁধি কত সুপক্ক কদলি।—গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্ম্মরাজের গীত, ব. সা. প. ৩৮০ পৃষ্ঠা।

রাঙন—স° রঙ্গীন; লোহিতবর্ণ।

ঘড়া—স° ঘট>ঘড়া।

চিনি—স° চীর্ণ, চীর্ণিত>চিনি; চীন দেশ হইতে আগত চীনী।

লাড়ু—স° লড্ডু।

গৌড়রাজের সহিত ধনপতির কথোপকথন

(৪৩১-৪৩৫ পৃষ্ঠা)

৪৩১ পৃষ্ঠা

কোথা—স° কুত্র>প্রা° কুত্থ>কুথা, কোথা, কতি, কথি। শূন্যপুরাণে—কথি; চৈতন্যচরিতামৃতে কতি।

ঘর—স° গৃহ>প্রা° ঘর।

কোন—স° কেনচিৎ>ও° কৌণসি, বা° কোন, কুন, হি° কৌন। ম° গু° কোন। স° কঃ পুনঃ অথবা কিম্ হইতেও আসিতে পারে।

কি—স° কিম্।

ছাড়িয়া=স° সৃ+ণিচ=√সারি>ছাড়ি।

কেন—সং কেন (হেতুনা)।

আগুসার—সং অগ্রসর।

ছত্রিশ আশ্রম—গন্ধবণিক-সমাজ চতুরাশ্রমে বিভক্ত। দেশ, শঙ্খ, আবট ও সত্রীশ—এই চারিটি আশ্রম। এই চতুরাশ্রমের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত আছে। মহানন্দীশ্বর পুরাণে দেখিতে পাই:—দেশদাস, শঙ্খভূতি, আবটদত্ত ও বিঘটগুপ্ত, এই চারি জন দৈবপুরুষ ধ্যানপরায়ণ মহাদেবের অঙ্গ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন, এবং ইঁহারা যথাক্রমে কৃষিদেব, পশুদেব, কুসীদাধিপতি ও বাণিজ্য-দেব হইলেন। ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের অধিপতি হওয়ায় ইঁহারা ভিন্ন ভিন্ন আশ্রম বা প্রতিষ্ঠান (Institutions) স্থাপন করিলেন। বৈশ্যবৃত্তির চারিটি বিভাগের প্রত্যেকটির উন্নতি সাধনের জন্য যে চারিজন মহাপ্রাণ বৈশ্যশ্রেষ্ঠ চারিটি আশ্রম বা সাধনস্থান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই নামানুসারে আশ্রমচতুষ্টয়ের নাম হইয়াছিল। ভগবান্ মহাদেব তাঁহাদিগকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন "বৎসগণ, কৃষিবাণিজ্যাদি বার্ত্তা প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত, প্রজাগণের জীবিকাবিধানের উপায়ার্থ, তোমাদের উৎপত্তি হইয়াছে। জীবের জীবন অন্ন তোমাদের আশ্রিত। হে বৈশ্যসত্তমগণ, তোমরা সর্ব্বাগ্রে গন্ধদ্রব্য আহরণের নিমিত্ত যত্নবান্ হও।" তারক অসুর বধের নিমিত্ত শিবের বিবাহ হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। সেই শিববিবাহের নিমিত্ত গন্ধদ্রব্যের প্রয়োজন। কিন্তু গন্ধদ্রব্যসমূহ অসুরগণ মায়াবলে অপহরণ করিয়াছিল। এই কারণে ভগবান্ শিব সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগকে গন্ধদ্রব্য আহরণের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। আদেশ পাইয়া চারিজন চারি দিকে গমন করিলেন। পথে বিঘটগুপ্তের সহিত দেবর্ষি নারদের সাক্ষাৎ হইল। নারদের উপদেশে বিঘটগুপ্ত গন্ধাসুর-নাশিনী আদ্যাশক্তি মহামায়া শ্রীশ্রীগন্ধেশ্বরী দেবীর পূজা করিলে, তিনি সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা রূপে তাঁহাকে দর্শন প্রদান করিলেন, এবং বিঘটকে গন্ধদ্রব্য-লাভের উপায় বলিয়া দিলেন। বিঘটের পরাভক্তি দর্শনে দেবী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "সত্রীশ" (সত্রী অর্থাৎ যাজ্ঞিক গৃহস্থ, তাহার ঈশ বা পতি) এই উপাধিতে বিভূষিত করিলেন।

দেশদাস, শঙ্খভূতি, আবটদত্ত ও বিঘটগুপ্ত এই চারিজনেই গন্ধদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া শিবের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন "বৎসগণ, তোমরা গন্ধদ্রব্য আনয়ন করিয়া আমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিলে; এই গন্ধদ্রব্যই তোমাদের প্রধান পণ্য হইবে। তোমরা ব্যতীত অসুরগণ হইতে এই-সকল গন্ধদ্রব্য উদ্ধার বা রক্ষা করিতে কেহই সমর্থ নহে। অতএব গন্ধদ্রব্য তোমাদের হাতেই ন্যস্ত রহিল।* * * তোমরা গন্ধের অধিপতি হইলে। তোমরা এবং তোমাদের

বংশধরগণ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে 'গন্ধবণিক্' নামে বিখ্যাত হইবে। যে পর্য্যন্ত 'গন্ধবণিক্'- নাম পৃথিবীতে থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তোমাদের এই অক্ষয় কীর্ত্তি লোকে বর্ত্তমান থাকিবে।"

এই গন্ধবণিকের নামান্তর গন্ধী, গান্ধিক, ও সৌগন্ধিক। এখনও গন্ধবণিক্-জাতীয় কোনও কোনও বাঙ্গালী বংশের "গন্ধী" উপাধি আছে।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে বৌদ্ধযুগে "বেণেদের ভিতর চারিটি আশ্রম ছিল,—ছত্তিক আশ্রম, দেশ-আশ্রম, সজ্ঘ-আশ্রম ও রাউত আশ্রম। যাহারা (বৌদ্ধ) ভিক্ষুদের ধূপধুনা অগুরুচন্দন বেচিত, তাহাদিগকে সজ্ঘ-আশ্রম বলিত। যাহারা ছাউনীতে আতর-গোলাপ ও অন্যান্য সখের জিনিষ বেচিত, তাহাদের আশ্রম রাউত-আশ্রম। যাহারা দশ গাঁয়ে গিয়া রান্নার মশলা ও পানের মশলা বেচিত, তাহাদিগকে দেশ-আশ্রম বলিত। আর যাহারা নগরে বসিয়া ছত্রিশ জাতিকে নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্য বেচিত, তাহাদের আশ্রমের নাম ছত্তিক আশ্রম।" ('বেণের মেয়ে,' ৩য় পরিচ্ছেদ, ২৭ পৃঃ) কোনও কোনও লোকের মত—যে-গন্ধবণিকেরা ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন, তাঁহারা দেশাশ্রম; যাঁহারা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সংঘে প্রবিষ্ট হইয়া বৌদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা সংঘাশ্রম; যাঁহারা বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া অটবীতে (বনে) বাস করিতেন, তাঁহারা আটব্য বা আবটাশ্রম; এবং যাঁহারা গৃহস্থ থাকিয়া সত্র বা যজ্ঞ করিতেন, তাঁহারা সত্রীশাশ্রম। কেহ কেহ বা আবার ছত্রিশকে "ছত্রেশ" বলিতে চাহেন এবং "ছত্রা" শব্দের অর্থে ধনে মৌরী মঞ্জিষ্ঠা বুঝিয়া থাকেন; ছত্রার ঈশ=ছত্রেশ। যদি ছত্রা বিক্রয় করিয়া ছত্রেশ হয়, তাহা হইলে শঙ্খ সংগ্রহ ও বিক্রয় করার জন্য শঙ্খাশ্রম, বট বা কড়ি সংগ্রহ ও বিক্রয় করার জন্য আ-বটাশ্রম এবং বিদেশে বাণিজ্য না করিয়া স্বদেশে থাকিয়া ব্যবসা করার জন্য দেশাশ্রমের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে। কেহ কেহ আবার বলেন "পদোৎপল ছত্রিশ আশ্রমের আদিপুরুষ ছিলেন। তাঁহার ছত্রিশটি পুত্রের বংশ লইয়াই ছত্রিশ আশ্রমের সৃষ্টি হইয়াছে।"

গন্ধবণিক্ জাতি—ঋগ্বেদের পণি শব্দ যে বণিক্ শব্দেরই নামান্তর, অভিধানে তাহার উল্লেখ আছে। রাজনির্ঘণ্টে বৈশ্যপর্য্যায়ে দেখা যায়:—"বৈশ্যস্তু ব্যবহর্ত্তা বিট্ বার্ত্তিকঃ পণিকো বণিক্"। এই পণিক শব্দ ও বণিক্ শব্দ একই। পণি বা বণিক্ বৈশ্যজাতি। বৈদিকযুগে আর্য্য প্রজা "বিশ" বা বৈশ্য শব্দে অভিহিত হইত। বিশ শব্দের অর্থ প্রজাপুঞ্জ এবং বিশ্‌পতি বা বিশাংপতি শব্দের অর্থ রাজা। তখন সকলেই কৃষি ও গোপালন করিত। কেবল বাণিজ্য-কার্য্যটির জন্য যাঁহারা দেশবিদেশে গমন করিতেন, তাঁহারাই পণি বা বণিক্ নামে অভিহিত

হইতেন। পণি শব্দ হইতেই পণ্য, আ-পণ, বি-পণি প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

গন্ধবণিক্‌গণ ঋগ্বেদের সময় বা সত্যযুগ হইতে বৈশ্য-পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট আছেন। গ্রামের নেতাদিগকে "গ্রামণী" বলা হইত। এই গ্রামণীরা বৈশ্য ছিলেন (১।২০৪)। রাজাও কেবল বৈশ্যদিগকেই গ্রামণীপদে নিযুক্ত করিতেন, তাহার বহু প্রমাণ আছে (২।২১৪)। এই গ্রামণীদের উপর স্থানীয় শাসন-ভার অর্পিত হইত, এবং ইহাঁরাই রাজ-নির্ব্বাচন করিতেন বলিয়া ইহাঁদিগকে অথর্ব্ববেদে (২।৫।৭) ও শতপথব্রাহ্মণে (৩৪।১।৭) "রাজকৃৎ" (king-maker) বলা হইয়াছে। এই "গ্রামণী" শব্দটি আজিও গন্ধবণিক্‌গণের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই গ্রামণী-শব্দ উচ্চারণের অপভ্রংশে এখন "গ্রামুন্নি" শব্দে পরিণত হইয়াছে। আজিও "গ্রামুন্নি" ব্যতিরেকে বাহাত্তর চাক্‌লার সত্রীশ আশ্রমের গন্ধবণিক্‌গণের কোনও সামাজিক ও ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় না। গন্ধবণিক্‌গণ সেই প্রাচীন বৈদিকযুগ হইতেই বরাবর সমুদ্রযাত্রা করিয়া আসিতেছিলেন। প্রাচীন যুগে পণি নামক আর্য্যবণিক্‌গণ যেরূপ পশ্চিম এসিয়ায়, আফ্রিকায় ও ইউরোপের নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী যুগেও সমুদ্রযাত্রী আর্য্য বণিক্‌গণ সিংহল, যব, বলী ও সমুদ্রিকা (সুমাত্রা) দ্বীপে এবং শ্যাম, কাম্বোজ এবং চীনদেশেও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী লিখিয়াছেন "আরিয়ান্, ষ্ট্রাবো, প্লিনী, টলেমী প্রভৃতি বিদেশীয় লেখকেরা ভারতবর্ষীয় গন্ধবণিক্‌দের গৌরবের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।" (সিদ্ধান্ত-সমুদ্র, ১ম ভাগ) ফরাশী দেশীয় প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী পণ্ডিত ম্যসিয় ফাঁয়ো (Monseiur Faont) লিখিয়াছেন :—"The Gandha-Baniks of Bengal extended their sway over the wide dominions of Pudma in Poorvai," অর্থাৎ গন্ধবণিকেরা পূর্ব্বাইয়ের অন্তর্ভুক্ত পদ্মারাজ্যে তাঁহাদের অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। অনেকের মতে নোয়াখালা হইতে সন্দ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের প্রাচীন নাম পূর্ব্বাই ছিল। "সিংহলের অন্তঃপাতী মরুটোয়া নামক প্রসিদ্ধ নগরের সিংহলী কবিবর শ্রীযুক্ত উদয়শেখর তাঁহার 'বৈদেহী-বিরহ-কাব্যের' একস্থানে লিখিয়াছেন 'বঙ্গের গন্ধবণিক্ অতি প্রাচীন জাতি। এই জাতীয় চাঁদ সওদাগর প্রভৃতি পুরুষেরা লঙ্কারাজ্যে বাণিজ্য করিতে আসিত।," (সিদ্ধান্তসমুদ্র ১৬২ পৃঃ) মিঃ ডেভিড্‌সন্ সাহেব কর্ত্তৃক কাশ্মীরের মহারাজের প্রাচীন পুস্তকালয়ে আবিষ্কৃত দ্বাদশশত বৎসরের পূর্ব্বে লিখিত 'যযাতি-সংহিতা" নামক পুস্তকের একস্থলে লিখিত আছে, কলিতে "ব্রাহ্মণবর্গ হীনপ্রভ, ক্ষত্রিয়েরা বীর্য্যহীন, বৈশ্যেরা সমুদ্রযাত্রায় বিরত এবং শূদ্রেরা

প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠিবে। * * গন্ধবণিকেরা গন্ধদ্রব্যাদি অনুসন্ধান বা সংগ্রহ করিয়া চিকিৎসাবিদ্যার সমুন্নতি সাধনে সক্ষম হইবেন না। * * গৌড়ভূম হইতে গন্ধবণিকেরা আর শ্রীনগরাভিমুখে আগমন করে না।" অথর্ব্ববেদের আয়ুর্ব্বেদীয় শাখার ভৈষজ্যপ্রকরণের ৮৬ অধ্যায়ের শেষ মণ্ডলভাগে গন্ধবণিকের উল্লেখ আছে। রামায়ণ মহাভারতে তো গন্ধবণিকের উল্লেখ আছেই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই জাতি বৈদিক যুগ হইতে স্থলপথে ও জলপথে বাণিজ্য করিয়া আসিতেছিল।

কিন্তু গন্ধবণিক্‌গণের আদি বাসস্থান বঙ্গদেশে নহে। বৈদিক যুগে তাঁহারা সপ্তসিন্ধুদেশে বা পঞ্জাবে বাস করিতেন। পরবর্ত্তী যুগে তাঁহারা বৎসরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই বৎসরাজ্যটি বর্ত্তমান এলাহাবাদ ও মথুরার মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল। এই রাজ্যের প্রাচীন রাজধানীর নাম কৌশাম্বী। এই কারণে গন্ধবণিকেরা কৌশাম্বী-বণিক্ নামেও অভিহিত। "বৈশ্যকুলজীবনী" নামক গন্ধবণিক্‌গণের প্রাচীন কুলগ্রন্থে ইহা উক্ত হইয়াছে।

গুর্জ্জরপ্রদেশও সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত। এই গুর্জ্জর দেশের প্রাচীন বন্দরসমূহ হইতেও গন্ধবণিক্‌গণ সমুদ্রযাত্রা করিতেন। গুজরাটে এখনও বহু গন্ধবণিক্ বাস করেন। মহাত্মা গন্ধীও গুর্জ্জরদেশীয় গন্ধবণিক্। আবার বৎসরাজ্য হইতে গঙ্গাপদবী অনুধাবন করিয়া অনেক গন্ধবণিক্ বঙ্গদেশের নানাস্থানে বসবাস করেন। কতিপয় গন্ধবণিক্ স্থলপথে বাণিজ্য করিতে যাইয়া কর্ণাট দেশে বাস করেন। পরে তাঁহারা বঙ্গদেশে সমাগত কৌশাম্বী গন্ধবণিক্‌দের সহিত মিলিত হন। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ ছিল। এই দেশে যাঁহারা বাস করিলেন, তাঁহাদের নাম হইল প্রাগ্‌জ্যোতিষী গন্ধবণিক্। সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন কুলগ্রন্থ "গান্ধিক-কল্পবল্লী" ও "সৌগন্ধিক রত্নাকরে" এই-সমস্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

গন্ধবণিক্-পত্রিকা, ১৩৩০ মাঘ সংখ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস মহাশয়ের গন্ধবণিক্ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অবিধান—স° অভিধান।

কামিন্যা—স° কর্ম্মিন্। প্রঃ—

কামিন্যারে আরতি দিলেন ফুল পাণ।—কেতকা দাসের মনসামঙ্গল।
ডাক দিয়ে আনিল কামিল্যা বিশ্বম্ভর।—ঐ।

ব. সা. প. ২৭৭ পৃষ্ঠা।

কামিনা নির্ম্মাণ করে রেখে ফলাখান।—মাণিক গাঙ্গুলি, ৫৭।২।১১৩।
শূন্যপুরাণ, ধর্ম্মপূজাবিধান পুস্তকে কমিন্যা, আমিনা, আমিন্যা।

৪৩২

কাপড়—স° কর্পট>মাগধী প্রা° কপ্‌পড়এ>হি° কাপড়া, ম° কাপড়।

গড়ে—স° গঠ>বা° গড়, গঢ়।

নোঙায়ে—স° নম>নোঙ।

ইথে—স° ইদম্‌। ইহাতে। প্রাচীন বাংলায় ভূরি প্রয়োগ।

কারখানা—(ফা°) কর্ম্মশালা।

কেহ—স° কোঽপি। স° কশ্চিৎ। হি° কোই, ও° কেহি, ম° কাঁহী।

কাটে—স° কর্ত্তন>প্রা° কট্টন>বা° কাটন।

জুড়ে—স° যুজ্ ধাতু।

সুরকাল—ফা° সুরাখ্=ছিদ্র ; তুর্কী সুরাগ=সূত্র। আ° শিরাকৎ=যোগ, সম্পর্ক প্রঃ—

কোটাল বিস্তার ঘরে সুরাথ সন্ধান করে।—ভারতচন্দ্র।

ছেয়ানি—স° ছেদনী।

টানে—স° তন ধাতু বিস্তারে।

গুণা—স° গুণ=সূত্র।

বানেশ্বর— ?

থরে থরে—স° স্তরে স্তরে।

৪৩০ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

ভাঁড়ে—স° ভণ্ড ধাতু প্রতারণায়।

৪৩৩ পৃষ্ঠা

পুরট—স্বর্ণ।

চামিকর—স° চামীকর=স্বর্ণ।

৪৩৪ পৃষ্ঠা

শাল—স° শালা।

মাঠে—স° মন্থ ধাতু পীড়নে। মাঠ ধাতু=ঘষিয়া ছুলিয়া মসৃণ করা। প্রঃ—

বিসাই গঠিল তাম্র সাদা-মাঠা করি।—শূন্যপুরাণ।

খুঁটি—স° কুট=বৃক্ষ ; ম° খুঁটী। ও° খাট্টাই=কাষ্ঠখণ্ড। বৌদ্ধগানে খুণ্টী।

খুটা গাড়িয়া মাচান পাতিল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান, ব. সা. প. ৪১।

আটী—স° অট্ট ধাতু অতিক্রম ; অট ধাতু ভ্রমণ। একত্র গুচ্ছাকারে বদ্ধ।

পাত-বেচা হৈয়ে যে পাত আঁটি যোগায়।—ব. সা. প. ২৮।

পাটী—সং পাটী—শৃঙ্খলা, পাতিত সরু পট্ট।

কাঁটি—সং কণ্ঠী।

চাল—সং শালা>চালা ; সং চাল।

চৌরস—সং চতুরস্র=চতুষ্কোণ>মসৃণ। প্রঃ—

চাঁচর চিকুর রামের চৌরস কপাল।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড, ৩০৩।১।

গিরা—সং গ্রন্থি ; ফাং গির্‌আ। প্রঃ—

চামের দড়ি লোহার ডাঙ্গ নৈলে গিরো দিয়া।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান, ব. সা. প. ৩১।

উলটিয়া—সং উৎ+√লুট=উল্লুট>উলট।

পিঠ—সং পৃষ্ঠ>প্রাং পিট্‌ঠ>পিঠ।

সপত্নী প্রেম (৪৩৪—৪৩৬ পৃষ্ঠা)

৪৩৫ পৃষ্ঠা

কুমকুম—সং কুঙ্কুম=জাফ্‌রান।

নারায়ণ-তৈল—সে কালের শ্রেষ্ঠ প্রসাধন-সামগ্রী। প্রঃ—

নারায়ণ-তৈল কেহ্‌ দেয় আমলকী।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

নারায়ণ-তৈল অঙ্গেত লেপিল

সিনান করি বৈসে পাটে।—শূন্যপুরাণ।

তোলা জলে—তোলা জলে স্নান করা সেকালের বিলাসিতার পরিচায়ক। প্রঃ—

তোলা জলে স্নান করাইল চারি বরে।—কৃত্তিবাস, আদি।

তোলয়ে অঙ্গের বারি—গায়ের জল মুছাইয়া দ্যায়।

ছয়রস—কটু তিক্ত লবণ কষায় অম্ল মধুর।

ডানী—সং দক্ষিণ>প্রাং দাহিন>ডাহিন, ডাইন, ডান, ডানি।

ঝারী—সং ঝৄ ধাতু ক্ষরণে ; সং ধারা>ঝারা>ঝারী। হিং ঝঝ্‌ঝর=জলপাত্র, কুঁজো।

পিঠা—সং পিষ্টক।

মিঠা—সং মিষ্ট, মৃষ্ট>প্রাং মিট্‌ঠ।

পরিসে—সং পরিবেষণ। প্রঃ—পরিসএ জনক-ঝিআরি।—শূন্যপুরাণ

বিচয়ে—সং বীজন, ব্যজন।

কিরা—স° সত্যক্রিয়া > পা° সচ্চকিরিআ > হি° কিরিয়া, ও° কিরিআ। স° গিরা (বাক্যেন) > কিরা।

ধন্ধ—স° দ্বন্দ্ব।

৪৩৬ পৃষ্ঠা

দুর্ব্বলা, দুবলা, দুয়া—প্রায় সকল প্রাচীনকাব্যে একজন করিয়া দাসী থাকিতে দেখা যায়, তার নাম দুর্ব্বলা, অপভ্রংশে হয় দুবলা, দুর্ব্বলী, দুবা, দুয়া, ইত্যাদি। মাধবাচার্য্যের চণ্ডী, ভবানীশঙ্কর দাসের চণ্ডী, দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল প্রভৃতিতে এই নামের বিবিধ রূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

খটায়ো—খট্টাতে।

তুলি—স° তুলী = তুলাভরা শয্যা। প্রঃ—

মেসোকে খবর দিলাম শুয়ে ছিল তুলে।—মাণিক গাঙ্গুলি, ৯১।১।৬।

পদ্মপুরাণ পুরুষোত্তমক্ষেত্রমাহাত্ম্যখণ্ড ৩৯ অধ্যায়ে তূলী শব্দের প্রয়োগ আছে।

খাটায়্যা—স° খট্ট ধাতু আচ্ছাদনে, সংবরণে। প্রঃ—

তাহার উপরে দিল তৈরপ খাটায়া।—মাণিক গাঙ্গুলি, ৮০।১।৮৬।

মুশরী—স° মশহরী। বা° মশারি (মশকারি)। প্রঃ—

স্বর্ণ-খাটে নেত-তুলি উপরে মশারি।—কৃত্তিবাস, উত্তরাকাণ্ড।

পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসার খণ্ডে (১২।১১৩) মশারিকা শব্দ আছে।

পরিসিষ্টী—স° পর্য্যুসিত। জলে ভিজা পান্তা ভাত।

টাবা—স° মাতুলুঙ্গ > ছোলঙ্গ, টাবা। ও° টভা। বড় নেবু। citron.

সপত্নীপ্রেম দর্শনে দুর্ব্বলার চিন্তা (৪৩৬—৪৩৭ পৃষ্ঠা)

৪৩৬ পৃষ্ঠা

গালি—স° গর্হিকা > প্রা° গল্লহিআ > স° গালি (বিরুদ্ধশাসনং গালিঃ।—মেদিনী।)

৪৩৭ পৃষ্ঠা

চেড়ি—স° চেটী। কৃত্তিবাসে ভূরি প্রয়োগ।

পাগল—(স°) পুগ্‌গল (বৌদ্ধ) > স° পাগল।—বিজয়-বাবু।

লহনাকে দুর্ব্বলার কুমন্ত্রণা দান (৪৩৭—৪৩৮ পৃষ্ঠা)

৪৩৭ পৃষ্ঠা

গো—বৈ° অঙ্গ > গ, গো। সম্বোধনবাচক অব্যয়।

ভোল—স° বিহ্বল।

আপনার, আপনী—স° আত্মন > প্রা° আপ্পন।

সতা—স° সপত্নী > প্রা° সবত্তী > হি° সৌতা। প্রঃ—

আর এক বইন হৈল সতাই-উদর।—কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ, ৪৯২।২।

ঢলঢল—স° √ স্খল = গতি, চালন।

মাছ্যতায়—স° মক্ষিকা, মেচক। গালের কৃষ্ণচিহ্ন। Eng. Midges (fungus)

নেউটিয়া—স° নিবর্ত্ত > প্রা° নিবট্ট > নেউট।

তোমার আজ্ঞাতে সুখে নেউটি আসিব।—চৈতন্যচরিতামৃত।

নেউটিয়া লাউসেন না আসিবে আর।—মাণিক গাঙ্গুলি।

নেউঠি চল ভৈন আমার পুরেতে।

—নারায়ণদেবের মনসামঙ্গল, ব.সা.প. ১৮৩।

নেউটিয়া ঘরে যাই সবাকার মন।—কৃত্তিবাস, সুন্দরাকাণ্ড, ১৯৬।২।

লীলাবতীকে আনয়ন (৪৩৮—৪৪০ পৃষ্ঠা)

৪৩৮ পৃষ্ঠা

দুয়া—স° দুর্ব্বলা।

৪৩৯ পৃষ্ঠা

দই—স° দধি > প্রা° দহি।

সাতানই—স° সপ্তনবতি।

ডালী—স° দলি, দ্বিদল।

ঘিচি কড়ি— ছোট কড়ি।

কলস—কর্ণালঙ্কার, কলস্বাকৃতি।

শঁকুড়া—?

ভূণী—? প্রঃ—ভুনি দোগজা পট্টপাড়ি।—চৈতন্যচরিতামৃত।

পরিল বিচিত্র সরু দিব্য বস্ত্র ভুনি।—চৈতন্যমঙ্গল।

পরিতে দিলেন সীতাকে বিচিত্র পাটের ভুনি।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

গা°—গাহা=সুপারির গণনা, ১০ টা সুপারিতে ১ গাহা।

সও—স°সপাদ>সওয়া।

বাট—বাটো মার্গে বৃতিস্থানে।—মেদিনী। স° বত্ম>প্রা° বট্ট>স° বাট।

বাড়ুরা—বাড়র-গ্রাম-নিবাসী শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশ। বাড়রী গ্রাম হুগলী জেলায় মেমারী ষ্টেশনের নিকট অথবা বীরভূম জেলায়।

দড়বড়ি—স° √দল=বিদারণ, √বল=বধ। দলিত মর্দ্দিত বিনষ্ট করিয়া। প্রঃ—

দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি অমনি চাবুক।—ভারতচন্দ্র।

তাহারে পাঠাও যে বলিবে দড়বড়।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড, ২৩০।১।

অশ্বের দড়বড়ি দন্তের কড়মড়ি বারণ-বৃংহিতা তায়।—মাণিক গাঙ্গুলি।

গড়—স° গড়=পরিখা>নত হওয়া, প্রণাম করা।

গড় মনসার পায়।—মনসার ভাসান, কেতকাদাস।

সই—স° সখী>প্রা° সহী>সই।

লহনা-লীলাবতী-সংবাদ (৪৪০—৪৪২ পৃষ্ঠা)

৪৪০ পৃষ্ঠা

বিদরে—স° বি+√দৄ (বিদারণ)।

লীলাবতীর প্রবোধ-বাক্য (৪৪২—৪৪৩ পৃষ্ঠা)

৪৪২ পৃষ্ঠা

ফুলীয়া নগর—শান্তিপুরের নিকট প্রসিদ্ধ গ্রাম। রাঢ়ী ব্রহ্মণদের প্রধান মেলবন্ধনের স্থান ও কৃত্তিবাস ওঝার জন্মস্থান।

মুখটী—বাঁকুড়া জেলার অম্বিকানগর মহকুমার মুখটী গ্রামের বাসিন্দা রাঢ়ীশ্রেণী ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ৫০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বন্দ্যঘাটী—বর্দ্ধমান জেলার মেমারী গ্রামের সন্নিকট বন্দ্যঘাটী বা বাড়রী গ্রামের বাসিন্দা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ।

বিয়া—সং বিবাহ > প্রা° বিআহ > ও° বিভা।

ছয়—সং ষষ্, ষট্ > প্রা° ছষ।

সাধুড়ি—সং শ্বশ্রূ > প্রা° সাসু। সাসু + ড়ি (টি) = সাসুড়ি। সং শ্বশুর—স্ত্রীলিঙ্গে শ্বশুরী > শাশুড়ী।

প্রকার বিশেষে—বিশেষ প্রকারে—অর্থাৎ চুম্বন করিয়া অধরোষ্ঠ দ্বারা।

লীলাবতীর উপদেশ (৪৪৪—৪৪৫ পৃষ্ঠা)

৪৪৪ পৃষ্ঠা

পরিশে—পরিবেশন করে।

কৌসক—সং কৌশিক = পেচক।

লহনার বিনয় বচন কথনে অক্ষমতা প্রকাশ ও ঔষধ প্রার্থনা (৪৪৫—৪৪৬ পৃষ্ঠা)

৪৪৫ পৃষ্ঠা

শ্রী—ছয় রাগের অন্যতম।

পিড়ি পড্ডতি—সং পীঠ > পিড়ি। সং পদ্ধতি = পদ দ্বারা প্রহার।

প্রবন্ধ—চেষ্টা।

৪৪৬ পৃষ্ঠা

কোন খানে দিব তাগা বন্ধ—তুঃ—

শিরে কৈলে সর্পাঘাত কোথা বাঁধবি তাগা ॥—কৃত্তিবাস।

কোথা বান্ধবি রে তাগা শিরে সর্পাঘাত।—রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর

বোঝা—সং বদ্ধ > প্রা° বজ্ঝ > বঝা > বোঝা।

বান্ধা বোঝ জেন সংজোজনে—যেন বন্ধন ও বোঝার ন্যায় একসঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে

গগনে আদেশ পান—২৩ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

লীলবতীর ঔষধ ব্যবস্থা (৪৪৬—৪৪৮ পৃষ্ঠা)

৪৪৬ পৃষ্ঠা

পত্রিকার কলাগাছ—দুর্গাপূজার সময় নবপত্রিকা গঠনের কলাগাছ।

৪৪৭ পৃষ্ঠা

আসতের দল—অশ্বথ-পত্র। যোনি-আকৃতি বলিয়া যোনির প্রতীক।

দমা—? দমনক ?

বলদ—স° বলীবর্দ্দ।

গাজ্যা—স° গঞ্জা = মদিরাগৃহ। ফেনা।

গারড়—স° গড্ডল। তু:—

পালে পালে আনিলেক ছাগল গাড়র।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

ছাগল গাড়র লয়ে পিঞ্জরায় পোরে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

উপরাগ—সূর্য্য— বা চন্দ্র-গ্রহণ।

সোহাগ—স° সৌভাগ্য > প্রা° সোহগ্‌গ = আদর।

শ্মশান-থিরাই—শ্মশান-স্থানে জাত ক্ষীরা বা শশা।

কবর-বিছাতি—কবরের উপর জাত বিছাতি।

কবর—আ° কব্‌র্‌ = গোর।

বিছাতি—স° বৃশ্চিকালি।

বাটি—স° উৎবর্ত্তন > হি° উবটন > বা° আবাটা > বাটা।

উদ্‌বর্ত্তনম্‌ উৎপতনে বিলেপনে ঘর্ষণে ক্লীবম্‌।—মেদিনী।

পত্রিকা—দুর্গাপূজার নবপত্রিকা। তাহাতে নিম্নলিখিত নয়টি গাছ থাকে—কদলী, দাড়িম্ব, ধান্য, হরিদ্রা, বিল্ব, অশোক, জয়ন্তী, কচু, মানকচু।

গোবিন্দ আনীলা পারিজাত—শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে তুষ্ট করিবার জন্য স্বর্গের নন্দনবন হইতে পারিজাত হরণ করেন ও ইন্দ্র বাধা দিতে আসিলে যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করেন।—বিষ্ণুপুরাণ, পঞ্চম অংশ, ৩০।৩১ অধ্যায়।

৪৪৮ পৃষ্ঠা

আটালী—স° অষ্টপদী। হি° অঠৈ, ও° টিক্‌-অ, ই° tick. পরাসক্ত কীট।

ফণী-ফণা—ফণীর ন্যায় ক্রূর হিংস্র প্রাণীর বিষস্থান মসৃণ ফণার উপরেও যে পরাসক্ত জীব আঁটিয়া লাগিয়া থাকে তাহা আনিয়া ঔষধ করায় তাৎপর্য্য এই যে স্বামী ক্রূর হিংস্র

বিষমুখ হইলেও সে স্ত্রীর আকর্ষণ ছাড়াইতে পারিবে না।

বিদমুড়ি—?

বসুদেব-সুতা দেবি কৃষ্ণের ভগিনী—সুভদ্রা।

৪৪৮—৪৪৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

বুঢ়াকে ইত্যাদি—এই উক্তি যদি মুকুন্দরামের হয়, তবে এই পুস্তক প্রণয়নের কালে তাঁহার বয়স চল্লিশোর্দ্ধ হইয়াছিল নিশ্চয়।

একছত্রি—একটি মাত্র পত্র উদ্গত হইয়াছে যে অঙ্কুরের।

হাইআমলাতী—হস্তামলক শব্দজ। অথবা হাই (জৃম্ভণ) আমলাতি=আমলা মেথি ইত্যাদি। বর বশীকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পিষ্ট আমলকী মেথি প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য। বিবাহের সময় হাইআমলা বাটিয়া পানের সহিত বরকে খাওয়াইয়া দেয় বা অঙ্গে স্পর্শ করায়—উদ্দেশ্য যে বর বধূর হস্তামলকের ন্যায় আয়ত্ত ও বশ হইয়া থাকিবে অথবা বর তন্দ্রাতুরের ন্যায় হাই তুলিয়া বধূর বশে থাকিবে।

নিশারাতি—গভীর নিশীথ রাত্রি।

ত্রিশূল্যা—? ত্রিশূলাকৃতি পত্র, বিল্বপত্র?

শুশুক—স° শিশুমার, শিশুক।

আইবড়—স° অব্যূঢ়।

আঁইষ—স° আমিষ।

হাঁড়ি—স° ভাজন>ভান্‌জ>ভাণ্ড>ভাঁড়>হাঁড়া, হাঁড়ী>স° হণ্ডী।

লোণ—স° লবণ>প্রা° লোণ।

৪৪৯ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

ছিনা—স° ক্ষীণ, শীর্ণ>ও° সাণ-অ; ম° শান, ছান; হি° ঝীনা; বা° ঝিনা (ঝিনা-দহ=ছোট দহ), ছিনা; তা° তে° চিন্না=ছোট। ছিনা জোঁক=ছোট জোঁক, স° ছিনা=বেশ্যা। ছিনা জোঁক=বেশ্যা তুল্য নাছোড় জোঁক। স° ছিন্ন>বা° ছিনা=ছাড়ানো। ছিনা জোঁক=যে জোঁককে শীঘ্র ছাড়ানো যায় না। ইহা প্রবল আসক্তির প্রতীক।

জোঁক—স° যূক, জলৌকা।

পিত্ত—৩৯০ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

আঁত—স° অন্ত্র।

বাহুড়—স° বাতুলি>ও° বাদুড়া।

শজারু—স° ছেদার, শল্লকী।

কাঁটা—স° কণ্টক > প্রা° কণ্টও।

তেমাথায়—স° ত্রি > প্রা° তে ; স° মস্তক > প্রা° মথঅ > বা° মাথা।

ফোঁটা—স° স্ফোট।

জেঠী—স° জ্যেষ্ঠী।

জোমা-গারড়—স° যুগ্ম > জোমা ; স° যম > জোমা (তুঃ জোমা-গোদার মা)। স° গড্ডল, গড্ডর > গাড়ল, গারড়, গাড়ব। ভেড়ার জোড়া শিং অথবা যম সদৃশ ভেড়ার শিং।

কাঙরি-মুখে—কামরূপ-মুখে, পূর্ব্ব মুখে।

বাটে—৪৪৭ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

মালঞ্চ—তা° মালা = ফুল। মালঞ্চ = পুষ্পবাটিকা।

মালী জাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চ একখানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা ॥—কৃত্তিবাসের আত্ম-পরিচয়।
পুষ্প তুলিবাক পচ্চিম গেলা মালুঞ্চার বাড়ি ॥
পরভুর মালঞ্চএ জাগন্তি নন্দী মহাকাল ॥—শূন্যপুরাণ।

গুলাল—হি°। বাবই তুলসী। কোনো রকম শাদা ফুল। তুঃ—

নখর-নিকর দেখি গুলালে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

চান্দ—সহজিয়াদের সন্ধ্যাভাষায় চাঁদ অর্থে শুক্র, রেতঃ। জ্যোৎমার্গীরা বলে ধাতু। বাউল-সম্প্রদায় 'চারি চন্দ্রভেদ' সাধন করে।—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ১ম ভাগ ১৭৩-১৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সতীনকে বশ করিবার চেষ্টা ঋগ্বেদের মধ্যেও দেখা যায়, (১০।১৪৫ ; মৎপ্রণীত বেদবাণী দ্রষ্টব্য)। বশীকরণের অনুষ্ঠান অথর্ব্ববেদ, গরুড়পুরাণ ১৮২ অধ্যায়, বৃহন্নীলতন্ত্র, শেক্‌সপীয়ারের ম্যাক্‌বেথ নাটক প্রভৃতি বহু স্থানে আছে।

লীলাবতীর পত্র-লিখন (৪৪৯—৪৫১ পৃষ্ঠা)

৪৪৯ পৃষ্ঠা

সুই—সুহই বা শুভগা রাগিণী, শ্রীরাগের অন্তর্গত, পূর্ব্বাহ্নে গেয়।

ভীতর—স° অভ্যন্তর > অর্দ্ধমাগধী অব্ভিংতর > অপ° প্রা° ভিত্তরি (পিঙ্গল, ২।১৯৪), * প্রা° ভীতর, ভীতরু > ম° ভীতরী !

মহল—আ° মহল্ = বাড়ী বা বাড়ীর অংশ।

কৈলা—করিলে।

৪৫০ পৃষ্ঠা

সাধব—সং সাধু শব্দের বহুবচনে সাধবঃ ; মান্যে সংস্কৃত বহুবচন রূপ বাংলায় ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রঃ—

মিথ্যা বল সাধবের কন্যা তুমি নও।—মাণিক গাঙ্গুলি ২৯।১।২৩।

শুনীবে—সং শ্রু ধাতু ক্র্যাদিগণীয় ; ক্র্যাদিগণীয় ধাতুর উত্তর ন আগম হয় ; শৃণোতি> প্রাচীন বাং শুনোই। সং √শ্রু>প্রাং √শুণ, √সুণ>বাং √শুন।

পাঠাবে—সং প্রস্থাপন প্রাং পট্ঠাবণ>বাং পাঠাওন।

পাঠাব—তুমি পাঠাইবে।

অষ্ট অলঙ্কার—দুই পা, দুই হাত, দুই বাহু, কটি ও কণ্ঠ এই অষ্টাঙ্গের অলঙ্কার।

রাহু ও কেতু—পাপ গ্রহ ; উহাদের প্রভাব অশুভ।

খুঞা—সং ক্ষুমা। তিসির ছালের সুতার মোটা কাপড়। রায় বাহাদুর যোগেশ চন্দ্র রায়ের "ক্ষুমা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—প্রবাসী।

উড়িতে—সং উত্তরীয়, আবরণী>প্রাং ওহাড়ণী (দেশী-নাম-মালা)>হিং ওং ওঢ়না, ওঢ়ণা> √উড় ধাতু।

খোসলা—কোষজ মোটা কাপড়।

ঢেঁকি—ঢক ঢক শব্দ করে যে যন্ত্র।

৪৫১ পৃষ্ঠা

নিসাচর গণী—রাক্ষস-গণের। বিশেষ কতকগুলি নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাতকের দেব, নর অথবা রাক্ষস গণ গণ্য করা হয়।

ইত্যাইয়া—ইতি করিয়া। সংস্কৃত বাক্য ইতি শব্দ দ্বারা শেষ করা হয় ; তাহা হইতে বাংলায় ইতি শেষ-দ্যোতক হইয়াছে।

পাতি—পত্রী।

শ্রী—পত্রের কাগজের পৃষ্ঠে শ্রী লিখিতে হয়—তাহাতে বুঝা যায় যে এ পত্রে মৃত্যুসংবাদ নাই। বিভিন্ন সম্পর্কের লোককে বিভিন্ন সংখ্যক শ্রী লিখিতে হয়—

"ষড়্ গুরোঃ স্বামিনঃ পঞ্চ দ্বে ভৃত্যে চতুরো রিপৌ।
শ্রীশব্দানাং ত্রয়ং মিত্রে, একৈকং পুত্রভার্য্যয়োঃ॥"

—বররুচি-কৃত পত্রকৌমুদী।

[ফুটনোটের পাঠান্তর—থাম—ফাং থাম=মোড়ক, কোষ।]

মোহর—ফাং। সীলের ছাপ।

দিনা শাথে—সাত দিন আন্দাজ। স° সপ্ত>প্রা° সত্ত>বা° সাত।

হাথ—স° হস্ত>প্রা° হত্ত>প্রাচীন বা° হাথ।

খুল্লনাকে লহনার কৃত্রিম পত্র প্রদান ও উভয়ে কলহ (৪৫১—৪৫৬ পৃষ্ঠা)

৪৫২ পৃষ্ঠা

ঠাই—স° স্থান প্রা° ঠাণ; স° ধাম>প্রা° ঠাম।

সাধে—স° শ্রদ্ধা> প্রা° সদ্ধা।

টুটায়—স° ক্রুট টুট।

বিনু—স° বিনা প্রঃ—

তুন্ধার চরণ বিনু আন নাহি জান।—শূন্যপুরাণ।

গৃহিণী বিনু গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।—চৈতন্যচরিতামৃত।

তোমা বিনু অভাগিনীর নাই অন্য গতি।—মাণিক গাঙ্গুলি।

হাসেন বর্ণ দেখে ভিন্ন ভাতি—খুল্লনা চিনিতে পারিল যে ইহা তাহার স্বামীর হস্তাক্ষর নহে। খুল্লনা লেখাপড়া জানিত কি না ইহাতে কিছু প্রমাণ হয় না; নিরক্ষর লোকেও বিশেষ লোকের লেখার ছাঁদ দেখিয়া দেখিয়া চিনিয়া রাখিতে পারে।

বনী—স° ভগিনী>প্রা° ভইণী, বহিণী>বা° বহিন, বইন, বহিণী>বনী। সিন্ধী ভেণ্। গোরক্ষবিজয়ে (১০৪ পৃষ্ঠা, ৫৩৬ লাইন) ভন।

কতি—স° কুত্র>প্রা° কুথ>কোথা। শূন্যপুরাণে কথি; চৈতন্যচরিতামৃতে কতি।

ঝগড়া—মূল অনিশ্চিত। ঝঞ্জা ঝটিকা বা ঝড় হইতে আসিয়া থাকিতে পারে। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে—ঝকড়। হি° ম° ঝগড়া।

আঁটে—স° √অট=ভ্রমণ, একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন>এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হওয়া। স° √অট্ট=অতিক্রম। সঙ্কুলন। হি° অট্না, আঁট্না; ম° অটণে; ও° আণ্টুআ।

ঝাট—স° ঝটিতি>প্রা° ঝট্টি। অস° ঝাণ্ট। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ঝাট।

৪৫৩ পৃষ্ঠা

নাহি—স° নহি>প্রা° নাহিং>ম° হি° নাহী, ও° নাহি।

গুঞে—স°√গম>হি° গঁব>বা° গোঁয়া, গুঁয়া=যাপন করা।

নিলে—? নীলায়?

ছেলী—স° ছেলকী। স° ছাগলিকা > প্রা° ছাঅলিআ। স° ছাগলী > প্রা° ছাঅলী, ছালী > বা° হি° ছেলী, ছেরী ; ও° ছেলী ; ম° শেলী।

মাথায় মুকুট—বিবাহের নববধূর মস্তকের সোলার পাতি-মোর পরিয়া ; নববধূবেশে।

কেনে—স° কেন (হেতুনা)। প্রাচীন বাংলায় কেনে।

গৃহিণীপনা—স° পণ = ব্যবহার। ব্যবহারের অর্থে পনা প্রত্যয় হয়।

চিনীঞা—স° চিহ্ন > চিন।

পাকে—স°। হেতু, ফলে।

রাখাল—স° রক্ষ > প্রা° রক্‌খ। স° রক্ষপাল > হি° রখ্‌বালা, ও° রখুআল, বা° রাখাল। কিংবা বা° রাখ + আল (ভাবার্থে)।

গারী—গৃহ, আগার।

বটি—স° বর্ত্ততে > প্রা° বট্টতে, পা° বট্টতি, বটুই।

পারা—স° প্রায়।

হেদে—হে দেখ।

বাঁজি—স° বন্ধ্যা > প্রা° বংজ্‌ঝা > বা° বাঁঝা, বাঁঝি, বাঁজি ; পঞ্জাবী বংঝা ; সিন্ধী হি° গু° ম° বাঁঝ।

ঘাটা—স° √ঘট্ট = বিলোড়ন।

বাঁটা—স° ভাটক, বার্ত্তা = লভ্য। হি° বাট্টা।

ছোট—ক্ষুদ্র > প্রা° ছুট্ট > ছোট।

সয়া—স° √সহ > বা° সহ, স ধাতু।

ছুড়ি—স° ক্ষুদ্র > প্রা° ছুট্ট > ছোঁড়া, স্ত্রীলিঙ্গে ছুঁড়ি। নেপালী ছোর = ছোট। বা° ক্ষুদ্র অর্থে ছোড় ব্যবহার হয়, যথা—ছোড়দাদা, ছোড়্‌দি।

মউড়ি—স° মুকুট, মকুট > মউড়।

আজি—স° অদ্য > প্রা° অজ্জ > আজ।

হুড়াহুড়ি—স° √হুড়, হুণ্ড = সংঘাত। ম° হোর ধাতু। প্রঃ—

এই মতে অন্যে অন্যে পড়ে হুড়াহুড়ি।—চৈতন্যচরিতামৃত।

৪৫৪ পৃষ্ঠা

ঝনঝন—স° √ধ্বন, ধন, ধণ = শব্দ হওয়া > বা° ঝনঝন। তুঃ—স° ঝঙ্কার, ঝনৎকার। ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

পাড়া—স° পাটক (গ্রামার্দ্ধ) > প্রা পাড়অ > বা° পাড়া।

বাজিল—স° বাজ = শব্দ, যুদ্ধ > আঘাত। প্রঃ—

চণ্ডীদাস কহে বেজেছে হৃদয়ে
শ্যামের পীরিতিবাণ।

কেশাকেশী—কেশে কেশে ধরাধরি করিয়া যুদ্ধ (ব্যতিহার বহুব্রীহি)।

টোনা—? অস° ঠোঙ্গোনা, ঢাকায় ঠোংনা। কোনো কোনো জেলায় ঠোনা, ঠোক্না।

চাসী—চাহসি, চাহিতেছ। স° চত ধাতু যাচ্ঞায়।

মানা—স° মা+বা° না; আ° মনা; ও° হি° মনা। প্রঃ—

কি লাগিয়া দ্বার মানা কেহ নাহি জানে।—চৈতন্যচরিতামৃত।
যা বিনে না রহে প্রাণ তাহে করে মানা।—জ্ঞানদাস।
অতিথি বৈষ্ণব যাবার ঐ বাড়ী মানা।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।
স্বর্গে যাই যদ্যপি স্বামীকে কর মানা।—মাণিক গাঙ্গুলি।
হাতে লড়ি করিয়া চলিল খোঁড়া কাণা।
শ্রীরামের সঙ্গে যায় না মানিল মানা॥—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ড।

কিল—স° কীল=গোঁজ, খোঁটা, কণুই>বা° অর্থ মুষ্ট্যাঘাত।

লাথি—স° লত্তা=পদাঘাত। ঢাকায় মালদহে লাত্থি; হি° ম° লাত, লাথ। ফা° লকদ্।

জ্যৈষ্ঠ মাসে গোয়ালা গোয়ালী যেন পিটে—বর্ষা আসিবার পূর্ব্বে গোহাল পিটিয়া মেঝে শক্ত করা হয়, যেন বর্ষায় গরুর চোনা-গোবরে কাদা না হয়।

গোয়ালা—স° গোপালক>প্রা° গোবালঅ, গোআলঅ>গোয়ালা।

গোয়ালী—স° গোশালা>গোহাল>গোয়াল।

৪৫৪—৪৫৫ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

যুঝো—স° যুদ্ধ> প্রা° জুজ্ঝ>বা° যুঝ-ধাতু। পঞ্জাবী জুজ্ঝ, হি° জুঝ, ম° ঝুজ।

একলা—স° একল>প্রা° একল্লঅ, ইকলি>বা° একলা।

শরিষার ফুলে—মূর্চ্ছার উপক্রমে চক্ষের দৃষ্টিতে হরিদ্রাবর্ণের বিন্দু ভাসিতে দেখা যায়—যেন সরিষা-ফুল ফুটিয়াছে। তাহা হইতে সরিষা-ফুল দেখা মানে মূর্চ্ছাপন্ন হওয়া।

চাপড়—স° চর্পট, চার্পট।

ছিঁণ্ডিলেক—স° ছিন্ন>প্রাচীন বাংলায় ছিণ্ড।

ধুম—স° $\sqrt{}$ধ্বন=শব্দ। >ধুম, ধুম=কোলাহল-শব্দ, ঘটা, জাঁক, সমারোহ।

তরতর—স° ত্বর=বেগ, ক্ষিপ্র। প্রঃ—

চারিদিকে তরঙ্গ জলের তরতরী।—ভারতচন্দ্র।

ঢলঢল—স°√ছ্বল=চলা। হি° ঢল, ম° ও° ঢল। তারল্যের চঞ্চলতাযুক্ত; লাবণ্যযুক্ত।

৪৫৫ পৃষ্ঠা

দোহাই—উর্দ্দু দুহাই=সাহায্য প্রার্থনা।

বৌলী—স° বলয়, তা° বলৈ। কর্ণের বলয়াকার ভূষণ, মাকড়ি। অথবা স° বকুল> প্রা° বউল। বকুলাকার কর্ণভূষণ। কিন্তু ঘনরাম ইহাকে নাসিকার অলঙ্কার (নথ) বলিয়াছেন।

কাণে পরে কুণ্ডল কনক কাটা-কড়ি।
বউলি বেশর নাকে, বেশ হইল বড়ি॥

পদক—দেবপদাঙ্কিত বা বাক্যপদাঙ্কিত দোলক বা ধুক্‌ধুকি।

গলায় মোহন মালা মাণিক সহিত॥
পুরট পদক দুলে পূষণের প্রায়।—মাণিক গাঙ্গুলি ৪৫।১।৬-৭।

নাক-চলা—স° নক্র>প্রা° নক্ক>বা° হি° ম° নাক, ও° নাক-অ। চলা=চঞ্চলা বিদ্যুৎ। নাসিকার অলঙ্কার যাহা চঞ্চল বিদ্যুতের ন্যায় মুহুর্মুহু আন্দোলিত হয়।

সিথি—স° সীমন্ত। সীমন্তের অলঙ্কার।

আঙ্গুঠে—অঙ্গুষ্ঠের অলঙ্কার আঙ্গুঠ। কর্ম্মকারকে একার বিভক্তি যোগে আঙ্গুঠে। স° অঙ্গুষ্ঠ>প্রা° অংগুঠ্‌ঠ>ম° আংগঠা, ও° অংগুঠো, হি° অংগুঠা, পাঞ্জাবী অংগূঠ, বা° আঙ্গুঠ, আঙট।

পাশুলী—স° পাশক। প্রাচীন সকল কাব্যে এই অলঙ্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

হেম মাণীক্যর পাঁতি—স্বর্ণ ও মাণিক্যে গঠিত।

লোয়া মাত্র রাখিলা আইয়াত—স° লোহক>লোয়া, লো। গৃহসূত্র ও সংস্কারতত্ত্বাদিতে ব্যবস্থা আছে যে পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর আয়ু ইচ্ছা করিলে সিন্দূর করভূষণ কখনো ত্যাগ করিবে না—

হরিদ্রাং কুঙ্কুমঞ্চৈব সিন্দূরং কজ্জলং তথা
কার্পাসকঞ্চ তাম্বূলং মাঙ্গল্যাভরণং শুভম্
কেশসংস্কার-কবরী-কর-কর্ণ-বিভূষণম্
ভর্ত্তুর্ আয়ুষ্যম্ ইচ্ছন্তী দূরয়েন্ ন পতিব্রতা॥

—স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড, ৪ অধ্যায়।

আবার বিধবার পক্ষে ঐ ঐ দ্রব্য ধারণ বা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ—

ন ধত্তে দিব্যবস্ত্রঞ্চ গন্ধদ্রব্যং সুতৈলকম্।
স্রজঞ্চ চন্দনঞ্চৈব শঙ্খ-সিন্দূর-ভূষণম্ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১৩ অধ্যায়।

(শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ-কৃত গোপীচন্দ্রের পাঁচালীর টীকা ৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

দুর্ব্বলার নিকট খুল্লনার প্রার্থনা (৪৫৬-৪৫৭ পৃষ্ঠা)

শ্রীগান্ধার—শ্রী রাগের অন্তর্গত রাগিণী গান্ধারী। পূর্ব্বকালে গান্ধার রাগ প্রসিদ্ধ ছিল, এখন তাহা শ্রী রাগের অন্তর্গত রাগিণীতে পরিণত হইয়াছে। গান্ধার দেশ হইতে আগত রাগ।

৪৫৭ পৃষ্ঠা

হাম—স° অহম্ > প্রাচীন বাংলা আহ্মি, হি° হাম।

ভুকিল—স° বুভুক্ষিত। স° বুভুক্ষা > প্রা° ভুক্‌খা > হি° ভুখা, ভুখ। ভুখ (ক্ষুধা) আছে যার সে ভুখিল, ভুখল। হি° ভুখা, ভুখম।

ভুকল ভুজঙ্গ দেখে ভাই দুইজন।—মাণিক গাঙ্গুলি ৮০।১৯।

খুল্লনার প্রতি দুর্ব্বলার উপদেশ (৪৫৮ পৃষ্ঠা)

খুড়াত্য—বৈদিক ক্ষুদ্‌ল > স° ক্ষুদ্র > প্রা° খুদ্দ, খুল্ল, খুড্‌ড। প্রা° খুড্‌ড > বা° খুড়া স° খুল্লতাত। খুল্লতাত সম্বন্ধীয় (খুড়ার সন্তান) খুড়তাত, খুড়তত, খুড়াত্য।

তৎকালে—তখনই, ত্বরিত।

অনুগুণ—গুণ পশ্চাতে বিচার করিয়া।

খুন—ফা° খুন্ = রক্ত। তাহা হইতে রক্তপাত করিয়া বধ।

মিলী—কোষ্ঠীর ফলাফল বিচার, বর-বধূর কোষ্ঠীফলের মিলন বিচার।

খুল্লনাকে ছাগ প্রদান (৪৫৯-৪৬০ পৃষ্ঠা)

৪৫৯ পৃষ্ঠা

কবিকঙ্কণ কোনো জিনিসের উল্লেখ করিলে তাহার লম্বা ফর্দ্দ না দিয়া নিরস্ত হন না। এখানে ছাগলের নামের ফর্দ্দ দিয়াছেন। ছাগলের সব নামের অর্থ পাওয়া যায় না।

বরাবরী—ফা° বরাবর=নিকটে, সম্মুখে। প্রঃ—

নারদ কহিল আসি দৈত্য বরাবরি।—কাশীরাম দাস, মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

কায়েস্ত—স° কায়স্থ।

শাউলা—স° শ্যামলা > শাঙলা, শাঁওলা, শাউলা।

ধলী—স° ধবল > প্রা° ধঅল > বা° ধলা, ধল। স্ত্রীলিঙ্গে ধলী।

চাঙ্গ—স° চঙ্গ—চঙ্গস্তু শোভনে দক্ষে।—মেদিনী। অথবা স° চলদঙ্গ (বৈদ্যকশব্দসিন্ধু) =চেং মাছ। চঞ্চল অঙ্গ যার সে চাঙ্গ। তুঃ চাঙ্গা।

উসাবলী—উষাবলী।

আওলা—স° আমলক > প্রা° আমলও > বা° আমলা, আওলা। হি° আঁবলা, ম° আঁবলা, ও° অঁঅঁলা। আমলকীর মতন বর্ণ যার ?

চোঙরি—?

ভোঙরি—স° ভ্রমর > প্রা° ভমর > মৈ° ভমর, ভমরা, ভঁবরা, ম° ভোঁবরা, সিন্ধী ভৌরু, ও° ভঁঅঁর, হি° ভোঁরা, ভোঁরী।

অবলাখ—?

সিংহিবতী—শৃঙ্গবতী ?

আগুয়াআনী—স° অগ্রযান বা অগ্রবান্ > আগুয়ান। স্ত্রীলিঙ্গে আগুয়ানী।

খড়িকাঠ—স° খড়ী=তৃণ। প্রা° খড়িঅ। তা° খাড়ু=বনজঙ্গল। > জ্বালানি কাঠ। স° কাষ্ঠ > প্রা° কট্‌ঠ > বা° কাঠ। যে ছাগল কাঠের মতন শুষ্ক ও শক্ত।

বেবিস্নতী—?

আবুঘাট—?

ছানী—স° ছাদনী। যাহার চোখে ছানী পড়িয়াছে। অথবা স° শাব > ছাও, ছা, ছানা, ছানী, ছানকী, ছুনকে।

বাকাদতি—বক্রদন্ত যাহার। তুঃ স° সুদতী।

বগী—স° বক > হি° বগলা, বা° বগ। বকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ।

বাউটি—স° বাতাট > ও° বাউটিআ=কৃষ্ণসার মৃগ। কৃষ্ণসারমৃগতুল্য দ্রুতগামী। প্রঃ—

বাউটা হরিণ যেন চারি পানে চায়।—মাণিক গাঙ্গুলি।

বারশিঙ্গা বাওটাদি কস্তুরী তুলায়।—ভারতচন্দ্র।

মেগী—মেঘী ?

পাথরী—পা থর (দ্রুত) যাহার; অথবা পাথ (পক্ষ) আছে যাহার—পক্ষীরাজ ঘোড়ার তুল্য।

পাঙশী—স° পাংশু, পিঙ্গশ (নীলপীতমিশ্র বর্ণ) > বা° পাঙাশ=ফেকাশে।

ব্যাঙ্গী—বি+অঙ্গ=ব্যঙ্গ=বিকল অঙ্গ যাহার; অথবা ভেক।—

ব্যঙ্গো ভেকে চ হীনাঙ্গে।—মেদিনী।

হাসী—স° হাস্য বা হংস সদৃশ।

ডাঁসী—স° দংশ=ডাঁশ (মশা); অথবা দংশ্য=দংশনযোগ্য; অথবা আধপাকা ডাঁসা

কাটাবোতি—?

বাইয়া—? হি° ম° বাঈ=মান্যা নারী, নর্ত্তকী।

খাটী—যে খাটো (ছোট) বা যে খাটিতে পারে ?

চাউড়ি—? চাউর=প্রচারিত; হি° চাউর=বা° চাউল।

সুশা—?

নেড়ি—খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে সহজিয়া মতের প্রচারক নাঢ় পণ্ডিত প্রসিদ্ধ ছিলেন; তাঁহার পত্নী ততোধিক পণ্ডিতা ছিলেন ও নাঢ়ী নামে পরিচিতা ছিলেন। তাঁহাদের শিষ্যসম্প্রদায় নেড়ানেড়ি। চৈতন্যদেব অদ্বৈতাচার্য্যকে সম্মান করিয়া নাঢ়া বলিয়া ডাকিতেন। (মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর Buddhists in Bengal প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—Dacca Review, October, 1921)।

পরে নেড়ানেড়ি মানে মুণ্ডিত-কেশ হইয়াছে।

৪৬০ পৃষ্ঠা

রাঙ্গড়ি—রাঙ্গা বর্ণ যাহার।

দিগড়ি—দীর্ঘ দীঘল আকার যাহার

গেড়ি—স° গেণ্ডু > ও° গেড়া, গেণ্ডা, ম° গিড্‌ডা, বা° গেঁড়া, গেঁড়ি। কন্দুকবৎ হ্রস্ব স্থূল বর্ত্তুল, খাটো; অথবা গুগ্‌লি। স° কন্দুক > প্রা° গেণ্ডুঅ, গেন্দুঅ > স° গেণ্ডু।

হিরামড়ি—হীরকমণ্ডিত; হীরা দিয়া মোড়া।

নেমামী য়ানী বাড়ি—?

সর্ব্বসী—সর্ব্বস্বী।

নেউলী—স° নকুলী > প্রা° নউলী > বা° ও° নেউল।

চামোসা—স° চর্ম্ম > প্রা° চম্ম > বা° হি° চাম; চাম সদৃশ=চামসা। চর্ম্মসার।

সারেঙ্গী—স° সারঙ্গ=শ্রী-অঙ্গ, চিত্রিত, হরিণ, কোকিল, মদন, ভ্রমর, কমল, তন্ত্রী বাদ্যযন্ত্র।

কপিলা—(স°) কপিশা, পিঙ্গলবর্ণা, শুভ্রবর্ণা গাভী, কামধেনু ইত্যাদি।

বসী—বসন্ত নামের অপভ্রংশ বসী, অথবা বশী।

কাঙ্গলী—স° কঙ্কাল > ম° কঙ্কালে > হি° গু° কংগাল, বা° কাঙ্গাল=দরিদ্র। স্ত্রীলিঙ্গে কাঙ্গালী। এখন উভয় লিঙ্গেই কাঙ্গালী ব্যবহৃত হয়, যথা—

"আমরা বাঙ্গালী কড়ির কাঙ্গালী।"—মনোমোহন বসু।

তেত্রিশ—স° ত্রয়স্ত্রিংশ> পা° তেত্তিংস, প্রা° তেত্তীসা> ম° গু° তেতীস, ও° তেতীশ, হি° তেঁতীশ, বা° তেত্রিশ।

ছায়—স° শাব> ছাও, ছা।

বোকা—স° বুক্ক> প্রা° বোক্কড়ো ছাগঃ (দেশীনামমালা)। বড় ছাগল।

কুড়িটায়—স° কুড়ব। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বলেন মোঙ্গল শব্দ

সাতটা—স° সপ্ত> প্রা° সত্ত।

বিচবোকা—বীজবোকা।

কালশায্যা—কালসার মৃগ সদৃশ।

উভসিংহা—উর্দ্ধশৃঙ্গ।

জুঝায্যা—যুদ্ধ> প্রা° যুজ্ঝ> বা° যুঝ। যুঝিতে দক্ষ যুঝারিয়া> জুঝায্যা।

আভঙ্গা—মূর্ত্তির দেহাবয়ব-বিন্যাস আভঙ্গ। অভগ্ন। অভ্যঙ্গ।

বদল—আ°। পরিবর্ত্তন।

দাগ—আ° দাঘ। স° দাহ> প্রা° দাঘো=চিহ্ন।

বহুত—স° বহুতর> বহুত। স° প্রভূত> প্রা° বহুত্ত। তুঃ ফা° বেহ্‌তর।

খুল্লনার ছাগ চারণ (৪৬১ পৃষ্ঠা)

সারিয়া পড়িল—সাম্‌লাইয়া পড়িল ; শিথিল স্রস্ত বাস গুছাইয়া পরিল।

ছাট—স° ছটা, ঝাট=পশুতাড়ন-যষ্টি। প্রঃ—

ফেলিল হাথের ছাট প্রেমপরবীণ।—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি খণ্ড।

কটকের হুড়াহুড়ি দেখি হাতে লইল ছাট।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

পাগল—পা° পুগ্‌গল=মনুষ্য> বৌদ্ধ। পুগ্‌গল> স° পাগল=বাতুল। বৌদ্ধদিগকে লোকে বাতুল ভাবিয়া পুগ্‌গলকে পাগল বানাইয়াছিল।—শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মত।

ঘাম—স° ঘর্ম্ম> প্রা° ঘম্ম> বা° ঘাম। হি° ঘাম=রোদ।

অতিরিক্ত পাঠ।

ভুকিল—স° √স্ফুট, ফুট> ফুঁক, ভুঁক। হি° ভুঁক।

দুর্ব্বলার ইছানি গমন (৪৬১—৪৬২ পৃষ্ঠা)

বিভাকালে কেতু কিবা আছিল লগনে—দুর্ব্বলা খুল্লনার পিতামাতাকে মিথ্যার আবরণে ঢাকিয়া সত্য সংবাদ দিল, গ্রহবৈগুণ্যের দোহাই দিয়া ব্যাকুল পিতা-মাতাকে কন্যাকে সাহায্য করার চেষ্টা হইতে নিরস্ত করিল। "হিন্দুর নানা প্রকার সংস্কার আছে, তাহাতে জ্যোতিষের দরকারটা বড় বেশী।......সেটা যেন মোগল আমলেই বেশী হইয়া আসিয়াছিল। সেই সময়ই আরবী হইতে সংস্কৃতে ফলিত-জ্যোতিষের অনেক বই তর্জ্জমা হয়।......গণেশ দৈবজ্ঞ ও তাঁহার বংশধরেরা সেই আরবী জিনিসগুলি খুব ছড়াইয়া দেন। সেই সময়ে বোধ হয় খনার জ্যোতিষের বচনগুলি অনেক তৈরি হয়।"—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডাক ও খনা, প্রাচী—শ্রাবণ, প্রবাসী—আশ্বিন ১৩৩০। কেতু পাপগ্রহ ; লগ্নে থাকা অশুভজনক।

রম্ভাবতীর খেদ (৪৬৩ পৃষ্ঠা)

মাহুর—স° আহেয়ম্> হি° মাহুর=বিষ। প্রসিদ্ধ আল্‌হার গানে মাহুর শব্দ কয়েক স্থানে আছে। হিন্দী ভাষায় মাহুর মহুরি মহুরিয়া শব্দে তীব্র বিষ বা কালসাপের বিষ বুঝায়।

খুল্লনার গৃহে আগমন (৪৬৪ পৃষ্ঠা)

কোণ—ধানের কোণ।

বাঁজি—স° বন্ধ্যা> প্রা° বংজ্‌ঝা> পাঞ্জাবী বংঝা, সিন্ধী বাঁঝ, হি° গু° ম° বাঁঝ, বা° বাঁঝা, বাঁঝি, বাঁঝ।

পাজড়া—?

কলাই-খুদের পড়াতে—একে কলাই-দাল, তাহার খুদ, আবার (তাহা ভিজাইলে যাহা না ভিজিয়া তলায় পড়ে তাহাকে পড়া বলে) তাহার পড়া দিয়া বড়া তৈয়ারী হইয়াছে!

বড়া—স° বটক।

খারা—স° খড়। খড় সদৃশ ডাঁটা। স° ক্ষারক, খালব=ফলের বোঁটার উপরের খোলা—Calyx.

বেকলা—স° বল্কল> বাকল।

গড়ই—স° গড়ক (অমরকোষ)।

পোঁটা—? পিত্ত হইতে? অন্ত্র।

খৈল—স° খলি।

বেসার—স° বেসবার।

হরিদ্রা সর্ষপং পিষ্টম্ আর্দ্রিকঞ্চ মরীচকম্।
জীরকং শুষ্কপত্রঞ্চ বেসবারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
—অমরকোষের টীকা।

পিণ্ডিরা—পিণ্ড?

পাকল—(স°) অগ্নি।

খুল্লনার কষ্ট বর্ণনা (৪৬৫—৪৬৬ পৃষ্ঠা)

৪৬৫ পৃষ্ঠা

কোনা—বেতের তৈরি চাল মাপিবার পালি; অথবা এক পালির চতুর্থাংশ মাপের পরিমাণ।

গোড়ায়—স° ঘুট (গুল্ফ)> হি° গোড়। গোড়ায়=পায়ে পায়ে যায়। স° গোহির—পাদমূলং গোহিরং স্যাৎ।—হেমচন্দ্র। ও° গোইঠি।

কড়ি চারিপণ—দুর্ব্বলা সেয়ানা চোর; সে পূরাপুরি মিথ্যা বলে না বা চুরি করে না, অর্দ্ধ সত্য বলিয়া অধিকাংশ চুরি করিয়া প্রতারিত করে। খুল্লনার মা—

সমর্পণ কৈল ঝিয়ে দুবলার স্থানে।
বিদায় করিল তারে দিয়া নানা ধনে॥ (৪৬৩ পৃষ্ঠা)

কিন্তু দুর্ব্বলা তাহার সমস্তই আত্মসাৎ না করিয়া বলিতেছে—

দিলেন তোমার তরে কড়ি চারিপণ।

অতিরিক্ত পাঠ

সিতাসিত দুই পক্ষ কিছুই না জানি—বর্ষাকালে এমন মেঘ করিয়া থাকে যে শুক্ল পক্ষে ও কৃষ্ণ পক্ষে প্রভেদ জানা কঠিন হয়।

৪৬৬ পৃষ্ঠা

দেবীর উৎসব—শরৎ কালে দেবীপূজা প্রবর্ত্তিত হয় রামচন্দ্রের দ্বারা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড ২১।২২ অধ্যায়, দেবীপুরাণ ৩৭ অধ্যায়, শিবপুরাণ ১০ অধ্যায়, মৎস্য-পুরাণ ২৬০ অধ্যায়, দেবীপুরাণ ৫০ অধ্যায়, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ৫৭ অধ্যায়, গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ১৩৪ অধ্যায়, বরাহপুরাণ ৯১-৯৫ অধ্যায়, অগ্নিপুরাণ ৫০ অধ্যায়, দেবীভাগবত ৩য় স্কন্ধ ৩০ অধ্যায়, মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৪র্থ উল্লাস ১০ শ্লোক, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ভাগবতপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ পূর্ব্বভাগ ১২ অধ্যায়, ব্রহ্মপুরাণ ৩৬ অধ্যায় ২৫ শ্লোক প্রভৃতিতে শরৎকালে দেবীপূজার কথা আছে। বিশেষ বিবরণ কালিকাপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ ও দেবীপুরাণে এবং তিথিতত্ত্বে দ্রষ্টব্য। স্কন্দ ও ভবিষ্য পুরাণে, হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে, আনন্দলহরী এবং ষটচক্রনিরূপণ প্রভৃতিতে পূজাপ্রণালী আছে।

দেবীভাগবতে এই পূজার প্রবর্ত্তক কোশল দেশের সূর্য্যবংশীয় রাজা ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শন। তিনি অযোধ্যা নগরে শরৎকালে নবরাত্র-বিধান-মতে দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা প্রবর্ত্তন করেন এবং তদবধি "বিখ্যাতা সা বভূবাথ দুর্গাদেবী ধরাতলে।" অপর বিবরণ ৮১ পৃষ্ঠায় শক্তিপূজার ইতিহাসে ও ৪০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নৈরাস—স° নৈরাশ্য, নিরাশ। বাংলায় আদি ইকার স্থানে ঐকার বহুশব্দে পাওয়া যায়—নৈতন, নৈকষ্য, নৈরাকার, বৈমুখ ইত্যাদি। প্রঃ—

আশায় নৈরাশ করে সাধিলে বিবাদ।—মাণিক গাঙ্গুলি।

৪৬৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

নালা—স° নালী, নালক।

পাঁকুই—স° পঙ্ক > পাঁক। পাঁক হইতে জাত হাজা = পাঁকই।

ঘা—স° ঘাত> প্রা° ঘাঅ> ঘা, হি° ঘাও।

দুস্খে—অমরকোষের টীকায় ভরত দুষ্খ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; এজন্য শব্দ-কল্পদ্রুমে উহা সংস্কৃত শব্দ রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাচীন বাংলায় এই রূপ সুপ্রচলিত ছিল। প্রঃ—

অপার আনন্দে দুষ্খ জন্মাইলি চিত্তে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

তাহা পাঞা সুখী হৈলু গেল দুস্খ শোক।—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক।

ধান—বৈদিক ধানা = শস্য। স° ধান্য> প্রা° ধান্ন> বা° ধান।

অপেক্ষণ—পাহারা।

বসন্তে খুল্লনার খেদ (৪৬৭—৪৬৮ পৃষ্ঠা)

৪৬৭ পৃষ্ঠা

বসন্ত—বসন্তের আবাহন বসন্ত রাগে সুপ্রযুক্ত হইয়াছে।

স্নেক ফুলে মকরন্দ ইত্যাদি—গ্রাম্য মূর্খ পুরোহিতের শ্লেষাত্মক চিত্র। এই বর্ণনায় দাশুরায়ের সুরের আমেজ পাওয়া যায়।

৪৬৭ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

কাম-সেনাপতি—বসন্ত, কোকিল।

সারী শুক প্রতি খুল্লনা (৪৬৮—৪৬৯ পৃষ্ঠা)

৪৬৮ পৃষ্ঠা

শ্রী—রাগ।

পাকে—স° পক্ব=পরিণত> হেতু, নিমিত্ত। স° পক্ষ> বৌদ্ধগানে পাখ> বা° পাক।

শাত-নলা—ব্যাধেরা সাতটা নল পরস্পর জোড়া লাগাইয়া আঠা-কাঠি করিয়া জীবন্ত পাখী ধরে।

জাহ তুমি গৌড়—তুলনীয় মেঘদূত, পবনদূত, হংসদূত, কোকিলদূত, পদাঙ্কদূত ইত্যাদি।

তরুলতার প্রতি খুল্লনা (৪৬৯—৪৭০ পৃষ্ঠা)

৪৬৯ পৃষ্ঠা

সোহাগ—স° সৌভাগ্য> প্রা° সোহগ্গ> হি° সোহাগ, সুহাগ।

যেক ফুলে মধু খায় ভ্রমর-দম্পতি—তুঃ—

পপৌ দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে
মধুং প্রিয়াং স্বাম্ অনুবর্ত্তমানঃ।—কুমারসম্ভব ৩য় সর্গ।

ভ্রমরের প্রতি খুল্লনার বাক্য (৪৭০—৪৭১ পৃষ্ঠা)

৪৭০ পৃষ্ঠা

রায়—স° রাব> বা° রাও, রা। তুঃ আ° রায়=মত, বিচার-ফল।

তিন তায় অতিথ—? বসন্ত, কোকিল, ভ্রমর ?

মাতোয়াল—স° মত্ততা+দেশী আল প্রত্যয়> দেশী-প্রা° মত্তবাল> হি° মতবালা, ও° মাতুআলা, বা° মাতাল, মাতোয়াল, মাতোয়ারা।

ধুতুরার ফুলে...মধু পিলে—ধুতুরার মত্ততাজনক গুণ প্রসিদ্ধ ; তাহার মধুও মত্ততাজনক বলা হইতেছে।

উর—স° পার হইতে? হি° ওর, ও° ওর-অ, বা° ওর। পা° ওর=এই পার্শ্ব।

প্রঃ—

পরে লিখি প্রভুর পুণ্যের নাহি ওর।—মাণিক গাঙ্গুলি।

অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কপি ওর নাহি পাই।—কৃত্তিবাস, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

বসনক ওর ঝাপল তব গোরী।—জ্ঞানদাস।

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।

চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥—বিদ্যাপতি।

বিনয় মাতয়ে অরি—পাপ কলির এমনি প্রভাব যে বিনয় করিলে অরি আরো প্রমত্ত হইয়া উঠে।

দিবিধ—?

বিনয় চরণা—?

কোকিলের প্রতি খুল্লনার বাক্য
(৪৭২—৪৭৩ পৃষ্ঠা)

৪৭২ পৃষ্ঠা

না চিনিহ বাপ মা—কোকিল পরভৃত।

কাড়—স° কর্ষণ > প্রা° কড্ঢণ > বা° কাঢ়, কাড়। রা কাড়া=রব আকর্ষণ করা, রব প্রকাশ করা।

৪৭৩ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

যোষা—√যুষ (সেবা)+অ=সেবিকা, নারী।

রম্ভাবতীর বেশে চণ্ডীর খুল্লনাকে ছলনা
(৪৭৪—৪৭৫ পৃষ্ঠা)

৪৭৪ পৃষ্ঠা

ভগবতী—ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী দেবী হইয়াও চণ্ডী সর্ব্বজ্ঞ নহেন, তাঁহার চেয়ে তাঁহার সহচরী পদ্মার জ্ঞানবুদ্ধি অধিক।

নাচনী—স° নর্ত্তন > প্রা° নচ্চন > বা° নাচন। নাচন করে যে স্ত্রীলোক সে নাচনী =নর্ত্তকী।

নারায়ণী—

বিষ্ণুভক্তির্ অহং তেন বিষ্ণুমায়া চ বৈষ্ণবী।
নারায়ণস্য মায়াহং তেন নারায়ণী স্মৃতা॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (দুর্গার উক্তি)।

মম তুল্যা চ মন্-মায়া তেন নারায়ণী স্মৃতা।

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)।

৪৭৫ পৃষ্ঠা

ছাগ চুরি—চণ্ডীর কপটতা করিতে, চুরি করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা নাই। মানুষের চেয়েও হেয় দেবচরিত্র।

সোঙরি—স° স্মরণ > প্রা° সুমরণ, বা° সোঙরণ। স° √স্মর > বা° √সোঙর, ও° হি° √সুমর।

মাতৃস্মরণে খুল্লনার আক্ষেপ (৪৭৫—৪৭৬ পৃষ্ঠা)

৪৭৬ পৃষ্ঠা

একচারী—স্বাধীন, স্বতন্ত্র।

জল দানে—মরণোত্তর-কালে তর্পণের জলাঞ্জলি দানে।

নেহালয়ে—স° নি+√ভল (ছান্দোগ্য-উপনিষদে নিভালয় পদ আছে) > হি° বা° নেহার। প্রাচীন বা° নেহাল।

ঝোড় ঝাড়—স° ঝাট, ঝাটি=ক্ষুদ্রশাখ ক্ষুপ।

অতিরিক্ত পাঠ

জলে ঝাঁপ ইত্যাদি—তুঃ

অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়।—ভারতচন্দ্র।

খুল্লনার ছাগী অন্বেষণ (৪৭৭ পৃষ্ঠা)

বুলে—স° √বল—সঞ্চরণে।

বলে—স° বদ > প্রা° বোল্ল > বা° বোল, √বল।

অতিরিক্ত পাঠ

উছট—স° উচ্চ + √অট = উচ্চাট > উছট > হোঁচট। যাইতে যাইতে উচ্চ স্থানে বাধা পাওয়া।

জাতিতে পদ্মিনী—রতি-শাস্ত্রের শ্রেণী-নির্দ্দেশ অনুসারে চারি শ্রেণীর নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা পদ্মিনী। তাহার লক্ষণ—

ভবতি কমলনেত্রা, নাসিকা ক্ষুদ্ররন্ধ্রা
অবিরল-কুচযুগ্মা দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী।
মৃদুবচন-সুশীলা নৃত্যগীতানুরক্তা
সকলতনুসুবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা ॥—রতিমঞ্জরী।

নয়ন কমল, কুঞ্চিত কুন্তল,
ঘন কুচস্থল, মৃদুহাসিনী।
ক্ষুদ্র-রন্ধ্র নাসা, মৃদুমন্দ-ভাষা,
নৃত্য গীতে আশা, সত্যবাদিনী ॥
দেব-দ্বিজে ভক্তি, পতি-অনুরক্তি,
অল্প রতিশক্তি, নিদ্রা, ভোগিনী।
মদন-আলয়, লোম নাহি হয়,
পদ্মগন্ধ কয়, সেই পদ্মিনী ॥—ভারতচন্দ্র।

পদ্মিনীর শরীরে লাগে পদ্মের সমান।
পদ্মপ্রায় অঙ্গ তার দেখি অনুপাম ॥—রতিশাস্ত্র।

খুল্লনার পরিচয় (৪৭৮—৪৭৯ পৃষ্ঠা)

৪৭৯ পৃষ্ঠা

চায়্যা—স° √ চত—যাচনে, √ চায়—চাক্ষুষজ্ঞানে > বা° চাহ, চা ধাতু = যাচ্ঞা, দেখা, অন্বেষণ।

বাহে—? বাহু > প্রা°, পা° বাহ, বাহা > হি° বাঁহ্। স° বাস্ত > প্রা° বাজ্জ > বা° বাজ, বাহ—প্রঃ—মহাশঙ্খ বাহে কর্ণপুত্র ধনুর্দ্ধর।—শ্রীকর নন্দীর মহাভারত। স° বাহ = বহন। > বাহুর আঘাত, মার ?

দেবকন্যাগণের পরিচয় (৪৭৯—৪৮০ পৃষ্ঠা)

৪৭৯ পৃষ্ঠা

ক্রমের—পূজানুষ্ঠানের পদ্ধতি, প্রণালী, নিয়ম।

৪৮০ পৃষ্ঠা

ভৌমবারে—মঙ্গলবারে। মঙ্গল পৃথিবীর পুত্র—

উপেন্দ্রবীজাৎ পৃথ্ব্যান্ত মঙ্গলঃ সমজায়ত।—

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

পুরা হি ভ্রমতো বিষ্ণোঃ স্বেদবিন্দুঃ পপাত হ।

মহাংস্ ততঃ কুমারো হসৌ লোহিতাঙ্গো মহীতলাৎ ॥

—পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ১১ অধ্যায়।

দক্ষযজ্ঞে অপমানিত ক্রুদ্ধ শিবের ললাটজ স্বেদবিন্দু হইতে ভূতল-সম্ভব দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকারী বীরভদ্রই অঙ্গারক মঙ্গল।—মৎস্যপুরাণ, ৬৮ অধ্যায় অঙ্গারক ব্রতকথা।—বামনপুরাণ, ৬৭ অধ্যায়। স্কন্দপুরাণ ইত্যাদি।

মঙ্গলচণ্ডীর পূজা মঙ্গলবারে কর্ত্তব্য, যেহেতু—

প্রথমে পূজিতা দেবী শিবেন (মঙ্গলেন) সর্ব্বমঙ্গলা।

দ্বিতীয়ে পূজিতা দেবী মঙ্গলেন গ্রহেণ চ ॥

তৃতীয়ে পূজিতা ভদ্রা মঙ্গলেন নৃপেণ চ।

চতুর্থে মঙ্গল-বারে সুন্দরীভিশ্চ পূজিতা ॥

মঙ্গলে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষৈর্ নরৈর্ মঙ্গলচণ্ডিকা।

* * * * *

পূজ্যে মঙ্গলবারে চ মঙ্গলাভীষ্টদেবতে।

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ৪৪ অধ্যায়।

পূজার করণ—পূজার পদ্ধতি, ক্রম।

৪৮০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

দুর্ব্বাসার শাপে ইত্যাদি—দুর্ব্বাসাকে স্বর্গের অপ্সরীরা একছড়া সন্তানকপুষ্পের মালা উপহার দেয়। দুর্ব্বাসা সেই মালা পরিয়া যাইতে যাইতে পথে দেখিলেন ইন্দ্র ঐরাবতে চড়িয়া যাইতেছেন ; দুর্ব্বাসা সেই মালা ইন্দ্রকে উপহার দিলেন। ইন্দ্র সেই মালা নিজে ধারণ না করিয়া হাতীর মাথায় পরাইয়া দিলেন। হাতী গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া শুঁড়ে করিয়া সেই মালা মাথা হইতে মাটিতে ফেলিয়া দিল। ইহাতে কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসা অপমানিত বোধ করিয়া ইন্দ্রকে শাপ দিলেন যে তাঁহার অহঙ্কারের কারণ স্বর্গ শ্রীভ্রষ্ট হইবে। এই শাপের ফলে দৈত্যগণ প্রবল হইয়া স্বর্গ দখল করে। তখন দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সম্মিলিত শক্তি চণ্ডীরূপে আবির্ভূত হইয়া দৈত্য বিনাশ করেন ও ইন্দ্রকে স্বর্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।—বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ৯ম অধ্যায় ; মার্কণ্ডেয় পুরাণ ইত্যাদি।

খুল্লনার চণ্ডী পূজা (৪৮০—৪৮২ পৃষ্ঠা)

৪৮০ পৃষ্ঠা

অষ্টদল পদ্ম—বৈদিক যজ্ঞের জন্য বিবিধ আকারের বেদী ও অগ্নিকুণ্ড রচিত হইত ; সেই প্রথা তন্ত্রের যুগে আরো বিচিত্র হইয়া উঠে।

৪৮১ পৃষ্ঠা

সুমহরি—স° মাধুরী > মহুরী, মহরী। খুল্লনা মহরি বাজাইয়া চণ্ডীপূজা করিতেছেন, কিন্তু শাস্ত্রের নিষেধ—দুর্গাগারে বংশীবাদ্যং মাধুরীঞ্চ ন বাদয়েৎ।—মৎস্যপুরাণ।

লম্বোদর—শিবের শাপে গণেশ লম্বোদর বা প্রলম্বজঠর হন। ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রথাঙ্গপাণি—বিষ্ণু বেদে সূর্য্যদেবতা ; সূর্য্যমণ্ডল চক্রাকার, এজন্য চক্র বিষ্ণুর অস্ত্র। বিষ্ণুর হাতের চক্র কালচক্রের এবং সংসার-চক্রের প্রতীক। পুরাণে সূর্য্যের স্ত্রী ছায়ার অনুরোধে শ্বশুর বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যের খানিকটা তেজ ছাঁটিয়া ফেলেন এবং সেই শাণিত সূর্য্যতেজ হইতে বিষ্ণুর চক্র, শিবের শূল, যমের দণ্ড, ইন্দ্রের বজ্র, বরুণের পাশ প্রভৃতি দেবায়ুধ প্রস্তুত হয়।

৪৮১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

ভূতশুদ্ধি—পূজাদির পূর্ব্বে বীজমন্ত্র দ্বারা শরীরস্থ পাপপুরুষকে দহন করিয়া শরীরশোধন। তান্ত্রিক ভূতশুদ্ধির সংক্ষেপ মন্ত্র এই—ওঁ ভূত শৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্না-পথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা। ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা। ওঁ রং সঙ্কোচ-শরীরং দহ দহ স্বাহা। ওঁ পরম শিব সুষুম্না-পথেন মূলশৃঙ্গাটম্ উল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সোঽহং হংসঃ স্বাহা।

শিখির উর্দ্ধে ব্যোম......বিন্দুবিভূষিত—তান্ত্রিক বীজমন্ত্রের সঙ্কেত; তন্ত্রমতে শিখী বা অগ্নি=র; ব্যোম=হ; বিন্দুবিভূষিত সোম=ঁ; বামাক্ষী=ঈ; শিখীর উর্দ্ধে ব্যোম=হ্র, তাহাতে বামাক্ষী=হ্রী, তাহার উর্দ্ধে বিন্দু-বিভূষিত সোম=হ্রীঁ=দুর্গা বা চণ্ডীর বীজমন্ত্র।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন এই-সব মন্ত্র আসলে একমাত্রিক মোঙ্গল ভাষার শব্দ; মোঙ্গল জাতির প্রভাবে ভারতে তন্ত্রাচার প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর যখন লোকে শব্দ-গুলির আদিম অর্থ ভুলিয়া যাইতে লাগিল তখন ঐসব শব্দেরই দেবাকর্ষণ ও দেববশীকরণের বিশেষ শক্তি আছে বিবেচনা করিয়া শব্দগুলি হারাইয়া যাইবার ভয়ে একত্র সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া রাখা হইল এবং সেই শাস্ত্রের নাম হইল ধারণী—যাহা মন্ত্র ধারণ করিয়া থাকে। পরে মন্ত্রের অর্থ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। তন্ত্রে সকল দেবতার বীজমন্ত্র সঙ্কেত-বাক্যে ঘুরাইয়া বলা হইয়াছে পাছে গুহ্যতত্ত্ব অবিশ্বাসীরা জানিয়া উপহাস করে। যথা—

শিবো বহ্নি-সমাযুক্তো বামাক্ষি বিন্দুভূষিতঃ।
একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ শ্রী-সূর্য্যস্ত প্রকীর্ত্তিতঃ॥
আকাশম্-অগ্নিদীর্ঘেন্দু-সংযুক্তা ভুবনেশ্বরী।—তন্ত্রসার।

তণ্ডুল অষ্ট দূর্ব্বা—বৌদ্ধ দেবতা ধর্ম্মঠাকুরের শক্তি বাশুলির পূজা করিবার নিয়ম হইতেছে—

অষ্টতণ্ডুল-দূর্ব্বাক্তাং অর্চ্চেন্ মঙ্গলকারিণীম্।
—ধর্ম্মপূজাবিধান।

মঙ্গলচণ্ডী বাশুলিরই অন্য নাম।

চণ্ডিকার বর দান (৪৮২—৪৮৫ পৃষ্ঠা)

৪৮২ পৃষ্ঠা

গোকুল রাখিলে—দেবী দুর্গা গোকুলে যশোদার গর্ভে কন্যারূপে অবতীর্ণ হন এবং বসুদেব কৃষ্ণকে যশোদার কাছে রাখিয়া রাতারাতি দেবী একানংশাকে বদল করিয়া আনেন; ইহাতে কৃষ্ণ কংসের হাত হইতে রক্ষা পান এবং বড় হইবার অবসর পাইয়া কংসকে বধ করিয়া কংসের উপদ্রব হইতে গোকুলকে রক্ষা করেন; দেবী একানংশাই সেই গোকুল রক্ষার পরোক্ষ কারণ।—হরিবংশ; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড, ৭ম অধ্যায়।

দক্ষের দুহিতা—ঋগ্বেদে যজ্ঞবেদীর নাম দক্ষদুহিতা—কারণ দক্ষ বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পরে এই যজ্ঞবেদী দেবী দুর্গাতে পরিণত হন। ৪০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জরাধি=জরতী।

৪৮৪ পৃষ্ঠা

হাকারিয়া—স° হুঙ্কার > হাঁকার, হাকার। হুঙ্কারিয়া > হাঁকারিয়া=ডাক দিয়া হাঁ হাঁ শব্দ কাড়িয়া বা নিঃসরণ করিয়া।

উত্তরোল—উৎ+তরল।

মঙ্গলচণ্ডীগণ—বহু মঙ্গলচণ্ডী, অথবা মঙ্গলচণ্ডীর গণ বা সহচরী।

পুত্রবর মাগিব কি স্বামী নাই ঘরে—তুলনীয় সাবিত্রীর বাক্য—

"বরাতিসর্গঃ শতপুত্রতা মম ত্বয়ৈব দত্তো, হ্রিয়তে চ মে পতিঃ।"

—মহাভারত, বনপর্ব্ব।

বারি—স° বারি, বারী=ঘট, বারি বা জল রাখিবার পাত্র।

৪৮৫ পৃষ্ঠা

শিয়র—স° শিখর > প্রা° শিঅর।

কাতি—স° কর্ত্তরী।

লহনাকে চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ (৪৮৫—৪৮৬ পৃষ্ঠা)

৪৮৫

তপাস—স° তপস্যা=সন্ধান। আ° তালাস

৪৮৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ ও পাঠান্তর

ভাণ্ডাবে—স° ভণ্ড=প্রতারণা।

আগে—স° অগ্র > প্রা° অগ্‌গ > আগ।

গরব—স° গৌরব, গর্ব্ব > বা° হি° গরব। তুঃ—

গরব গুমান সব দূর নিবারে।—কবীর।

চূর—স° চূর্ণ।

পাতি—স° পত্রী > প্রা° পত্তী।

লাস-বেশ—স° লাস=নৃত্য, বিলাস। বিলাস-বেশ।

শাতি—স° শাস্তি।

নেউটিবেক—স° নিবর্ত্ত > প্রা° নেউট্ট > নেউট। হি° লওটনা

খুল্লনার জন্য লহনার চিন্তা (৪৮৬-৪৮৭ পৃষ্ঠা)

৪৮৬ পৃষ্ঠা

হেদে—ওহে দেখ।

বিষ্ণুপদতল—বিষ্ণু বামন-অবতারে পদতল দ্বারা আকাশ আবৃত করিয়াছিলেন ; তদবধি আকাশের নাম বিষ্ণুপদতল।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর আকাশে আবির্ভাবকে বিষ্ণুপদতলে চণ্ডীর আবির্ভাব বলিয়া নিজের বৈষ্ণবত্বের অকাট্য প্রমাণ দিয়াছেন মনে করি।

৪৮৭ পৃষ্ঠা

নির্গম—দুর্গম।

খণ্ড—যে দস্যু খড়্গা (খাণ্ডা) লইয়া লোককে খণ্ডিত করিয়া অপহরণ করে, ডাকাত। ও° খট-অ।

সাপডঙ্ক—স° সর্প > প্রা° সপ্‌প > বা° সাপ। স° দংশ > ডঙ্ক।

৪৮৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

খরা-চোরা—খরঃ স্যাৎ তীক্ষ্ণঘর্ম্ময়োঃ।—মেদিনী। খরা=রোদ ; খরাকে চুরি করে যে সে খরাচোরা—ছায়া। অথবা খরা-চোরা=সন্দিগর্ম্মি।

সপত্নী-মিলন (৪৮৮-৪৮৯ পৃষ্ঠা)

৪৮৮ পৃষ্ঠা

মাগো—আমি মাগি অর্থাৎ প্রার্থনা করি। স° √মৃগ, মার্গ=অন্বেষণ > প্রার্থনা

ধন্ধ—দ্বন্দ্ব

সপত্নী-সোহাগ (৪৮৯-৪৯০ পৃষ্ঠা)

৪৮৯ পৃষ্ঠা

কুসুমতৈল—ফুলেল তেল, পুষ্পবাসিত তৈল।

পাজলা—স° অঞ্জলি > আঁজলা > পাজলা। স° প্রজ্বল > পাজলা=মশাল, অগ্নি।

প্রঃ—

ফল মূল নৈবেদ্য ভরিয়া দেহ ডালা।
সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠে জ্বালহ পাজলা॥

—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

৪৮৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

ঘণ্ট—স° ঘণ্ট=ঘাঁটিয়া পাক করা ব্যঞ্জন।

কুড়িয়া—স° কুণ্ডী > কুঁড়ি। প্রায়ই হাঁড়িকুঁড়ি। কুণ্ডাকৃতি পাত্র, বাটি।

পাথরা—স° প্রস্তর > প্রা° পথর > হি° পথর, বা° পাথর ও° ম° পথর। পাথরে প্রস্তুত পাথরিয়া > পাথরা।

নিচোড়িয়া- স° নিকুঞ্চন > হি° নিচোড়্না=গালা।

ডাবর—ডাবের আকারের পাত্র।

বাটী—স° বাট=বেষ্টিত স্থান (পাত্র)। স° পাত্রী > বাটী।

৪৯০ পৃষ্ঠা

চিয়াইয়া—চেতন হইয়া।

৪৯০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

কিরা—স° সত্যক্রিয়া > পা° সচ্চকিরিআ > ও° কিরিআ, হি° কিরিয়া, মালদহে ক্রিয়া, কিরিয়া, কিরা। যোগেশ-বাবু বলেন—স° গিরা (বাক্যেন) > কিরা।

প্র:—

কেহ কহে দাঁড়া লো মাথার লাগে কিরা।

—রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর।

আপনার কিরা যদি তায় মানা করি।—ঘনরাম।

কহ ওলো হীরা তোরে মোর কিরা।—ভারতচন্দ্র।

মুঢ়া—স° মুণ্ড।

বোঁচা—স° ব্যঙ্গ, হি° বুচা।

টঙ্গ—স° তুঙ্গ। ফা° তঙ্গ্=টান, আঁট, কষা। স° টঙ্ক=শিখর, ম° টং টঙ্ টঙ্গ্।

বিড়াল—স° বিড়াল > পা° বিলার > ও° হি° বিলাই, বিলি, বিল্লী, বিলার। তে° পিল্লি।

হাঁসা—হংস বা হাস্যবৎ শুভ্র।

লেজ—স° লঞ্জ, ও° অস° লাঞ্জ।

ডাসা—? ডাঁশের মতন কটা ?

মোচড়িয়া—? হি° মচোড়, মড়োড়, মোচড়, ও° মোড়। যোগেশ-বাবু আন্দাজ করেন স° মুট > মুড়, চ আগমে মুচড়। স° মুচুটী=অঙ্গুলী স্ফোটন।

ঠেঙ্গা—স° টঙ্ক, টঙ্গ=পদ। স° জঙ্ঘা > বা° জাং > ঠেং ? টঙ্গ জঙ্ঘায়াং—:মেদিনী। হি° টাঙ্গ্। মুণ্ডারী জং=হাড়। পদের বা হাড়ের ন্যায় লম্বা লাঠি ঠেঙ্গা।

প্র:—

ঠেঙ্গা লঞা উঠিল প্রভু পড়ুয়া মারিবার।

—চৈতন্য-চরিতামৃত।

দোহাতিয়া ঠেঙ্গা পড়ে গৃহের উপর।—চৈতন্যভাগবত।

ঠেকেছি তোমার ঠাঁই ঠেঙ্গাইয়া মার।—শিবায়ন।

খুল্লনার বিরহ (৪৯০—৪৯১ পৃষ্ঠা)

৪৯০ পৃষ্ঠা

কামরূপী—ইচ্ছানুরূপ রূপধারণক্ষম।

৪৯১ পৃষ্ঠা

জিনে—যেন।

৪৯১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

শুতিলে—স° স্বপ্ > প্রা° সুঅ (আদেশ হয়)> প্রাচীন বাংলা মৈথিলী √শুত, মালদহে এখনো শুত প্রয়োগ হয়। প্রঃ—

একলি শুতিয়াছিনু কুসুম-শয়নে।—বিদ্যাপতি।

আয়াসেঁ কাহ্নের উরে
শুতিলোঁ দিএঁা শিয়রে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

নলিনীদলে—নলিনীপত্রে বিরহিণীর শয়নপ্রথা সংস্কৃত কবিপ্রসিদ্ধি।

দিশি—স° দিবস > দিস, দিসি। প্রঃ—

মেঘের উপর কিবা সদাই উদয় করে
নিশি দিশি শশী ষোলকলা।—গোবিন্দদাস।

চণ্ডিকার কাকরূপ ধারণ (৪৯২—৪৯৩ পৃষ্ঠা)

কাব—কাক মহাকালী। প্রমাণ যথা—

গৃধ্রং দৃষ্ট্বা মহাকালীং নমস্কুর্য্যাদ্ অলক্ষিতঃ।
ক্ষেমঙ্করীং তথা বীক্ষ্য জাম্বকীং যমদূতিকাম্॥
—নীলতন্ত্র, ৭ম পটল।

ধূমাবতীর রথধ্বজ কাক।

মনসাও শ্বেতকাকের রূপ ধরিয়া বেহুলাকে দেখা দিয়াছিলেন—

বেহুলা ভাসিল জলে কলার মান্দাসে।
মনসা আইলা তথা শ্বেতকাক বেশে॥
—কেতকাদাসের মনসামঙ্গল।

কাকের এক নাম নিমিত্তকৃৎ।—শব্দকল্পদ্রুম। কাকের ডাক বসা উড়া শুভাশুভ সূচনা করে বলিয়া তাহার এক নাম সূচক (জটাধর)।

খুল্লনা কাকের নিকট হইতে ভবিষ্যৎ জানিতে চাহিতেছে—যদি তাহার পতি শীঘ্র আসিবেন তবে কাক উড়িয়া আবার বসিয়া তাহা জানাক, এবং পূর্ব্বমুখ হইয়া ডাকুক।

সূর্য্যোদয়ে পূর্ব্বদিশি প্রশস্ত স্থানে
স্থিতো যোঽভিমুখং বিরৌতি।
নাশং রিপোশ্ চিন্তিতকার্য্যসিদ্ধিং
স্ত্রীরত্নলাভং স করোতি কাকঃ॥—বসন্তরাজশকুন।

খুল্লনা স্ত্রীলোক; এজন্য স্ত্রীরত্নলাভের বদলে তাহার স্বামীরত্ন লাভ হইবে। উড়িয়া গিয়া আবার চালে বসিলে আনন্দ ও অভীষ্ট লাভ হয়।—

কৃত্বা রবং যঃ পুরতঃ প্রয়াতি
উপস্থিতো যো মুদম্ আদধাতি
কণ্ডূয়তে যঃ স্বশিরোঽঙ্ঘ্রিণাসৌ
পুংসাং তদাভীষ্টফলং দদাতি॥
প্রাসাদ-ধাম্নোচ্ছ্রয়-হর্ম্ম্যপৃষ্ঠ-
নিষ্পন্ন-শস্যাবনিশাদ্বলাদৌ।
ধ্বাঙ্ক্ষোঽধিরূঢ়ো ধনসাধনায়
রৌতি শ্রিয়ং যচ্ছতি যুগ্মরাবঃ॥—বসন্তরাজশকুন।

বসন্তের রাজে—বসন্তরাজশকুন নামক শাকুন ও নিমিত্ত নির্ণায়ক পুস্তক। এইসব পুস্তকে কাকচরিত্র আলোচিত হইয়াছে।

থাক ধর্ম্মরাজার সমাজে—কাক যমদূত। হলায়ুধের পিণ্ডদান-ব্যবস্থার মন্ত্রে আছে—ওঁ যমদ্বারাবস্থিত-নানাদিগ্-দেশীয়-বায়সেভ্যো নমঃ। ওঁ কাক ত্বং যমাদূতোঽসি গৃহাণ বলিম্ উত্তমম্। ইত্যাদি।

বায়ুপুরাণে গয়ামাহাত্ম্য-বর্ণনায় (৪ ও ৭ অধ্যায়ে) কাকের যমদূতত্বের কথা আছে।

উর্দ্ধমুখ—কাক উর্দ্ধমুখে ডাকিলে স্বামীলাভ সূচিত হয়—

ব্রহ্মপ্রদেশে স্থিত বায়সস্য
প্রভাতকালে মধুরস্বরেণ
অভীপ্সিতার্থাগমনং ধ্রুবং স্যাৎ
স্বামিপ্রসাদো দ্রবিণস্য লাভঃ॥—বসন্তরাজশকুন।

সাধুকে স্বপ্নাদেশ (৪৯৩-৪৯৪ পৃষ্ঠা)

৪৯৩ পৃষ্ঠা

পরনারী দেখিয়া—ধনপতির চরিত্রস্খলনের পরিচায়ক।

পতিরঙ্ক—পতিধনে দরিদ্র, পতিহীনা।

৪৯৪-৪৯৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

৪৯৪ পৃষ্ঠা

গড়ে—স° √গঠ বা √ঘট > বা° গঢ়, গড়; ম° ঘড়। স° গঠ > প্রা° ঘড়।

কারিগর—ফা°। স° কারুকর।

আউঠে—স° আবর্ত্ত > প্রা° আবত্তে', আরট্টো > বা° আওট, আউট। প্রঃ—

দুগ্ধ আওটি দধি মথে তোমার গোপী।—চৈতন্যচরিতামৃত।

ভিতে—স° ভিত্তি। প্রাচীন বাংলায় ভিত=দিক্। প্রঃ—

প্রভু কহে কহ গিয়াছিলে কোন্ ভিতে।—চৈতন্যভাগবত।
এক ভিতে রহি দেখে ভুবন-মাধুরী।—নবদ্বীপ-পরিক্রমা।
দেখি ভয়ে মহাদেব গেলা এক ভিতে।—ভারতচন্দ্র।
থুইলা এক ভিতা।—শূন্যপুরাণ।

বাড়—স° বাট, বাড়=বেষ্টন।

আড়—স° অর্গল বা আলি শব্দজ।

কাটি—স° কাষ্ঠ > প্রা° কাট্‌ঠ > বা° কাট, কাঠ, কাটি, কাঠি।

মোটি—স° মুষ্টি > প্রা° মুট্‌ঠি > মুট, মুঠ, মোট। সমষ্টি। তে° মোট, তা° মোটই =কাপড়ের বস্তা, স্থূল।

৪৯৫ পৃষ্ঠা

রূপস—স্ত্রীলিঙ্গে রূপসী আধুনিক বাংলায় চলিত আছে, কিন্তু পুংলিঙ্গ রূপস অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে—প্রাচীন বাংলায় সুপ্রচলিত ছিল। প্রঃ—

ষাটি হাজার পুত্র হইল তিলের প্রমাণ॥
উঝিমিঝি করে সব দেখিতে রূপস।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

আঁট—?

ঝমঝম—ধ্বন্যাত্মক শব্দ। তুঃ স° ঝঙ্কার, ঝনৎকার, স° √ধন, √ধণ=শব্দ।

চক্ষুদান—দেবমূর্ত্তিতে যেন চক্ষুদান করিল; প্রতিমার চক্ষে জ্যোতি সম্পাদন দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিল; সুন্দরকে সুন্দরতর করিল—এই তাৎপর্য্য।

কান্দি—স° স্কন্ধ।

বাজন নারিকেল—ঝুনা নারিকেল, যাহার মধ্যে জল বাজে।

ঘড়া—স° ঘটক > প্রা° ঘড়অ > ঘড়া।

ধনপতির স্বদেশ যাত্রা (৪৯৫-৪৯৭ পৃষ্ঠা)

৪৯৫ পৃষ্ঠা

আত্মঘাতি—আপনি আপনাকে আঘাত।

৪৯৬ পৃষ্ঠা

সায়—আ° সহী > উর্দ্দু সহ্ > বা° সই, সায়। সম্মতি।

খাসা জোড়া—আ° খাসা = সুন্দর; স° যুগ্ম > জোড়া; সুন্দর একজোড়া শাল। খাসা-জোড়া নামক কোনো উত্তরীয় প্রাচীনকালে সমাদৃত ছিল বোধ হয়, কারণ ইহার উল্লেখ বহু কাব্যে পাওয়া যায়—

রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া।
পাত্রমিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া॥
—কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ।

বাণি—স° রাণি = বানাইবার মজুরী, কর্ম্মমূল্য।

মেলানী—স° উৎ + মীল (উন্মীলন) > প্রা° মেল্ল = বিস্তৃত বা শিথিল করা, মেলিয়া দেওয়া > বিদায়। তুঃ—

লাজ ডর নাহি তো পরাণী, দে মেরাণী রে।—বিদ্যাপতি।

বুহিতাল—স° বহিত্র (নৌকা) > বুহিত, ও° বোহিত। বুহিত + আল (অস্ত্যর্থে) = বুহিতাল = নৌকাযোগে বাণিজ্যকারী সওদাগর।

বড়গঙ্গা—গঙ্গার প্রধান ধারা। প্রঃ—

পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গা পার।—কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ।

চাপিয়া বিশাল—বিশাল নৌকায় চড়িয়া।

শীতলপুর—?

ললিতপুর—মধ্যপথে গঙ্গার সমীপে এক গ্রাম।

মুলুকের কাছে সে ললিতপুর নাম॥—চৈতন্যভাগবত।

আধুনিক নাম নলেপুর।

কালাহাট— ?

সগড়ি—সগড়িগলি, সাহেবগঞ্জের কাছে।

বড়লখালি— ?

৪৯৭ পৃষ্ঠা

শিমুলিয়া— ?

বালিঘাটা— ?

আগুসরে—স° অগ্রসর > প্রা° অগ্‌গসর > আগসর, আগুসর।

৪৯৭ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

ফাসুড়িয়া—যাহারা গলায় ফাঁস লাগাইয়া পথিককে বধ করিয়া লুণ্ঠন করে, ঠগী

রায়খাল— ?

রাজপুর— ?

আঁউটবেক— ?

ত্রিমুহানি—তিন নদীর মুখ বা মোহানার সঙ্গমস্থল।

রাজার সহিত ধনপতির সাক্ষাৎ (৪৯৭-৪৯৮ পৃষ্ঠা)

৪৯৮ পৃষ্ঠা

যাগু—যাউক। তুঃ ৪৯৯ পৃষ্ঠার হকু। স° যাতু > বা° যাউ। স্বার্থে ক যোগে যাউক > যাকু।

বালাই—আ° বলা = বিপদ্। ও° ম° বলাই।

আহা মরি চোরের বালাই লয়ে মরি।—ভারতচন্দ্র।

প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।—রামপ্রসাদ।

যাউক তোমার সব বালাই লইয়া।—চৈতন্যভাগবত।

ধনপতির নিজালয়ে গমন ও দুর্ব্বলার নিকট লহনার ঔষধ গ্রহণ (৪৯৮-৪৯৯ পৃষ্ঠা)

৪৯৯

হকু—তুঃ ৪৯৮ পৃষ্ঠার যাগু। অনুজ্ঞার তু বিভক্তির অবশেষ উ। স° ভবতু > প্রা° হোত্থ > বা° হউ+স্বার্থে ক=হউক > বর্ণবিপর্য্যয়ে হকু।

শেষ নাম সাঙ্গ হকু সাক্ষীর হর্জ্জুত।—মাণিক গাঙ্গুলি।

যে হকু সে হকু দেখিব কেলেসোণা।

—পদরত্নাবলী, যদুনাথ দাসের পদ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে হউ।

ছাব—স° √চর্ব্ব বা √চপ > বা° চাপ, ছাপ, ছাব।

খুল্লনার অভিসার (৪৯৯-৫০০ পৃষ্ঠা)

৫০০ পৃষ্ঠা

ছাট—স° ছটা, ঝাট=চাবুক। আগে বোধ হয় দনাগাছের ডাল কাটিয়া চাবুক প্রস্তুত হইত। তুঃ—ই° Birch rod ; birching=flogging.

খোঁয়ার বাস—খুঞা কাপড়। ক্ষৌম বাস।

উন বুকে—সাহসহীন হইয়া।

দোছটি—কাপড়ের দুই খুঁট বা প্রান্ত গাত্রসংলগ্ন করিয়া।

রসের দাপনি—রস (পারদ)-লিপ্ত দর্পণ ? তুঃ—

এক হাতে ধরিয়াছে সর্ব্বাঙ্গ-দাপনি।—কৃত্তিবাস, সুন্দরাকাণ্ড।

সোণার দাপনি লয় নব অঙ্গে বহি।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

ঝলমল অঙ্গতেজ মদন-দাপুনি।—চৈতন্যমঙ্গল, আদিখণ্ড।

সজল জলদে যেন পরয়ে বিজুলি—দৃষ্টান্ত অলঙ্কার। কৃষ্ণ কেশপাশ সজলজলদ ও কনক-বউলী বিজুলীর সহিত উপমিত হইয়াছে।

পাঠশাল—লাইব্রেরী-ঘর।

খুল্লনার প্রিয়-সম্ভাষণ (৫০২-৫০৩ পৃষ্ঠা)

জাদ—আ° জাদ্‌বল=রেখা > চুলবাঁধা দড়ি।

মেরুশৃঙ্গে বহে মন্দাকিনী—গঙ্গা ভূতলে অবতীর্ণ হওয়ার সময় প্রথম মেরুশৃঙ্গে পতিত হন (ভাগবত)।

গো-গজ-বাহন-অরি—গো-বাহন শিব, তাঁহার অরি মদন; গজ-বাহন ইন্দ্র, তাঁহার অরি—কে ?

৫০২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

পুণ্যের সময়—গ্রহণের সময়।

পারা—স° প্রায়।

লহনার অভিসার (৫০৩—৫০৫ পৃষ্ঠা)

৫০৩ পৃষ্ঠা

আড়—স° অরাল=তির্য্যক্, বাঁকা। স° অর্দ্ধ > প্রা° অড্‌ঢ, অড়ো > আড়। আড়চোখ=বাঁকা চোখে বা অর্দ্ধনিমীলিত চোখে।

ঠাটপনা—স° ধৃষ্ট > হি° ঠেট। ঠেটের ভাব ঠাট; ঠাট+পনা (স্বভাব, বৃত্তি)। স° স্থিতি > ঠাট=রীতি, ভঙ্গী।

মুড়া—স° মুণ্ডিত=ভগ্ন।

৫০৪ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

গুয়া-মুঠি—খোঁপা যেন গুবাকমুষ্টি-তুল্য।

৫০৫

মাছ্যাতা—স্ত্রীলোকের গালে কৃষ্ণচিহ্ন। মাছি দ্বারা উৎপন্ন হয় বিশ্বাসে নাম মাছ্যাতা। কিন্তু আসলে উহা fungus হইতে জাত; অণু-পরিমাণ fungus বাতাসে উড়িয়া আসিয়া গালে পড়িয়া সেখানে বংশ বিস্তার করে। পুরুষের দাড়ি-ঢাকা গালে ঠাঁই পায় না; যাহাদের দাড়ি নাই তাহারা মাঝে মাঝে দাড়ি কামায় বলিয়া জমিতে পায় না; তরুণী স্ত্রীলোকের নিটোল গালেও বাসা বাঁধিতে

পারে না ; স্ত্রীলোকের বয়স হইলে যখন লোমকূপ শিথিল হইয়া বড় হইয়া যায় তখন তাহাদের গালে ঐ fungus বাসা বাঁধিবার সুবিধা পায়। এজন্য মাছ্যাংা বয়স বেশী হওয়ার চিহ্ন। স° মেচক, ইং midges > বা° মাছিত', মেছেতা, মউনী।

মেঘডুম্বুর কাপড়—মেঘডম্বর সদৃশ নীলাম্বরী প্রঃ—

শাড়ী মেঘডম্বরে করিলা বাঘাম্বর।—ভারতচন্দ্র।

কাঁকাল—স° কঙ্কাল > কাঁকাল, কাঁকালি=কটি। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে কঙ্কালি রূপ পাওয়া যায়—

প্রসর নিতম্বস্থল তাহে শোভে পট্টাম্বর,
কঙ্কালি কেশরী জিনি ক্ষীণ।—১ পৃষ্ঠা।

কৃত্তিবাস কাঁকাল, কাঁকালি দুই ব্যবহার করিয়াছেন।

দোসাজ—?

বিকলা পাণি—? স° বিকলা=রজোরহিতা, বিগত-রজস্কা। বিকল=ব্যাকুল, বিহ্বল। যে জল বিকল করে ?

৫০৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

দোহারা—দো+হরা=দ্বিগুণ > প্রায়স্থূল।

দুর্ব্বলা দাসীর চরিত্রটিতে কবি দেখাইয়াছেন দাসীরা কেমন ঘরভাঙানী হয়, চোরকে চুরি করিতে বলে আবার গৃহস্থকে সাবধানও করে, সাপ হইয়া কামড়ায় ও ওঝা হইয়া ঝাড়ায়, runs with the hound and flies with the hare.

লহনার প্রতি ধনপতির প্রেম-সম্ভাষণ
(৫০৫—৫০৭ পৃষ্ঠা)

৫০৫ পৃষ্ঠা

কা—কাহাকে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কাএ—এত দুখ কহিবোঁ কাএ।

টলবল—স° √টল (বৈকল্যে) + √বল (সঞ্চরণে)—বিকল ও অস্থির প্রঃ—

টলবল করে যেন পদ্মপত্রের বারি।—মাণিক গাঙ্গুলি।

৫০৬ পৃষ্ঠা

সফর—ফা°। ভ্রমণ, বিদেশ।

তিলোত্তমা—

তিলং তিলং সমানীয় রত্নানাং যদ্ বিনির্ম্মিতা।

তিলোত্তমেতি তৎ তস্যা নাম চক্রে পিতামহঃ॥

—মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২১১ অধ্যায়।

উর্ব্বশী—নারায়ণোরু নির্ভিদ্য সম্ভূতা বরবর্ণিনী।—হরিবংশ।

মোহিনী—ভাগবত ৮।১২, পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ৬৯; ইত্যাদি।

গৌতম-দারা—রামায়ণ দ্রষ্টব্য। পদ্মোত্তর; ব্রহ্মপুরাণ ৮৭।

গুরুজায়া নিল তারা—স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড পূর্ব্বার্দ্ধ ১৫ অধ্যায়; বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ ৬ অধ্যায়; মৎস্যপুরাণ ২৪ অধ্যায়; দেবীভাগবত ১।১১; ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, প্রকৃতিখণ্ড, ৫৮। ব্রহ্মপুরাণ ৯ এবং ১৫২ অধ্যায়; মহাভারত ইত্যাদি।

হরিল দুহিতা—মৎস্যপুরাণ ৩য় অধ্যায়। ব্রহ্মপুরাণ ১০১—১০২ অধ্যায়।

ধনপতির প্রতি লহনার উক্তি (৫০৭—৫০৮ পৃষ্ঠা)

৫০৭ পৃষ্ঠা

হাত দিয়া শিরে—শপথ করিবার সময় "বাচা শরীর-স্পর্শনম্" করিতে হয় (গোয়ীচন্দ্র)।

দেব-ব্রাহ্মণ-পাদাংশ্চ পুত্র-দার-শিরাংসি চ।

এতে তু শপথাঃ প্রোক্তা মনুনা স্বল্পকারণে॥—ব্যবহারতত্ত্ব।

তুঃ—আপন শপতি করি হাত দিয়া মাথে।—বলরামদাস।

৫০৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

বাড়ে—স° √বট=বিভাজনে। প্রঃ—

জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ পৃথক বাড়িল।—চৈতন্যচরিতামৃত।

৫০৮ পৃষ্ঠা

বেলা দণ্ড দশ—বেলা ১০টা। আড়াই দণ্ডে এক ঘণ্টা, দশ দণ্ডে ৪ ঘণ্টা, ৬টায় সূর্য্যোদয় ধরিলে বেলা ১০টা হয়।

ছয় রস—তিক্ত কষায় কটু লবণ অম্ল মধুর।

ভাঙ্গাই—অধিক মূল্যের মুদ্রার পরিবর্ত্তে স্বল্পমূল্যের সমপরিমাণ মুদ্রা গ্রহণ। তুঃ—

নগরের লোক লয়্যা ভঙ্গিত করে তঙ্কা।—দ্বিজ হরিরামের চণ্ডীকাব্য

দুর্ব্বলার প্রতি বেসাতি করিবার আদেশ
(৫০৯—৫১০ পৃষ্ঠা)

৫০৯ পৃষ্ঠা

রসই শাল—স° রসবতী=পাকশালা > হি° রসোই, ও° রোসোই, বা° রসই, রসুই: রন্ধন। প্রঃ—

আপনি মাও লক্ষ্মী রসুই করি দেএ।—ময়নামতীর গান।

দুয়া চেড়ি দিল নিমন্ত্রণ—তখনকার সমাজে দাসীর নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য হইত?

৫১০ পৃষ্ঠা

হাটেরে—নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তিতে রে যোগ হয়।

ধাই—স° ধাত্রী > প্রা° ধাঈ > ম° দাঈ, বা° ধাই, দাই।

কচি—ফা° কুচক=ছোট। স° কষ > কষি > কচি, কাঁচা।

ঝুড়ি—?

বিশা—স° বিশ্বা=১৮ বা ২০ পল।

নবাত—স° নৈবেদ্য > নবাত। ফা° নবাত=চিনি।

জরঠ—বৃদ্ধ, কঠোর।

কমঠ—কচ্ছপ, কাউঠা, কেঠো।

খরসুলা—স° খলিশ, খলেশয়?

কই—স° করিকা, কবয়ী (ভাবপ্রকাশে) > হি° কবই।

কামরাঙ্গা—স° কর্ম্মরঙ্গ।

বাছি—স° বাঞ্ছ > বাছ=নির্ব্বাচন।

শাঁস—স° শস্য।

রসবাস—রসযুক্ত ও সুগন্ধ মসলা—এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি ইত্যাদি। প্রঃ—

লবঙ্গ এলাচি-বীজ উত্তম রসবাস।

তুলসী-মঞ্জরী সহ দিল মুখবাস॥—চৈতন্যচরিতামৃত।

চৈ—স° চবিকা।

মেত্তি—স° মেথী, মেথিকা।

জোয়ানী—স° যমানী, যমানিকা।

বরবটী—স° বর্ব্বটী।

সরল পুঠী—স° সফরী + প্রোষ্ঠী। স° মহাসফর।

সের—স° শরাব্ > স° সেরক। ফা° সের।

চিতল—স° চিত্রল, চিত্রফল, চিতল।

শোল—স° শকুল।

৫১১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

কুল—স° কুল, কোল, কোলি।

পানীফল—হি° পানী (জল) + ফল।

ফুলগাভা—পুষ্পগর্ভা = কচি ; অথবা পুষ্পকলিকা।

সারি—সমাপ্ত করিয়া। অথবা, সারি কচু—সারযুক্ত কচু, ও° সারু।

মর্ত্তমান—বর্ম্মার মার্ত্তাবান প্রদেশ হইতে আগত কলা।

থাম-আলু—স° স্কম্ভ > হি° ও° খম্বা, থাম্বা, ম° থাম্ব, বা° থাম = খুঁটি। স° আলু = ছোট ঘটী, ঘটীর আকারের মূল বা কাণ্ড। খুঁটির আকারের লম্বা আলু থাম-আলু।

আটা—স° অট্ট = ভক্ত বা ভাত (মেদিনী)। ও° অটা, হি° ম° আটা।

ব্যাজ—দস্তুরি, লাভ।

দই—স° দধি > প্রা° দহি > হি° দহি, মালদহে দহি।

রন্ধনশালে চণ্ডিকার বরদান (৫১১—৫১৫ পৃষ্ঠা)

৫১১ পৃষ্ঠা

গাঁঠ্যা—স° গ্রন্থি > প্রা° গন্ঠি > ও° গন্ঠি, বা° গাঁঠ। গ্রন্থিল—গাঁঠ্যা। কর্ণভূষণ বিশেষ।

৫১২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

মীনরাশির কল্যাণ—বৈশাখ মাসের শুভ কীর্ত্তন।

বস্তুজাত—স° বস্তু + ফা° জাত্ (সমূহার্থক বহুবচনের প্রত্যয়)। স° জাত = সমূহ।

৫১৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

ফকীর—আ° নির্ধন। প্রঃ—

ফকির দরবেশ দেয় খাজনা ঝোলি কাঁথা বেচাঞা।—ময়নামতীর গান।

ছোঁচা—ছুঁচা-প্রকৃতি, নীচপ্রকৃতি। প্রঃ—

মাছুয়া প্রবন্ধ করে—মর বেটা ছোঁচা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

খাঁখার—স° ক্ষয়কাব, ক্রেঙ্কার, ফা° খাক্‌সার > খাকার, খাঁখার। নিন্দা, কর্ম্মপণ্ডতা।

৫১৪ পৃষ্ঠা

বলদেবের ভগিনা—দেবী একানংশা রূপে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, এবং বলরাম রোহিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ; এজন্য তাঁহারা ভাইবোন।

সুস্থির করিলে দেবরায়—অসুর বধ করিয়া দেবী ইন্দ্ররাজকে স্বর্গে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং তিনি প্রথম ইন্দ্রের সভায় সম্মানিতা হন।

৫১৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

সুমেরু-উপরে......কুমুদ ভূধর—ইলাবৃত বর্ষের কেন্দ্র সুমেরু পর্ব্বত ; সুমেরুর চতুর্দ্দিক্ ঘিরিয়া আছে মন্দর মেরুমন্দর সুপার্শ্ব কুমুদ পর্ব্বত ; প্রত্যেক পর্ব্বতের কেতু হইয়া আছে চুত জম্বু কদম্ব ন্যগ্রোধ (বট)। এইসব গাছ সহস্র যোজন উন্নত ও শত যোজন বিতত। তাহাদের চারিদিকে উদ্যান ও হ্রদও চার চারটি আছে। —শ্রীমদ্‌ভাগবত ৫ম স্কন্ধ, ১৬ অধ্যায়।

খুল্লনার রন্ধন (৫১৫—৫১৬ পৃষ্ঠা)

৫১৫ পৃষ্ঠা

পিঠালি—পিষ্টচালি ? পিঠা (পিষ্টক)+আলি (উপকরণ অর্থে) ? চালবাঁটা

পলাকড়ি—পটোল ?

নট্যাশাক—বৈদ্যক নাম লুণ্টক।

বাথ্য—স° বাস্তক > প্রা° * বাথুঅ > বা° বাথুয়া, বাথ্য, বেথো।

৫১৬

কলাবড়া—পাকা-কলা চট্‌কাইয়া প্রস্তুত মিষ্ট বড়া।

মুগসারি—মুগ দিয়া প্রস্তুত পিষ্টক, মুগশষ্কুলি বা মুগশাউলি।

খিরপুরী—সং ক্ষীর+পূরী=ক্ষীরের পুর দেওয়া লুচি। সং পুরোডাশ > পুরি; অথবা, কিছু দিয়া পূর্ণ করা হয় যাহা তাহা পুরী।

৫১৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত ও পাঠান্তর

হেলঞ্চ—সং হিলমোচিকা > হেলঞ্চ, হেলঞ্চা, হিঞ্চা।

রাইখড়া—মাছ।

ভাটি—নিম্নপ্রদেশের নাম ভাটি > কম করিয়া দেওয়া, হ্রস্বতেজ করা।

ক্ষীর-মোননা—ক্ষীর-মোদক, ক্ষীরমণ্ডা।

ভোজ (৫১৭—৫১৯ পৃষ্ঠা)

৫১৭ পৃষ্ঠা

বিদগদ—সং বিদগ্ধ=রসিক।

৫১৮ পৃষ্ঠা

সুরনদী—গঙ্গা।

আপনে বাসে ভূপ—আপনাকে ভূপ সদৃশ বিবেচনা করে।

তার—(সং) আস্বাদ।

কুমুড়ার খোলা—অকালকুষ্মাণ্ড; অকর্ম্মণ্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিদ্রূপ। সং কোষ, খোল (সং √স্খল)।

গুলিয়া—সং √গল ধাতু ভক্ষণে; সং ঘূর্ণয়তি > প্রা° ঘোলই। প্রা° ঘুল=ঘূর্ণনে। ভাবপ্রকাশে ঘোলয়েৎ পদ আছে।

৫১৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

ফেনি—শর্করা-ফেন, বাতাসা (ফা° বাতাশা=বুদ্বুদ)।

মটমটি—সং √মড়—বিভাজনে।

টাবা—স্তন সদৃশ ফল বলিয়া এই বাক্যে দ্ব্যর্থ গোপন করিয়া রসিকতা করা হইয়াছে।

গব্দ—বিদ্রূপ। সং গদ্+ব=কথা > ইঙ্গিত, কৌতুক, পরিহাস। প্রঃ—

গোপীনাথ গব্দ করে পৌত্রবধূ হেরি।—শিবায়ন।

৫১৯ পৃষ্ঠা

হরিদ্রা—রাত্রি।

খলখল—সং √খল—সঞ্চলনে, √খেল—চালনে, ক্রীড়নে, √গল—প্রগল্‌ভতায়।

দুর্ব্বলার শয্যা রচনা (৫১৯—৫২০ পৃষ্ঠা)

আয়াস ঘরে—আবাসগৃহ অথবা আয়েস করিবার অর্থাৎ আরাম বিশ্রাম করিবার ঘর।

দড়ি করিয়া আঁট—দড়িতে ছাওয়া খাটিয়ার দড়ি টানিয়া মাঝে মাঝে আঁট করিতে হয়, নতুবা দড়ি শিথিল হইয়া ঝোলা হইয়া যায়।

তলিকা মসারি—খাটের তল পর্য্যন্ত বিস্তৃত মশারি।

ঝাঁপা—স° ঝম্প > ঝাঁপ, ঝাঁপা। প্রলম্বিত সূত্রের থোপা, স্তবক, গুচ্ছ।

কিতা—আ° কতা=খণ্ড, ব্যবস্থা।

চান্দা—স° চন্দ্রাতপ > চাঁদোয়া।

৫২০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

ঝারা—স° ধারা। স° ক্ষর > ঝর।

মসারি—স° মশহরী, মশ+অরি=মশারি। কৃত্তিবাসের সময় হইতে বাংলায় মশারির চলন দেখা যায়—

স্বর্ণখাটে নেত তুলি উপরে মশারি।—রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ড।

গজ—স° 'গজো মানে মতঙ্গজে"।—মেদিনী। মানদণ্ড, দুই হস্ত পরিমাণ।

আলবাটী—বাটির মধ্যে উচ্চ আলি দ্বীপের মতন থাকে, বাটি জলপূর্ণ করিয়া দিলে সেই দ্বীপটি জলমগ্ন হয় না; এইরূপ চার বাটির উপর খাটের বা খাবারের আল্‌মারীর চার পায়া বসাইয়া রাখা হয়; তাহাতে পিঁপড়া প্রভৃতি পোকা-মাকড় জল সাঁৎরাইয়া বিছানায় বা খাবারে যাইতে পারে না। এরূপ বাটিকে এখন জল-পায়া বলে।

গাড়ু—স° ঘট > গাড়ু > স° গড়ুক, গড্ডুক > স° গড্ডু (ভৃঙ্গার) > স° গড়ু= পিঠের কুঁজ, গাড়ু বা ভৃঙ্গারের আকারের বলিয়া বোধ হয়। স° গিড়ি, হি° গড়িয়া=মাটির তৈরি ফর্শী হুঁকা। প্রাচীন কাব্যে ঝারি। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে গাড়ু প্রয়োগ পাওয়া যায়। বোধ হয় দেশী শব্দ।

বীড়া—স° বীটি, বীটিকা=তাম্বূলবল্লী। ও° বিড়া, বিড়ি; হি° বীড়া। প্রঃ—

আচমন দিয়া দিল বিড়ক সঞ্চয়।—চৈতন্যচরিতামৃত।

মদ-লেখা—মৃগমদ, মৃগনাভি।

কাঁচি—স° কাঞ্চি=মেখলা, গোট।

কড়ি—স° কটক=বলয়, মাকড়ি।

মাছি—স° মক্ষী, মক্ষিকা > প্রা° মচ্ছিআ > মাছি। মক্ষিকাকার কর্ণভূষণ বা নাসিকাভূষণ।

বেলে—বেলায়। প্রাচীন বাংলায় বেলা শব্দের সপ্তমীতে বেলি, বেলে রূপ দেখা যায়। প্রঃ—

রাধে দুপহর বেলে কদমের তলে
বলেঁ খাইলোঁ তোর দহী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

শূন্যপুরাণেও বেলে।

লহনার ক্রোধ শান্তি (৫২০—৫২১ পৃষ্ঠা)

৫২০ পৃষ্ঠা

পাউড়ি—পাদুকা। নদীয়া জেলায় পাউড়ি=দৌড়, পাড়ি। স° পাদ > প্রা° পাঅ > হি° পাও। পাও+ড়ি=পাউড়ি।

৫২১ পৃষ্ঠা

গুয়াপান—গুবাক ও পান কর্ম্মে নিয়োগের চিহ্নস্বরূপ দেওয়া ও লওয়া হইত।

একজন সহিলে ইত্যাদি—এই উক্তি হইতে অনেকে (Cowell, Rev. Ward ইত্যাদি) অনুমান করেন যে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণের দুই স্ত্রী ছিলেন ও তাঁহাদের মধ্যে কলহ হইত।

৫২১ পৃষ্ঠার ফুটনোট

বাসী—কিছুকাল বাস করিয়াছে যাহা, অথবা গন্ধযুক্ত।

পান্ত—পানি (জল)+ত (যুক্ত অর্থে)। পানীয়তা > পাইন্‌তা>পানিতা>পান্তা ?

সরা—স° শরাব।

খুল্লনার প্রতি লহনার উপদেশ (৫২২—৫২৩ পৃষ্ঠা)

৫২২ পৃষ্ঠা

খিনোদরি ভয়—ক্ষীণোদরী বলিয়া ভয়ের কথা; অথবা, ক্ষীণোদরী হয়। হি° ভয়া—হওয়া।

৫২২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

পাশলি—স° পাশক=চরণ-ভূষণ। পার্শ্ব-বলয় > পাশলি ?

তুলাকোটি—তুলদাঁড়ি বা দাঁড়িপাল্লার এক কোটিতে বা প্রান্তে যেমন প্রলম্বিত পাল্লা ঝুলে, বাহুভূষণের সেইরূপ লম্বিত ঝাঁপা। অথবা তুলাকোটি কোনো রকম অঙ্গরাখা।

ঝলমলী—স° ঝলামল্লক=দীপবৃক্ষ; দীপবৃক্ষের ন্যায় উজ্জ্বল।

চুড়ী—স° চূড়া=বাহুভূষণ।

কুলুপিয়া শঙ্খ—যে শাঁখার খিল খুলিয়া হাতে কুলুপ বা তালা লাগানোর মতন পরিতে হয়। আ° কুফ্‌ল্ > কুলুপ=তালা।

৫২৩ পৃষ্ঠা

করিয়া রতন ভরি—?

ব্যাজের লীলা—কপট বা গোপন ক্রীড়া।

খুল্লনার উত্তর ও শয়ন-গৃহে গমন
(৫২৪—৫৩০ পৃষ্ঠা)

৫২৫ পৃষ্ঠা

দশ শত বাহু বাণে—দৈত্যরাজ বলির জ্যেষ্ঠ পুত্র বাণাসুর; মহাদেবের বরে সহস্র-বাহু হন।—হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব ১৭৫ অধ্যায়; ভাগবত ১০।৬৩ অধ্যায়।

৫২৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

অসিতা—কৃষ্ণা, দ্রৌপদী।

মাদক দ্রব্য—মাদক দ্রব্য কামোত্তেজক।

৫২৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

মৃতপতি কোলে—লখীন্দর-বেহুলার কাহিনীর অনুকরণ। হয় তো ক্লান্ত ধনপতি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; তাহাই মৃত্যু ভ্রম করিয়া খুল্লনার বিলাপ।

কালিন্দীর ধার—কজ্জল-ধৌত অশ্রুধারা কালিন্দী-ধারার ন্যায়; অথবা, শিব সতী-বিরহে কাতর হইয়া যমুনায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন এবং সেই বিরহজ্বরে দগ্ধ হইয়া

যমুনা কালিন্দী হইয়া যায়; তাহা হইতে কালিন্দীধারা শোকাশ্রু বা বিরহীর অশ্রু। কলিন্দ পর্ব্বত হইতে উৎপন্না নদী। কালীনদী > কালীন্দী > কালিন্দী।

উত্তর দুখ—পরবর্ত্তী কালে দুঃখজনক।

ভাদ্রে চতুর্থী-চান্দ-রেখা—ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে তারাহরণ করিয়া চন্দ্র কলঙ্কী হন—

ভাদ্রে চতুর্থ্যাঞ্চন্দ্রশ্চ জহার চেতনং ব্রজ।
রথম্ আরোহয়ামাস করে ধৃত্বা চ তারকাম্।

এবং ঐ তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের নামে মিথ্যাকলঙ্ক প্রচারিত হয় যে তিনি প্রসেনকে বধ করিয়া স্যমন্তক মণি অপহরণ করিয়াছেন।

এই দুই কারণে সেই তিথির চন্দ্র নষ্টচন্দ্র—

নষ্টশ্চন্দ্রো ন দৃশ্যশ্চ ভাদ্রে মাসি সিতাসিতে।
চতুর্থ্যাম্ উদিতো হ্যশুদ্ধঃ প্রতিষিদ্ধো মনীষিভিঃ॥
চন্দ্রস্তারাপহরণং কলঙ্কম্ অতি দুষ্করম্।
তস্মৈ দদাতি হে নন্দ কামতো যদি পশ্যতি॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮০, ৮১ অধ্যায়।

শুক্লপক্ষে চতুর্থ্যান্তু সিংহে চন্দ্রস্য দর্শনম্।
মিথ্যাভিশাপং কুরুতে, ন পশ্যেৎ তত্র তৎ ততঃ॥

—তিথিতত্ত্বে উদ্ধৃত ভোজদেব-বচন।

শাল—স° শেল, শল্য।

মাহুর—? বিষ। স° মৈরেয়=একপ্রকার মদ্য। স° আহেয়ম=অহি সম্বন্ধীয়=বিষ? হি° মাহুর=বিষ।

৫২৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

চেতনাচেতন......পরিচ্ছেদ—তুঃ—

কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।

—মেঘদূত পূর্ব্বমেঘ ৫ম শ্লোক।

শয়নগৃহে ধনপতি ও খুল্লনা (৫৩০—৫৩১ পৃষ্ঠা)

৫৩০ পৃষ্ঠা

ডঙ্ক—স° দংশ।

প্রাণের ডাকাতি পাপ বসন্ত—পাপিষ্ঠ বসন্ত যেন ডাকাতি করিয়া প্রাণ অপহরণ করিতে আসিয়াছে।

৫৩০ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

কুন্ত—বর্শা, বল্লম, খোন্তা

৫৩১ পৃষ্ঠা

আবির রস—অধর-রস ?

৫৩১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

বঙ্কা—স° বক্র > প্রা° বঙ্ক।

কানড়-খোঁপা—(১) কন্নাদ বা কানাড়ীদিগের রীতিতে বাঁধা খোঁপা—১৬ গুছির ৪ বিননীর খোঁপা। (২) স° কর্ণাট > কানড়, কর্ণাট দেশীয় প্রথায় বাঁধা খোঁপা। (৩) স° কিরাত > হি° কিরাইত, বা° কানড়, অপর নাম ধূম্রচিতি, ধূম্রল নীলবর্ণ সাপ ; তাহার কুণ্ডলীর মতন খোঁপা। (৪) স° কন্দোট (নীলোৎপল) > কানড় ; নীলোৎপল-সদৃশ খোঁপা। (৫) স° কনক-করবীর > ও° কানআর ; হি° কনিয়র, কনের ; বা° কানড়—একরকম ফুল, তার কলির আকারের খোঁপা। চণ্ডীদাসের ও জ্ঞানদাসের পদাবলীতে কানড়-কুসুমের উল্লেখ আছে। তু:—

কানড় ছাঁদে কবরী বাঁধে নবমল্লিকার মালে।—চণ্ডীদাস।

খোঁপা—স° ক্ষুপ (ঝোপ) > খোঁপা ; (ঝোপের মতন আকার বলিয়া)। পর্ত্তুগীজ Coifa, ফরাসী Coiffe, লাতিন Cofia, Old High German Chuppha, জার্ম্মাণ Kopf, ই° Coif, ১২ শতকে বাংলা রূপ খোপ্যক (সর্ব্বানন্দের টীকাসর্ব্বস্ব)। প্র:—

দিগল ডাঙ্গর খোপা।—নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ।

লৈক্ষ তঙ্কার খোপা তোলে পিষ্ঠের উপর।—গোপীচন্দ্রের গান।

ছন্দে বন্ধে বান্ধে খোপা পৃষ্টেতে পাটের থোপা।

—বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল।

ঝাঁপা—স° ঝম্প, যাহা ঝম্প দিয়া লম্বিত হইয়া পড়ে।

থোপা—সং স্তূপ > পাং থূপো।

৫৩২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

নয়নে আরতি নাহি—চোখে ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে না।

সদাগর-সমীপে খুল্লনার দুঃখ কথন
(৫৩২—৫৩৪ পৃষ্ঠা)

৫৩৩ পৃষ্ঠা

দক্ষিণ—অনুকূল, উদার, পরচ্ছন্দানুবর্ত্তী, অকপট, সরল।

দক্ষিণ নায়ক—বহুপত্নীক পুরুষ অথচ সকল স্ত্রীতে সমান অনুরক্ত।

বহূনাং নায়িকানান্তু নায়কো দক্ষিণো মতঃ।

সকল-নায়িকা-বিষয়-সম-সহজানুরাগো দক্ষিণঃ।

—রসমঞ্জরী।

সেই লাভে—আমাকে দিয়া ছাগল রাখাইয়া রাখালের বেতন বাঁচাইয়া।

লহনা তোমার ক্ষুরধার—তুমি লহনা-রূপ ক্ষুরধার দিয়া আমাকে খুন করিবে; (২) তোমার লহনা ক্ষুরধার সদৃশ ভয়ঙ্কর।

৫৩৪ পৃষ্ঠা

চুনকালী—পুস্তকের ৩৪০-৩৪১ পৃষ্ঠার টীকা বোধিনীর ৫৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হাতাতে—হাত দিয়া (সং হস্তেন) > দ্বারা।

সদাগরের হস্তে পত্র প্রদান (৫৩৪—৫৩৬ পৃষ্ঠা)

৫৩৫ পৃষ্ঠা

গ্রহ প্রতি করে স্বস্তি—মঙ্গল কামনা করিয়া গ্রহবৈগুণ্য দূর করে।

৫৩৬ পৃষ্ঠা

তূলিকা—তূলাভরা শয্যা, তোষক। সং তূলী, তূলিকা। প্রঃ—

ভূমিশয্যাব্রতে দেয়া শয্যা শ্লক্ষ্ণা সতূলিকা।—স্কন্দপুরাণ,

ব্রহ্মখণ্ডে ধর্ম্মারণ্যখণ্ড ৭ অধ্যায় ৭৯ শ্লোক।

কার্পাসতূলিকাশ্চান্যা বস্ত্রং কৌসুম্ভকং তথা।

—পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ১৭ অধ্যায় ১১৭ শ্লোক।

স্বর্ণখাটে নেত-তূলি উপরে মশারি।—কৃত্তিবাস, উত্তরাকাণ্ড।

ইতি—সংস্কৃত বাক্যের শেষে ইতি (এই) লেখা রীতি। তাহা হইতে বাংলায় ইতি মানে সমাপ্তি বুঝায়।

ধনপতির উত্তর (৫৩৫—৫৩৬

৫৩৬

সম্প্রীতি—শপথ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। স° শপতি ?

শাপিনী—সাপিনী=সর্পিণী সদৃশ খল ; অথবা শাপভাজন।

কুলনা—খুল্লনা।

দরিদ্র আচারহীন...পতি—পাতিব্রত্যের বিবরণ বহু পুরাণে বারম্বার আছে।

কুৎসিতং পতিতং মূঢ়ং দরিদ্রং রোগিণং জড়ম্।

কুলজা বিষ্ণুতুল্যঞ্চ কান্তং পশ্যতি সন্ততম্ ॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ গণেশখণ্ড ৪৪ অধ্যায়, ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য মহাভারত বনপর্ব্ব ২০৪ অধ্যায় ; পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ড ৫০ ইত্যাদি ; কাশীখণ্ড ৪ অধ্যায় ; বরাহপুরাণ ২০৮ অধ্যায় ; মার্কণ্ডেয় ১৬ অধ্যায়, পদ্ম সৃষ্টিখণ্ড ৫১ ; স্কন্দপুরাণ রেবাখণ্ড ১৭১, নাগরখণ্ড ১৩৫।

খুল্লনার বারমাস্যা (৫৩৬—৫৪২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত)

৫৩৬

ছেলি—স° ছেলকী ; স° ছাগলী > প্রা° ছাঅলী, ছালী > বা° ও° ছেলী, ম° শেলী, হি° ছেলী, ছেরী। (* ছগলিকা > * ছয়লিআ > * ছয়ল > * ছৈল > ছেলী)।

৫৩৭ পৃষ্ঠা

সিতাসিত......একই না জানি—বর্ষাকালে রাত্রি এমন মেঘাচ্ছন্ন থাকে যে শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ সমান অন্ধকার হয়।

জুলি—দ্রবিড় জোল, জোলি=জলপ্রণালী, জলস্রোত। কন্ধ ভাষায় জোড়। তুঃ কাটজুড়ী নদী, নাড়াজোল, জোড়াসাঁকো।

মূড়—স° মুণ্ডন > হি° মুণ্ডা। মুণ্ডিত, ছিন্নপ্রান্ত, মূলহীন।

কানি—স° কর্ণ (ছিন্নবস্ত্র) > প্রা° কন্ন > বা° কানি। স° কাকিনী=স্বল্পপরিমাণ। প্রঃ—

ছিঁড়া কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন।—চৈতন্যচরিতামৃত।

ছিঁড়া কানি পরিধান জুড়ে নাই বাস॥—মাণিক গাঙ্গুলি।

খানি—স° খণ্ড > প্রা° খণ্ণ > খান ; স্ত্রীলিঙ্গে খানি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—নাতিনীখানি।

আশ্বিনে অম্বিকা—দুর্গাপূজার টীকা ৭২—৪১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পোয়ালের খড়—স° পলাল, পল=খড়। হি° পয়াল, পরাল ; ম° পরাল ; ও° পাল। বা° পোয়াল=ধানগাছের খড়।

মাসমধ্যে মাইসর আপনি ভগবান্—মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্ ঋতূনাং কুসুমাকরঃ। —শ্রীমদ্ভাগবতগীতা ১০।৩৫।

৫৩৮ পৃষ্ঠা

জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ—বুকে হাঁটু চাপিয়া, রোদ ও আগুন পোহাইয়া শীত নিবারণ করিতে হয়। অনুপ্রাস অলঙ্কার।

তুলী তৃণপাতি……তপনে—অনুপ্রাস অলঙ্কার। তুঃ—

তাম্বূলং তপনং তৈলং তূলা তন্বী তনূনপাৎ

হেমন্তে যে ন সেবন্তে তে নরাঃ বিধিবঞ্চিতাঃ॥—উদ্ভট।

তৃণপাতি—তৃণপংক্তি-নির্ম্মিত শয্যা, পাটী, মাদুর।

খোঁচা—স° কুন্ত > পূর্ব্ববাংলায় কোঁচ (বল্লম), খোঁচ, খোঁচা।

স° √ কুচ=বিলেখন ; √ খঞ্জ=খোটন।

হাথাঞা—হাত দিয়া (স° হস্তেন), দ্বারা।

পাঠী—মেচ ও কোচ প্রভাষায় ফান্টামাসে, গোইশাপাস্থা=ছাগ ; ফান্টিমাসে, গোইশাপাস্থি=ছাগী। অস° পাঠা, ও° পাঠা, পাঠী, হি° পাঠ্‌ঠা (পুষ্ট পশু)।

স° পৃথুক > * পথুঁ > পথু > পট্‌ঠু > পাঠু > পাঁঠা ?

ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত—মালদহ জেলায় প্রবচন শোনা যায়—

ফাগুনে দ্বিগুণ জাড়।

চৈতে কাঁপায় হাড়॥

মলয়—তা° মলৈ (=পাহাড়) > বা° মলয়—একটি বিশেষ পাহাড়। মলয়পর্ব্বত মহীশূর-রাজ্যে, চন্দনের জন্মস্থান, এজন্য মনে করা হয় দক্ষিণা বাতাস মলয়পর্ব্বত হইতে চন্দন-সংস্পর্শে শীতল হইয়া আসে।

৫৩৯

পোহাক—স° প্রভাত, প্রভা > প্রা° পহাঅ, পহা ; স্বার্থে ক।

সান্ধাইল—স° সন্ধি, সন্ধা হইতে। স° √ সন্ধ, √ সাধ > বা° সামাই = প্রবেশ করি। স° সমায়াতি > বৌদ্ধগানে সমাই, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সাম্বায়, সান্ডায়।

বারমাস্যা (৫৩৯-৫৪২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত)

৫৩৯

পৃথুলের ধার—স্থূল ধারা।

নালা—স° নালী, নালক।

ঢেউ—স° ধাব ? > ধাঙ > বা° হি° ঢেউ। বাংলায় ঢ-শব্দের অধিকাংশই দেশী।

৫৪০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

বাজে—স° √ বজ, বাজ = যুদ্ধ, আঘাত।

খোসলা—স° কোষ শব্দজ বোধ হয়। কিংবা খোসা + লা (= সম্বন্ধীয়)—খোসা দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্র।

৫৪১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

উড়িতে—স° আবর ? স° অববেষ্টনিকা > * ওড্ঢবনিঅ > * ওড্ঢণিঅ > প্রা° ওঢ়ণিঅ > বা° উড়নি।

কুড়াইয়া—স° কূল (= রাশি) > স° কুড়। তুঃ—পাঁশকুড়, আঁস্তাকুড়। তাহা হইতে খুঁটিয়া সঞ্চয় করা। স° কূট।

বেহান—স° বিভাত, বিভান > প্রা° বিহাণ। স° ব্যহ্ন।

বিকাল—স° বিকাল = বিগত কাল, অপরাহ্ন।—হেমচন্দ্র।

লহনার ছলনা (৫৩৭—৫৪২ পৃষ্ঠা)

৫৩৯ পৃষ্ঠা

গড়—? স° গড় = পরিখা ; প্রণাম করিয়া পায়ের কাছে গর্ত্ত করা ? প্রণাম। প্রঃ—
গড় হইয়া পরণাম করেন যার গলত মালা।—রাজা মাণিকচন্দ্রের গান।
কি হতে কি হয় বাপু কাজ নাই গড়ে।—মাণিক গাঙ্গুলি ১১২।২।৬৩।

গড় করি গৌরীর নন্দন গণনাথে।—শিবায়ন।

অষ্টাঙ্গেতে কৈল গড় মনসার পায়।—কেতকা দাস।

৫৪২ পৃষ্ঠা

পাতি—স° পত্রী=চিঠি

লহনাকে ভৎ´সনা (৫৪২ পৃষ্ঠা)

জনাজনি—পুরুষ ও নারী। তখন স্ত্রীলোকেরাও লেখাপড়া জানিত দেখা যাইতেছে।

পাউড়ি—স° পর্ব্ব > পাব্‌ড়ি, পাব্‌ড়া > পাউড়ি, পাউড়া। বাঁশের এক গ্রন্থি হইতে অপর গ্রন্থি পর্য্যন্ত এক পর্ব্ব বা পাব > অর্থ লাঠি।

লহনা কর্ত্তৃক খুল্লনার নিন্দা (৫৪২—৫৪৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত)

৫৪২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

নায়র—স° জ্ঞাতিগৃহ > প্রা° ণ্ণাতিঘব > নাইহর, নায়হর > হি° নৈহর, বা° নায়র। অর্দ্ধমাগধী প্রাকৃতে সংস্কৃত জ্ঞ স্থানে ন হয়, ত লোপ পায় ও তৎস্থানে য-শ্রুতি হয়, সেই য লঘুভাবে উচ্চারিত হয়। এই নিয়মানুসারে জৈন প্রাকৃতে জ্ঞাতিপুত্র (মহাবীর) স্থানে নায়পুত্ত হয়। নায়র=পিত্রালয়। গোপীচন্দ্রের গানে নায়র-দিদি=মায়ের পেটের বোন, নাইওরি=বাপের আদরের। প্রঃ—

দিন দস নৈহরবা খেল লে,
নিজ সাসুর জানা হো।—কবীর।

অনাদরে না যেয়ো নায়রে।—শিবায়ন।

মীরা বাঈর গানে 'পিহর'=পিতৃগৃহ।

৫৪৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

কাঁটী—স° কণ্ঠী=কণ্ঠহার।

ঠেটি—স° ধৃষ্ট > প্রা° ঢিট্‌ঠ > হি° ঠেটি। প্রা° টেণ্ট, টেণ্টা (কর্পূরমঞ্জরী)। স্ত্রীলিঙ্গে ঠেটা।

ঝাঁপিয়া—স° ঝম্প হইতে গৌণ অর্থ আবরণ।

খুল্লনার সহিত পাশাক্রীড়া (৫৪৩—৫৪৪ পৃষ্ঠা)

৫৪৪ পৃষ্ঠা

পাশাখেলার দানের ও চালের শব্দের জন্য মূল পুস্তকের ৮০-৮২ পৃষ্ঠায় হরপার্ব্বতীর পাশাখেলা প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

রবিবারের দিবা-পালা আরম্ভ (৫৪৭—৫৪৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত)

৫৪৭ পৃষ্ঠা

রাম রাম স্মঙরণে—বোধিনীর ২০৭ পৃষ্ঠায় মূল পুস্তকের ৮৫ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

পালটে—স° পর্য্যস্ত > প্রা° পল্লঠ্‌ঠ, পল্লথ, পল্লট্ট > ও° মা° হি° পালট, ম° পরত। স° পরাবর্ত্ত, প্রত্যাবৃত্ত।

বিশালাক্ষী—বৌদ্ধ দেবতা ধর্ম্মঠাকুরের আবরণ-দেবতার অন্যতমা; পরে পুরাণে হিন্দু দেবতারূপে স্বীকৃত। বিশালাক্ষী প্রভাস-ক্ষেত্রের রক্ষয়িত্রী বৈষ্ণবী দূতী।—স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড ৬০ অধ্যায়। কাশীধামের রক্ষয়িত্রী দেবী বিশালাক্ষী ও বিরূপাক্ষী।—স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড ৭০ অধ্যায়।

কাত্যায়নী—(১) কাত্যায়ন কুলের দেবতা। (২) কাত্যায়ন মুনির আশ্রমে অসুর-বধার্থ দেবী প্রথম আবির্ভূতা হন ও পূজিতা হন বলিয়া নাম কাত্যায়নী।—কালিকা পুরাণ ৬০।৭৭। (৩) ক মানে ব্রহ্মা শিব অশ্মসার; এই সমস্তকে যিনি ধারণ করেন বা ঐ সমস্তে যিনি বাস করেন তিনি কাত্যায়নী।—দেবীপুরাণ ৩৭।১০। (৪) চণ্ডীদেবীই কাত্যায়নী।—হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব ১৭৮। (৫) ইনি কার্ত্তিকেয়-কোপ হইতে উদ্ভূতা বলিয়া নাম কাত্যায়নী।—স্কন্দপুরাণ, নাগরখণ্ড

১২০।১৩। (৬) এই দেবী কাত্যায়নী মহিষাসুর নাশের জন্য আবির্ভূতা হন।—নাগরখণ্ড ১৪৯।৮। কাত্যায়নী প্রাদুর্ভাব হয় দ্বাপরযুগে।—স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড ৭।৩৭, ৩৮।

লহনার প্রতি ধনপতির উপদেশ (৫৪৯-৫৫০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত)

৫৫০

দোয়জ—স° দ্বিতীয় > প্রা° দোজো, দুইজ্জ, দোজ্জ > হি° দূজা।

সতা পরলোকে হয় প্রতিকার—সপত্নীপুত্র পিণ্ড দান করে বলিয়া।

লহনার আক্ষেপ (৫৫০-৫৫২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত)

৫৫০ পৃষ্ঠা

পেচাকে, নিমকে—অপেক্ষা, চেয়ে অর্থে কে বিভক্তি।

খুল্লনার রজোদর্শন (৫৫২-৫৫৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

৫৫২

রবিবার—"আদিত্যে বিধবা নারী।" কবিকঙ্কণ খুল্লনার আদ্য ঋতুবার রবিবার নির্দ্দেশ করিয়া খুল্লনার পতিবিচ্ছেদ-দুঃখ ইঙ্গিত করিয়াছেন বোধ হয়।

মৃগশিরা—আদ্য ঋতুদর্শনের শুভদায়ক নক্ষত্র।

ত্রয়োদশী—"ত্রয়োদশী চার্য্যপুত্রাম্"। খুল্লনার যে আর্য্য পুত্র হইবে তাহাই জানাইবার জন্য এই তিথির উল্লেখ করা হইয়াছে।

জলক্রীড়া (৫৫৩-৫৫৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

৫৫৩ পৃষ্ঠা

বেজক—স° বৈষ্ণক। বেজক তুর্ব্বলা তন্ত্র—?

৫৫৪ পৃষ্ঠা

হাব্যাস—স° আবেশ, আ° হওাস=কামাসক্তি।

খুল্লনার গর্ভসঞ্চার (৫৫৩—৫৫৬ পৃষ্ঠা)

৫৫৩ পৃষ্ঠা

দশমী—দশমী চ স্বপুত্রিণীম্।

৫৫৫ পৃষ্ঠা

বিরিঞ্চি—"আত্মো বিরিঞ্চিনামাসীদ্ যদা ব্রহ্মা পিতামহঃ।"

—স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড ৭।১৩।

৫৫৬ পৃষ্ঠা

সব্বায়—সকলে। স° সর্ব্বে হি > প্রা° সব্বা হি > সব্বাই, সবাই। প্রাচীন রূপ সম্মাই, সব্বাএ, সমাই।

গর্ভাধান অনুষ্ঠানে গণেশাদি পঞ্চদেবতা ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয় সূর্য্য প্রভৃতির পূজা করা শাস্ত্রবিধি।

ধনপতির পুনর্ব্বিবাহ (৫৫৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

পিঠালীর একুশ পুতলী—২১টি সন্তানের প্রতীক।

৫৫৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ

বিদর্ভ—বিগত দর্ভ হইয়াছে যাহা হইতে=তৃণশূন্য।

উৎসবান্তে বন্ধুগণের বিদায় (৫৫৭ পৃষ্ঠা)

কৌতুকে যৌতুক দিল যত বন্ধুগণ—তুঃ—

কৌতুকে যৌতুক দিল সবে রত্ন ধন।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

পিঠালি-মণ্ডলী—জরায়ু বা গর্ভের প্রতীক।

মুহরি—স° মাধুরী=বাঁশী।

মালাধরের অভিসম্পাত (৫৫৮—৫৬১ পৃষ্ঠা)

৫৫৮ পৃষ্ঠা

ঘাঘর—স° ঘর্ঘর। বাদ্যবিশেষ। তরল ঘাঘর—যে বাদ্যের শব্দ তরল দ্রব্যবৎ প্রবহমান।

হরি হরি—বিষ্ণু ও ইন্দ্র।

লোহন—স° লোভন।

বনমালা—

আজানুলম্বিনী মালা সর্ব্বর্তুকুসুমোজ্জ্বলা।

মধ্যে স্থূলকদম্বাঢ্যা বনমালেতি কীর্ত্তিতা॥—ভাগবতের টীকা।

তাড়—স° তাটঙ্ক > প্রা° তাড়ঙ্ক।

৫৫৯ পৃষ্ঠা

ভট্টা—স° ভট্ট=পণ্ডিত, বেদজ্ঞ। মান্য, পূজ্য।

কোপদৃষ্টে চান পুরহর—যাঁর কোপে অসুরদের ত্রিপুর দগ্ধ হয়, তাঁর কোপদৃষ্টি যে কী ভয়ানক তাহাই বুঝাইবার জন্য শিবের সহস্র নামের মধ্যে পুরহর নামটি নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

তুঁহু লব নরেব কিঙ্কর—তোমাকে নরের কিঙ্কর করিয়া জন্ম দিব।

তুঁহু—*ত্বকম্ (পিশেল সাহেবের অনুমান) > তুহুঁ। সুনীতি-বাবুর অনুমান—তু+হুঁ। তব > প্রা° তুহ > অপ° তুহুঁ। স° ত্বং > প্রা° তুমং, তুঅং > অপ° তুহং (হ আগম কেবল মাত্র উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থে) > সিদ্ধি তুহুং।

৫৬০ পৃষ্ঠা

শির-নিকেতন—শির হইতেছে নিকেতন (আশ্রয়স্থান) যার=মস্তকে ধারণের যোগ্য। শ্রীনিকেতন=শ্রীর নিকেতন, যাহাতে লক্ষ্মী আশ্রয় করিয়া থাকেন।

যতবার মৈল গৌরী—গৌরী কল্পে কল্পে মন্বন্তরে মন্বন্তরে দেহত্যাগ করেন।

ভোর—স° বিহ্বল > বিভোর > ভোর।

বন্ধন—বন্দন।

মালাধরের স্তুতি ও তনুত্যাগ (৫৬১—৫৬২ পৃষ্ঠা)

৫৬১

কালকুট পান—শিব সমুদ্রমন্থনোৎপন্ন বিষ পান করিয়া বিশ্বকে রক্ষা করেন; সেই বিষ বিষ্ণুর নামপ্রভাবে শিব জীর্ণ করিতে সক্ষম হন।—পদ্মোত্তর ২৩২ অধ্যায়।

মৃত্যু কৈলে জয়—শিব কৃষ্ণের বরে মৃত্যুঞ্জয় হন।—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১২।২।

সন্তোথ—স° সন্তোষ > হি° সন্তোখ। শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার সময় হইতে ষ স্থানে খ হইতে দেখা যায়।

দেবমানে......চারি মাস—দেবতার এক দিন মানবের এক বৎসর—মেরুপ্রদেশে বৎসরের ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি, সেই এক দিন ও এক রাত্রিতে দেবতার দিবস এবং মানবের বৎসর। চারি মাসে ১২০ দিন, মানবের ১২০ বৎসর—মানব-পরমায়ুর কাল।

নবশাক—গন্ধবণিক্ জাতি কিন্তু নবশায়ক বা নবশাখ বা নবশাক জাতির অন্তর্ভুক্ত নহে।

কামরিপু—কামরিপুর অভিশাপ একদিকে, অপর দিকে কামের কর্ম্মহেতু মালাধর শ্রীমন্ত-রূপে জন্মগ্রহণ করিল।

মালাধরের তনুত্যাগ (৫৬২—৫৬৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

৫৬২ পৃষ্ঠা

পঠমঞ্জরী—বসন্ত রাগের রাগিণী, পূর্ব্বাহ্ণে গেয়।

শূলপাণি—শিবের অভিশাপ মালাধরের মনে শূল সম আঘাত করিয়াছিল, তাই সে শিবের রুদ্র শূলপাণি রূপই দেখিতেছিল।

পাটন—স° পত্তন = নগর।

সাধুর প্রতি জনার্দ্দন ওঝার উক্তি (৫৬৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত)

মধুমাস আপায় মাধব পরবেশ—চৈত্রমাস অপগত হইয়া বৈশাখ আরম্ভ হইতেছে, এমন কালে।

ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন (৫৬৪—৫৬৬ পৃষ্ঠা)

৫৬৫ পৃষ্ঠা

সম্বৎ—বৎসর।

বেদী—বেদজ্ঞ।

বার্ত্তান—সং বার্ত্তায়ন, বর্ত্মায়ন = দূত।

শ্রাদ্ধোপলক্ষে কুটুম্ব-সমাগম (৫৬৬—৫৬৯ পৃষ্ঠা)

৫৬৬ পৃষ্ঠা

চাম্পাই নগর—মানকর বুদ্‌বুদের নিকটবর্ত্তী গ্রাম, বর্দ্ধমান জেলায় গাঙ্গুর নদীর উত্তরে। এই চম্পাই নগর বঙ্গের প্রায় সকল জেলাই দাবী করিয়া থাকে।—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীলের প্রবন্ধাবলী সুবর্ণবণিক্-সমাচারে দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মীধর—চাঁদ সদাগরের পুত্র, বেহুলার স্বামী।

কর্জ্জনা—বর্দ্ধমান শহরের উত্তরে। হুগলি জেলায় হরিপাল সিমুলার কাছেও এক কর্জ্জনা গ্রাম আছে—

পার হয়ে কর্জ্জনা কর্ম্মুক বৃকোদরে।
সাত দণ্ডে উপনীত সিমুল নগরে ॥—মাণিক গাঙ্গুলি।

সপ্তগ্রাম—হুগলি জেলার প্রসিদ্ধ গ্রাম।

বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া জেলার প্রসিদ্ধ রাজ্য ও নগর।

তেঘরা—?

চৌবেড়া—?

সিতলপুর—?

নগর—?

৫৬৭ পৃষ্ঠা

কাইথি—বর্দ্ধমান জেলায়, রায়না থানার অধীন, দামুন্যার নিকট।

জাড়গাঁ—? মেদনীপুর জেলার জাড়া?

আইল—আয়াত+ইল্ল > আইআ+ইল > আইল > আল্য। স° আগতঃ > প্রা° আঅঅ > হি° আয়া।

গোতান—১১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দশঘরা—হুগলি জেলায়, তারকেশ্বরের কাছে।

নওগাঁ—?

পাঁচড়া—?

সাঁক—?

হৈতে—স° সন্ত= *অস্-অন্ত > অহন্তে > অহেন্তে > অহিতে, হন্তে, হোন্তে (প্রাচীন বাংলায়) > হইতে, হৈতে।

ভালুকী—বর্দ্ধমান জেলায়, অপর নাম খয়েরপুর, মানকরের নিকট।

৫৬৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

মণ্ডলা—বর্দ্ধমান জেলায়, ইলছোবা-মণ্ডলাই গ্রাম।

লায়ের—লাক্ষা > লাক্‌খা > লাহা > লা+সপ্তমী বিভক্তি -এর, য় আগম। লাক্ষা-ব্যবসায়ী বণিক্।

ফতেপুর—?

তার—স° তস্য > প্রা° তস্স > তাহ+ -কার (-আর) > তাহার > তার।

বোড়শূল—বর্দ্ধমান জেলায়, মশাগাঁ ষ্টেশনের নিকট।

সয়ালা—ফা° সওয়াল=কথাবার্ত্তা। আ° সলাহ্=পরামর্শ।

মানাদ—১১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সেয়াখালা—হাবড়া জেলায়।

লাড়ুগাঁ, লাউগাঁ—দ্বারকেশ্বর নদীর দক্ষিণ তীরে লাউগ্রাম।

পাঁচড়া—হুগলি জেলায়, বলাগড়ের নিকট।

কারথি—?

খাঁড়ঘোষ—খণ্ডঘোষ, বর্দ্ধমান শহরের নিকট, দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে।

৫৬৯ পৃষ্ঠার ফুটনোট

বসিতে—সং উপবিশতি > প্রাং উবইসই > আদ্য স্বর লোপে বইসই > বইসে > বসে। বাং √বস্ ধাতু। উপবিশতুং > বসিতে।

কত—সং কিয়তিক > প্রাং কেত্তিঅ, কিত্তিঅ > হিং কেত্তা, কিত্তা, বাং কত।

হৈল—সং √অস্ > * অহ > বাং √হ+ইল।

কেহ—সং কস্য > প্রাং কস্স > কাহ > কেহ। সং কোঽপি > প্রাং কোবি > হিং কোই, বাং কেউ > কেহু, কেহ।

দেয়—সং দদাতি > * দাতি > অশোক-অনুশাসনে দেতি > দেই > দেয়।

শ্রাদ্ধ-সমাপন (৫৬৯—৫৭০ পৃষ্ঠা)

৫৬৯ পৃষ্ঠা

সর্ব্বনেত—?

সম্বায়—সং সর্ব্বে হি > প্রাং সব্বা হি > বাং সব্বাই, সবাই > প্রাচীন বাং রূপ—সম্মাই, সমাই, সম্বাএ, সম্বাই। অথবা সং সমবায় > বাং সম্বায়, সম্বাই। প্রঃ—মুনিগণ দেবগণ সম্বায় হইয়া।—কাশীরাম দাসের মহাভারত আদিপর্ব্ব। কৃত্তিবাসের রামায়ণ আদিকাণ্ডে সম্বাএ। কৃং কীং সমাক=সকলকে; সমার=সকলের।

চান্দা—সং চন্দ্রাতপ, চন্দ্রা > চাঁদোয়া, চান্দা।

বউলী—সং বলয়। ৩৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৫৭০ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

সভাকার—সং সর্ব্বে > প্রাং সব্বা > সবা > (সভা শব্দের অনুকরণে) সভা+ষষ্ঠী বিভক্তি -কার।

কুশ-বটু—কুশময় ব্রাহ্মণ, যাকে শ্রাদ্ধীয় অন্ন প্রদান করা হয়।

কৈল—সং কৃত > প্রাং কঅ+ইল্ল > কইল > কৈল।

রম্ভার্দ্রক—রম্ভা ও আর্দ্রক।

পণ্ডিতঘটা—পণ্ডিতসমূহ।

পামরী—পামীর দেশীয় কম্বল? সং পরিস্তোম হইতে?

পটুকা পামরী পাগ সোণাধারা জরি।—মাণিক গাঙ্গুলী।

মালা-চন্দনের বিবাদ (৫৭১—৫৭২ পৃষ্ঠা)

৫৭১

মালা-চন্দন—নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিকে মালা ও চন্দন দিয়া সম্বর্দ্ধনা করা হয়।

চান্দ—স° চন্দ্র > প্রা° চন্দ > বা° চান্দ, চাঁদ। ইনি মনসামঙ্গল-কাব্যের নায়ক প্রসিদ্ধ চাঁদ সদাগর।

রাকা—পূর্ণিমা, পূর্ণচন্দ্র। চাঁদ সদাগর পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় কুলে শীলে ধনে মানে কি পরিপূর্ণ নহেন ?

মরাই—স° মরার = শস্য রাখিবার গোলাঘর। প্রঃ—

মিথ্যার মরাই বেটা জেনেছি সকল।—মাণিক গাঙ্গুলী।

কৌড়ি মড়াই যে বহুত ধানঘর।—গোবিন্দচন্দ্রের গীত।

৫৭২ পৃষ্ঠ

রাঁড়—স° রণ্ডা (= নিষ্ফলা) > হি° রণ্ডী ; বা° রাঁড়, রাঁড়ী। রাঁড় = বিধবা, বেশ্যা ; রাঁড়ী = বিধবা।

ষাঁড়—স° ষণ্ড > ষাঁড়। সম্মানিত। তুঃ—পুরুষসিংহ, নরশার্দ্দূল, নরর্ষভ।

আঠ্যা—স° উচ্ছিষ্ট > ও° অইঁঠা, ম° উষ্টা, তে° আণ্টু, আসা° এরা, হি° ঝুঠা (স° জুষ্ট)। শূন্যপুরাণে আঁটিআ ; কৃত্তিবাসে (লঙ্কাকাণ্ড) আঠে ; মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলে এঠ্যো ; ভারতচন্দ্রে আঁটু।

বাগ্‌দিনী বলে দূর এঁটো-খেকোর বেটা।—শিবায়ন।

চোপা—স° চোপন = গোপন ; যাহা গোপন করিয়া রাখে তাহা চোপা = খোষা, ত্বক্, আবরণ। ও° চোপা, হি° চৌপ, ম° চোথা।

আঠ্যা চোপা খাল্যো—চাঁদ সদাগর মনসার শত্রুতায় উৎপীড়িত হইয়া উচ্ছিষ্ট কলার খোসা খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিয়াছিলেন—

মনসারে গালি দিয়ে বনে বনে যায়।
না পারে চলিতে আর দারুণ ক্ষুধায় ॥
হেন কালে দৈববলে এক দ্বিজবর।
পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া গিয়াছে দ্বিজ ঘর ॥

কদলীর চোপা ইক্ষু গিয়াছে ফেলিয়া
তা দেখিয়া উঠে সাধু মালসাট দিয়া ॥

*

কলার চোপা খেয়ে সাধু গায়ে পায় বল।
অঞ্জলি করিয়া সাধু পান কৈল জল ॥
ক্ষীর খণ্ড বর্ত্তমান যারে নাহি সয়।
বিপদের কালে সাধু কল'-চোপা খায় ॥

—কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসা-ভাসান।

কভু নাহি জানে চান্দ মাগিবারে ভাও।
ঘরে ঘরে বেড়াইয়া বলে বাপ মাও ॥
কলার বাকল পায় অনেক যতনে।
তাহা দেখি সদাগর হরষিত মনে ॥
উদর ভরিয়া আজি করিব ভোজন।

—বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ।

সপ্ত দিন উপবাস ক্ষুধায় বিকল।
নদীর কূলে পাইল কলার বাকল ॥
বাকল পাইয়া চান্দ হরষিত মন।
স্নান করি ইহা আগে করিব ভক্ষণ ॥

—দ্বিজ বংশীদাস রায়ের পদ্মাপুরাণ।

বিজয়গুপ্ত ও বংশীদাস মনসাকে দিয়া কলার খোসা অপহরণ করাইয়া চাঁদ সদাগরকে উচ্ছিষ্ট ভোজনের হীনতা হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

৫৭২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

রামাদিত্য—কবিকঙ্কণের সঙ্গীত-শিক্ষা-গুরু।

হরিবংশ কথা (৫৭৩—৫৭৪ পৃষ্ঠা)

৫৭৩ পৃষ্ঠা

একজায়—স° এক + ফা° জা (স্থান)=উর্দ্দু একজা = একত্র একস্থানে।

হরিবংশ পড়ে—ধনপতিকে অপমান করিবার জন্য হরিবংশ হইতে বাছিয়া জারজ কংসের জন্মবৃত্তান্ত পড়া হইতেছে।

কংস—কংস উগ্রসেনের স্ত্রীর গর্ভে সৌভপতি দানব দ্রুমিলের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। কংস ইহা নিজেই স্বীকার করিয়া বলিতেছেন—আমি উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। আমি সুতার্থী অল্পবীর্য্য মনুষ্য উগ্রসেন হইতে জন্মগ্রহণ করি নাই।—হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব ৮৪ অ।

কিশোরে রক্ষায় তাত ইত্যাদি—

পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা, ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি ॥
—মনুসংহিতা ৫।১৪৮, ৯।৩।

পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে
পুত্রাশ্চ স্থাবিরে ভাবে, ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি ॥
—পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৫২।২৩।

পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রস্তু স্থবিরে কালে, ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি ॥
—গরুড়পুরাণ ১১৫।৬৩।

গারি—আগার, গৌরব।

সবংশে নাশিব লয়ে নিব ঘর গারি।—মাণিক গাঙ্গুলী।

অপেক্ষণ—প্রহরা।

অধ্যা—অধ্যায়।

পুথি—ইরাণী পহ্লবী (আবেস্তা) পুস্ত্=চর্ম্ম (Parchment কাগজ) > স° পুস্তক, পুস্তিকা > প্রা° পোত্থিআ > হি° পোথি, বা° পুথি, পুঁথি।

রামায়ণ কথন (৫৭৫—৭৬৫ পৃষ্ঠা)

৫৭১ পৃষ্ঠা

নল—ইনি ঋতুধ্বজ মুনির শাপে বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে গোদাবরী-তীরে বানর রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রামচন্দ্রের বানর-বাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন; ইনিই সাগরে সেতুবন্ধন করেন।—রামায়ণ।

ত্রিশিরা—রাবণের পুত্র। রামচন্দ্র ইহাকে বধ করেন।

নিকুম্ভ—কুম্ভকর্ণের ও বজ্রজ্বালার পুত্র, লক্ষণ কর্ত্তৃক নিহত হয়।

দেবান্তক—রাবণের পুত্র।

মহোদর—রাবণের মন্ত্রী।

নরান্তক—রাবণের পুত্র।

৫৭৬ পৃষ্ঠা

মাতলি—ইন্দ্রের সারথি। এঁর স্ত্রী সুধর্ম্মা, কন্যা গুণকেশা, জামাতা সুমুখ নাগ।

নিকলে—স° নিষ্কল, নিষ্কাল।

ভুখিল—স° বুভুক্ষিত > প্রা° ভুক্‌খিঅ > ভুখ+ইল=ভুখিল = ক্ষুধার্ত্ত।

৫৭৭ পৃষ্ঠা

উদ্ধারিণী—যাহাকে উদ্ধার করা হইয়াছে।

পরীক্ষা—শুক্রনীতিসার পরীক্ষা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করিয়াছে—

অগ্নি-বিষং ঘটস্ তোয়ং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ তণ্ডুলাঃ।
শপথাশ্চৈব নির্দ্দিষ্টা মুনিভির্ দিব্যনির্ণয়ে॥
তপ্তায়োগোলকং ধৃত্বা গচ্ছেন্ নবপদং করে।
তপ্তাঙ্গারেষু বা গচ্ছেৎ পদ্‌ভ্যাং সপ্ত পদানি হি॥
তপ্ততৈলগতং লোহ-মাষং হস্তেন নির্হরেৎ।
সুতপ্ত-লোহপত্রং বা জিহ্বয়া সংলিহেদ্ অপি॥
গরং প্রভক্ষয়েদ্‌ধস্তৈঃ কৃষ্ণসর্পং সমুদ্ধরেৎ।
কৃত্বা স্বস্থ তুলাসাম্যং হীনাধিক্যং বিশোধয়েৎ॥
স্বেষ্ট-দেব-স্নপনজম্ অন্যাদ্ উদকম্ উত্তমম্।
যাবন্ নিয়মিতঃ কালস্ তাবদ্ অপ্‌সু নিমজ্জয়েৎ॥
অধর্ম্ম-ধর্ম্ম-মূর্ত্তিনাম্ অদৃষ্ট-হরণং তথা।
কর্ষমাত্রাংস্ তণ্ডুলাংশ্চ চর্ব্বয়েচ্ চ বিশঙ্কিতঃ॥
স্পর্শয়েৎ পূজ্যপাদাংশ্চ পুত্রাদীনাং শিরাংসি চ।

—৪ অধ্যায় ৫ প্রকরণ।

বৃহস্পতি-সংহিতায় আছে—

ধটোঽগ্নির্ উদকঞ্চৈব বিষং কোষঞ্চ পঞ্চমম্।
ষষ্ঠঞ্চ তণ্ডুলাঃ প্রোক্তাঃ সপ্তমং তপ্তমাষকম্।
অষ্টমং ফালম্ ইত্যুক্তং নবমং ধর্ম্মজং স্মৃতম্।

কাত্যায়ন ও দিব্যতত্ত্বে এই নয় প্রকার পরীক্ষার প্রয়োগবিধি ও মন্ত্রাদির বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সীতার অগ্নি-পরীক্ষার বৃত্তান্ত রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ১১৭—১২০ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

বাসর ঘর—স° বাসগৃহ > প্রা° বাসঘর > বাসহর > সংস্কৃত বাসর (= দিবস) শব্দের সাদৃশ্যে বাসর ; এই বাসর শব্দের মধ্যে যে ঘর শব্দ লুক্কায়িত আছে তাহা না জানিয়া আবার ঘর শব্দ সংযোগ করা হয়।

প্রাকৃত ঘর শব্দ স° গৃহ হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে না ; এজন্য ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটি শব্দ গর্হ রূপে থাকা অনুমান করিয়াছেন।

গণের প্রস্তাব (৫৭৮—৫৭৯ পৃষ্ঠা)

৫৭৮ পৃষ্ঠা

ঘাটি—স° ঘৃষ্ট > প্রা° ঘট্টো > স° ঘট্ট > ঘাট, ঘাটি ; স° ঘাতি = ত্রুটি, দোষ, ন্যূনতা। প্রঃ—

ঘাটি মান তাঁর ঠাঁই, ইহা ভিন্ন গতি নাই।

—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

সাত কোটি লব, ঘাটি নহে সাত রতি।

—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

৫৭৮ পৃষ্ঠার ফুটনোট

রুজু—আ°। তুঃ স° ঋজু = সমান, একের অনুযায়ী।

মাতাল, মাতোয়াল—মত্তপাল > হি° মাতোয়াল, বা° মাতোয়ারা > মাতাল।

জ্ঞাতিগণের ক্রোধ (৫৭৯—৫৮০ পৃষ্ঠা)

৫৭৯ পৃষ্ঠা

জ্ঞেয়াতি—স° জ্ঞাতি > উচ্চারণ-বিকৃতিতে অর্দ্ধতৎসমরূপ জ্ঞেয়াতি।

গরুড়ের পাখ খসে—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগের ৩৭৯—৩৮১ পৃষ্ঠায় গরুড়ের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

সম্পাতি—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগের ৩৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নৃপবর—রাজাও যে লোকমতের অধীন এই কথায় তাহারই আভাস দেওয়া হইয়াছে।

রজকের শুনি কথা—বাল্মীকি-রামায়ণে রজকের উল্লেখ নাই। রজকের উল্লেখ আছে তুলসীদাসী রামায়ণে ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে। বাল্মীকি-রামায়ণে রাম সীতার অপবাদের কথা শুনিয়াছিলেন ভদ্র নামক এক সভাসদের মুখে; উত্তররাম-চরিতে রামের নিযুক্ত চর দুর্ম্মুখ নগরবাসীদের সন্দেহ রামকে জ্ঞাপন করে।

৫৭৯ পৃষ্ঠায় ফুটনোট

গাঠ্যের গরল খাইলে সে মরি—ট্যাঁকে বিষ থাকিলেই মৃত্যু হয় না, খাইলে পরই মৃত্যু হয়; নারী একাকিনী ভ্রমণ করিলেই দোষী হয় না, সে প্রকৃত পক্ষে অন্যায় করিলেই দোষী হয়।

৫৮০ পৃষ্ঠার ফুটনোট অতিরিক্ত পাঠ

গন্ধেশ্বরী—মহানন্দিকেশ্বর পুরাণের মতে গন্ধেশ্বরী দেবী সাক্ষাৎ ভগবতী দুর্গা। চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী মূর্ত্তিতে ইনি গন্ধেশ্বরী দেবী রূপে আবির্ভূতা হইয়া গন্ধাসুরকে বধ করেন। সেই কারণে ইহাঁর নাম গন্ধেশ্বরী হয়।

সুভূতির ঔরসে ও তপতী নাম্নী রাক্ষসীর গর্ভে গন্ধাসুর মহাদেবের বরে ত্রিভুবনবিজয়ী ও মহাবলশালী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সুভূতি বৈশ্যকন্যা সুরূপাকে হরণ করিতে গিয়া বৈশ্যগণ কর্ত্তৃক অপমানিত তিরস্কৃত ও হৃতসর্ব্বস্ব হয়। পিতার সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য গন্ধাসুর বৈশ্যবংশ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহার অনুচরগণ এক দিন সুবর্ণবট নামক এক বৈশ্যকে বধ করিলে, তাঁহার পূর্ণগর্ভা পত্নী চন্দ্রাবতী গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করেন। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া তিনি অরণ্যমধ্যে একটি কন্যা প্রসব করিয়া গতাসু হন। "সদ্যজাতা কন্যার অঙ্গ-সৌরভে সমস্ত বন আমোদিত হইয়া উঠিল। সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি কশ্যপ ধ্যানযোগে চন্দ্রাবতীর গর্ভে দেবী বসুন্ধরার অংশাবতার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অবগত হইয়া, তাঁহাকে স্বকীয় আশ্রমে আনয়ন-পূর্ব্বক কন্যানির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। গুণজ্ঞ মহর্ষি সেই দিব্য-সৌরভময়ী কন্যার গন্ধবতী নাম রাখিলেন।

"যৌবনোন্মুখী গন্ধবতী নারদের মুখে অসুরহস্তে পিতার নিধন ও অরণ্যে মাতার শোচনীয় মৃত্যুর কথা অবগত হইয়া যার পর নাই বিষণ্ণা ও শোকার্ত্তা হইলেন। অনন্তর মহর্ষির অনুমতি লইয়া নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অসুরগণের বিনাশ-কামনায় মহামায়ার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।"

এদিকে দেবর্ষি নারদ মায়াপুরে গন্ধাসুরের নিকটে গিয়া গন্ধবতীর অলৌকিক রূপলাবণ্যের কথা বর্ণনা করিলেন। অসুর গন্ধবতীকে লাভ করিবার নিমিত্ত সসৈন্যে তাঁহার আশ্রমে উপনীত হইল। কিন্তু অসুরের চাটুবাদ বা ভীতি-প্রদর্শনে সেই তপোনিমগ্না গন্ধবতীর ধ্যানভঙ্গ হইল না। তখন ক্রুদ্ধ ও কামার্ত্ত অসুর সবলে গন্ধবতীর কেশাকর্ষণ করিল; কিন্তু অসুরতেজ পরাভূত হইল। গন্ধাসুর সেই তপঃকৃশা পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকাকে যোগাসন হইতে বিচলিত করিতে পারিল না।

"গন্ধবতী বিচলিত হইলেন না বটে, কিন্তু তদীয় হোমকুণ্ডস্থ বহ্নিরাশি বিচলিত হইল। সহসা সেই বিচলিত বহ্নিরাশি হইতে এক দিব্য তেজ সমুত্থিত হইয়া সমস্ত তপোবনকে দুর্নিরীক্ষ্য প্রভাপুঞ্জে উদ্ভাসিত করিল। অসুরপতি বিস্মিত ভীত ও মুগ্ধপ্রায় হইয়া সভয়ে কেশমুষ্টি পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যুৎবেগে সুদূরে গিয়া দণ্ডায়মান হইল। অত্যুৎকট জ্যোতিঃপ্রভাবে সসৈন্যে অসুররাজ ক্ষণকালের জন্য অন্ধীভূত হইলেন। অনন্তর দৃষ্টি প্রসন্ন হইলে দেখিলেন, বিদ্যুৎতুল্য-প্রভাময়ী সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা এক নারীমূর্ত্তি হোমকুণ্ড-সমীপে গন্ধবতীর পুরোভাগে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে রত্নময় কিরীট ও আলুলায়িত ভ্রমরবিনিন্দিত কেশকলাপ জবাকুসুমপ্রভ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া নবোদিত অরুণচ্ছটা-বিচ্ছুরিত নবনীরদপুঞ্জের শোভা ধারণ করিয়াছে। আর গন্ধবতী স্বকীয় গলদেশে উত্তরীয়-বল্কল অর্পণ করিয়া আনতনয়নে সেই দেবদুর্লভ শ্রীপাদপদ্মের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি দর্শন করিতেছেন।"

অনন্তর দেবী ক্রোধকুটিলনয়নে অসুরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"রে দুর্ব্বৃত্ত অসুর! তুই আমার প্রিয় ভক্ত গন্ধবতীর কেশাকর্ষণ করিয়া গর্হিত কার্য্য করিয়াছিস্। এক্ষণে আমার হস্তে তাহার সমুচিত ফল পাইবি। তুই আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে না পারিলে তোর গন্ধবতী লাভের আশা নাই। অতএব যদি ভীত না হইয়া থাকিস্, তবে আমার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ।"

বলা বাহুল্য, অসুর তৎক্ষণাৎ দেবীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ঘোরতর যুদ্ধের পর দেবী শূলাঘাতে অসুরের প্রাণ বিনাশ করিলেন ও তাহার প্রকাণ্ড দেহ সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। দেবীর ইচ্ছায় সেই দেহ গন্ধদ্রব্যের আকর-ভূমি গন্ধদ্বীপ-রূপে পরিণত হইল।

অনন্তর বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মা দেবীর যথাবিধি পূজা করিলেন। গন্ধাসুরনাশিনী গন্ধেশ্বরী নামে বিখ্যাত হইলেন।

বৈশাখ-পূর্ণিমার দিনে ভগবতী গন্ধেশ্বরী-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া গন্ধাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। সেই হেতু গন্ধবণিকগণ অদ্যাপি বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে গন্ধেশ্বরীর পূজা করিয়া থাকেন।

উপরোক্ত বৃত্তান্ত "মহানন্দীশ্বর পুরাণ" ও ৺ হৃষীকেশ ব্যাকরণ-সরস্বতী-কৃত তাহার বঙ্গানুবাদ হইতে সঙ্কলিত হইল। ১৩১২ সালের "গন্ধবণিক্" পত্রের প্রথম ভাগের ৬৯ পৃষ্ঠা ও ১৩২৯ সালের বৈশাখ মাসের গন্ধবণিক্ পত্র দ্রষ্টব্য।

গন্ধেশ্বরী দেবীর আর-একটি উপাখ্যান আছে, তাহা ভবপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। তিলকরাম-প্রণীত কুলজীবনীতে গন্ধাসুরের উপাখ্যান ভবপুরাণ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। তাহাতে গন্ধবতীর কোনও উল্লেখ নাই এবং গন্ধাসুরের বধের কারণও অন্যরূপ বর্ণিত আছে। সেই উপাখ্যানভাগ এইরূপ —"গন্ধাসুর নারদের মুখে দেবীর অলৌকিক রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া মোহিত হয় এবং তাঁহাকে পত্নীরূপে লাভের আশা দুরাশা ভাবিয়া আশুতোষের কৃপাপ্রার্থী হইয়া কঠোর তপস্যা করে। ভগবান্ প্রসন্ন হইলে, গন্ধাসুর শিবস্বারূপ্য বর প্রার্থনা করে। আশুতোষ অসুররাজের অভিলষিত বরই অর্পণ করিলেন। অসুর বরপ্রাপ্তিমাত্র রজতগিরিনিভ চারুচন্দ্রাবতংস দিব্য শৈবী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। কিন্তু প্রকৃতিতে সেই অসুরভাবই অক্ষুণ্ণ রহিল। তখন কামার্ত্ত অসুর মহাদেবের পরোক্ষে কৈলাসে গমন পূর্ব্বক দাক্ষায়ণীর সহবাস প্রার্থনা করিল। দেবী অসুরের দুরাশা দেখিয়া মনে মনে হাস্য করিয়া যুদ্ধে তাহার প্রাণ বিনাশ করিলেন। দেবীর ইচ্ছায় গন্ধাসুরের দেহ গন্ধমাদন পর্ব্বতরূপে পরিণত হইল। দানবের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইতে ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ-দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। অনন্তর দেবগণ কর্ত্তৃক দেবী পূজিত হইয়া গন্ধেশ্বরী নামে বিখ্যাত হইলেন।" ("গন্ধবণিক্" প্রথমভাগ ৭০ পৃষ্ঠা।)

তারকাসুরের বধের নিমিত্ত হরগৌরীর বিবাহের প্রয়োজন হইলে, তারকাসুর মায়াবলে সমস্ত গন্ধ-দ্রব্য অপহরণ করে। ভগবান্ শিব দেশদাস, শঙ্খভূতি, আবটদত্ত, বিঘটগুপ্ত এই চারিজন গন্ধবণিক্ সহোদর ভ্রাতাকে গন্ধদ্রব্য সংগ্রহের জন্য আদেশ করেন। সত্রীশ আশ্রমের আদিপুরুষ বিঘটগুপ্ত পরম শিবভক্ত ছিলেন। নারদের উপদেশে তিনি ভগবতী গন্ধেশ্বরীর পূজা করিলে, দেবী তাঁহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন দেন ও অপহৃত গন্ধ-দ্রব্যগুলি দেখাইয়া দেন। বিঘটগুপ্ত দেবী গন্ধেশ্বরীর দর্শনলাভ করিয়া তাঁহার স্তব করেন।

৫৮০

পরায়ণি—স° পরায়ণ=তৎপর ; স° পরায়তি=পশ্চাদ্‌গামী।

লহনাকে ভর্ৎসনা (৫৮০—৫৮১ পৃষ্ঠা)

৫৮০

দোওজ—স° দ্বিতীয়, দ্বিত্য > প্রা° দুইজ্জ (কুমারপালচরিত), দোজো, দোজ্জ > বা° দোওজ, দোয়জ, দোজ। হি° দূজা।

৫৮১ পৃষ্ঠা

অংসা—স° অংশ=ভাগ, সম্বন্ধ।

খাঁখার—স° ক্ষয়কার। স° ক্রেঙ্কার=গলা-খাঁকারি, টিট্‌কারি। হি° খঙ্খার। ফা° খাক্=ছাই-ভস্ম। ঢাকায় খুখুরি। স° কলঙ্ককর, কলঙ্কাকার > কেলেঙ্কার > খাকার ? প্রঃ—

কহইতে হোয় খখেরা।—বিদ্যাপতি।

লোকমুখে বড় মোর করায়িলেঁ খাঁখার।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

শুন শুন সই গৌরাঙ্গ-চাঁদের কথা—

না কহিলে মরি, কহিলে খাঁকারি,

এ বড় মরমে ব্যথা।—গোবিন্দদাস।

কি যশ অপযশ, না ভায় গৃহবাস,

হইলা কুলের খাখার।—জ্ঞানদাস।

পিরীতি লাগিয়া এ তিন খোয়ানু,

হইনু কুল-খাঁখারী।—বলরামদাস।

চতুর্ব্বিংশে কহি কথা শুনিতে খাঁখার।

মাও ঘরণী সে জে, পুত্র জে তাহার॥

—গোরক্ষবিজয় ১৯১ পৃষ্ঠা।

অসতী নাম হৈব লোকেত প্রচার।

কি কারণে জীমু মুঞি রাখিয়া খাখার॥

—নারায়ণদেবের মনসামঙ্গল।

খেদারিয়া—স° খেদিত হইতে। প্রঃ—

অনন্ত বাসুকি তারে খেদাড়িআ খাএ।—শূন্যপুরাণ।
মহাক্রোধে কেহ নাহি যায় খেদাড়িয়া।—চৈতন্যভাগবত।
পাছু খেদাড়িয়া যায় পবননন্দন।—কৃত্তিবাস, সুন্দরাকাণ্ড।

তুঁহু—স° তুভ্যম > অপ° প্রা° তুহার > তুঁহু। স° ত্বম্ হি > তুঁহু। স° তব > প্রা° তুহ (শকুন্তলা, কর্পূরমঞ্জরী) > অপ° তুহুঁ। স° ত্বং > প্রা° তুং > হি° তুঁ। প্রঃ—

তুঁহু জগত-তারণ দীন-দয়াময়
অতএ তোহারি বিশোয়াসা —বিদ্যাপতি।

বাঁজি—স° বন্ধ্যা > প্রা° বংজ্ঝা > প° বংঝা, সি° বাঁঝ, হি° গু° ম° বাঁঝ।

অপযশ পাঁজি—অপযশের পঞ্জিকা সদৃশ। স° পঞ্জিকা > স° পঞ্জিকা।

দুই—স° দ্বৌ, দ্বে, দ্বি > প্রা° দুবে > বা° দুই, হি° দো।

সতিনের পুত্র নহে ভিন—সপত্নীর পুত্রও বিমাতার পিণ্ডদাতা।

আওয়াস—অর্দ্ধতৎসম রূপ। স° আবাস।

মিয়াস—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগের ৩২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তেজিব—অর্দ্ধতৎসম রূপ।

৫৮২ পৃষ্ঠা

কাতি—স° কর্ত্তরী, কর্ত্রী > প্রা° কত্তরী; ফা° কাতি; ও° কাতি, বা° কাতি, কাতান, হি° কাতী। প্রঃ—

তুমি তাকে অকাতরে কাট কাতি ধর্যা।—মাণিক গাঙ্গুলি।

খুল্লনাকে সান্ত্বনা (৫৮২—৫৮৪ পৃষ্ঠা)

৫৮২ পৃষ্ঠা

নাহি অভিযোষ—এ কথায় ধনপতির উচ্চ মনের ক্ষমাশীলতা ও সহনশীলতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

৫৮৩ পৃষ্ঠা

শতেক বনিতা মধ্যে পতিব্রতা......একজন—এই কথায় তাৎকালীন লোকের নারী-চরিত্র সম্বন্ধে হীন ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়।

জম্নু—স° √ জন্ (জন্মান) + উ, উ = জম্নু, জন্ = জন্ম, উৎপত্তি। প্র:—

পাপ তনু হতে জম্নু জানি পাপভাগ।
যোগাসনা যোগিনী জীবন কৈল ত্যাগ ॥—শিবায়ন।

প্রথম ভাগ চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনীর ১৮ পৃষ্ঠায় অঙ্গজম্নু শব্দ দ্রষ্টব্য।

সাঁপে দূর গেল রতি—মহাভারত আদি পর্ব্ব ১১৮ অধ্যায়।

পঞ্চ জনে কৈল পতি—মহাভারত আদি পর্ব্ব ১৯৬ অধ্যায়।

গরুড়জ পতি—? গরুড়-পুত্র হইয়াছে পতি যাহার ? তারা ? তারার পতি বৃহস্পতি গরুড়জ নহেন, বৃহস্পতির পিতা মহর্ষি অঙ্গিরা।

ভজে নিশাপতি—ব্রহ্ম পুরাণ ১৫২ ; বিষ্ণু পুরাণ ৪।৬ ; মৎস্য পুরাণ ২৪ ; মহাভারত ইত্যাদি।

৫৮৩ পৃষ্ঠার ফুটনোট

গৌতমদারা—অহল্যা। রামায়ণ বালকাণ্ড ৪৮ সর্গ।

খুল্লনার পরীক্ষা দানে আগ্রহ প্রকাশ

(৫৮৪—৫৮৫ পৃষ্ঠা)

৫৮৫ পৃষ্ঠার ফুটনোট

দুর্গা কহে চারি বেদে—তৈত্তিরীয় আরণ্যকের পূর্ব্বে দুর্গা নাম বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না। ৪০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তোক—স° তোক = পুত্র। কুলীন হেন তোক = কুলীনের পুত্র। অথবা, তোক = তোকে, তোমাকে।

জ্ঞাতিগণের সহিত ধনপতির পুনর্ব্বার আলাপ

(৫৮৫—৫৮৭ পৃষ্ঠা)

৫৮৫ পৃষ্ঠা

গুরু প্রয়োজন—পিতার শ্রাদ্ধতিথি।

আমিস্ত—স° আমিষ > হবিষ্য শব্দের সাদৃশ্যে আমিস্ত। চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগের ৫২৯ পৃষ্ঠায় নিরামিস্ত শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

৫৮৬ পৃষ্ঠা

ঝকড়া—৪৩৩ পৃষ্ঠায় ঝগড়া শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

গাণ্ডটি—?

গয়া—গয়ার ইতিহাস বহু পুরাণে আছে, যথা—বায়ু ৮৫।১৮—১৯; ব্রহ্মাণ্ড ৩।৬০। ১৭—১৯; ব্রহ্ম ৭।১৭—১৯; হরিবংশ ১০।৬৩১—৩২; শিব ৭।৬০।১৪—১৫; লিঙ্গ ১।৬৫।২৬—২৭; অগ্নি ২৭।২।৮—৯; মৎস্য ১২।১৫—১৮; পদ্ম ৫।৮। ১২১—৩; বিষ্ণু ৪।১।১২; কূর্ম্ম ১।২০।৯; গরুড় ১।১৩৮।৩; মার্কণ্ডেয় ১১১। ১৫—১৬; ভাগবত ৯।১।৪১।—গয়স্য তু গয়া-পুরী।

বৈদ্যনাথ—মৎস্য পুরাণ ১৩; শক্তিসঙ্গম তন্ত্র ৭ পটল; তন্ত্রচূড়ামণি পীঠনির্ণয়; বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ১১; মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে পীঠাদিক্রমে শিব-শতনামস্তোত্র। শিব-পুরাণে ও বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণে দ্বাদশ লিঙ্গের নামোল্লেখের মধ্যে ষষ্ঠ নাম।

বাওন্ন—স° দ্বিপঞ্চাশৎ > প্রা° বাবন্ন > বা° বাহান্ন, বায়ান্ন।

ব্যাজ—স°। লাভ।

ছুঞা—ছুঁইয়া। চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগের ৩৩৫ পৃষ্ঠায় ছুঁব শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

কাড়াকাড়ি—স° কর্ষণ > প্রা° কড্ঢণ; স° কর্ষ > প্রা° কড্ঢ; স° কৃষ্ট > প্রা° কট্ঠ। কাড়াকাড়ি=দুইজনে আকর্ষণ, আকর্ষণের বিপরীত বিপ্রকর্ষণ।

পল—চারি তোলায় এক পল

আটম্বরী—স° আড়ম্বর।

উকীল—ফা° বকীল।

পসারিয়া—স° প্রসার > বা° √ পসার।

বকাল—স° বক্কল; আ° বক্‌ল্=শাক, ঔষধাদির উপকরণ, বেণে মশলা।

৫৮৬ পৃষ্ঠার ফুটনোট

কড়ক—? স০ কটু, কঠোর > কড়া ? এখানে অর্থ মন-কষাকষি, ঝগড়া। হি০ কড়কৃনা, কড়্কানা=কড়া কথায় সতর্ক বা তিরস্কার করা।

আলটী—স০ আলি=বাঁধ > বা০ আল, আল+টি, টী=সীমা, বেড়া। স০ অল=সূক্ষ্মমুখ, হুল, কণ্টক। এখানে অর্থ ছল, ওজর।

সুকানের মৎস্য ইত্যাদি—তুঃ—Beauty provoketh thieves sooner than gold. —As You Like It, Shakespear.

৫৮৭ পৃষ্ঠার ফুটনোট

ত্রপান্তর—স০ ত্রপান্তর, তৃপান্তর (ত্রি+প্রান্তর) > বা০ তেপান্তর। তুঃ—সম্মুখে পাথার পিছে পাথার মধ্যে পাথার তেপান্তরের মাঠ।—উপকথার ছড়া।

খুল্লনার চণ্ডীপূজা (৫৮৭—৫৮৯ পৃষ্ঠা)

৫৮৭ পৃষ্ঠা

ইন্দু-কুন্দ-কামরুচি—কাম=রেতঃ। চন্দ্র কুন্দফুল ও শুক্রের ন্যায় যে বস্ত্র শুভ্র।

পাজলা—স০ প্রাঞ্জলি > পাঁজলা। স০ পবন > পোয়ান (পবনং কুম্ভকারস্য পাকস্থানে —মেদিনী।)+জ্বাল > পাজাল=উনানের আগুন। প্রঃ—

ফল মূল নৈবেদ্য ভরিয়া দিল ডালা।
সুগন্ধি চন্দন-কাষ্ঠে জ্বালয় পাজলা।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

এখানে পাজলা অর্থে পুষ্পাঞ্জলি অথবা হোমের আগুন।

কংসভয়ে রক্ষা কৈলে দেব নারায়ণ—বসুদেব কৃষ্ণকে যশোদার গর্ভজাত কন্যা যোগমায়ার সহিত পরিবর্তন করিয়া আনেন।—ভাগবত ১০।৩; ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৭; বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩; হরিবংশ; ভবিষ্য পুরাণ ইত্যাদি।

মধুকৈটভের ভয়ে ব্রহ্মার শরণ—মধুকৈটভ উৎপন্ন হইয়াই তখন একমাত্র উৎপন্ন দেবতা বিষ্ণুর নাভিকমলস্থিত ব্রহ্মাকে যুদ্ধে আহ্বান করে; ভীত ব্রহ্মা মহামায়া যোগনিদ্রার শরণ লইয়া পরিত্রাণ লাভ করেন।—দেবী-ভাগবত ১।৭; মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৮১; কালিকা পুরাণ ৬১।

দুর্ব্বাসার শাপে রক্ষা কৈলে দেবগণ—দুর্ব্বাসার শাপে স্বর্গ শ্রীভ্রষ্ট হইলে দেবগণ শক্তির উপাসনা করিয়া পরিত্রাণ লাভ করেন।—দেবীভাগবত ৯।৩৯; বিষ্ণু পুরাণ ১।৯; ইত্যাদি।

প্রথম সম্মান পাইলে ইন্দ্রের সভায়—দুর্ব্বাসার শাপে ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট হওয়ায় পর ইন্দ্র দেবী-দুর্গার আরাধনা করেন।

অকালে বোধন—কালিকা পুরাণ ৬০; দেবী-ভাগবত ৩।৩১; বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ২২; ইত্যাদি।

ষোল উপচার—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগের ১৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৫৮৮ পৃষ্ঠা

নেত—স° নেত্র—স্যাজ্জটাংশুকয়োঃ নেত্রম্—অমরকোষ। সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র। পূর্ব্বকালে নেতের কাপড় বিখ্যাত ছিল। কৃত্তিবাসে নেতপাট; চৈতন্যচরিতামৃতে নেতধটি; শূন্যপুরাণে নেতের পতাকার উল্লেখ আছে।

৫৮৮ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

দুর্গা—যিনি দুর্গতি নাশ করেন ও যিনি দুর্গাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। কাশীখণ্ড ৭২; দেবীপুরাণ ৩৭। চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য।

৫৮৯ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

নিদ্রারূপী—ভগবতী যোগনিদ্রা কংস-কারাগারের প্রহরীদিগকে নিদ্রাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন।—ভাগবত ১০।৩; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৭; বিষ্ণু পুরাণ ৫।৩; হরিবংশ; ভবিষ্য পুরাণ ইত্যাদি।

শৃগালী—মহামায়া যোগনিদ্রা শৃগালী হইয়া বসুদেবকে পথ দেখাইয়া যমুনা পার করিয়াছিলেন; এই ঘটনার উল্লেখ কেবল মাত্র ভবিষ্যপুরাণে আছে—শিবারূপেণ গচ্ছন্তী দেবী তু যমুনাজলে।—ভবিষ্যপুরাণে বসিষ্ঠদিলীপ-সংবাদে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-ব্রতকথা।

কালিন্দী—শিব সতীবিরহে কাতর হইয়া যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, শিবের সন্তাপে যমুনা কৃষ্ণবর্ণা হইয়া কালিন্দী হয়। কলিন্দ-পর্ব্বতোৎপন্না নদী কালিন্দী। কালীনদী > কালীন্দী > কালিন্দী।

নারায়ণে গতি—মধুকৈটভ বধের সময় দেবী যোগমায়া পাতাল হইতে পৃথিবী উদ্ধার করিয়া আনিয়া যুদ্ধক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দেন।—কালিকাপুরাণ ৬১ অধ্যায়।

হুলাহুলী—চণ্ডীমণ্ডল-বোধিনী প্রথম ভাগের ১৮২, ও ৩০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তুঃ—হিব্রু Hallelujah, Halleluiah, Alleluia, Alleluiah (Hallelu = Praise + Jah = Jehovah)। ইহা আসীরীয়দিগের যুদ্ধধ্বনি। লাটিন Ululare = চীৎকার করা; পূর্ব্ব আফ্রিকার বাণ্টু নিগ্রোরা শুভকর্ম্মের সময় চীৎকার করে উ-গেলে গেলে।

পৃথগ্‌ ঘোষা উল্লুলয়ঃ কেতুমন্ত উদীরতাং।

—অথর্ব্ববেদ ৩।৩।১৬।৬।

উল্লুলু শব্দে দিগন্ত ধ্বনিত হোক।

অসুরদিগের (Assyrians) যুদ্ধধ্বনি হেলয়ো হেলয়ঃ।

—শতপথব্রাহ্মণ ৩।২, ১।২৩—২৪।

সৈধানেভ্যঃ পুরসুন্দরীণাম্‌ উচ্চৈর্‌ উলুলু-ধ্বনির্‌ উচ্চচার॥

—নৈষধচরিত ১৪ সর্গ ৫১ শ্লোক।

দময়ন্তী নলের গলায় বরমাল্য দিলে পুরসুন্দরীদের মুখ হইতে উচ্চ উলূলু-ধ্বনি উচ্চারিত হইয়াছিল।

শ্বেত মাছি—যাহা দুর্লভ তাহাকে দেবাংশ বলিয়া লোকে বিশ্বাস করে। তুঃ—

শ্বেত মক্ষিকার বেশে সত্বর গমন।

—মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল ১০৩।২।৮৭।

মনসামঙ্গলে মনসা শ্বেত-কাকের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

বণিক্‌-সভায় খুল্লনার পরীক্ষা প্রদান

(৫৯০-৫৯৩ পৃষ্ঠা)

৫৯০ পৃষ্ঠা

ধর্ম্ম—বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্যতম দেবতা, তিনি পরে হিন্দুদেরও একজন প্রধান দেবতা হইয়া উঠেন। ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া ভূর্জ্জপত্রে বা অশ্বত্থপত্রে এই মন্ত্র লিখিয়া দেওয়া হইত—

আদিত্য-চন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ
দ্যৌভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ

অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে
ধর্ম্মো হি জানাতি নরস্য বৃত্তম্ ॥

৫৯০ পৃষ্ঠার ফুটনোট

সান—সং শানী, ফাং সয়ন্=পরামর্শ, সড়।

৫৯১ পৃষ্ঠা

চন্দ্র—চাঁদ সদাগর; তিনি মনসা-বিরোধী, তিনি সর্প চালনা করিলে সর্প অধিকতর ক্রুদ্ধ হইবার কথা।

মহীলতা—কেঁচো।

বুহিতাল—সং বহিত্র + আল (অস্ত্যর্থে)=নৌ-বণিক্, জলপথের সওদাগর, যাহার বহু জাহাজ আছে। ওং বোইত=বাণিজ্যপোত।

সাবল—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগের ২৯১ পৃষ্ঠায় শাবল দ্রষ্টব্য।

তাতায়—সং তপ্ত > প্রাং তত্ত > তাত; √ তাত।

সাঁড়াসি—সং সন্দংশ, সণ্ডিশ। প্রঃ—

সাঁড়াশিতে মাংস টানে শেল শূল ফোঁড়ে।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

৫৯২ পৃষ্ঠা

তৃণকূট—তৃণস্তূপ।

ভারিলে—ভর করিলে, মন্ত্র আরোপিত হইলে।

৫৯২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

পনই—সং প্রস্নৌতি (ক্ষরতি) > প্রাং পন্হুই > হিং পনই > বাং পানাই। শতছিদ্র কলসী যাহা হইতে শতধারে জল পড়ে তাহাকে হিন্দিতে পনই বলে। রাধার কলঙ্ক ভঞ্জনের অনুরূপ সছিদ্র কলসীতে জল ভরিয়া আনার পরীক্ষা। রাধার এই পরীক্ষার গল্প লৌকিক।

জতুগৃহের ব্যবস্থা (৫৯৩-৫৯৪ পৃষ্ঠা)

৫৯৩ পৃষ্ঠা

জতুগৃহ—মহাভারত আদিপর্ব্ব ১৪৬, ১৪৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

দাই—সং দায়ী।

বাজী—ফা° বাজী, স° বাজ=খেলা, ইন্দ্রজাল। প্রঃ—

বিধাতার বাজী কেবা করয়ে খণ্ডন।—কৃত্তিবাস, অযোধ্যা কাণ্ড।
বাজিকার নাচাএ যেন কাষ্ঠের পুত্তলী।—চৈতন্যমঙ্গল।

রাজী—আ°। সম্মত।

পুটপাণি—পাণিপুট, অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত।

জৌঘর—স° জতু > প্রা° জউ; স° গৃহ > প্রা° ঘর। প্রঃ—

যাত্রী সহ জৌঘর প্রদক্ষিণ করি।
প্রবেশ করিল রঙ্গা প্রভুপদ স্মরি॥—মাণিক গাঙ্গুলি।

মাসতিত—স° মাতৃস্বস্কা > * মাতৃস্বস্বিকা > মাতুস্সসিকা > মাতুস্সসিআ > মাউস্সিঅ > প্রা° মাউসিআ > ম° মাৱসী, হি° ও° মাউসী > মাইসী > সি° প° বা° মাসী। মাসী শব্দ অন্য শব্দের সহিত সমাসবদ্ধ হইলে মাসী স্থানে মাস হয়, যথা—মাসশ্বশুর মাসশাশুড়ী। মাস + তাত (+ ক > অ)=মাসতাত > মাসতুত, মাসতিত। ১৩২৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসীতে ১৬৬ পৃষ্ঠায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীর "ক্ষুদ্রের খেলা" প্রবন্ধের পঞ্চম প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

জতুগৃহ নির্ম্মাণের চেষ্টা (৫৯৪-৫৯৫ পৃষ্ঠা)

৫৯৪ পৃষ্ঠা

স্যাই—স° স্যায়।

দড়াইয়া—স° দৃঢ়>বা° দড়া ধাতু।

জতুগৃহ নির্ম্মাণের চেষ্টা (৫৯৪—৫৯৫ পৃষ্ঠা)

৫৯৪ পৃষ্ঠা

কারিকর—স° কারুকর, কারিকর, ফা° কারিগর। প্রঃ—

গড়িয়াছে শুক কারিকর।—চৈতন্যচরিতামৃত।

পাছড়া—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগের ৪০১ পৃষ্ঠায় পাছড়ি শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

চাঙড়া—ফা° চাঙ্গ্ = বিস্তৃত থাবা, প্রসারিত করতলের পরিমাণ। হি° চঙ্গের, চঙ্গেরা = বড় ঝুড়ি। চাঙ্গড়া = বড় চাপ, চাপড়া, এক চাঙড়া বা ঝুড়ির পরিমাণ। যোগেশ-বাবুর মতে এই শব্দ চতুরঙ্গুলী হইতে নিষ্পন্ন। এই শব্দ ফার্সী শব্দ হইতে নিষ্পন্ন নহে, কারণ চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে চঙ্গেড়া শব্দ আছে। খুব সম্ভব এটি দেশী শব্দ।

খুল্লনার চণ্ডীস্তব ও জতুগৃহ নির্ম্মাণ

(৫৯৫—৫৯৬ পৃষ্ঠা)

৫৯৫ পৃষ্ঠা

দুষ্খ—স° দুষ্খ = দুঃখ। প্রঃ—

অপার আনন্দে দুষথ জন্মাইলি চিত্তে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

ইহা শুনি বিপ্রপুত্র বহু দুখি হৈল।—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়।

৫৯৬ পৃষ্ঠা

নড়ি—? মজুর। ফা° নরী = নরত্ব, পুরুষত্ব, পুংলিঙ্গ। তাহা হইতে পুরুষ, মজুর। তুলনীয় মুনিষ = মজুর।

খন্দ—আ° খন্দক্ = গর্ত্ত। তুলনীয় স° খনিত।

কোঁড়ে—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগের ১৭১ পৃষ্ঠায় কুড়ি শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

দেয়াল—ফা° দীবার। প্রঃ—

দেয়াল খসিয়া পড়ে ভাঙ্গিয়া পড়ে চূড়া।—গোরক্ষবিজয়।

পাষাণ দেয়াল ঘরের লোহার কপাট।—গোবিন্দচন্দ্রের গান।

কে জানে কেমন রূপে ভাঙ্গিল দেআল।

—সীতারাম দাসের ধর্ম্মরাজের গীত।

আড়প—স° অরাল = তির্য্যক্ ভাব ; স° আয়তি = প্রস্থ, বিস্তার, পার্শ্ব ; স° আলি = প্রাকার ; স° অর্গল। আড়প = ঘরের যে অংশ তির্য্যক্ ভাবে অথবা প্রস্থের দিকে প্রাকারের ন্যায় বিস্তৃত থাকে।

ঝনকাট—স° ধারণকাষ্ঠ ? স° ধরণম্ = সেতু। চৌকাঠের কপালী বা সর্দল, মাথালী।

সাঁড়ক—স° শ্রেণীক, ও° সেণি। খড়ের চালের রোয়া স্বস্থানে রাখিবার নিমিত্ত যে মোটা ও চওড়া বাখারী বাঁধা হয়; শাঁড়ক ও পাড়ি একত্র বাঁধা হয়। প্রঃ—

সাড়কে লাগিল জান।—শূন্যপুরাণ।

ছাটনি—স° ছটা = খড়ের চালের রোয়ার উপরে এবং শাঁড়কের সমান্তরে যে শলা বাঁধা হয়। প্রঃ—

তালর কাঁড়ি লাগে গুআর বাখারি
ছিটনি তথির উপর।—শূন্যপুরাণ।

পাট—স° পট্ট। মাটির ঘরের দেয়ালের এক এক দিনের নির্ম্মিত কর্দ্দমস্তর। স° পালি (পংক্তি) > পাটি > পাট।

ছাওনি—স° ছাদনী > প্রা° ছাঅনী > বা° ছাওনী। প্রঃ—

উপরর ছাবনী মারিল তুলিয়া।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

খুল্লনার শঙ্কা (৫৯৬—৫৯৭ পৃষ্ঠা)

৫৯৬ পৃষ্ঠা

আগুনি—স° অগ্রণী > প্রা° অগ্‌গণী > স° অগ্নি > * অগিনি > প্রা° অগ্‌নি > আগুনি > আগুন। স° অগ্নি > প্রা° অগ্গি > সিন্ধী অগ্গি, হি° আগ। বাংলা-ওড়িয়ার উকার-প্রবণতায় আগুন, হলুদ, শিমুল, প্রভৃতি শব্দে উকার আগম।

কাড়ে—স° কর্ষণ > প্রা° কড্ঢণ; কর্ষ > কড্ঢ; স° কৃষ্ট > প্রা° কঠ্ঠ্ কাড়া = প্রকাশ বা নিষ্কাশিত করা। প্রঃ—

যমুনা কাড়িছে রা।—জ্ঞানদাস।
আমা কাঢ় কুঞ্জ হইতে।—চৈতন্যচরিতামৃত।
শেষ পহর রাতী কুয়িলী কাঢ়ে রাএ।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
দোউ দীন দীনং কঢ়ী বক্কি অসিসং।—চাঁদকবির বীরগাথা।

রা—সং রাব, রব। প্রঃ—

পক্ষীগণ রা কাড়ে শুনিতে কর্কশ।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।
আঁখির জলে পথ নাহি দেখি, মুখে না নিঃস্বরে রা।
—চণ্ডীদাস।

খুল্লনার চণ্ডিকা-স্তোত্র (৫৯৭—৫৯৯ পৃষ্ঠা)

৫৯৮ পৃষ্ঠা

পক্ষী—সমর্থনকারিণী।

অষ্টভুজা—ভাগবত ১০।৪; বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩; ইত্যাদি।

কুমুদা—সং কু (= পৃথিবী) + মুদ (= হৃষ্ট হওয়া) = কুমুদ (= যাহাকে দেখিয়া পৃথিবীর সকলে হৃষ্ট হয়।)—স্ত্রীলিঙ্গে কুমুদা।

কর্ণিকা—কংসাসুরের এক নাম কর্ণীসুত; কর্ণিক = কংস; কর্ণিকা = কংস সম্বন্ধীয় দেবী।

৫৯৮ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

নিরুদ্দেশ হইলা যদুপতি—সূর্য্য সত্রাজিৎকে স্যমন্তক মণি দান করেন। সত্রাজিৎ তাহা ভ্রাতা প্রসেনকে দান করেন। প্রসেন মৃগয়ায় গেলে এক সিংহ তাঁকে বধ করিয়া সেই মণি হরণ করে। সিংহকে বধ করিয়া জাম্ববান্ নামে এক ভল্লুক মণি হরণ করে। লোকে সন্দেহ করিতে লাগিল কৃষ্ণ মণি হরণ করিয়াছেন, কারণ একদিন কৃষ্ণ সত্রাজিৎকে সেই মণি কৃষ্ণের মাতামহ ও মথুরার রাজা উগ্রসেনকে দান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; উগ্রসেন নামে মাত্র রাজা ছিলেন, আসল রাজা ছিলেন কৃষ্ণ। এই অপবাদ ক্ষালনের জন্য কৃষ্ণ বনে গিয়া—

ঋক্ষরাজ-বিলং ভীমম্ অন্ধেন তমসাবৃতম্
একো বিবেশ ভগবান্ অবস্থাপ্য বহিঃ প্রজা।
মণিহেতোরিহ প্রাপ্তা বয়ম্ ঋক্ষপতে বিলম্॥
—ভাগবত ১০।৫৬।

দৈবকী রুক্মিণী মেলি ইত্যাদি—স্যমন্তক মণির সন্ধানে গিয়া কৃষ্ণ ভল্লুকের গর্ত্তে প্রবেশ করেন।—

অদৃষ্ট্বা নির্গমং শৌরেঃ প্রবিষ্টস্য বিলং জনাঃ
প্রতীক্ষ্য দ্বাদশাহানি দুঃখিতাঃ স্বপুরং যযুঃ।
নিশম্য দেবকী দেবী রুক্মিণ্যানকদুন্দুভিঃ
সুহৃদো জ্ঞাতয়োঽশোচন্ বিলাৎ কৃষ্ণম্ অনির্গতম্॥
সত্রাজিতং শপন্তস্ তে দুঃখিতা দ্বারকৌকসঃ
উপতস্থুশ্ চন্দ্রভাগাং দুর্গাং কৃষ্ণোপলব্ধয়ে॥
তেষাস্তু দেব্যুপস্থানাৎ প্রত্যাদিষ্টাশিষা স চ
প্রাদুর্বভুব সিদ্ধার্থঃ সদারো হর্ষয়ন্ হরিঃ।

—ভাগবত ১০।৫৬।৩৩-৩৬।

বিশালাক্ষী—বিশালাক্ষী প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবরণ-দেবতা ছিলেন, পরে দুর্গার নামান্তরে পরিণত হন।—

বারাণস্যাং বিশালাক্ষী দেবতা কালভৈরবঃ।
মণিকর্ণীতি বিখ্যাতা কুণ্ডলশ্চ মম শ্রুতেঃ॥

—তন্ত্রচূড়ামণি। কালিকাপুরাণ ৫০।৬১।

খুল্লনার জতুগৃহে প্রবেশ (৫৯৯—৬০১ পৃষ্ঠা)

৬০০ পৃষ্ঠা

প্রতা—প্রত্যয়।

ভেজিয়া—স° ভেদয় (বিচ্ছিন্ন করো) > হি° ভেজ (প্রেরণ করো)।—বিম্‌স্ সাহেবের অনুমান। স° অভ্যজ্যতে হইতে সুনীতি-বাবুর অনুমান।

উভমুণ্ডা—স° উর্দ্ধ > প্রা° উত্ত, উভ > হি° বা° উভ। স° মুখ > প্রা° মুহ > ও° মুঁহ, হি° মুঁহ। উর্দ্ধ হইয়াছে মুখ যাহার সে উভমুণ্ডা

আশা—স°। দিক্।

দিশা—স° দিশ্ = দিক্। দিশালাগা = দিক্‌ভ্রান্ত হওয়া। প্রঃ—

খেতে নাই সম্বল দেখিতে লাগে দিশা।—ধর্ম্মমঙ্গল।

হনহন—কোল ভাষায় হন = চলা, গতি। স° √ হন = গতি, হিংসা। স° হিণ্ড্ > গু° হেঁডবু = হাঁটা।

৬০১ পৃষ্ঠা

চক্রপাণি—বিষ্ণুর রূপ ও বেশ সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড ২৩১ অধ্যায়, বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

সূর্য্যের শাতিত তেজ হইতে বিশ্বকর্ম্মা বিষ্ণুর চক্র, শিবের শূল, ইন্দ্রের বজ্র, যমের দণ্ড, বরুণের পাশ ইত্যাদি গঠন করিয়া দেন।—মার্কণ্ডেয় পুরাণ, মৎস্যপুরাণ ১১ অধ্যায়।

হরিণের পৃষ্ঠে.........পবন—বৈদিক সাহিত্যেই মরুতের বাহন হরিণ।

রহায়—স° রহিত > প্রা° রহিঅ। স° অর্হ > * অরহ > রহ।

খুল্লনার পরীক্ষায় বণিক্‌গণের শঙ্কা

(৬০৩—৬০৫ পৃষ্ঠা)

৬০৩ পৃষ্ঠা

শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ—শ্রীরাম-লক্ষ্মণের ন্যায় জোড়া শাঁখা। শ্রীরাম-লক্ষ্মণ শাঁখা পূর্ব্বকালে সুপ্রসিদ্ধ ছিল দেখা যায়—তুঃ—

দুই হাতে পরে শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।—জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল।

কুম্ভ পাত্র বহে শংখ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।—মাণিক গাঙ্গুলি।

নহলি—স° নব+লী > হি° নবেলা > নয়লি, নহলি, নহুলি। ফা° নওালী > নওলী। প্রঃ—

একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন।—চণ্ডীদাস।

৬০৪ পৃষ্ঠা

লোহ—স° লোত (= অশ্রু) > * লোঅ > লোহ (অন্ত্যস্বরে হকার আগম), ও° লুহ প্রঃ—

দিবা রাত্রি রাণীর নয়নে ঝরে লোহ।—মাণিক গাঙ্গুলি।

মন্দোদরী যে জন সিঞ্চিল লোহ-জলে।—ঘনশ্যাম দাসের রামায়ণ।

৬০৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

গঙ্গার কলঙ্ক—গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণের পদে জন্মলাভ করিয়া জন্মদাতা কৃষ্ণকেই পতিরূপে কামনা করেন।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ১১ অধ্যায়। গঙ্গা শিবের পত্নী—ইহা বহু পুরাণে আছে। আবার গঙ্গা সাগরপত্নী ও শান্তনুরাজার পত্নী।—মহাভারত। গঙ্গা নিম্নগামিনী। গঙ্গা সকল লোকের পাপ ক্ষালনে স্বয়ং কলঙ্কিতা।

কুচনী—কোচবধূ। শিবের কুচনীপ্রীতি কোচ শব্দের টীকায় দ্রষ্টব্য (চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগ ২০৫, ৫৩৪ পৃষ্ঠা)। স° কম্বোজ > * কমোজ > * করেঁাচ > কওঁচ > কোঁচ > কোচ।

বিষহরি—যে বিষ হরণ করে —মনসাদেবী। মহাদেব একাকী ভ্রমণে বাহির হইয়া পদ্মবনে কন্যা মনসাকে জন্ম দেন, তাই মনসার এক নাম পদ্মাবতী। মহাদেব এক করণ্ডের ভিতর কন্যাকে লুকাইয়া বাড়ীতে লইয়া আসেন। মহাদেব স্নান করিতে গেলে চণ্ডী করণ্ড খুলিয়া সুন্দরী পদ্মাবতীকে দেখিয়া কোপে লাঞ্ছনা করিয়া বলিলেন—"এখানে সতিনী তুমি আছ লুকাইয়া?" (বংশীদাস রায়ের পদ্মাপুরাণ)। তার পর মনসার বিবাহ হয় জরৎকারু মুনির সঙ্গে। জরৎকারু গর্ভবতী মনসাকে ত্যাগ করিলে মনসা পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসেন (মহাভারত)। তখনও চণ্ডী মনসাকে বাপের অপবাদ দিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন (সীতারামের মনসামঙ্গল)।

চিন্তা—শ্রীবৎস রাজার মহিষী চিন্তা স্বামীর সহগামিনী হইয়া বনে যান; বনে স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া কাঠুরের আশ্রয় লইতে বাধ্য হন।—কাশীরামদাসের মহাভারত, বনপর্ব্ব।

৬০৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

কীর্ত্তিপুর—?

কর্জ্জনা—বর্দ্ধমান জেলায় বর্দ্ধমান শহর হইতে খাড়া উত্তরে প্রসিদ্ধ গন্ধবণিক্-সমাজ।

চম্পাইনগর—বর্দ্ধমান জেলায় মানকর ও বুদবুদ গ্রামের মাঝামাঝি। বঙ্গের বহু জেলা এই চম্পাইনগরের অবস্থান দাবী করিয়া থাকে।

ধবল—চাঁদ সদাগরের অঙ্গে ধবল হওয়ার বৃত্তান্ত কোনো মনসামঙ্গলে পাই নাই। কোথায় আছে?

খুল্লনার চণ্ডিকা-স্মরণ (৬০৬—৬০৭ পৃষ্ঠা)

৬০৬

ধীষণা—স° ধিষণা = জ্ঞান, বুদ্ধি।

আই—স° আয়ু। শূন্যপুরাণে আউ। প্রঃ—

খনা বলে ফুরাল আই।

বারি—ঘট।

মদমন—স° √মদ = হৃষ্ট হওয়া। মদমন = হৃষ্টমন।

আঁচলা—স° অঞ্চল > আঁচল, আঁচলা।

ওলায়—স° উত্তরণ > হি° উতার্‌না, বা° উর > বা° উল = নামা, অবতরণ। √উল > ওল। ও° ওহলা। স° উৎ+লভ > উল্লভ > উলহ; স° অবলভ > ওলহ।—ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়। প্রঃ—

ওলাও পশরা শঙ্খ দেখিব কেমন।—কৃত্তিবাসের রচিত যোগাদ্যার বন্দনা।
কি দেখি গোরস আগু ওলাহ সম্মুখে।—মাধবাচার্য্যের কৃষ্ণমঙ্গল।
পসরা উলাও রাধে বৈস মোর আগে।—দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল।
মাঝ নাঅত রাধা ওলাহ পসার।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
রথে হৈথে উলি অক্রুর প্রণাম যে করি।—মালাধর বসুর ভাগবত।
মরি বাছা ছাড় রে বসন।
কলসী উলাইয়া তোমারে লইব এথন॥—নরসিংহ দাস, পদরত্নাবলী।

পলাকড়ি—পটোল? তুঃ—পটল পাণিফল ভাজে আর পলাকড়ী।—মাণিক গাঙ্গুলি ১০০।১।১৫।

নিঙোরিয়া—স° গূঢ় > গুড়ানো (সঙ্কোচন)। নি (সম্যক্) + গুড়ানো = নিগুড়ানো > নিগ্‌ড়ান। হি° নিচোড়্‌না (নিকুঞ্চন হইতে)।—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। স° √ নিঞ্জ (শুদ্ধি); নিঞ্জিত > নিঙ্গড়া।—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় ও ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়। ম° চেঙ্গরণেঁ। প্রঃ—

অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিল রে,
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা।—চণ্ডীদাস।

কেশ নিঙ্গাড়িতে বহে জলধারা।—বিদ্যাপতি।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া মুখানি মাজিয়াছে।—জ্ঞানদাস।

উভাবে—স° উদ্ভার > হি° উভার, উভার্না। প্রঃ—

দিনটাত মহারাজ বার ভার উভাইল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

ডাবর—ডাবের আকৃতির পাত্র ডাবর। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় স° দর্ব্বি > ডাব, ডাবর, ডিবা, ডাবু ইত্যাদি সমস্ত শব্দই নিষ্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বলেন—স° দর্ভ > প্রা° দর্ব্ভ > ডাব (দর্ভবর্ণ বলিয়া)।

থালি খুরি ডাবরে পুরিয়া লহি চন্দন।—শূন্যপুরাণ।
সম্বরিয়া সুপ ঢালে সুবর্ণ ডাবরে।—মাণিক গাঙ্গুলি।
তার পৃষ্ঠে কুঁজ যেন ভরন্ত ডাবরা।—কৃত্তিবাস, অযোধ্যাকাণ্ড।

সায়বানি—ফা° সাহেব শব্দের বহুবচনে সাহেবান। সাহেবানী = সাহেবদিগের অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত ধনীদিগের ব্যবহারযোগ্য। ফা° সায়াহ্বান্ = ছায়াচ্ছন্ন, চন্দ্রাতপ, সামিয়ানা। সাহেবানী = সম্ভ্রান্ত মহিলা। প্রঃ—যদি ভিক্ষা দেয় তবে সাইবানী সকল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান। সায়বানি = সম্ভ্রান্ত পুরুষ অথবা মহিলার আরোহণ-যোগ্য, কিংবা চন্দ্রাতপ-সদৃশ ঘেরাটোপ দিয়া ঢাকা (দোলা)।

৬০৯ পৃষ্ঠার পাঠান্তর ও অতিরিক্ত

চৌখুরি—স° চতুঃ > প্রা° চউ > বা° চৌ + খুরি (পায়া) = চার-পায়া-যুক্ত কাষ্ঠাসন, চৌকী।

বার্ত্তন—হি°। বাসন, তৈজস পাত্র।

ধনপতির রাজসম্ভাষণ (৬০৯—৬১০ পৃষ্ঠা)

৬০৯ পৃষ্ঠা

জ্যেষ্ঠেতে চন্দন দান— ?

৬১০ পৃষ্ঠা

জ্যৈষ্ঠ পৌর্ণমাসী—

কার্ত্তিকী ফাল্গুনী চৈব জ্যৈষ্ঠে পঞ্চদশী সিতা।
মন্বন্তরাদয়শ্চৈতা দত্তস্যাক্ষয়কারিকাঃ॥—সৌরপুরাণ ৫১ অধ্যায়

পৌর্ণমাস্যাম্ অমাবাস্যাং গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
পঞ্চামৃতৈঃ সুসংস্নাপ্য লিঙ্গমূর্ত্তিধরং হরম্।
পূজয়িত্বা বিধানেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥—সৌরপুরাণ ৫২ অধ্যায়।

চন্দনেতে .....শিবপূজা—

অগুরুং শতসাহস্রং দশগুণং চন্দনং ভবেৎ।—শিবপুরাণ,
সনৎকুমার-সংহিতা, ২০।২২।

ধূপৈর্ গন্ধৈশ্ চ মাল্যৈশ্ চ রক্তকাঞ্চন-বাসসৈঃ।
যো মাঞ্চ যজতে দেবি গাণপত্যে নিযুজ্যতে ॥—ঐ ২০।৪৪।
সংবৎসরেণ চৈকেন পুষ্পাণাং যৎ ফলং লভেৎ।
দিবসেন তু তৎ সর্ব্বং বিখ্যাতঞ্চ বরাননে।
শোভনৈর্ দিব্যগন্ধাঢ্যৈঃ।—ঐ ২০। ৬৫, ৬৬।
সর্ব্বত্র চন্দনং দদ্যাদ্ অর্ঘ্যপাত্রেঽধুনা শৃণু।

* * * *

গন্ধৈঃ পুষ্পৈর্ মহাদেবং ভক্ত্যা সংপূজয়েদ্ বুধঃ ॥
—সৌরপুরাণ ৪২ অধ্যায়।

চামর......শিব-সন্নিধানে—

চামরং যঃ শিবে দদ্যান্ মণিরত্নবিভূষিতম্।
হেমরূপ্যাদিদণ্ডং বা, তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥
চামরাসক্তহস্তাভির্ দিব্যস্ত্রী-পরিবারিতঃ।
বিমানম্ আরুহ্য গণৈর্ যাতি মহেশ্বরং পদম্ ॥
—সৌরপুরাণ ৬৫ অধ্যায়।

শিবদ্বারে......শঙ্খধ্বনি—

গম্ভীরনিনদঃ শঙ্খো হংসকুন্দেন্দুসন্নিভঃ।—শিবপুরাণ, বায়বীয়
সংহিতা, ২০।১০৪।

শঙ্খেন মৃন্ময়েনাথ শোভিতেন শুভেন চ।
সকূর্চ্চেন সপুষ্পেণ স্নাপয়েন্ মন্ত্রপূর্ব্বকম্ ॥—সৌরপুরাণ ৪২ অধ্যায়।

কিন্তু শঙ্খ যে শিবের প্রীতিপ্রদ নয় এমন উক্তিও অনেক পুরাণে আছে।—

প্রশস্তম্ শঙ্খতোয়ঞ্চ দেবানাং প্রীতিদং পরম্।
তীর্থতোয়-স্বরূপঞ্চ পবিত্রং শম্ভুনা বিনা॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ১ অধ্যায়

সর্ব্বত্রৈব প্রশস্তাব্জঃ শিব-সূর্য্যার্চ্চনং বিনা॥ (অব্জ=শঙ্খ)।

—অগ্নিপুরাণ।

রাজ-সমীপে ভাণ্ডারীর উক্তি (৬১০—৬১১)

৬১১ পৃষ্ঠা

হিঙ্গ—স° হিঙ্গু।

হিঙ্গুল—স°। পারা-ও-গন্ধকযুক্ত উজ্জ্বল রক্তবর্ণ খনিজ বিশেষ (Cinnabar)। চীনা সিঁদুর।

হাতাগ্যা—হাতীর মাহুত।

লবঙ্গ......জায়ফল—হাতীর ঔষধে লাগে।

ত্রিফলা পঞ্চকোলে চ দশমূলং বিড়ঙ্গকম্।
শতাবরী গুড়ুচী চ নিম্ব-বাসক-কিংশুকাঃ॥
গজরোগ-বিনাশায় প্রোক্তঃ কল্কঃ কষায়কঃ।
আয়ুর্ব্বেদে গজাশ্বানাম্ উক্তঃ সংক্ষেপসারতঃ॥

—ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু।

৬১২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

পাটনে ত—স° পত্তন > পাটন=নগর। বাণিজ্য-বন্দরে যাইবার জন্য তাহাকে আদেশচিহ্ন পান দেওয়া হোক। অথবা পাট-নেত (পট্টবস্ত্র) ও পান দেওয়া হোক।

রাজ-সমীপে ধনপতির বিনয় (৬১২—৬১৩ পৃষ্ঠা)

৬১২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

নওলী—নহুলী দ্রষ্টব্য (৬০৩ পৃষ্ঠার টীকা)।

৬১৩ পৃষ্ঠা

কবজ—স° কবচ।

৬১৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

বাঁঝা—বাঁজি দ্রষ্টব্য (৫৮০ পৃষ্ঠার টীকা)।

নাইয়া—স° নাবিক। স° নৌ > হি° ম° নাব়, ও° না, বা° না। না+ইয়া=নাইয়া। স° নাবিক > নাইঅ > নাইয়া।

পাইট—পাটী=অনুক্রম, কর্ম্মানুক্রম। তে° পাঁইটি=কর্ম্ম। এখানে অর্থ নৌকার কর্ম্মচারী।

সুয়া—স° সুভগা, সুভাগা। স° শুভ > প্রা° সুহ। চৈতন্যমঙ্গল আদিখণ্ডে আইহসুহ শব্দ আছে। চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথমভাগের ২০২ পৃষ্ঠায় সুহ শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

দিঠ—স° দৃষ্টি > প্রা° দিট্‌ঠি। প্রঃ—থাক মোর দিঠে।—শূন্যপুরাণ।

রুষিল সে শচীদেবী চাহে একদিঠে।—চৈতন্যমঙ্গল আদিখণ্ড।

দুয়—স° দুর্ভাগা।

সফর—ফা°। স্থলপথে বা জলপথে ভ্রমণ; বিদেশ।

ভাতার—স° ভর্ত্তা > প্রা° ভত্তার > হি° ভতার, ও° ঘইতা। প্রঃ—

মাও ঘরিণী সে জে পুত্র জে ভাতার।—গোরক্ষবিজয়।
শেষ কালত ধরেক পাইক ভাতার।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান'।
সবাই ভাতার করে ভাব যদি পায়।—মাণিক গাঙ্গুলি।

বিয়াজ—স° ব্যাজ। অর্দ্ধতৎসম রূপ।

সদাগরের প্রতি খুল্লনার বিনয় (৬১৫—৬১৭ পৃষ্ঠা)

৬১৫

পেড়ি—স° পেড়' (অমরকোষ), পেটিকা > প্রা° পেড়িআ, সর্বা° টী° স° পেড়া। ছোট পেড়া = পেড়ি।

৬১৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

সমা—বৎসর।

বহুত—স° বহুতর > (র লোপে) বহুত। স° প্রভূত > প্রা° বহুঅ, বহুত্ত। বহু + ত পাদপূরণে। ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ইহার মূল * বহুবস্তু শব্দ অনুমান করেন। প্রঃ—

মালীর ইচ্ছায় শাখা বহুত বাড়িল।—চৈতন্যচরিতামৃত।
বহুত পুণ্যভাগ্যে চৈতন্য পরকাশ।—চৈতন্যভাগবত আদিখণ্ড ২য় অধ্যায়।

মাঙ্গি—স° মৃগ ধাতু অন্বেষণে।

ডিঙ্গী—স° দ্রোণী হইতে? সমস্ত মনসামঙ্গলে কৃত্তিবাসে মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গলে ডিঙ্গা ডিঙ্গী শব্দ আছে। দেশী শব্দ বোধ হয়।

পাটা—স° পট্ট। এখানে অর্থ প্রস্থ, বিস্তার।

নায়া—নাইয়া দ্রষ্টব্য।

৬১৬ পৃষ্ঠা

টমক—? বোধ হয় কমঠ। কমঠ শিঙ্গা = শৃঙ্গবান্ কমঠ, যাহার ধারালো শৃঙ্গস্পর্শে নৌকা ভাঙিয়া যায়।

উড়ুক—উড়ুক্কু = উড্ডয়নশীল।

তূলা—তূলার ন্যায় কচ্ছপ উড়িয়া বেড়ায়।

শসা—স° ত্রপুষী। দেশী শব্দ।

খণ্ড—ডাকাত, যাহারা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া অর্থ অপহরণ করে। ও° খঁট'।

৬১৬ পৃষ্ঠার পাঠান্তর অতিরিক্ত

উড়ুষ—স° উদ্দংশ > হি° উড়িস। গোপীচন্দ্রের গানে ওরস।

৬১৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

দঢ়—বৈদিক দৃঢ়্হ > স° দৃঢ়।

ভরা—স° √ভৃ > বা° √ ভর। ভরা=ভার, বোঝা। প্রঃ—

অকস্মাৎ ধনের ভরা বুড়ে যায় জলে।—মাণিক গাঙ্গুলি।

বাণিজ্য করিয়া পাইলাম হীরামণ মাণিক্য

সম্পূর্ণ চৌদ্দখানি ভরা।—কাণা হরিদত্তের মনসামঙ্গল।

খুল্লনাকে ধনপতির জয়পত্র প্রদান এবং ডিঙ্গা উদ্ধার

(৬১৭—৬১৮ পৃষ্ঠা)

৬১৮ পৃষ্ঠা

জয়পত্র—প্রবাসগামী স্বামী গর্ভবতী স্ত্রীকে যে স্বীকারপত্র দিয়া যাইত।

দৈবজ্ঞ—দেবতার উদ্দেশ্য সন্ধান করিয়া জানে যে।

খড়ি—স° খটী, খটিকা > প্রা° খড়িঅ, খড়। একরকম কোমল প্রস্তর Steatite।

প্রঃ—

দুইজন দৈবজ্ঞ দিবসে পাতে খড়ি।—মাণিক গাঙ্গুলি।

লেখা করে কাহ্নাঞি আপনে খড়ী পাড়ী।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

তিন দণ্ড বেলা হৈল গণকের মেলা।

খড়িতে গণিয়া চাহে শুভক্ষণ বেলা॥—কৃত্তিবাস, আদি।

পাঁজি—স° পঞ্জী। স° পঞ্চাঙ্গ, পঞ্চিকা > পঞ্জিকা। বার তিথি নক্ষত্র যোগ করণ—এই পঞ্চ অঙ্গ জ্ঞাপক গ্রন্থ। চ স্থানে জ হইয়াছে।

শ্রবণা—

শ্রবণাদৌ বুধঃ ষট্‌কে ন গচ্ছেদ্ দক্ষিণাং দিশম্।

অগ্নিপীড়া ভয়ং শোকো রাজপীড়া ধনক্ষয়ঃ॥—জ্যোতিস্তত্ত্ব।

প্রাচীং শ্রবণ-শক্রাভ্যাং ভদ্রাশ্বিন্যোশ্চ দক্ষিণাম্।

প্রতীচ্যাং পুষ্যোরোহিণ্যোঃ করার্য্যমণি চোত্তরাম্॥

এতান্যষ্টৌ ভশূলানি বর্জ্জিতান্যপি দৈবতৈঃ।
যদি প্রমাদতো গচ্ছেৎ জীবনং তস্য নশ্যতি ॥—জ্যোতিস্তত্ত্ব।

অষ্টমী নবমী—

ষষ্ঠ্যষ্টমী-দ্বাদশীষু ন গচ্ছেৎ ত্রিদিনস্পৃশি।
পূর্ণিমা প্রতিপদ্দর্শরিক্তাবমদিনেষু চ।
তথা যমদ্বিতীয়ায়াং যাত্রায়াং মরণং ভবেৎ ॥—জ্যোতিস্তত্ত্ব।
নবমী রিক্তার অন্তর্গত।

ব্যতিপাত—বৈধৃতিব্যতীপাতৌ চ সমস্তৌ পরিবর্জ্জয়েৎ ;—জ্যোতিস্তত্ত্ব।

নিসত্যভাবিনী— ? নিস্=নিষেধ ; নিসত্ব=নিষেধের ভাব ; ভাবিনী=বর্ত্তমান-প্রাগ্‌ভাব প্রতিযোগিনী।

পতিপথনাথ— ?

৬১৯ পৃষ্ঠা

হুকুম—আ° হুকুম্। প্রঃ—

হাকিম হয়ে হুকুম দাও পেয়াদা হয়ে মার।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।
রাজার হুকুম পেয়ে কোটাল রাজার।
শিশু অন্বেষণে গেল সহর বাজার ॥—মাণিক গাঙ্গুলি।
লেখ লেখ বলিয়া হাড়ি হুকুম ভালা দিল ;—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

ধাক্কা—স° √ধক্ক=নাশ, √ধিক্ক=ক্লেশ।

গাবর—পূর্ব্বকালে গর্ভরা নামে এক প্রকার নৌকা ছিল। তাহার আকার হইত ৭০ × ৩৫ × ৩৫ হাত।

দীর্ঘা পত্রপুটা চৈব গর্ভরা মন্থরা তথা ॥
নৌকা দশকম্ ইত্যুক্ত রাজহস্তৈর্ অনুক্রমম্।
—ভোজরাজ-কৃত যুক্তিকল্পতরু।

শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ Sir R. G. Bhandarkar Commemoration Volume পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

গর্ভরা নৌকার মাঝি গাভুর বা গাবর।

৬১৯ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

ধরণীগুরু— ? ইণ্ডিয়ান প্রেস সংস্করণের পাঠ ভরণী গুরু। ভরণী নক্ষত্রের অধিপতি যম ; সেইজন্য—

উত্তরাসু বিশাখায়াং মঘার্দ্রা ভরণীষু চ।
কৃত্তিকা শ্লেষয়োশ্চাপি যাত্রায়াং মরণং ধ্রুবম্ ॥—জ্যোতিস্তত্ত্ব।

বৃহস্পতি সুরগুরু, উত্তরদিক্‌পতি ; দক্ষিণদিক্‌গামীর পৃষ্ঠে থাকেন ; দিক্‌-পতিকে পৃষ্ঠে রাখিয়া যাত্রা অশুভ। "দিগীশাহে শুভা যাত্রা, পৃষ্ঠাহে মরণং ধ্রুবং।"

ক্ষিতিনাথ— ?

কৃষ্ণপক্ষ— ?

বলিযোগ— ?

ত্র্যহস্পর্শ—বিবাহ-যাত্রা-শুভ-পুষ্টিকর্ম্ম সর্ব্বং ন কার্য্যং ত্রিদিনস্পৃশে তু। ন গচ্ছেৎ ত্রিদিনস্পৃশি ।—জ্যোতিস্তত্ত্ব।

দশমী— ? দশমী তিথিতে যাত্রা শুভ বলিয়া জ্যোতিস্তত্ত্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—দশম্যাং ভূমিলাভঃ স্যাৎ।

দ্বাদশী—দ্বাদশ্যান্তু ন গন্তব্যম্।—জ্যোতিস্তত্ত্ব।

ত্রয়োদশী— ? সর্ব্বসিদ্ধা ত্রয়োদশী।—জ্যোতিস্তত্ত্ব।

চতুর্দ্দশী—চতুর্দ্দশ্যাং পঞ্চদশ্যাং গমনং নৈব কারয়েৎ।

রিক্তা—নবমী চতুর্থী চৈব রিক্তা চতুর্দ্দশী তথা।

উশনা—শুক্র।

অস্তভাব—শুক্র গ্রহ অস্তমিত হইবে। "অতিচারং গতে জীবে" কালাশুদ্ধি হয়। অশুদ্ধ কালে শুভকর্ম্ম নিষেধ।

৬২০ পৃষ্ঠা

ডুবারু—স° বুল > স° √বুড় > প্রা° ডুব্ব > বা° √ডুব। প্রাকৃত ব্যাকরণের মতে মজ্জ ও মস্জ ধাতু স্থানে বুড় এবং পালি ব্যাকরণের মতে ডুব্ব আদেশ হয়। ডুবারু=যে জলে অধিকক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে দক্ষ।

মধুকর—প্রাচীনকালের বণিক্‌দিগের প্রধান পোতের নাম থাকিত মধুকর। ধনপতির সপ্ত ডিঙ্গার প্রধান মধুকর, শ্রীমন্তের সপ্ত ডিঙ্গারও প্রধান মধুকর, চাঁদ সদাগরের সপ্ত ডিঙ্গার প্রধান মধুকর, রায়মঙ্গল কাব্যের নায়ক পুষ্পদত্ত ও শীতলামঙ্গল কাব্যের নায়ক দেবদত্তের বাণিজ্যগামী প্রধান নৌকার নাম মধুকর।

মালুম কাঠ—আ° মুআল্লিম=কর্ণধার ; ম° মলীম=নাবিক ; কচ্ছী মালম=নাবিক ; আ° মআলুম (ইল্‌ম্)=জ্ঞাত। নৌকার যে কাঠ বহুদূর হইতে মালুম হয় অর্থাৎ জানা যায়, দেখা যায় ; মাস্তল।

সুয়াঠুটি—স° শুক > প্রা° সুঅ > বা° সুয়া। স° ওষ্ঠ > ওঠ > ঠোঁট ? স° ত্রোটি > সর্ব্বা° টী° স° থোট। স° তুণ্ডং > প্রা° তোংডং > ও° থণ্ট। ও° ওঠ-অ ; হি° ওঁঠ, হোঁট। ম° হোঁট, হোট ; অস° ওঁঠ। সুয়াঠুটি=শুকচঞ্চুর ন্যায় আকার যে নৌকার।

বাওন্ন—স° দ্বিপঞ্চাশৎ > প্রা° বাবন্ন।

পউটি—? ১৬ বিশে (৬৪০ মণে) ১ পউটি—ধানচালের মাপ।

পানিচালা—পানিতে চলে বা পানিতে চালিত হয় যে নৌকা।

৬২০ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

ভ্রমরা—কুনুর ও অজয়নদের সঙ্গমস্থল।

বৈঠকি—স° উপবিষ্টক > প্রা° উবইঠ্‌ঠও > আত্ম স্বরলোপে হি° বৈঠ। স° বিষ্ট, বেষ্টক > বৈঠক। বৈঠকির ঘর=বসিবার ঘর।

৬২১ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

আশী—অশীতি > প্রা° আসীঈ।

গজ—ফা° গজ ; স° গজ=গজো মানে মতঙ্গজে—মেদিনী।

মোম—ফা°। তুঃ—স° মধূত্থম্।

ধূনা—স° ধূনক ; ও° ঝুনা।

গাহিল—স° √গাহ্=মজ্জন, বিলোড়ন। মোম ধুনা গাব-কষ ইত্যাদি মাখাইয়া নৌকার সংস্কার।

গোঁজ—গুঁজ শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

মোহর—ফা°।

ছাব—স° √ছপ=স্পর্শের চাপ।

কুজি—স° কুঞ্চিকা > হি° কুঞ্জী=চাবি। প্রঃ—

নগর ভ্রমণে যায় দ্বারে কুজি দিয়া।—ভারতচন্দ্র।

আঢ়া—স° আঢ়ক=ধান্যের বিশেষ মাপ। ২ মণে ১ আঢ়া।

ধনপতি সদাগরের সাত ডিঙ্গার নামের অনুরূপ কতকগুলি নাম মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগরের ডিঙ্গার নামের মধ্যে পাওয়া যায়, যথা—মধুকর, গুয়ারেখী, শঙ্খচূড়, টিয়াঠুটী ইত্যাদি।

ডিঙ্গায় গাব-কষ করিবার বিবরণ দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গলে আছে—গাবকস দিয়া নাও করহ সুসারা।

ধনপতির বিনিময়-দ্রব্য সংগ্রহ (৬২২—৬২৩ পৃষ্ঠা)

৬২২ পৃষ্ঠা

বদলে—আ° বদল=বিনিময়। প্রঃ—

এক ঝারি বদলী বিয়াল্লিশ ঝারি লও।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

আমার বদলে তুমি পালহ পৃথিবী।—কৃত্তিবাস, উত্তরাকাণ্ড।

বিড়ঙ্গ—বৃহৎ ক্ষুপ (Embelia)। চট্টগ্রাম, বোম্বাই, সিংহল ও ব্রহ্মদেশের পাহাড়ে অধিক জন্মে। ফল শুখাইয়া গোলমরিচের তুল্য হয়। ফল কৃমিঘ্ন ও উদরের বায়ুনাশক।

লবঙ্গ—মলক্কা দ্বীপের গাছের শুষ্ক মুকুল। মালয় ভাষায় ফুলকে বলে বুঙ্গা।]

শুঁট—স° শুণ্ঠী=শুষ্ক আদা।

ডঙ্ক—? স° ডঙ্কা ?

আলতা—স° অলক্তক > প্রা° অলত্তঅ > বা° আল্‌তা।

নাটি—নাটা-করঞ্জা। স° নক্তমাল। সর্ব্বা° টী° স° লাট্টা, ম° লট্‌বা।

পাটি—স° পট্ট, পট্টি, পাটী=গাছের ছাল পটি পটি বুনিয়া প্রস্তুত শয্যা।

৬২২ পৃষ্ঠার ফুটনোট

টঙ্ক—স° টঙ্ক=মুদ্রা, টাকা।

প্লবঙ্গ—বানর. মৃগ, ভেক—যাহারা লম্ফ দিয়া গমন করে।

পতিঙ্গ—? পতঙ্গ ? পতঙ্গ=পাখী, ফড়িং, বাণ, অগ্নি। হি° পতঙ্গ=ঘুড়ি।

৬২৩ পৃষ্ঠা

হলদি—স° হরিদ্রা > প্রা° হলিদ্দা, হলদ্দা, হলদ্দী। ও° হল্লদি, হি° হলদী, ম° মল্লদ, বা° হলুদ।

গোরচনা—স° গোরোচনা=গরুর পিত্ত হইতে প্রাপ্ত পীতবর্ণ রং।

ভেড়া—স° মেঢ় > মেঢ়, স° ভেড় (হেমচন্দ্র)। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ভীরু হইতে ভেড়া নিষ্পন্ন করিয়াছেন। স° মেষ > * মেহ-ড় > মেহঅ-ড় > মেহড় > মেঢ়া > ভেড়া।—ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়।

মাকন্দ—স°। আম, চন্দন, আমলকী।

চঞ্চের—স° চব্বিকা > চই। তাম্বুলাদি বর্গের লতা, ফল পিপুলের মতন, ঝাল।

যশোর ও খুলনায় প্রচুর জন্মে। প্রঃ—

চৈ মরিচ সুক্তা দিয়া সব ফলমূলে।—চৈতন্যচরিতামৃত।

বয়ড়া—স° বিভীতক > প্রা° বহেড়অ; সর্ব্বা° টী° স° বহেড়ি, বহেড়ী, বহড়ী; ও° বাহাড়া; হি° বহেড়া; ম° বেহেড়া; কৃষ্ণকীর্ত্তনে বহড়া।

বরবটি—স° বর্ব্বটী।

বাটলা—? শস্যবিশেষ। প্রঃ—

মুগ বাটলা আর চসিহ ইখু চাস।—শূন্যপুরাণ।

চিনা—? শস্যবিশেষ। স° চণক > হি° চনা? কিন্তু চনা=ছোলা; চিনা অতি ক্ষুদ্র ঘাসের বীজ।

খুড়্যা—খুঁড়িয়া কলাই; স° খঞ্জকারি=খেঁসারি; এই দাইল খাইলে বাত হইয়া লোকে খোঁড়া হয় বিশ্বাসে এই নাম।

মুগ—স° মুদ্গ।

ছোলা—তা° চোল্লম্।

৬২৩ পৃষ্ঠার ফুটনোট

মাড়ুয়া—? শস্যবিশেষ, মাণ্ডিয়া।

বাণিজ্য-বিনিময় দ্রব্যের এইরূপ ফর্দ্দ প্রাচীন কাব্যে আরো আছে—দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল দ্রষ্টব্য।

লহনার তরণী-পূজা (৬২৩—৬২৪ পৃষ্ঠা)

৬২৪ পৃষ্ঠা

পনসে জার ক্ষেম—? কাঁঠাল-কাঠে যে নৌকা প্রস্তুত?

চক্ষুদান—প্রতিমা প্রভৃতির চক্ষে রং দিয়া জ্যোতি সম্পাদন দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

গাঠ্যার—?

গাবর—গর্ভরা নৌকার মাঝি; নৌকার গর্ভে যারা থাকে; গর্ভরূপ=অল্পবয়সী, যুবক।

খুল্লনার চণ্ডী-পূজা (৬২৪—৬২৫ পৃষ্ঠা)

৬২৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

যমত—স° যমাৎ। যমত যন্ত্রণা = যম-যন্ত্রণা, এমন যন্ত্রণা যেন যম হইতে প্রাপ্ত।

ধনপতির প্রতি লহনার উক্তি (৬২৬—৬২৭ পৃষ্ঠা)

৬২৬ পৃষ্ঠা

ডাইন—স° ডাকিনী (বৌদ্ধ যোগিনী) > ডাইনী > ডাইন।

ঘানাঘুনা— ? কানাকানি।

অষ্টমী নবমী চতুর্দ্দশী—শক্তিপ্রিয়া তিথি। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে দেবী কাত্যায়নী উদ্ভূতা হন এবং সপ্তমী অষ্টমী ও নবমীতে পূজিতা হন এবং দশমীতে মহিষাসুরকে বধ করেন।—কাত্যায়নীতন্ত্র।

উচ্চ বা প্রধানে দোষ—তোমার এই মহৎ দোষ।

কাঙ্গুরে কামিখ্যা—কামরূপ কামাখ্যা।

ওড়—স°। জবা। দ্রবিড় ওড্ড = মাটিকাটা মজুর ; এক দ্রবিড় জাতির নাম। ওড্র দেশের পুষ্প ওড়।

চণ্ডীর পূজায় সাধুর কোপ (৬২৭—৬২৮ পৃষ্ঠা)

৬২৮ পৃষ্ঠা

কুলযশবিধু—কুলের যশ-রূপ চন্দ্র।

৬২৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা—আর্য্যেরা প্রধানতঃ পুং-দেবতা-পূজক ; স্ত্রী-দেবতার প্রাধান্য আর্য্য-সমাজে পরবর্ত্তীকালে ঘটিয়াছিল। ধনপতির এই কথার মধ্যে সেই সামাজিক ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

খুল্লনার বিনয় (৬২৮—৬৩০)

৬৩০

ওঁহো লো—ওহে লো। ধনপতির এই সম্বোধনে ব্যঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে

চণ্ডিকার ক্রোধ (৬৩০—৬৩১ পৃষ্ঠা)

৬৩১ পৃষ্ঠা

লুট—সং লুন্‌ট্‌ ধাতু।

লেকু—সং লভতু > লহউ > লহু > লউ+ক=লউক > লকু; নী ধাতু সংস্পর্শে লেকু।

কাণ্ডার—কর্ণধার > প্রাং কন্‌ধার, কন্‌ডার, সর্বাং টীং সং কর্ণধার; চর্য্যাপদে কণ্ণহার; কৃষ্ণকীর্ত্তনে কাঁড়ার, কাণ্ডার, কাণ্ডারী; পদ্মাবতীতে কনহার; তুলসীদাসে কনহার; বিদ্যাপতিতে কড়হার; শূন্যপুরাণে কাণ্ডার; ওং কণ্ডার, কণ্‌হার। সং কাণ্ডাগার > কাণ্ডাআর > কাণ্ডার; সং কাণ্ডাগারিক > কাণ্ডাআরিঅ > কাণ্ডারী।—ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়।

বাঙ্গাল—পূর্ব্ববঙ্গবাসী। প্রঃ—

ভাটি হইতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

সর্ব্বানন্দের টীকাসর্ব্বস্বে বাঙ্গাল ও চৈতন্যচরিতামৃতেও বাঙ্গাল শব্দ আছে। পূর্ব্ববঙ্গই আসল ও প্রাচীন বঙ্গদেশ; সেই বঙ্গদেশবাসী বাঙ্গাল। বাঙ্গালরা দক্ষ মাঝি আগেও ছিল, এখনও আছে।

চৌষট্টি—সং চতুঃষষ্টি > প্রাং চউসট্‌ঠি।

যোগিনী—ভগবতীর সখীরূপা আবরণ-দেবতা; তাদের সংখ্যা এক কোটি, তাহাদের মধ্যে চৌষট্টিজন প্রধান।—বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা-পদ্ধতিতে ইহাদের নাম আছে। কালিকাপুরাণ ৬২ অধ্যায়, গরুড়পুরাণ ৫৯ অধ্যায়, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩৩৩ প্রথম সংখ্যা শ্রীযুক্ত রমেশ বসুর বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনীদিগের কথা নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হাঁকার—হুঙ্কার, হুঙ্কার করিয়া আহ্বান।

পদ্মার উপদেশ (৬৩২—৬৩৩ পৃষ্ঠা)

৬৩২

বাদ—আ° বা'দ=পরে, ছাড়। প্রঃ--

গুরুনিন্দা নাহি করি নহে সন্ধ্যা বাদ।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

এক বৎসর বাদে একদিন আসিল।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

স° বাদ=যথার্থ বিচার, বিবাদ। বাদ=জন্য। প্রঃ—

কার বাদে জল নিয়া যাও ঝারি ভরিয়া।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

হকু—স° ভবতু > প্রা° ভোদু, হোদু > হউ+ক=হউক > হকু (বর্ণ বিপর্য্যয়ে)।

স° অস্তু > * অসতু > অহউ > হউ+ক।—ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়।

পাশরিলে—স° অপস্মারণ, প্রস্মরণ > পাসরণ।

ছাড়্যা—স° ছর্দ্দ (বমন > ত্যাগ) > প্রা° ছড্ড > ছাড়। স° -ত্বা > -ইয়া।

জীবন্যাস—প্রতিমা বা ঘটে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। দেবতা মন্ত্রবশ, মন্ত্র পড়িয়া দেবতাকে ঘটে বা প্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

লোটায়—স° √লুঠ্।

অবনী—পালিনী, ধরিত্রী।

৬৩৩ পৃষ্ঠা

আয়াত—স° অবিধবাত্ব > অইহআত > আয়াত।—ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়।

আয়ুষ্মতী > আয়াত ?

চণ্ডিকার স্তব (৬৩৩—৬৩৪ পৃষ্ঠা)

৬৩৩ পৃষ্ঠা

প্রণমহো—স° প্রণমাম্যহং > প্রণম+হোঁ > প্রণমহো।

৬৩৪ পৃষ্ঠা

হৈল ভগবান্—শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক মণি উদ্ধারের জন্য জাম্ববান ভল্লুককে যুদ্ধে বধ করিয়া জাম্ববতীকে বিবাহ করেন।

আসি—সং আবিশতি > প্রাং আইসই > বাং আইসে > বাং আস ধাতু, আ ধাতু। —ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়।

শুনি—সং √শ্রু > প্রাং শুণ (শৃণোতি > শুণই)।

দিলা—সং √দা—দদাতি, দাতি ; দত্ত, দিত। দাতি > পাং দেতি (ভরহুত শিলা-লিপিতে) > দেই, দেয়। দিত > দিঅ > হিং দিয়া। দিঅ+ইল্ল > দিল ; সম্ভ্রমে বহুবচন রূপ দিলা।

কঙ্কণ সিন্দুর দিলা দান—সধবার চিহ্ন দান করিয়া চণ্ডী আশ্বাস দিলেন যে খুল্লনার স্বামীর প্রাণের কোনো আশঙ্কা নাই।

৬৩৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

হরি সন্নিধানে—হরিদ্বারে।

দেবীর বর প্রদান (৬৩৪—৬৩৬ পৃষ্ঠা)

৬৩৫ পৃষ্ঠা

শক্তিরূপা তিন দেবে—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের শক্তি-স্বরূপিণী। আদ্যাশক্তি মহিষাসুর বধের সময় ত্রিগুণাত্মক ত্রিদেবের ত্রি-শক্তিরূপে আবির্ভূতা হন।—মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

শাকম্ভরী—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগ ৪২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দিগম্বরী—দিক্ (শূন্য অথবা দশদিক্) অম্বর যাঁর—যিনি সর্ব্বব্যাপিনী।

হরতনু—দুর্গা শিবের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী—হর-গৌরী-মূর্ত্তি।

চণ্ডী, চণ্ড—দ্রবিড় শব্দ ; দ্রবিড় দেবী আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়া আদ্যাশক্তির নামান্তর রূপে পরিচিত।

৬৩৫ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

রমা সরস্বতী—আদ্যাশক্তি প্রকৃতি পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী রাধা ও ষষ্ঠী রূপ ধারণ করেন।—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ।

কৌশিকী—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগ ৪২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কৌমারী—কুমারের শক্তি অথবা যিনি চিরকুমারী, কন্যকুমারী।

বারাহী—বরাহ অবতারের শক্তি।

শ্রীফল-শাখাবাহিনী—

সপ্ত বিল্বদ্রুমা যত্র তত্র দুর্গা-যুতো হরঃ।
এক বিল্বতরুর্ যত্র তত্র শম্ভুর্ ময়া সহ॥—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ১১।

তদা সা বৃক্ষরূপেণ স্থিতা লিঙ্গপ্রিয়া সতী।—যোগিনীতন্ত্র ১।৫।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাঃ পত্রে, বৃন্তঞ্চ শক্তিরূপিণী।—জ্ঞানভৈরব তন্ত্র ৬ পটল।

বিল্বশাখা নবপত্রিকা রচনার প্রধান উপকরণ।

৬৩৬ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

দক্ষ-মখ-হরা—দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংসের কারণ যিনি।

জুড়িল—স° যুট্ > যুড়, জুড়।

উচোটা—উচ্চ + অট = চলিতে চলিতে উচ্চ কিছুতে পদ আহত হওয়া। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে উঝঁট। সুনীতি বাবুর নির্দ্দেশ—? অবত্য + বর্ত্ত?

সিয়াকুল—স° শৃগালকোলিকা।

গমনের সময় কোনো বাধা গমনে নিষেধ ও বিঘ্ন সূচনা করে।—

দ্বারাভিঘাতাধ্বগশস্ত্রপাতাঃ
প্রস্থানবিঘ্নং কথয়ন্ত যাতুঃ।—বসন্তরাজশকুন।

ডোমচিল—যাত্রাকালে "শিবং বিপ্রং শঙ্খচিল্লং খঞ্জনং সজ্জনং তথা" দেখা মঙ্গলজনক (বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ৬.৪৭)। ডোমচিল শঙ্খচিলের বিপরীত বলিয়া অযাত্রা।

কাঠুরিয়া কাষ্ঠভার—"অঙ্গার-ভস্মেন্ধন" অযাত্রা।

শুকান ডালেতে......কাউ—কাক শুষ্ক বৃক্ষশাখায় বসিয়া কুস্বর করিলে রিক্ততা শূন্যতা নীরসতা ও বিপদ্ সূচনা করে—শুষ্কে চ বৃক্ষে ডমরাম্লনাশৌ (ডমরম্ = অন্তকলহঃ, পরচক্রাদিভয়ম্), কাকঃ কলিং (কলহ) কাষ্ঠম্ অধিষ্ঠিতশ্চ।—বসন্তরাজশকুনে কাকচরিত্র। তুঃ—

ঘরের বাহির হৈতেঁ তেলিনি তেল বেচিতেঁ
কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে।
আগে সুনা ঘটে নারী হাঁছী জিঠিহো না বারী
চলিলেঁা তাহার উচিত পাঁও ফলে। —শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

শুক্‌নো কাঠে রটে কাউ
ভান্তি দাপুনি দেখে লাউ ॥
যোগী আস্থ ছুছু কলসী।
তা দেখিলে ঘর না আসি ॥—ডাক।

যোগিনী......লাউ—যোগিনী সংমুখে নৈব গমনাদি প্রকারয়েৎ।
—গরুড়পুরাণ ৫৯ অধ্যায়।

যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিল আপনি।
আউদড় চুলে ভিক্ষা মাগিছে যোগিনী ॥
—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, ধূম্রাক্ষের যুদ্ধযাত্রা।

প্রাচীন ভারতে শবব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ হইলে চিকিৎসকেরা অলাবু ব্যবচ্ছেদ করিয়া অস্ত্রোপচার শিক্ষা করিত ; সেই ব্যবচ্ছিন্ন লাউ শবতুল্য গণ্য ও পরিত্যক্ত হইত এবং শবতুল্য অযাত্রা বলিয়া পরিগণিত হইত।

কমঠ—"কার্পাসং কচ্ছপং চূর্ণং কুক্কুরং শব্দকারিণম্" দেখিয়া যাত্রা নিষেধ।
—বসন্তরাজশকুন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

তেলি—স° তৈলিকঃ > শৌরসেনী প্রা° তেল্লিও ; মাগধী অপ° তেল্লোই > বা° তেলী।

"ক্লিন্নাঙ্গ-নগ্নান্ত্যজ-তৈলদিগ্ধাঃ" অযাত্রা—বসন্তরাজশকুন।
ইন্ধনঞ্চ তথাঙ্গারং গুড়ং তৈলং তথা শুভম্।—মৎস্যপুরাণ।
ন গন্তব্যং তদা তস্মাৎ তৈলপাপ্যগ্রগোহশুভঃ।—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

খনা বলে এরেও ঠেলি,
যদি সামনে না দেখি তেলী।—খনা।

বোলয়—স° ব্রবীতি, ব্রূয়তে > * বুর্যতি > প্রা° বোল্লই > বোলয়।

৬৩৭ পৃষ্ঠার পাঠান্তর ও অতিরিক্ত

বামদিগে ভুজঙ্গম দক্ষিণে শৃগালী—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগের ২৬৮—২৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ধনপতির সিংহল যাত্রা ও পথের বিবরণ

(৬৩৭—৬৪২ পৃষ্ঠা)

৬৩৭ পৃষ্ঠা

পঞ্চপাত্রে—পাঁচ মন্ত্রীকে বা গ্রামের পাঁচজন লোককে।

৬৩৭ পৃষ্ঠার পাঠান্তর ও অতিরিক্ত

রই-ঘর—রহিবার ঘর, ছই।

কেরোয়াল—করবাল সদৃশ আকার যার, নৌকার দাঁড়। বৌদ্ধগান ও দোহায় কেলিপত্র।

বসিল—স° উপবিশতি > প্রা° উবইসই > বইসই > বইসে > বসে। √বস+ইল্ল (<ক্ত)=উপবিষ্ট।

ফাঁস—স° পাশ > পকারে হকারাগম হইয়া ফাশ ও স্বর সানুনাসিক হইয়া ফাঁশ।

মেলানি—সংস্কৃত মিল ধাতুর অর্থ সংযোগ, কিন্তু বাংলায় অর্থ পরিবর্ত্তন হইয়া একেবারে বিপরীত অর্থ হইয়াছে—বিয়োগ, সম্প্রসারণ ; যথা—চক্ষু মেলা, কাপড় মেলা। মেলানি=মিলনের বিপরীত—বিদায়।

ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রাণী পর্‌গনা বর্দ্ধমান জেলার উত্তরাংশে। কাশীরাম দাসের বাড়ী এইখানে ছিল। আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে তাঁহার রচিত মহাভারতে তিনি লিখিয়াছেন—

বারো ঘাট, তেরো হাট, তিন চণ্ডী, তিনেশ্বর,
যেজন বলিতে পারে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর ॥

ইন্দ্রাণীর অপর নাম ইন্দ্রেশ্বর। ইন্দ্রাণীর উল্লেখ কৃত্তিবাসের রামায়ণে আদিকাণ্ডে গঙ্গাবতরণ-প্রসঙ্গে ও গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী প্রভৃতিতে আছে। অতএব ইহা তৎকালে প্রসিদ্ধ স্থান ছিল।

ভাওসিংহের ঘাট—ভৃগুসিংহের ঘাট, মেটেরীর আড়পার, কাটোয়ার ভাটীতে।

মাটিয়াবী—বর্ত্তমান নাম মেটেরী, দাঁইহাট হইতে এক ক্রোশ;

সফর—(আ°) শহর, নগর।

৬৩৭ পৃষ্ঠা

সাট—স° সটা, ছটা > সাট, ছাট=চাবুক।

চণ্ডীগাছা—ইন্দ্রাণী পর্‌গনার তিন চণ্ডীর অন্যতম।

বোলনপুরের ঘাট—ইন্দ্রাণী পর্‌গনার তেরো ঘাটের অন্যতম।

পুরথনের ঘাট—পূর্ব্বস্থলী ?

পাড়পুর—নবদ্বীপের দক্ষিণে।

মৃজাপুর—ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া রেলপথের ধারে সমুদ্রগড় ষ্টেশনের দক্ষিণে।

আম্বুয়া—অম্বিকা কালনা।

মুলুক—আ° মুল্‌ক্=দেশ। মুলুক নামক গ্রাম—

মধ্যপথে গঙ্গার সমীপে এক গ্রাম।
মুলুকের কাছে সে ললিতপুর নাম॥—চৈতন্যভাগবত।

সাড়া—স° সংজ্ঞা > প্রা° সণ্ণা, সণ্ণা > * সাণা > সাড়া।

শান্তিপুর— }
গুপ্তিপাড়া— } প্রসিদ্ধ গ্রাম, অদ্যাপি বর্ত্তমান।
উলা— }

খিসমার—রাণাঘাট সব্‌-ডিভিজনে, উলার কাছে; শ্রীমন্তের নৌকার নোঙরের পাথর বলিয়া পরিচিত এক খণ্ড প্রস্তর উলা-চণ্ডী নামে পূজিত হইতেছেন; বৈশাখী পূর্ণিমায় এখানে মেলা হয়।

মহেশপুর—?

ফুলিয়া—শান্তিপুরের নিকট, রাঢ়ী-শ্রেণী ব্রাহ্মণের প্রধান মেল-বন্ধনের স্থান ও কবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হালিসহর—গঙ্গার বাম তটে প্রসিদ্ধ গ্রাম।

ত্রিবেণী—গঙ্গার দক্ষিণ তটে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী নদীর মুক্তবেণীর স্থান।

সিপ—স° সীপ=কোশাকুশী।

গর্ভে বসি......মস্তক মুণ্ডন—গঙ্গাগর্ভ তীর্থ; তীর্থ স্থানে মস্তক মুণ্ডন করিলে পাপ বিনষ্ট হয়।

বাণিজ্যপথের, বিশেষতঃ গঙ্গাতীরের, প্রসিদ্ধ গ্রাম-নগরের নাম মনসামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল প্রভৃতি কাব্যেও আছে।

৬৩৯ পৃষ্ঠা

মগরা— ? সমুদ্র মকরালয় ?

ত্রৈলঙ্গ—ত্রি-কলিঙ্গ শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ।

অঙ্গ—বর্ত্তমান ভাগলপুর জেলা।

বঙ্গ—পূর্ব্ববঙ্গ।

কর্ণাট—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে, বর্ত্তমান নাম কর্ণাটক।

মহেন্দ্র—মহেন্দ্র পর্ব্বত, নীলাচলের একাংশ।

মগধ—বর্ত্তমান পাটনা জেলা।

উৎকল—উৎকলিঙ্গ=কলিঙ্গের উত্তরস্থ প্রদেশ। উৎকল দ্রবিড় শব্দ, অর্থ—গৃহস্থ, চাষী। কন্নাদ ওক্কল্=গৃহ; ওক্কল'=গৃহস্থ।

রাঢ়—জৈন সাহিত্যে খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেও রাঢ় দেশের নাম পাওয়া যায়; এই দেশ অসভ্য বর্ব্বর জাতির দেশ বলিয়া পরিচিত ছিল; তাহার পরিচয় চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে চণ্ডীর কাছে কালকেতুর আত্মপরিচয়েও পাওয়া যায়।—"ব্যাধ গো হিংসক রাঢ়" ইত্যাদি।

বিজয়নগর—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর প্রসিদ্ধ নগর।

কেকয়া—পাঞ্জাবে বিপাশা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্ত্তী দেশ।

পুরবক অনায়ক—?

হাঙ্গর—?

ত্রিহট্ট—তীরভুক্তি, তিরহুত, মিথিলা।

মাণিকা......নাকুট্ট—?

বাগন—?

মালয়—মলয়ালম্ উপকূল বা মলয় উপদ্বীপ।

বটেশ্বরী, আহ্লঙ্কা—?

শিবাতট্ট, মহানট্ট—?

জঙ্গ ডিঙ্গা—(ফা° জঙ্গ=যুদ্ধ) যুদ্ধজাহাজ।

সপ্ত ঋষির শাসনে বোলায় সপ্তগাম—মনুপুত্র প্রিয়ব্রত রাজার সাত পুত্র—অগ্নিধ্র মেধাতিথি বপুষ্মান্ জ্যোতিষ্মান দ্যুতিমান্ সবন ও ভব্য—গৃহস্থাশ্রমী না হইয়া গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-তীর্থে তপস্যায় প্রবৃত্ত হন; সেই সপ্ত-ঋষির তপস্যা-ক্ষেত্র সপ্তগ্রাম নামে পরিচিত হয়। সপ্তগ্রাম ত্রিবেণীর নিকট, আগে গঙ্গাতীরে ছিল।

৬৪০ পৃষ্ঠা

মিঠাপানী—লবণ সমুদ্রে যাইবার পূর্ব্বে স্বাদু জল সংগ্রহ করিল।

ফরমানী—ফা° ফর্মান=হুকুম, আজ্ঞা। ফর্মানী=আজ্ঞাকারী, আদেশকর্ত্তা।

প্রঃ—

ফর্মানী মহারাজ মন্‌সবদার।—ভারতচন্দ্র।

গরিফা—হুগলীর আড়পারে।

কপোত—?

কথোক্ষণে কপোত ঈশ্বর-স্থান দেখি।—জগৎমঙ্গল।

ধায়লী—ধাবন, দ্রুতগতি।

কোঙর—বর্ত্তমান কোন্নগর বোধ হয়। কুমার-নগর > কোঙর-নগর > কোঁয়-নগর > কোন্‌নগর হইয়াছে।

মৃত্তিকা-শঙ্কর—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগের ২৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নিমাইতীর্থ—চৈতন্যদেবের পদার্পণে তীর্থস্থান, বৈদ্যবাটীর নিকট।

বেতড়—হাবড়া জেলায় বর্ত্তমান ব্যাঁট্‌রা। বেত্রচণ্ডী > বেতাই চণ্ডী > বেতড়।

বাগন—বর্ত্তমান বাগনান।

কালীঘাট—ঘটক-কারিকায় দেখা যায় রাজা আদিশূর ভট্টনারায়ণকে তীর্থবাস ও চতুষ্পাঠী করিবার জন্য কলীঘাট দান করেন। বল্লাল সেনের এক দানপত্রে কালীক্ষেত্রে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। নাথ গুরু চৌরঙ্গীনাথ এই কালী প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া কিম্বদন্তী। কালিকা-স্থান হইতে কলিকাতা। আইন-ই-আক্‌বরীতে কলিকাতা মহলের উল্লেখ আছে। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সময় হইতে কালীঘাট প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

ঠাট—স° স্থাত্র > ঠাট=সৈন্যদল, দল।

অম্বুলিঙ্গ—ছত্রভোগের নিকট। চৈতন্যভাগবতে ও কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গলে এই স্থানের উল্লেখ আছে।—

যুধিষ্ঠির-স্থাপিত মহেশ তথা আছে।—চৈতন্যভাগবত।

ছত্রভোগ—চব্বিশ-পর্‌গনায় জয়নগর-মজিলপুর হইতে ২।৩ ক্রোশ দক্ষিণে; অপর নাম খাড়ি।—

এই মতে প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগ মহা কুতূহলে॥
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেইখানে।
অম্বুলিঙ্গ ঘাট বলি বলে সর্ব্বজনে॥—চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড ২ অধ্যায়।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ-পথে।—চৈতন্যচরিতামৃত।

গেল—স° গত > গঅ+ইল্ল > হি° গৈল, বা° গেল।

হিমাই—চব্বিশ-পর্গনার এক পর্গনা।

হিজলী—মেদিনীপুর জেলায়।

হেতেগড়—চব্বিশ-পর্গনার অন্যতম পর্গনা।

৬৪১ পৃষ্ঠা

মহনা—স° মুখ > প্রা° মুহ। মুখস্থান ? > মুহান, মুহানা=নদীর মুখ।

ঈশানে...মেঘ—ঈশান কোণে মেঘ হইলে ঝড় সূচনা করে।

অমোঘাঃ পশ্চিমে মেঘাঃ, অমোঘাঃ পূর্ব্ববায়বঃ।
অমোঘা দক্ষিণে বিদ্যুৎ, অমোঘা উত্তরে ধ্বনিঃ॥

৬৪২ পৃষ্ঠা

চিড়্যা—স° চিপিটক > প্রা° চিবিড়অ।

গঙ্গার উৎপত্তি বর্ণনা (৬৪২—৬৪৫ পৃষ্ঠা)

৬৪২ পৃষ্ঠা

গঙ্গার উৎপত্তি—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের ও বামন-পুরাণের মত এখানে উল্লিখিত হইয়াছে।

৬৪৩ পৃষ্ঠা

আছিলে—অস্তের্ অচ্ছঃ—স° অস্তি স্থানে প্রা° অচ্ছ হয়। স° আস্তে > প্রা° আচ্ছই > বা° আছে, গু° ছে (মালদহ জেলাতেও ছে); আ লোপে ছিল, ছিনু ইত্যাদি।

কশ্যপ মুনির......তোক—বামন-অবতার কশ্যপ-পুত্র।

ছয় অঙ্গে বেদপটু—ষড়ঙ্গ সহিত বেদজ্ঞ।

দণ্ড মেখলা অজিন—ব্রহ্মচর্য্যের চিহ্ন—

যদ্ যস্য বিহিতং চর্ম্ম, যৎ সূত্রং, যা চ মেখলা।
যো দণ্ডো, যচ্ চ বসনং, তৎ তদ্ অস্য ব্রতেস্বপি॥—মনু।

অষ্ট দেশ—?

ভায়্যার মরণ—হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে বরাহ-অবতার বধ করেন।

৬৪৩ পৃষ্ঠা

সপ্ত ঋষি কৈলা পুণ্যশালী—বামন-অবতারের পদে প্রদত্ত ব্রহ্মার পাদ্যজল বিগলিত হইয়া গঙ্গা রূপে প্রথমে সপ্তর্ষিমণ্ডল প্লাবিত করিয়া সুমেরু পর্ব্বতে পতিত হয়।

বঙ্খু—অপর নাম চক্ষু, মধ্য-এশিয়ার অক্সাস নদী।

ভদ্রা—ভদ্রাশ্ববর্ষের নদী ; অনেকে অনুমান করেন বর্ত্তমান ওবি নদী।

স্নানে যায় পুণ্য—

যৈঃ পুণ্যবাহিনী গঙ্গা সকৃদ্ ভক্ত্যাবগাহিতা।
তেষাং কুলানাং লক্ষস্তু ভয়াৎ তারয়তে শিবা॥
অনেক-জন্ম-সম্ভূতং পাপং পুংসাং প্রণশ্যতি।
স্নান-মাত্রেণ গঙ্গায়াং সদ্য পুণ্যস্য ভাজনম্॥—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

মুক্তি হয় যদি মরে জলে—

গঙ্গায়াং জ্ঞানতো মৃত্বা মুক্তিম্ আপ্নোতি মানবঃ।
অজ্ঞানাদ্ ব্রহ্মলোকঞ্চ যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥
গঙ্গায়াঞ্চ জলে মোক্ষো বারাণস্যাং জলে স্থলে।
অন্তরীক্ষে চ গঙ্গায়াং গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে॥—কূর্ম্মপুরাণ।

সতিল তর্পণ—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং স্নানম্ উচ্যতে।
তর্পণন্তু ভবেৎ তস্য অঙ্গত্বেন ব্যবস্থিতম্॥—ব্রহ্মপুরাণ।
তিলোদকাঞ্জলির্ দেয়ো জলস্থৈস্ তীর্থবাসিভিঃ।—মৎস্যপুরাণ।

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, নারদ-সংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিতে সতিল তর্পণের ব্যবস্থা আছে।

তীর্থে তিথিবিশেষে চ গঙ্গায়াং প্রেতপক্ষকে।
নিষিদ্ধেঽপি দিনে কুর্য্যাৎ তর্পণং তিলমিশ্রিতম্॥—মরীচিবচন।

তিলের অপর নাম পবিত্র, পিতৃতর্পণ ইত্যাদি।

ধৌত পট—ধোয়া পরিষ্কার কাপড়।

সাধুর মগরায় গমন (৬৪৫ পৃষ্ঠা)

মেদন মল্ল—মেদিনীপুর, মেদন মল্ল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত? চব্বিশ-পরগনার কোনো পরগনা ?

মগরায় নদনদীগণের আগমন (৬৪৬—৬৪৭ পৃষ্ঠা)

৬৪৬ পৃষ্ঠা

এই সমস্ত নদীই কালকেতুর সাহায্যের জন্য কলিঙ্গ ভাসাইতে গিয়াছিল ; ইহাদের অধিকাংশই কবির বাসস্থানের নিকটস্থ নদী। শিলাই কাঁসাই দনাই ব্রাহ্মণভূম পরগনার ভিতর দিয়া প্রবাহিত।

বগড়ি—মেদিনীপুর জেলায়, গড়বেতার নিকটে ; পূর্ব্বে সমগ্র বঙ্গের নাম ছিল। ব্যাঘ্রতটী > বগড়ি নিষ্পন্ন হইয়া থাকিবে বলিয়া সুনীতি-বাবু অনুমান করেন।

জুলি—দ্রবিড় জোল, কন্ধ জোড়্=জলস্রোত ; কন্নাড় জোরু=ক্ষরিত বা প্রবাহিত হওয়া। তুঃ নাল ঝোল=লালাস্রোত। —ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়।

দুর্জ্জয় ঝড় (৬৪৮—৬৪৯ পৃষ্ঠা)

৬৪৮ পৃষ্ঠা

হেলাহেলি—? সাঁতার অর্থে মালদহ জেলায় প্রচলিত শব্দ। এখানে অর্থ ভাসাভাসি। স° হিল্লোল হইতে ?

চারিমেঘে......অষ্ট গজরাজ—চণ্ডীমঙ্গলবোধিনী প্রথম ভাগ ৪৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পুকুর হৈল হারা—জলে ডুবিয়া যাওয়াতে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য যে কোথায় স্থল ও কোথায় পুষ্করিণী আছে।

জৈমুনি—চণ্ডীমঙ্গলবোধিনী প্রথম ভাগের ৩৭৪ ও ৪৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ধনপতির বিলাপ (৬৪৯—৬৫০ পৃষ্ঠা)

৬৪৯ পৃষ্ঠা

কাতি—স° কাত=শল্ক, মাছের আঁইষ (তুলনীয় কাতল মাছ) ; ও° কাতি ; কর্ত্তরী, কর্ত্রী > কাতি ; শল্ক বা কাটারীর ন্যায় একপার্শ্বে অবস্থান ?

৬৫০ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

ব্যয়—গতিবেগ ।

গিরিগুহা বিকট দশন—হাঙ্গর-কুম্ভীরের মুখের হাঁ গিরিগুহার মতন বিস্তীর্ণ এবং তাহাতে আবার অধিকন্তু বিকট দন্ত আছে।

বিকট—স° বিকৃত > প্রা°-স° বিকট (বি+$\sqrt{}$কট=বিস্তৃত ভাবে আচ্ছাদিত অর্থাৎ বৃহৎ) ।

ছয়খানি ডিঙ্গার বিনাশ (৬৫২-৬৫৩ পৃষ্ঠা)

৬৫২ পৃষ্ঠা

ব্রহ্মা···পালক—শ্রীকৃষ্ণের শক্তি পরীক্ষার জন্য ব্রহ্মা সমস্ত গোপবালক গাভী বৎস হরণ করিয়া পাতালে মায়ার নিকটে লুকাইয়া রাখেন ; তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমস্ত গোপবালক গাভী বৎস রূপে প্রকাশিত হইয়া তাহাদের অভাব কাহাকেও বুঝিতে দেন নাই। ইহাতে ব্রহ্মা পরাজিত হইয়া সেই হৃত প্রাণীদিগকে প্রত্যর্পণ করেন। —ভাগবত ১০ম স্কন্ধ।

আঁঠু—স° অস্থি > প্রা° অট্‌ঠি > স° অষ্ঠি। স° অষ্ঠিবৎ। সর্বা° টী° স° অণ্ডু, ও° আঠু, হি° ঠিহুন।

৬৫৩ পৃষ্ঠা

তুরিত—স° ত্বরিত > প্রা° তুরিত। স° ব-ফলা স্থানে প্রা° উ-কার হয় ; যথা—স্বয় > সুয়।

সঙ্কেতমাধব—মালবদেশের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথ-মূর্ত্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। এক মন্বন্তর পরে যখন পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন উড়িষ্যার রাজা ছিলেন মাধব। জগন্নাথ-দেবের মন্দির সমুদ্রের বালিতে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল, কেবল চূড়ার নীল চক্র দেখা যাইতেছিল। মাধব মন্দির আবিষ্কার করিয়া নিজেকেই উহার নির্ম্মাতা ও প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ঘোষণা করেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহার দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন। রাজা মাধব গাল (মিথ্যা) গল্প প্রচার করিয়া গাল-মাধব নামে পরিচিত হন এবং যে স্থানে ইন্দ্রদ্যুম্নের সঙ্কেত অনুসারে মাধব মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হন সেই স্থান সঙ্কেতমাধব নামে অভিহিত হয়।

৬৫৪ পৃষ্ঠার পাঠান্তর ও অতিরিক্ত

ভুখ শোষ—স° বুভুক্ষা > হি° ভুখ = ক্ষুধা। স° শোষ = শুষ্কতা, তৃষ্ণা। প্রঃ—

আর্ত্তনাদ করি পাপী কান্দে ভোক শোষে।

—কৃত্তিবাসী রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড।

ভোখে ভাত নাহিঁ খাওঁ রাধা
শোষে পাণী নাহিঁ পীওঁ। —শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

৬৫৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

কুম্ভার—স° কুম্ভকার > প্রা° কুম্ভআর > কুম্ভার।

চাক—স° চক্র > প্রা° চক্ক > চাক।

একলা—স° একল > প্রা° একল্লঅ, ইকলি, একলি (প্রাকৃত-পৈঙ্গলে) = একাকী।

(নাবিকদিগের রোদন ৬৫৫ পৃষ্ঠা)

বাঙ্গাল—পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগকে রাঢ়ের লোকেরা বহুকাল হইতে বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছে। সর্ব্বানন্দের টীকাসর্ব্বস্বে "বঙ্গাল-বচ্চরাণাং" শুঁটকি-মাছ-প্রিয়তার প্রতি বিদ্রূপ আছে। চৈতন্যদেবও বাঙ্গালদিগকে বিদ্রূপ করিতেন।

বিশেষে চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া॥
তাবত কদর্থেন শ্রীহট্টিয়ারে ঠাকুর।
যাবত তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর॥ —চৈতন্যভাগবত।

কাণ্ড—? কাগ = কেঁড়ে, ভাঁড়।

শ্রীক্ষেত্র বর্ণনা (৬৫৪-৬৫৮ পৃষ্ঠা)

৬৫৪ পৃষ্ঠা

ইন্দ্রদ্যুম্ন—স্কন্দ কূর্ম্ম নারদ প্রভৃতি পুরাণে এঁর উল্লেখ আছে। রাজস্থানের মালব দেশের সূর্য্যবংশীয় রাজা, ব্রহ্মা হইতে পঞ্চম পুরুষ।

আসীৎ কৃতযুগে বিপ্রা ইন্দ্রদ্যুম্ন মহানৃপঃ।
সূর্য্যবংশে সধর্ম্মাত্মা স্রষ্টুঃ পঞ্চম পুরুষঃ॥
—স্কন্দপুরাণ, উৎকলখণ্ড, ৭ম অধ্যায়।

তিনি তীর্থরাজ পুরুষোত্তমক্ষেত্রের বিবরণ ব্রাহ্মণদের মুখে শুনিয়া স্বীয় পুরোহিতের ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে ঐ তীর্থের সন্ধান করিতে প্রেরণ করেন। বিদ্যাপতি শবর জাতির দ্বারা গোপনে পূজিত অক্ষয় বট নীলমাধব ও রোহিণী কুণ্ড দর্শন করেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিদ্যাপতির মুখে সংবাদ পাইয়া নীলাচলে আসিয়া জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করান।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে বৌদ্ধদের অক্ষয় বটের সহিত নীলমাধবের সম্পর্ক আছে এবং তিনি পূর্ব্বে শবর জাতির দ্বারা গোপনে পূজিত হইতেন। ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যে বৌদ্ধগণ আপনাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান গোপন করিতে বাধ্য হয় (Modern Buddhism and Archæological Survey of Mayurbhanja by N. N. Vasu দ্রষ্টব্য)।

কবিকঙ্কণ ইন্দ্রদ্যুম্নকে দ্রাবিড় ভূপাল বলিয়াছেন এবং তাহাই হওয়া খুব সম্ভব। ইন্দ্রদ্যুম্ন যে বৌদ্ধ রাজা তার পরিচয় বাংলা দেশে পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত ছিল—

ইন্দ্রদ্যুম্ন বৌদ্ধ রাজা জগন্নাথে কীর্ত্তি।
সাম্যবাদী, তবু বলায় ক্ষত্রিয়-বৃত্তি॥
রাজা হলে রাজন্য সে, না ভাবে অন্যথা।
পতিত কাম্বোজাদি গৌড়ে ক্ষত্র যথা॥ —গোষ্ঠীকথা।

অক্ষয় বট—পুণ্যং কল্পবটং তত্র দারুব্রহ্ম-সমীপতঃ।—কপিল-সংহিতা। জগন্নাথ-মন্দিরের প্রাঙ্গণে ঈশান কোণে অক্ষয়বট বা কল্পবৃক্ষ অবস্থিত।

অমরস্ ত্বং মহাকল্পে হরেশ্ চায়তনং বট।
ভক্ত্যা প্রদক্ষিণং কৃত্বা মহাকল্পবটং নরঃ।
সহসা মুচ্যতে পাপাৎ জীর্ণত্বচঃ ইবোরগঃ॥ —ব্রহ্মপুরাণ।

এই বটবৃক্ষতলে শ্রীবটেশ্বর, বটকৃষ্ণ ও মঙ্গলা দেবী অবস্থিত।

মঙ্গলা বটমূলে চ দেবমঙ্গলদায়িনী।

—কপিলসংহিতা ৫ অধ্যায়।

৬৫৫ পৃষ্ঠা

পথে বা শ্মশানে মরে—

মুক্তি পায় যদি তথা মরয়ে কুক্কুর॥
ক্ষেত্র-মধ্যে মরে যদি করে ক্ষেত্রবাস।
দূরে থাকি আসিতে করয়ে অভিলাষ॥
সহস্র যোজন মধ্যে মৃত্যু যার হয়।
তথাপিহ মুক্তি তার নাহিক সংশয়॥

—শ্রীকাশীরামদাসানুজ গদাধর দাসের জগৎমঙ্গল
(উৎকলখণ্ডের অনুবাদ)।

৬৫৬ পৃষ্ঠা

সুভদ্রা বলাই......জগন্নাথ—ইঁহারা প্রথমে বৌদ্ধ ত্রিরত্ন—বুদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্ঘের প্রতীক ছিলেন; ইঁহাদের মূর্ত্তি ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূত প্রকাশক পাঁচটি ব্রাহ্মী অক্ষর য র ল ব ন এবং পাঁচটি জ্যামিতিক ক্ষেত্রের সমষ্টি মাত্র—ক্ষিতি-চিহ্ন চতুষ্ক, অপ্-চিহ্ন বৃত্ত, অগ্নি-চিহ্ন ত্রিকোণ, মরুৎ-চিহ্ন অর্দ্ধচন্দ্র, ব্যোম-চিহ্ন গম্বুজাকৃতি বৃত্তাভাসার্দ্ধ পর পর অবস্থিত হইয়া মনুষ্যাকৃতির আভাস মাত্র প্রকাশ করিয়াছে; এইজন্য জগন্নাথ সুভদ্রা বলরামের বিগ্রহ সুগঠিত মনুষ্যাকার নহে। (শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার প্রণীত "মন্দিরের কথা" দ্রষ্টব্য)।

জগন্নাথ-মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠাতা ইন্দ্রদ্যুম্ন যে বৌদ্ধরাজা ও জগন্নাথ বৌদ্ধ কীর্ত্তি তার পরিচয় বাংলা কুলজী হইতে পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। বাংলা অপর গ্রন্থেও এর পরিচয় পাওয়া যায়—

তবে শ্রীজগন্নাথ বৌদ্ধ রূপ ধরে।
প্রবেশ করিলা হরি দেউল ভিতরে॥
লুকাইয়া যোগধ্যানে রহিলা শ্রীহরি।
দেউল গঠিয়া রাজা গেল ব্রহ্মপুরী॥—মুকুন্দের জগন্নাথবিজয়।

দশম রূপেতে গোসাঞি বলালে জগন্নাথ।
নিমের প্রতিম গোসাঞি সুবর্ণের হাথ॥
হিঁদু মুছুলমান তোথা একছত্র করিঞা।
আপনা জানান প্রভু জানান জানিঞা॥
হাতে লিলে তিব কামঠা পায় দিয়া মজা।
গৌড়েতে বন্দেন গিয়া ধর্ম্ম মহারাজা॥

জলধির তীরে স্থান বোদ্ধ রূপে ভগবান।

—ধর্ম্মপূজাবিধান।

গুপ্ত ভাবে থাকি আমি নীল নারায়ণ।—গদাধর দাসের জগৎমঙ্গল।

বৈশাখ মাসের কোনো কোনো দিন এখনও জগন্নাথদেবের 'বুদ্ধবেশ' করা হয় ও উৎসব হয়। বুদ্ধদেবের দন্ত-বিজয়েরই রূপান্তর বর্ত্তমান রথযাত্রা।

বুদ্ধদেবের দেহান্তর হইলে তাঁর ভক্তেরা তাঁর দেহাবশেষ—দন্ত নখ কেশ অস্থি ভস্ম—লইয়া চৈত্য স্তূপ ও মন্দিরে রক্ষা করেন। উড়িষ্যার রাজা ব্রহ্মদত্ত একটি বুদ্ধদন্ত সংগ্রহ করিয়া যেস্থানে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন সেই স্থান দন্তপুর বা ওদন্তপুর নামে পরিচিত হয়। এই দন্তপুরেব বর্ত্তমান নাম দাঁতন। বুদ্ধদন্ত দন্তপুর হইতে পুরীতে স্থানান্তরিত হয়।

মগধরাজ কর্ত্তৃক উড়িষ্যা বিজিত হয়। মগধের রাজাধিরাজ পাণ্ডুর অধীনে উড়িষ্যার রাজা ছিলেন গুহশিব। গুহশিব বৌদ্ধের দন্তোৎসব ও রথযাত্রা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধ হন এবং বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণদিগকে উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত করেন। ব্রাহ্মণেরা গিয়া সম্রাট্ পাণ্ডুর নিকট অভিযোগ করিল। সম্রাট্ পাণ্ডু স্বীয় সেনাপতি চৈতন্যকে পাঠাইলেন বিধর্ম্মী সামন্ত নৃপতি গুহশিবকে শাস্তি দিতে। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"-মন্ত্রে দীক্ষিত গুহশিব যুদ্ধ না করিয়া সেনাপতিব শিবিবে নিরস্ত্র অবস্থায় উপহার লইয়া উপস্থিত হইলেন। সেনাপতি চৈতন্য রাজা গুহশিবের মৈত্রী ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং গুহশিবকে সম্রাটের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। গুহশিব সম্রাটের আদেশ স্বীকার করিয়া বুদ্ধদন্ত লইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। এই ভক্তচরিতের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া সম্রাট্ পাণ্ডুও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং বুদ্ধদন্ত স্থাপনের জন্য একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন ও স্বীয় সাম্রাজ্য দেবোত্তর রূপে উৎসর্গ করিলেন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর গুহশিব বুদ্ধদন্তটি মগধ হইতে উড়িষ্যায় পুনরানয়ন করেন। মালব দেশের রাজা এই দন্ত-মাহাত্ম্য শুনিয়া বুদ্ধ-দন্ত দর্শন করিবার মানসে দন্তপুরে আসেন এবং রাজা গুহশিবের কন্যা হেমমালাকে

বিবাহ করিয়া উড়িষ্যাতেই থাকিয়া যান। এই মালবরাজই পুরাণের ইন্দ্রদ্যুম্ন। রাজা গুহশিব স্বস্তিপুরের রাজাদের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ সংগ্রামে নিহত হইলে গুহশিবের জামাতা মালবরাজ ও কন্যা হেমমালা বুদ্ধ-দন্ত লইয়া সিংহলে পলায়ন করেন ২৩২ শকাব্দে অর্থাৎ ৩১০ খৃষ্টাব্দে। এই বিবরণ পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্ম্ম ও সিংহলের ইতিহাস-সম্বলিত গ্রন্থ দাঠাবংশ হইতে জানা যায়।

উড়িষ্যার রাজা যযাতি-কেশরীর সময় (৩৯৬ শকাব্দ বা ৪৭৪ খৃষ্টাব্দ) হইতে রাজ্যসংক্রান্ত দৈনিক ঘটনাবলী তালপত্রে লিখিত ও জগন্নাথ-মন্দিরে রক্ষিত হইতে থাকে ; সেই দিনলিপিকে মাদলা পঞ্জী বলে। এই পঞ্জী হইতে জানা যায় যে যযাতি-কেশরী জগন্নাথ-মূর্ত্তির সন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে তাহা রাজা রক্তবাহুর আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ভয়ে সোনপুর গোপালী নামক স্থানে প্রোথিত আছে ; সেই স্থানে একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থ (বট ?) গাছ জন্মিয়া স্থানটি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সেই স্থান খনন করিয়া একটি প্রস্তরাধারের মধ্য হইতে বিকৃত ও জীর্ণ অস্থি পাওয়া যায়। রাজা যযাতি-কেশরী দারুময় জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা-মূর্ত্তি গঠন করাইয়া সেই অস্থি দারুমূর্ত্তির অভ্যন্তরে রক্ষা করেন। অন্তর্নিহিত সেই বুদ্ধাস্থি এখন বিষ্ণুপঞ্জর নামে পরিচিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যযাতি-কেশরী দ্বিতীয়-ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে প্রখ্যাত হন (৪০৯ শকাব্দ বা ৪৮৭ খৃষ্টাব্দ)। তিনি বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর নবম অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন ; এবং জগন্নাথ-মূর্ত্তিকে বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিয়া প্রচারিত করেন। কিন্তু পূজাপদ্ধতি বৌদ্ধাচার মতেই নির্দ্দিষ্ট ও বৌদ্ধ প্রথায় জগন্নাথের মন্দির পূর্ব্বমুখ করা হয় ; ব্রাহ্মণ্যমন্দির দক্ষিণমুখ বা পশ্চিমমুখ হওয়া বিধি।

জগন্নাথ সুভদ্রা বলরামের চোখমুখ কতকগুলি বৌদ্ধ তান্ত্রিক যন্ত্র-চিহ্ন ছাড়া আর কিছু নয়।

পুরাণে দেখা যায় ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন মন্দির নির্ম্মাণ করেন তখন এক কূর্ম্ম পৃষ্ঠে করিয়া বকুলমালা পর্ব্বত হইতে পাথর বহিয়া আনিয়াছিল। কূর্ম্ম ধর্ম্মের বাহন, পরে স্বয়ং ধর্ম্মরূপী। ইহাও জগন্নাথের বৌদ্ধত্বের নিদর্শন।

জগন্নাথ যদিও বিষ্ণুমূর্ত্তি বলিয়া পরিচিত, তথাপি তাঁর পূজক পাণ্ডারা শাক্ত। খুব সম্ভব বৌদ্ধ তান্ত্রিক অনুষ্ঠান শাক্ত অনুষ্ঠানের অনুরূপ বলিয়া বৌদ্ধ পূজকেরা শাক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

উড়িষ্যায় কেশরী বংশের পর গঙ্গাবংশ রাজত্ব করেন। রাজা অনঙ্গভীম ১১১৯ শকাব্দে বা ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথ-মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করান। এই তারিখ জগন্নাথের রত্নবেদীর গায়ে খোদিত আছে।

পাঠান রাজা সোলেমানের সেনাপতি ব্রাহ্মণ রাজু মুসলমান হইয়া হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী ও মূর্ত্তি-মন্দির-ধ্বংস-ব্রতী হন এবং কালাপাহাড় নামে পরিচিত হন। কালাপাহাড় উড়িষ্যা জয় করিলে পাণ্ডারা জগন্নাথমূর্ত্তি চিল্কা হ্রদের তীরে পারিকুদ নামক স্থানে মাটির নীচে পুতিয়া রাখে। কালাপাহাড় সেই মূর্ত্তি সন্ধান করিয়া বাহির করিয়া পুড়াইয়া ফেলিতে আদেশ করেন। পাণ্ডা বেসর মহান্তী অর্দ্ধদগ্ধ দারুমূর্ত্তি গোপনে উদ্ধার করিয়া কুজং নামক দুর্গের অধিপতি খণ্ডায়তের নিকট সমর্পণ করেন। রাজা রামচন্দ্রদেব সেই দগ্ধাবশেষ মূর্ত্তি পুরীতে প্রত্যানয়ন করিয়া নিম্বকাষ্ঠে গঠিত নূতন মূর্ত্তির অভ্যন্তরে স্থাপন করেন এবং সেই অন্তর্নিহিত দগ্ধাবশেষ মূর্ত্তি ব্রহ্মমণি নামে পরিচিত হয়।

মোগল অধিকারের সময়ও মুসলমান আক্রমণের ভয়ে দেবমূর্ত্তিগুলিকে চিল্কাহ্রদের তীরে জঙ্গলে লুকাইয়া রাখা হয়। খুড়দার রাজা বার্ষিক ৯ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিয়া মোগল সম্রাটের সম্মতিক্রমে দেবমূর্ত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।

জগন্নাথের বিশেষ বিবরণের জন্য রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ও হাণ্টার সাহেবের উড়িষ্যার ইতিহাস, শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার প্রণীত মন্দিরের কথা ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত উৎকলের পঞ্চতীর্থ, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত Orissa and Her Remains প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

চৈতন্যদেবের সময় হইতে জগন্নাথক্ষেত্র বিশেষ ভাবে বৈষ্ণবতীর্থে পরিণত হয়।

উৎকলখণ্ডে সুভদ্রাকে জগন্নাথ ও বলরামের ভগিনী অথচ তাঁদের শক্তি বলা হইয়াছে ইহার মধ্যে অনার্য্য সমাজে ভগিনী-বিবাহ এবং হিন্দু দেবতার শক্তি-সমন্বিত হইয়া অবস্থান দুইই মিশ্রিত হইয়াছে বোধ হয়।

গরুড়—জগন্নাথ-মন্দিরের মধ্যে গরুড়স্তম্ভ। চৈতন্যদেব এইখান হইতে জগন্নাথ দর্শন করিতেন।

মণিকোটা—বিমান-মধ্যস্থ চতুষ্পথের মধ্যবর্ত্তী মূল রত্নবেদী (sanctuary)।

রোহিণী কুণ্ড—পুরীর পঞ্চতীর্থের অন্যতম—

মার্কণ্ডেয়ে বটে কৃষ্ণে রৌহিণেয়ে মহাদধৌ
ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরঃ স্নাত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥—তীর্থতত্ত্ব।

তস্য (বটবৃক্ষস্য) পশ্চাদ্ দিশি

খ্যাতং কুণ্ডং রৌহিণ-সংজ্ঞকম্।
তৎ পূর্ণং কারণাম্ভোভিঃ স্পর্শনাদ্ এব মুক্তিদম্॥

—উৎকলখণ্ড।

পুরীর মন্দিরের অন্তর্প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকে রোহিণী কুণ্ড। ভুষণ্ডী কাক এক কুণ্ডে স্নান করিয়া চতুর্ভুজ হয়—"কাক চতুর্ভুজ হৈল জল পরশনে"—জগৎমঙ্গল।

রোহিণী নামেতে কুণ্ড তাহার পশ্চিমে।
পরশে কৈবল্য পুরী লভয়ে অধমে ॥—জগৎমঙ্গল।

বাজারে বিকায় ভাত—মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণের দক্ষিণভাগে আনন্দবাজার; সেখানে মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয়।

৬৫৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

বিমলা দেবী—

মঙ্গলা বটমূলে চ দেবমঙ্গলদায়িনী।
তাং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা চ মোহবন্ধাদ্ বিমুচ্যতে ॥
—কপিলসংহিতা ৫ম অধ্যায়।

ইনি বৌদ্ধ শক্তি, আবরণ-দেবতা। আশ্বিনের মহাষ্টমী উপলক্ষে রাত্রি দুই প্রহরের সময় জগন্নাথ নিদ্রিত হইলে চুপিচুপি দেবীকে একটি ছাগল বলি দেওয়া হয়। এই বিমলা দেবীর উল্লেখ মৎস্যপুরাণে (১৩ অধ্যায় ৩৫ শ্লোকে) আছে। হর হরিভাবে—"বৈষ্ণব তীর্থে তান্ত্রিক দেবতার উপাসনা ও স্বয়ং জগন্নাথদেবের বিমলা দেবীর ভৈরব বলিয়া পরিচয় প্রভৃতি খণ্ড প্রমাণ স্মরণ করিয়াই হয়তো আচার্য্য ব্লক প্রমুখ পণ্ডিতগণ জগন্নাথের শৈবত্ব সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন।"—মন্দিরের কথা, ৩০ পৃষ্ঠা।

ব্লক প্রভৃতি যাহা অনুমান করিয়াছিলেন তাহা এই উক্তির দ্বারা সমর্থিত হইতেছে।

মার্কণ্ডেয় হ্রদ—জগন্নাথ-মন্দির হইতে আধ মাইল পশ্চিম-উত্তরে মার্কণ্ডেয় হ্রদ বা সরোবর। তাহার দক্ষিণ পাড়ে মার্কণ্ডেয় শিবের তিন-ভাগ-করা মন্দির। রাজা কুণ্ডল-কেশরী দ্বারা ৮২০ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। পৌরাণিক মতে মার্কণ্ডেয় মুনির দ্বারা খনিত (উৎকলখণ্ড, ৩য় অধ্যায়)।

মার্কণ্ডেয়ঞ্চ তত্রৈব তীর্থং ত্রৈলোক্যপাবনম্।
যত্র স্নাত্বা সুরাঃ সর্ব্বে স্বপুরং প্রাপ্নুয়ুঃ পুরা ॥
—কপিলসংহিতা।

এই হ্রদে স্নান করি শিবে যে দেখিব।
দেহ অবসান হৈলে আমারে পাইব ॥—জগৎমঙ্গল।

সিন্ধুতটে পিণ্ডদান—

পিতৃণাং যে প্রযচ্ছন্তি পিণ্ডং তত্র বিধানতঃ।
অক্ষয়াং পিতরস্ তেষাং তৃপ্তিং সংপ্রাপ্নুবন্তি বৈ ॥—ব্রহ্মপুরাণ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর—রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের যজ্ঞকালে দ্রব্যসম্ভার লইয়া এতো বলদ গোরু আসে যে তাদের খুরে খনিত খাত প্রকাণ্ড সরোবর হইয়া যায়; ইহার আয়তন ৪৮৬ ফুট × ৩৯৬ ফুট; সরোবরের চারিপাড়ে পাথর-বাঁধা ঘাট। গুণ্ডিচাগড় বা গুণ্ডিচা-বাড়ীর আধ মাইল ঈশান কোণে এই সরোবর অবস্থিত। গুণ্ডিচা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের রাণী ছিলেন; এখন জগন্নাথের মাসী বলিয়া পরিচিতা।

ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরঃ স্নাত্বা ইন্দ্রেণ সম্প্রপূজিতম্।
তত্র স্নাত্বা নরো বিপ্রা ইন্দ্রেণ সহ মোদতে ॥
তত্রস্থং নরসিংহঞ্চ হরন্তু নীলকন্দরম্
দৃষ্ট্বা নত্বা পূজয়িত্বা জ্যোতির্লোকং ব্রজেন্ নরঃ ॥

—কপিলসংহিতা। ব্রহ্মপুরাণ।

শ্বেতগঙ্গা—জগন্নাথ-মন্দিরের অতি নিকটেই অবস্থিত সরোবর। জল অতি অপরিষ্কার। শ্বেত নামক নরপতির প্রতিষ্ঠিত (উৎকলখণ্ড)।

তত্র নীলাচলে বিপ্রাঃ শ্বেতগঙ্গা ইতি শ্রুতা।
শ্বেত-মাধব-রূপেণ তত্রাস্তে ভগবান্ প্রভুঃ ॥
শ্বেতায়াঞ্চ নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা তৌ শ্বেত-মৎস্যকৌ
পাপানি চ পরিত্যাজ্য শ্বেতদ্বীপে ব্রজেদ্ ধ্রুবম্ ॥

—কপিলসংহিতা।

নীলমাধব—জগন্নাথ নাম হইবার আগে জগন্নাথ মূর্ত্তি এই নামে পরিচিত হইত—

তস্য প্রাক্ তটম্ আস্থায় নীলেন্দ্র-মণি-নির্ম্মিতা
তনু শ্রীবাসুদেবস্য সাক্ষান্ মুক্তি-প্রদায়িনী ॥

—কপিলসংহিতা।

নীলরূপে নিবসে তথায় নারায়ণ।—জগৎমঙ্গল।

"দারুব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে নীলমাধব নামক যে রত্নমূর্ত্তি বা প্রস্তর শবরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইত, তাহা উৎকলখণ্ডে বর্ণিত আছে।"—মন্দিরের কথা।

গতি পুরুষোত্তমে—শিবভক্ত কাশীরাজ বিষ্ণুকে অগ্রাহ্য করিয়া আমিই বাসুদেব বলিয়া প্রচার করেন। ইহাতে বিষ্ণু ক্রুদ্ধ হইয়া কাশী দগ্ধ করেন; শিব কাশী রক্ষার

চেষ্টায় বিফল ও যুদ্ধে পরাজিত হন। তখন পুরীহীন শিবদুর্গাকে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমা করিয়া বলিলেন—বারাণসী অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট তীর্থ আছে—

সমুদ্র-উত্তর-তীরে নীল গিরিবর।
আমার নিলয় সেই জান মহেশ্বর ॥
সেই ক্ষেত্র নিকটেতে রহ গিয়া তুমি।

সেই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য—

পৃথিবীর মধ্যে তীর্থ বারাণসী পুর।
মুক্তি পায় যদি তথা মরয়ে কুকুর ॥
ক্ষেত্র-মধ্যে মরে যদি করে ক্ষেত্রবাস।
দূরে থাকি আসিতে করয়ে অভিলাষ ॥
সহস্র যোজন মধ্যে মৃত্যু যার হয়।
তথাপিহ মুক্তি তার, নাহিক সংশয় ॥—জগৎমঙ্গল।

৬২৭ পৃষ্ঠা

ছেনা—সং ছিন্ন হইতে? সং সন্তানিকা (=ক্ষীরশর) হইতে? সং ছগণ > * ছঅন > * ছয়ন > * ছৈন > ছেন, ছেনা।—সুনীতি বাবু।

ক্ষীর খণ্ড ছেনা ননী চিনিচাঁপাকলা।—ঘনরাম।
নারিকেল-শস্য ছানা শর্করা মধুর।—চৈ, চ, মধ্য ৩ পরিচ্ছেদ।
অমৃতমণ্ডা ছেনা-বড়া আর কর্পূরকেলি।
—চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৪।

ছেনা শুদ্ধ; পাখীর ছানা; শব্দ সাদৃশ্যে ছানা।

নাফরা—সং অলাবু > প্রাং লাবু+রা=লাবুরা—লাউ-ঘটিত তরকারী। আং লফীফ্ =মিশ্র (পাঁচমিশালি তরকারী); জনতা। আং লফীফ্ =একত্র গ্রন্থন। সরু সরু লম্বা বেগুনকে কোনো কোনো স্থানে লাফ্‌রা বেগুন বলে; যে বেগুন লাফ দিয়া যেন লম্বা হইয়াছে! সেই বেগুনের তরকারী লাফ্‌রা?

দুগ্ধতুম্বি দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ড বেসারি লাফরা।
—চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৫।

প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে।
—চৈ, চ, মধ্য ৬ পরিচ্ছেদ।

লাফরা খায়েন প্রভু ভক্তগণ হাসে।—চৈতন্যভাগবত।
লাফা বাগুন দীর্ঘে করি চারি খণ্ড।
—দ্বিজ বংশীবদনের মনসামঙ্গল।

তোড়ানি—ও° তোয়ানি=আমানি, ভিজাভাতের জল। তোয়ান্ন ?
জোন্দা—? টক।
তার—স° তার=আস্বাদ।
কাপুড়া—কাপড়িয়া, বস্ত্রপরিহিত।

৬৫৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

প্রসাদ গঙ্গার জল—

নৈবেদ্যান্নং জগৎভর্ত্তুর্ গাঙ্গং বারি সমং দ্বয়ম্।
দৃষ্টি-স্পর্শন-চিন্তাভির্-ভক্ষণাদ্ অঘনাশনম্॥
—উৎকলখণ্ড ৩৮ অধ্যায়।

সর্ব্ব পাপ নষ্ট হয় প্রসাদ খাইলে।
বিমানে চড়িয়া সব বিষ্ণুলোকে চলে॥—জগৎমঙ্গল।

অন্ন রান্ধেন রমা—

লৌকিক-ব্যবহারোঽয়ং পচতি শ্রী স্বয়ং ধ্রুবম্।
ভুঙ্‌ক্তে নারায়ণো নিত্যং তয়া পক্বং শরীরবান্॥—উৎকলখণ্ড।
রন্ধন করেন লক্ষ্মী হরির ভোজন।
পরিসে কমলা দেবী ভুঞ্জে ভগবান॥—জগৎমঙ্গল।

দরশনে কলুষ নিপাত—

আঘ্রাণান্ মানসং পাপং দর্শনাদ্ দৃষ্টিজং তথা।
আস্বাদাদ্ বাক্‌কৃতং পাপং শ্রাবণঞ্চ ব্যপোহতি॥
—উৎকলখণ্ড।

প্রসাদ দর্শনে পাপ খণ্ডে ততক্ষণ।—জগৎমঙ্গল।

ক্ষীরপুলী—ক্ষীরপূরিকা; যে পিষ্টকের মধ্যে ক্ষীর পূর্ণ করা হয়।
পাণ্ডা—স° পণ্ডা=শাস্ত্রজ্ঞান; পণ্ডিত=শাস্ত্রজ্ঞানী; পাণ্ডা=তীর্থস্থান-অভিজ্ঞ।
মণ্ডা—স° মণ্ড, মণ্ডক; অথবা মণ্ডল আকার যার।
চাকি—স° √চক্ষ=দর্শন; চক্ষণ=চাটনি > হি° চিখ্‌না=স্বাদগ্রহণ।

বড়া—স° বটক > বড়অ > বড়া।

প্রসাদ শুখান অন্ন—জগন্নাথের প্রসাদ অন্ন শুকাইয়া দূরদেশে চালান্ হয়—

শুকাইয়া অন্ন যদি দূরে লয়্যা যায়।
তাহার অধিক ফল সেইজন পায়।—জগৎমঙ্গল।
চিরস্থম্ অপি সংশুষ্কং নীতং বা দূরদেশতঃ।
যথাতথোপযুক্তং তৎ সর্ব্বপাপাপনোদনম্॥—উৎকলখণ্ড।

ভেদ নাহি চারি বর্ণ—

বর্ণাবর্ণ জাতি নাহি করিব বিচার।—জগৎমঙ্গল।
পাপ-সংস্কার-কর্ত্তৃণাং সম্পর্কোঽত্র ন দুষ্যতি।
পদ্মায়াঃ সান্নিধানেন সর্ব্বে তে শুচয়ঃ স্মৃতাঃ॥
—উৎকলখণ্ড, ৩৮ অধ্যায়।

৬৫৮ পৃষ্ঠা

কুক্কুর-বদন-ভ্রষ্ট প্রসাদ—

কুক্কুরের মুখোচ্ছিষ্ট করিবে ভক্ষণ।—জগৎমঙ্গল।

নহে জন্তু ভোজন সমান—উৎকলখণ্ড ৩৮ অধ্যায়ে পসাদ ভক্ষণের মাহাত্ম্য বিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

ঝাঁট্যাতি—যে মন্দির ঝাঁট দেয়, ঝাড়ুদার।

বাইতি—স° বাদতি > বাঅতি > * বায়তি > বাইতি = বাদ্যকর, বাজনদার। স° বাদয়ন্তিক > * বাঅইতিঅ > বাইতি ?

অযোধ্যা মথুরা মায়া ইত্যাদি—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতাঃ মোক্ষদায়িকাঃ।—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

উৎকলখণ্ড—স্কন্দপুরাণের এক ভাগ।

ধনপতির শ্রীক্ষেত্র-দর্শন (৬৫৮—৬৫৯ পৃষ্ঠা)

৬৫৮ পৃষ্ঠা

বাজরাজেশ্বরে—জগন্নাথকে।

৬৫৯ পৃষ্ঠা

চটইগাছি—?

ধাওনী—স° ধাবনী=গতি।

পাল্য—স° প্রাপ্নোতি > * প্রাপতি > প্রা° পাবই > পাঅই > বা° পায়। বা° √পা+ইল্ল > পাইল > পাল্য।

কলধৌতপুর—সোণারপুর।

চন্দ্রহরি—?

ময়াল—আ° মহাল, স° মহালয়=ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি।

গয়ার ময়াল দেখি নাচে।—চৈতন্যমঙ্গল।

কলাহাটী—?

ধূলিগ্রাম—?

অঙ্গারপুর—?

শ্রীক্ষেত্রের অপর এক নাম শঙ্খক্ষেত্র।

সেতুবন্ধ-কথা (৬৬০—৬৬৫ পৃষ্ঠা)

৬৬২

ক্রব্যাদ—ক্রব্য (মাংস) অদন (ভক্ষণ) করে যে, অর্থাৎ রাক্ষস।

সেতুভঙ্গ-কথা (৬৬৬—৬৬৮ পৃষ্ঠা)

৬৬৭ পৃষ্ঠা

লংহে—লঙ্ঘন করে।

৬৬৮ পৃষ্ঠা

গং—পথ।

হুল—স° শূল > প্রা° হুল।

ধনপতির কালিদহ গমন (৬৬৮—৬৭২ পৃষ্ঠা)

৬৬৯

চিল্কা—পুরীর দক্ষিণে প্রসিদ্ধ হ্রদ।

ফিরাঙ্গি—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগের ৫৫৮ পৃষ্ঠায় ফিরিঙ্গি শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

হারামদের—(১) আরবী হারাম=অপবিত্র, পাপাত্মা, দুষ্ট। (২) ফা° হুরমূজ্‌দ্‌= সমুদ্র-দস্যু। (৩) পর্ত্তু° Armada=নৌকাসমূহ। (৪) পর্ত্তুগীজ জলদস্যু Armedæ এই সময় বঙ্গোপসাগরে অত্যন্ত উপদ্রব করিত। আলাওলের পদ্মাবতীতে হার্ম্মাদ।

দহ—স° হ্রদ > হদ > দহ। স° হ্রদ > প্রা° দহর।

খড়ি—তা° খাট্টাই=কাষ্ঠ। তা° খাডু=বন।

আগলী—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগে ৫৬৫ পৃষ্ঠায় আগুলালী শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

দাড়া—স° দংষ্ট্রা > পা° দাঠা > দাড়া, দাঢ়া।

৬৭০ পৃষ্ঠা

গাড়র—স° গড্ডল।

পুটি—স° প্রোষ্ঠী।

জুয়ার—জু (?)+স° বার (জল)=জুবার ?=উচ্চ জল। অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মহাশয়ের মতে স° জ্বর > জুয়ার—নদীর জলবৃদ্ধি যেন তাহার জ্বর-স্বরূপ।

বাড়—স° বেষ্ট > প্রা° বেট্‌ঠ > বেড়। মেদিনীকোষে বাটো মার্গে বৃতিস্থানে—স° বাট > বাড়।

মোজা—ফা° মোজা=জুতা।

রসদ—(ফা°) ভোজ্যদ্রব্যাদি।

নিশানি—ফা° নিশান=চিহ্ন।

৬৭ পৃষ্ঠা

নাম্বতে—স° √নম্ > নাম্ব=নিম্ন।

খরশান—তীক্ষ্ণ, শাণিত।

মোহান—স° মুখ > প্রা° মুহ+আন=নদীর মুখ।

৬৭২

পুষ্পের ধনুকে......মারিলা পঞ্চবাণ—পুস্তকের আদর্শ পুঁথির পাঠ "মহেশের হৃদয়ে" এবং অক্ষয় সরকারের ও বঙ্গবাসীর সংস্করণের পাঠ "ধনপতি-হৃদয়ে"; আদর্শ পুঁথির পাঠই উত্তম, কারণ মাতা কখনও পুত্রের হৃদয়ে পঞ্চবাণ মারিতে পারেন না।

কমলে-কামিনী দর্শন (৬৭৩—৬৭৪ পৃষ্ঠা)

বঙ্গদেশে দশম একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। ১২০০ সালে মুসলমান-বিজয়ে বিতাড়িত হইয়া বহু বৌদ্ধ মগধ হইতে কলিঙ্গে আশ্রয় লন। আবার উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেব ১৫৫১ সালে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বৌদ্ধমত সমর্থন করেন এবং তাঁর প্রভাব মগধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এইজন্য মধ্যবর্ত্তী স্থান কলিঙ্গ বহুকাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। সেন-রাজাদের সময় হইতে বঙ্গে বৈদিক হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা চলিতে থাকে; সেই সময়ে আবার তিব্বত নেপাল সিকিম ভোট হইতে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকেরা বঙ্গদেশে প্রভাব বিস্তার করে; বৈদিক আচার ও বৌদ্ধতান্ত্রিক আচার সমন্বয় করিবার চেষ্টা লক্ষ্মণসেনের সময় খুব প্রবল হয়। তার ফলে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা হিন্দুতন্ত্রে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়; বৌদ্ধ দেবদেবী হিন্দু দেবদেবীর নাম গ্রহণ করিয়া প্রচ্ছন্ন হয়; এবং বৌদ্ধেরা প্রচ্ছন্ন হইয়া বাহ্যিক হিন্দু হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যে বৌদ্ধরা আত্মরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণদিগকে ফাঁকি দিয়া নিজেদের দেবতাদের হিন্দু দেবতার ছদ্মবেশে পূজা করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে বজ্রযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের শক্তি বজ্রতারা বা বাশুলী এবং অপর বৌদ্ধদেবী পর্ণশবরী পৌরাণিক চণ্ডী নামে পরিচিত হন; হারিতি হইয়া পড়িলেন শীতলা; এবং তরিতা বা তুবিতা হইলেন মনসা।

পর্ণশবরী নামেই পরিচয় যে তিনি শবরদের দেবতা ছিলেন, এবং অমরকোষের টীকাকার ভরত শবরদের পরিচয়ে লিখিয়াছিলেন—"পত্রপরিধানঃ শবরঃ"।" তাদের দেবীও পর্ণপরিধানা সেইজন্য।

বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রিরত্ন—বুদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্ঘ। এই ত্রিরত্নের মধ্যে ধর্ম্ম প্রধান হইয়া আদিদেব নামে পরিচিত হন। ধর্ম্ম নেপালে ও তিব্বতে স্ত্রীমূর্ত্তি হইয়া হন

আদি দেবী বা আদ্যাশক্তি। এই বৌদ্ধ আদ্যাশক্তি পৌরাণিক হিন্দু আদ্যাশক্তির সঙ্গে সহজেই একাত্মতা লাভ করিলেন। ইনিই জগন্নাথ-বলরামের মধ্যবর্ত্তিনী সুভদ্রা। বৌদ্ধ আদ্যাশক্তিই সৃষ্টিকর্ত্রী। সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া

জলেতে আসন গোসাই, জলেতে বৈসন।
জল ভর করিয়া ভাসেন নিরঞ্জন॥

* * *

সম্মুখে রচিল গোসাই পদ্মফুল।
তাহাতে বসিয়া গোসাই জপে আদ্যমূল॥
নানা পত্র বহ্যা গেল পাতাল ভুবন।
পাতাল ভুবন লাগি করিল গমন॥

* * *

আপনে ধর্ম্ম গোসাই গজযুক্ত হৈল।
গজের উপরে বসুমতীকে স্থাপিল।—মাণিকদত্তের চণ্ডী।

বৌদ্ধশাস্ত্রে ধর্ম্মদেবীর সৃষ্টির বিবরণে আমরা দেখিতে পাই কমলে কামিনী মুখ হইতে গজ উদ্গিরণ করিতেছেন।

অপর দিকে আবার পুরাণে দুর্গা ও লক্ষ্মীর রূপকল্পনায় কমলে-কামিনীর সঙ্গে গজ সংযুক্ত দেখিতে পাই। যথা—

রামায়ণে দশমহাবিদ্যার কমলামূর্ত্তির বর্ণনা আছে এইরূপ—

নিযুজ্যমানাশ্চ গজাঃ সুহস্তাঃ
সকেশরাশ্চোৎপলপত্রহস্তাঃ।
বভূব দেবী চ কৃতা সুহস্তা
লক্ষ্মীস্তথা পদ্মিনি পদ্মহস্তা॥—সুন্দরাকাণ্ড, ৭।১৪।

বিশ্বকর্ম্মশিল্পে কমলার রূপবর্ণনা এইরূপ—

পদ্মস্থা দক্ষিণা হস্তে বামে শ্রীবলমিষ্যতে।
স্নাপয়ন্তৌ কুম্ভহস্তৌ হস্তিনৌ চ প্রদর্শয়েৎ॥

তার পর—

নবপদ্মান্বিতে স্থানে পূজ্যা দুর্গাস্ স্বমূর্ত্তিতঃ।
পদ্মাকৃতি রথ স্থাপ্যা ইত্যুক্তং স্কন্দযামলে॥—ভবিষ্যপুরাণ।

পদ্মস্থা পদ্মহস্তা চ গজোৎক্ষিপ্তঘটপ্লুতা।
শ্রীঃ পদ্মমালিনী চৈব কালিকা কৃত্তিরেব চ॥
—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে হেমাদ্রি ব্রতখণ্ডে।

পদ্মাসনোপবিষ্টা তু পদ্মসিংহাসনস্থিতা
করিভ্যাং স্নাপ্যমানাসৌ ভৃঙ্গারাভ্যামনেকশঃ॥
প্রক্ষালয়ন্তৌ করিণৌ ভৃঙ্গারাভ্যাং তথাপরৌ॥—মৎস্যপুরাণ।

এইরূপ পদ্মাসনস্থা গজসেবিতা দেবীর সঙ্গে বৌদ্ধ আদ্যাদেবী খুব সহজেই মিলিয়া এক হইয়া কমলে-কামিনী উপাখ্যানের সৃষ্টি করিলেন।

এই কমলে-কামিনী দেখা গিয়াছিল সিংহলের নিকটে কালীদহে। ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বহিষ্কৃত হইয়া সিংহলেই আশ্রয় লইয়াছিল; মগধ ও কলিঙ্গ হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম সিংহলে নীত হয়। শূন্যপুরাণ বলিয়াছেন—"ধর্ম্মদেবতা সিংহলে বহুত সম্মান।"

দক্ষিণ রায় নামে পরিচিত দেবতাও ধর্ম্মমূর্ত্তি। দক্ষিণ রায় মুণ্ড মাত্র; শনির দৃষ্টিতে স্খলিত গণেশের মুণ্ড বলিয়া পরিচিত। কিন্তু এ মুণ্ড ধর্ম্মদেবের।

"গোলক ধিয়াইতে ধর্ম্মের মুণ্ড সৃজিল"—মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল।

এই দক্ষিণ রায়ের স্বপ্নাদেশে কৃষ্ণরামদাস রায়মঙ্গলকাব্য রচনা করেন (১৬০৮ শক=১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে)। রায়মঙ্গল কাব্যের দেবদত্ত সদাগরের গল্পের সহিত কবিকঙ্কণের ধনপতি সদাগরের গল্প খুব মিলে।

প্রথমে লইনু পূজা পাটনে ছলিয়া॥
কালুরায় পাঠাইল হিজলী সহরে।
* * *
বড় দহে দেবদত্ত নাম সদাগর।
বহুদিন বন্দী ছিল তুরঙ্গ সহর॥

শ্রীমন্তের ন্যায় পুষ্পদত্ত পিতৃ-অন্বেষণে যাইবার সময়—

কালীদহ বাহিয়া সিংহল করি বাম।
রাজদহে উত্তরিল ভণে কৃষ্ণরাম॥

সেখানে "রায় সিরজিল সাগরের পুরী।" এই পুরী দেখাইতে না পারিয়া পুষ্পদত্ত বন্দী হয়; অবশেষে রায় বাঘ লইয়া বরপুত্রকে উদ্ধার করেন ও রাজকন্যা রত্নাবতীর সঙ্গে বিবাহ দেন। শিবের পরাভবের দ্বারা চণ্ডীর পূজা প্রবর্ত্তনের অনুরূপ বড় খাঁ পীর গাজির পরাজয়ে দক্ষিণ রায়ের পূজার প্রতিষ্ঠা হয়।

শীতলামঙ্গলেও বাণিজ্যযাত্রী নিমাই জগাতি বণিক্ সমুদ্রে ভাসমান হেমঘট দেখিয়া রাজার কাছে বর্ণনা করেন; দেখাইতে না পারায় রাজার নিগ্রহ ভোগ করেন; শেষে শীতলার কৃপায় রাজকন্যা বিবাহ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মনসামঙ্গলের চাঁদবেণে; চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু, ধনপতি; শীতলামঙ্গলের রাজা চন্দ্রকেতু, নিমাই জগাতি, দেবদত্ত বিরাটরাজ; এঁরা সকলেই প্রথমে শিবভক্ত ও দেবীপূজায় অসম্মত ছিলেন; শেষে দেবীর কোপে লাঞ্ছিত হইয়া অগত্যা দেবীর পূজা করেন। এই-সকল দেবী যে যে বিশেষ শক্তি বা গুণের স্বরূপ তাহা আগে শিবেই ন্যস্ত ছিল।

ময়নামতীর গানে ময়নামতী চণ্ডীর রূপ ধরিয়া যমের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

"ধর্ম্মপূজাবিধি"তে বাশুলীর যে ধ্যান ও আবাহন-মন্ত্র আছে তাহা হইতে বাশুলীর চণ্ডীতে পরিণত হইবার আভাস পাওয়া যায়।

ওঁ আয়াতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে কুন্তলে কর্ণপুরে
সিন্দুরাভাবসন্ধ্যা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গং পিব পিব রুধিরং বাশুলী পাতু সা নঃ॥
ওঁ বাশুল্যৈ নমঃ।
ওঁ আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাম্।
সরিত্তীরে সমুৎপন্নাং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাম্॥
রক্তবস্ত্রপরিধানাং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
অক্ষতণ্ডুলদূর্ব্বাক্তাং অর্চ্চেন্মঙ্গলকারিণীম্॥
অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং কালীং কিল্বিষনাশিনীম্।
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সান্নিধ্যমিহ কল্পয়॥

এই মন্ত্রে বাশুলীকেই মঙ্গলচণ্ডিকা ও চণ্ডিকা কালী বলা হইয়াছে। বাশুলী সরিৎ-তীরে সমুৎপন্না; চণ্ডীর প্রথম দেহারা তোলা হয় বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ আশ্রয় কলিঙ্গদেশের কংশনদীর কূলে।—

"কংসনদীর তীরে ইচ্ছিয়া কুসুম নীরে
নিরমিলুঁ দেহারা আপনি।"

তার পর পর্ণশবরী দেবীর পূজা করে শবর ব্যাধ কালকেতু। খুল্লনা চণ্ডীর পূজা যেরূপে করিতেন তাহা বাশুলীর পূজারই অনুরূপ। বাশুলীর পূজা করিতে

হয়—অষ্টতণ্ডুলদূর্ব্বাক্তা ; আর খুল্লনা পূজা করিতেন—

"হেমঝারি জলগর্ভা উপরে দীঘল দূর্ব্বা
অষ্ট শালি তণ্ডুল অন্তরে ॥"

সুতরাং বজ্রতারা বাশুলী পর্ণশবরী আদ্যাদেবী ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত মিলাইয়া যে এই চণ্ডী তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকিতেছে না। আদ্যাদেবী বা ধর্ম্মদেবের সৃজন-প্রক্রিয়ার অবস্থাবিশেষই যে কমলে-কামিনীর আদর্শ তাতেও সন্দেহ নাই।

৬৭৩ পৃষ্ঠা

আলান—খুঁটী।

চর—স°। চড়া।

প্রিয়ামুখে করে আরোপণ—কুমারসম্ভব কাব্যের তৃতীয় সর্গে অকাল-বসন্তোদয়ের বর্ণনার অনুকরণ।

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈক পাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি
গজায় গণ্ডূষজলং করেণুঃ।
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং
সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা ॥—কুমারসম্ভব, ৩।৩৬-৩৭।

যামি—ধর্ম্মপত্নী।

কামী—চক্রবাক, কপোত, চটক, সারস।

৬৭৪ পৃষ্ঠা

আকৃতি—সৃষ্টি।

চিত্র গন্ধ—বিচিত্র বা বিবিধ গন্ধ।

গাঁঠ্যার—? নৌকার? নৌকার অগ্রভাগ, গলুই?

অতিরিক্ত পাঠ

গো-গজ-বাহন-অরি—সিংহ?

কেহ কেহ কমলে-কামিনী বর্ণনাকে যোগের ষট্‌চক্র ভেদের রূপক রূপে ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। ভারতচন্দ্রের মানসিংহ কাব্যে ষট্‌চক্রের রূপক সুস্পষ্ট।

৬৭৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠান্তর

কোকনদ-দর্প-হরে বেষ্টিত-যাবক করে—কমলাসীনা কামিনীর হস্ত অলক্তকরঞ্জিত হওয়াতে রক্তপদ্মের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে।

ধনপতির সিংহল গমন (৬৭৫—৬৭৯ পৃষ্ঠা)

৬৭৬ পৃষ্ঠা

চোয়াল—স° কবল বা চর্ব্বণ হইতে? দেশী শব্দ বোধ হয়।

৬৭৭ পৃষ্ঠা

মরুয়া—স° মরুবক=তুলসী। মরুয়া=মরুভূমিতে জাত।

বেলন—স° বেল্ল ধাতু চালনে; স° বল্লী > প্রা° বেল। বর্ত্তুল-প্রান্ত লতার ন্যায় প্রলম্বিত চঞ্চল রেশমী ফিতা?

রবাব—আ° রবাব, *Sp.* Rabel, *Port.* Rabeca, *Ital.* Ribeba, *Fr.* Rebec, *Eng.* Rebeca, স° রুদ্রবীণা। ১০ম বা ১১শ শতাব্দীতে বসুদা-নিবাসী আবদুল্লা এই যন্ত্র উদ্ভাবন করেন ও তিনিই ইহার নাম রাখেন রুবেব।

৬৭৮ পৃষ্ঠা

ডাকিনী হাকিনী—বৌদ্ধ যোগসিদ্ধা নারী; শেষে ভূত-প্রেতিনী। Bhandarkar Commemoration Volumeএ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "ডাকার্ণব" প্রবন্ধ এবং ১৩৩০ আশ্বিন মাসের প্রবাসীর ৮১৩ পৃষ্ঠায় "ডাক ও খনা" প্রবন্ধ ও ১৩৩২ সালের সাহিত্যপারিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত

রমেশ বসুর "বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনীদিগের কথা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণে এরা দুর্গার চৌষট্টি সহচরীর অন্যতমা।

মন্ত্রৌঘা বিবিধা রাজন্ শঙ্করেণ প্রকাশিতাঃ।
পার্ব্বত্যগ্রে মহারাজ অথর্ব্বণোপবেদজাঃ॥
শাকিনী ডাকিনী চৈব কাকিনী হাকিনী তথা।
রাকিণী লাকিনী হ্যেতাঃ ষড়্ভেদাস্ তত্র কীর্ত্তিতাঃ॥

—স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ডে ধর্ম্মারণ্যখণ্ড ২০ অধ্যায়।

......the energies inherent in six chakras, however differently named as Hākinī, Śākinī, Kākinī, Lākinī, Rākiṇī, and Dākinī, respectively in order, are but the varied differentiations of the sex-libido.—K. C. Mukherjee's article on Sex in Tantras in the Journal of Abnormal and Social Psychology, Vol. XXI, No. 1, April 1926, New York.

মৃত্তিকা ভক্ষণ—ভাগবত ১০ম স্কন্ধ।

সিংহলে ত্রাস (৬৭৯—৬৮০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত)

৬৭৯ পৃষ্ঠা

রেজা—ফা° রিঝা=চাঁদমারি, লক্ষ্যবেধ।
নেজা—ফা° নিজা=বল্লম, বর্শা।

৬৮০ পৃষ্ঠা

সুভট্ট—সু (উত্তম)+ভট (বীর, যোদ্ধা)=রণপটু, যুদ্ধবিশারদ।
সুছন্দরী—সুন্দর ছন্দ বা ভঙ্গী যার।
তাম্বু—আ° তম্বু।
দাফ—ফা° দফ্=দামামা, নাগারা বাদ্যযন্ত্র।

কোটালের সহিত ধনপতির দ্বন্দ্ব (৬৭৯—৬৮১ পৃষ্ঠা)

৬৮০ পৃষ্ঠা

ঘরদল—স্বপক্ষ।

পরদল—বিপক্ষ।

৬৮১ পৃষ্ঠা

ইলাম—ফা° ইনাম=পুরস্কার।

দিগারি—দিক্+আর+ঈ=দিক্ রক্ষার বেতন, চৌকিদারী ট্যাক্স্; চুরি-ডাকাতির ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রাপ্য পুরস্কার; Insurance Premium. প্রঃ—

দিগার কোটাল প্রজা সন্দার সকল।—মাণিক গাঙ্গুলী।

পাকল—স° পাকল=অগ্নি। অগ্নিবর্ণ অথবা পক্ব ফল সদৃশ রক্তবর্ণ।

ভরা—নৌকায় বোঝাই পণ্য সামগ্রী।

ডাকা দিবি—ডাকাতি করিবি।

ধনপতির রাজদর্শন (৬৮১—৬৮৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত)

৬৮১ পৃষ্ঠা

নিজগণ—নিজের দলের লোক।

৬৮২ পৃষ্ঠা

মর্ত্তমান—ব্রহ্মদেশের মর্ত্তাবান নামক স্থানের প্রসিদ্ধ সুস্বাদু কলা।

গাছ—জালা, বড় হাঁড়ি; ছালা; বাঁক-শিকার ভার।

খাঁচা—স° কক্ষি হইতে? হি° খপঞ্চী, ও° খঞ্জা=কুঠরী; মাণিকচন্দ্র রাজার গানে খাঞ্চা।

ঘু—ঘু-ঘু-শব্দকারী পক্ষী।

সঞ্চান—(সং) = শ্যেনপক্ষী।

উপনীত—উপ+নীত (প্রাপ্ত) = জড়িত, খচিত।

ডাটি—সং দণ্ডিকা > দাঁটি > ডাঁটি।

গঙ্গাজলী পাটী—গঙ্গাজলের ন্যায় শ্বেতবর্ণ শীতল ও তরঙ্গান্বিত বুননের পাটী—যে শয্যা পটি পটি বস্তু দ্বারা গ্রথিত হয়।

৬৮৩

হাঁচি জ্যেঠী বাধা—চণ্ডীমঙ্গলবোধিনী প্রথমভাগের ২৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রাজসমীপে ধনপতির পরিচয় দান

(৬৮২—৬৮৪ পৃষ্ঠা)

৬৮৩

নারদ সমান গানে—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথমভাগের ১৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৬৮৪ পৃষ্ঠা

অশ্বের শিক্ষায় নল—

আসীদ্ রাজা নলো নাম বীরসেন-সুতো বলী।
উপপন্নো গুণৈর্ ইষ্টৈ রূপবান্ অশ্ব-কোবিদঃ॥

—মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৫৩।১।

অশ্বানাং বাহনে যুক্তঃ পৃথিব্যাং নাস্তি মৎ সমঃ।

—মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৬৭।২।

কিং নু স্যান্ মাতলির্ অয়ং দেবরাজস্য সারথিঃ।
তথা তল্-লক্ষণং বীরে বাহুকে দৃশ্যতে মহৎ॥
শালিহোত্রোঽথ কিং নু স্যাদ্-হয়ানাং কুলতত্ত্ববিৎ।
মানুষ্যং সমনুপ্রাপ্তো বপুঃ পরমশোভনম্॥
উতাহোস্বিদ্ ভবেদ্ রাজা নলঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।

—মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৭১।২৬-২৮।

(বাহুক-বেশী নলকে দেখিয়া নলের পুরাতন সারথি বার্ষ্ণেয় উপরোক্ত বিতর্ক করিয়াছিলেন)।

সিংহলে ধনপতির প্রয়োজন (৬৮৪—৬৮৫ পৃষ্ঠা)

৬২২ পৃষ্ঠায় "ধনপতির বিনিময়-দ্রব্য সংগ্রহ" প্রকরণের পুনরাবৃত্তি।

অগ্নিশর্ম্মা পুরোহিতের কথা (৬৮৫—৬৮৬ পৃষ্ঠা)

৬৮৫ পৃষ্ঠা

সঞ্জ—সজ্জ।

ব্রাহ্মণ কবি ব্রাহ্মণ মাত্রকেই লোভী করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন; জনার্দ্দন ওঝা ধনপতির বিবাহ-সম্বন্ধ করিতে লক্ষপতির গৃহে গিয়া উপহার না পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিল; এখানে পুরোহিত তো একেবারে অগ্নিশর্ম্মা!

কমলে কামিনীর কথা (৬৮৬—৬৮৭

৬৮৬ পৃষ্ঠা

মহারয়—মহাবেগশালী।

ধৌত-হরিপদ-দ্বন্দ্বা—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথমভাগের ৪৭৩ পৃষ্ঠায় গঙ্গার উৎপত্তি-বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ধনপতির সহিত শালবানের কথোপকথন

(৬৮৮—৬৮৯ পৃষ্ঠা)

৬৮৮ পৃষ্ঠা

ঠাকুরালী—প্রভুত্ব।

ধনপতির বন্ধন (৬৮৯—৬৯৪ পৃষ্ঠা)

৬৮৯

সংস্কৃতে একটি উপদেশ আছে—

অসম্ভবং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষম্ অপি দৃশ্যতে।
শিলা তরতি পানীয়ং, গীতং গায়ন্তি বানরাঃ॥

এই উপদেশ ভুলিয়া ধনপতির দুর্গতি।

গছায়—গচ্ছিত করে।

কালীদহ দর্শনার্থ সজ্জা—অতিরিক্ত

উজবক—মধ্য-এশিয়ার তুর্কীস্থানের দুর্দ্ধর্ষ জাতি। Uzbeg is a member of the Turkish family of Tartars in Turkestan, their blood in some places mixed with a Tajik (or Aryan) strain, elsewhere with Kiptchak, Kalmuck and Kirghiz elements.—Davidson quoted in Jnanendramohan Das's বাঙ্গালা ভাষার অভিধান।

খোরাসানি—পারস্যের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে একটি প্রদেশের নাম খোরাসান (=সূর্য্যের প্রদেশ)। ইহার রাজধানীর নাম মেশেদ। খোরাসান-দেশবাসী খোরাসানি

মোগল—মধ্য-এশিয়ার মোঙ্গল জাতি; চেঙ্গিজ খাঁ, সম্রাট্ বাবর প্রভৃতি এই জাতীয়।

পাঠান—আফ্গান জাতি।

৬৯০ পৃষ্ঠা

বাজে মহল—বাজেয়াপ্ত

অতিরিক্ত

ভুঞা রাজা—সামন্ত, করদ রাজা, Tributary chief.

খানখানা—ফা° খাঁ-ই-খানাঁ=প্রভুরও প্রভু, Lord of lords.

নাইয়া—স° নাবিক > নাইঅ > নাইয়া।

যোগায়—√যুগ্=মিলিত করা। যোগায়=উপস্থিত করে।

চড়িয়া—স° চৃত > * চট > চড়।

৬৯১ পৃষ্ঠা

নেহাত্তি—?

৫৯২

হাড়ি—হাড়িকাঠ, তুড়ুং। কাঠ-কলে পা বর্দ্ধ করিল।

অতিরিক্ত

শিখী—শিখা আছে যার, অগ্নি।

কর্ণধার-মুখে অপ্রমাণ

সত্য বাক্য—

সত্যেন লোকং জয়তি সত্যন্তু পরমং তপঃ।—কূর্ম্মপুরাণ।
ন হি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো নানৃতাৎ পাতকং পরম্।—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।
তস্মাৎ সত্যং পরং ব্রহ্ম সত্যমেব পরং তপঃ।
সত্যম্ এব পরো যজ্ঞঃ সত্যম্ এব পরং শ্রুতম্॥
* * * *
অনৃতং যে ন ভাষন্তে তে বুধাঃ স্বর্গগামিনঃ।—বহ্নিপুরাণ।
সত্যেন গম্যতে স্বর্গং মোক্ষং সত্যেন প্রাপ্যতে॥—বরাহপুরাণ।
নাসৌ ধর্ম্মো যত্র নো সত্যম্ অস্তি।—গরুড় পুরাণ।
বরং ক্রতু-শতাৎ পুত্রঃ, সত্যং পুত্র-শতাৎ কিল।
ন হি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো, নানৃতাৎ পাতকম্ পরম্॥—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।
সত্যেন পূয়তে সাক্ষী ধর্ম্মঃ সত্যেন বর্দ্ধতে।
তস্মাৎ সত্যং হি বক্তব্যং সর্ব্ববর্ণেষু সাক্ষিভিঃ॥—মনুসংহিতা ৮।৮৩।

৬৯৩

চুলচুলা—? ইঁদুর, চামচিকা ?

উড়ু—? সং উড়ু=নক্ষত্র, জল। উড়ুব (উদ্দংশ)=ছারপোকা

চুয়া—হিং চুহা=ইন্দুর।

৬৯৪ পৃষ্ঠা

কারাগারে ধনপতি—অতিরিক্ত পাঠ

বাঁকে—বাপ হে।

যাদুয়া—ফাং যাদুগর।

হরবস—সর্ব্বস্ব।

বাই—ভাই।

ভাঙ্গ—সং ভঙ্গা।

ছাকনা—সং শাতন, শাদন।

সওয়া—সং স-পাদ।

সুসারিয়া—সরিয়া বসিয়া।

জিঞ্জির—(ফাং) শিকল।

সাঙ্গ—চণ্ডীমঙ্গলবোধিনী প্রথম ভাগে সাঙ্গা, সাঙ্গি দ্রষ্টব্য।

৬৯৫ পৃষ্ঠা

জট—চুল।

চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ (৬৯৫ পৃষ্ঠা)

৬৯৬ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

গজেন্দ্র-মোক্ষণ—পাণ্ড্যদেশীয় নরপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণু-ভজনায় তন্ময় থাকাতে সমাগত ঋষি অগস্ত্যকে সম্বর্দ্ধনা করেন নাই; অগস্ত্যের শাপে ইন্দ্রদ্যুম্ন গজ-জন্ম লাভ করেন। ক্ষীরোদসমুদ্র-তীরবর্ত্তী ত্রিকুট পর্ব্বতের পাদমূলে এক সরোবরে সেই গজ জল পান করিতে গেলে তাহাকে এক মহাকুম্ভীর কামড়াইয়া ধরে।

সহস্র বর্ষ উভয়ে টানাটানি চলিল। গজ ত্রাণ লাভে হতাশ্বাস হইয়া হরি স্মরণ করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিল। বিষ্ণু ভক্তের আহ্বানে আবির্ভূত হইয়া চক্র দ্বারা কুম্ভীরকে ছেদন ও গজকে মুক্তি দান করিলেন। গজ বিষ্ণুকে দর্শন স্পর্শন করার ফলে কুম্ভীর-গ্রাস ও গজ-জন্ম হইতে মোক্ষ লাভ করিল; সঙ্গে সঙ্গে কুম্ভীরেরও মুক্তি হইল। হূ:হূ গন্ধর্ব্ব দেবলের শাপে কুম্ভীর-জন্ম লাভ করিয়াছিল।—ভাগবত ৮ম স্কন্ধ।

এই ব্যাপার দেখিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—

য ইদং শৃণুয়ান্ নিত্যং প্রাতর্ উত্থায় মানবঃ।
প্রাপ্নুয়াৎ পরমাং সিদ্ধিং দুঃস্বপ্নশ্চ বিনশ্যতি॥
যস্মিন্ কিলোক্তে বহুপাপ-বন্ধনাল্—
লভেত মোক্ষং দ্বিরদো নু যদ্বৎ।—বামনপুরাণ ৮৫ অধ্যায়।

যদি বন্দীশালে ইত্যাদি—ধনপতি স্বীয় উপাস্যদেবতার প্রতি ভক্তি ও নির্ভরশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন। চাঁদ সদাগরের মধ্যেও এইরূপ দৃঢ়া নিষ্ঠা দেখা যায়। এইরূপ চরিত্র পুরাতন ও নূতন ধর্ম্মের সংঘর্ষ হওয়ার সন্ধিক্ষণে সকল দেশেই দেখা যায়।

৬৯৭ পৃষ্ঠা

জগদল—স° জগৎ > প্রা° জগ; জগৎকে দলন করিতে সক্ষম এমন ভারী জগদল।
উসাশ—উৎ+শ্বাস > উচ্ছ্বাস > উছাস > উশাস। উৎসারণ, অপসারণ, শিথিল।
চাউল—স° তণ্ডুল > শূন্যপুরাণে তাঁড়ুল, তাঁউল > চাউল > প্রাচীন বাংলায় চালু।

খুল্লনার সাধ ভক্ষণ (৬৯৬—৬৯৭ পৃষ্ঠা)

৬৯৭ পৃষ্ঠা

শূল—সন্তান প্রসবের জন্য বেগ, কুন্থন।

লহনার প্রতি খুল্লনার উক্তি (৬৯৮—৬৯৯ পৃষ্ঠা)

৬৯৮ পৃষ্ঠা

সাজ—স° সজ্জ > প্রা° সজ্জ > সাজ।

চিথোল—স° চিত্রল।

জোয়ানি—স° যমানী, যমানিকা।

ফোড়ায়্যা—ফোড়ন দিয়া ; স্ফোটন > ফোড়ন।

হিঙ—স° হিঙ্গু।

মেথি—স° মেথিকা, মেথী।

৬৯৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

খুল্লনার মনের সাধ ১২৫ পৃষ্ঠায় নিদয়ার মনের কথার পুনরুক্তি।

৭০০-৭০২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

সাধ সংগ্রহ

৭০১ পৃষ্ঠা

বেথুয়া—বাথুয়া শব্দ দ্রষ্টব্য। স° বাস্তুক।

মহুরী—স° মধুরী, মধুরিকা।

শুলফা—স° শতপুষ্পা।

ক্ষীরপাই—স° ক্ষীরারী—বার্ষায়ু শাক, ঘাসের মধ্যে জন্মে।

খাড়া—স° খড় সদৃশ ডাঁটা।

জবজব—স° চ্যবতে (=ক্ষরিত হয়) > চবচব > জবজব=অতিরিক্ত। ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

শ্রীমন্তের জন্ম (৭০৩ পৃষ্ঠা)

ধর্ম্মশূল—ধর্ম্মঠাকুরকে স্মরণ করিয়া ভক্তেরা যেমন শূলে ভর করে তেমনি খুল্লনা চণ্ডী স্মরণ করিয়া বেগ দিল। (ধর্ম্মমঙ্গলে রঞ্জাবতীর শূলে ভর করা তুলনীয়)।

আঁতড়ি—আঁতুড়-ঘরের মঙ্গলজনক তুক। অন্তরুট > আঁতুড়।—
রবীন্দ্রনাথের শব্দতত্ত্ব।

গোমুণ্ড স্থাপিয়া দ্বারে পূজে ষষ্ঠী বুড়ি—ষষ্ঠী আগে ছেলেখাকী রাক্ষসী ছিল; তাহাকে গোরুর মাথা খাইতে দিয়া ছেলে খাওয়া হইতে বিরত করার চেষ্টা হইত। সেই প্রথা এখন দেবপূজাতেও বহিয়া গিয়াছে। ষষ্ঠীর ইতিহাস চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনীর ৩৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আই—আসিয়া।

দাই—ধাত্রী।

মন্তের ষষ্ঠীপূজাদি (৭০৪— ৭০৫ পৃষ্ঠা)

কালকেতুর জাতকর্ম্মেরই পুনরুল্লেখ।

৭০৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

কুন্দ—ভ্রমি যন্ত্র। ভ্রমঃ কুন্দং চ যন্ত্রকম্।—হেমচন্দ্র।
কুন্দে কুন্দিল দেহ বিদগধ বিধি।—জ্ঞানদাস।

বেত্র জাল উপানদ—অমঙ্গল তাড়না ও নিবারণের তুক।

৭০৫ পৃষ্ঠা

মধুকৈটভের ভয়ে ব্রহ্মার শরণ—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী ২৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যমের ভগিনী তুমি—যমের ভগিনী যমুনা যমুনা ও দুর্গা অভিন্না। ৪২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। সপত্নীর পুত্রজন্মের হিংসায় লহনা শ্রীপতিকে চুরি করিয়া লুকাইয়া রাখিয়া থাকিবে।

শ্রীমন্তের নামকরণ (৭০৬—৭০৭ পৃষ্ঠা)

৭০৬

দ্বিপিকা তাম্বতি—৫১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জাওাতি—জন্মপত্রী, জন্ম ও আয়ু যাহাতে লিখিত থাকে।

মকরে ধরণীসুতা ইত্যাদি—জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে যত কিছু শুভ লক্ষণ।

ঘুমপাড়ানী গান (৭০৭—৭০৮ পৃষ্ঠা)

৭০৭ পৃষ্ঠা

গগন-ফুল—আকাশ-কুসুম।

মূল—মূল্য।

৭০৮

রাজার দুকন্যা করাব বিয়া—মাতার আদরে প্রকাশিত আকিঞ্চন শ্রীমন্তের জীবনে সত্য হইয়াছিল, তিনি সিংহলরাজকন্যা ও উজানীরাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

ভেঁটা—স° বৃন্তক > প্রা° * বট্টঅ > * বণ্টা > * ভণ্টা > বা° ভাঁটা > ভেঁটা (ভ্যাঁটা)।

এই ঘুমপাড়ানী গানে কবিকঙ্কণ কবিত্ব কল্পনা বাৎসল্য সঙ্গীতময় ছন্দ ও ঝঙ্কার একত্র সমাবেশিত করিয়াছেন।

শ্রীমন্তের রূপ (৭০৮—৭০৯ পৃষ্ঠা)

৭০৮ পৃষ্ঠা

গৃধিনী জিনিয়া কর্ণ—সমগ্র গৃধিনীর আকার সুগঠিত কর্ণের ন্যায়।

বিহঙ্গম-রাজ—গরুড়।

সালশাখী—শাল-বৃক্ষ ।

কলকণ্ঠ—কোকিল।

নিন্দে—নিদ্রা যায়। স° নিদ্রা > প্রা° নিদ্দা > নিন্দ, নিঁদ, নিদ।

দেহালা—২৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৭০৯ পৃষ্ঠা

ছয় মাসে করাল্য ভোজন—ততোঽন্নপ্রাশনং ষষ্ঠে মাসি কার্য্যং যথাবিধি।

—কৃত্যচিন্তামণি।

অন্নস্ত প্রাশনং কার্য্যং মাসি ষষ্ঠেঽষ্টমে বুধৈঃ।—ভুজবলভীম।

ষষ্ঠে মাসি নিশাকরে শুভকরে......নিতরাম্ অন্নাদিভক্ষং শুভম্।

—জ্যোতিস্তত্ত্বম্।

আলগুছি—হি° আলগ্‌সে (=অলগ্ন ভাবে) > আল্‌গোছে, আল্‌গুছি। আল্‌গুছি= শিশুর দাঁড়াইবার প্রথম প্রয়াস।

শ্রীমন্তের বাল্যক্রীড়া (৭০৯—৭১১ পৃষ্ঠা)

৭০৯ পৃষ্ঠা

হরি-সঙ্কীর্ত্তন—শ্রীমন্ত চণ্ডীর ব্রতদাসীর বরপুত্র হইয়াও চণ্ডীর কীর্ত্তন না করিয়া হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন? ইহা কবিকঙ্কণের বৈষ্ণবত্বের পরিচায়ক, বা কবির সময়ে বৈষ্ণব-প্রাধান্যের পরিচায়ক।

৭১০ পৃষ্ঠা

ছিরা—শ্রী > ছিরি; অনাদরে বা অত্যাদরে ছিরা, ছিরে। শ্রীমন্তের আদরের নাম-সংক্ষেপ।

ভাঙ্গিল শকটে—ভাগবত ১০।৭। চণ্ডীমঙ্গলবোধিনীর ৩৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পূতনা—ভাগবত ১০।৬। (৩৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

৭১০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

মল বাঁকি—বক্র উঁচু-নীচু ঢেউ-তোলা পদবলয়।

৭১

বিশ্বরূপ—ভাগবত ১০।৮ (৩৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

সহিতে নাপারিয়া ভার—ভাগবত ১০।৭।১৮ ইত্যাদি। (৩৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

তৃণাবর্ত্ত—ভাগবত ১০।৭। (৩৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

উদূখল—ভাগবত ১০।৯। (৩৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

যমল অর্জ্জুন—ভাগবত ১০।১০। (৩৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

যমল অর্জ্জুন ভঙ্গ ও শকট ভঙ্গ রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি জ্যোতিষিক ব্যাপার বলিতে চান।—সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা ১৩৩২ সালের দ্বিতীয় সংখ্যায় দোলযাত্রার উৎপত্তি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অঘাসুর—ভাগবত ১০।১২। (৩৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

চৈতন্যদেবও কৃষ্ণলীলার অভিনয় করিয়া বাল্যক্রীড়া করিতেন।—চৈতন্য-ভাগবত।

প্রলম্ব-বধ-ক্রীড়া (৭১২—৭১৫ পৃষ্ঠা)

৭১২ পৃষ্ঠা

প্রলম্ব-বধ—চণ্ডীমঙ্গলবোধিনীর ৩৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৭১৫ পৃষ্ঠা

ফরিয়াদ—(ফা°) নালিশ।

৭১৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

বৎস-হরণ—৩৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ভাগবত ১০।১৩।

খুল্লনা কর্ত্তৃক বালকগণের সন্তোষ-সাধন

(৭১৫—৭১৬ পৃষ্ঠা)

৭১৫ পৃষ্ঠা

লংঘে—লঙ্ঘে=লঙ্ঘন করে, পরাজিত করে।

অধর—নিম্ন > পরাজয়, অপমান।

মন্তের কর্ণবেধ (৭১৬—৭১৭ পষ্ঠা)

৭১৬ পৃষ্ঠা

কর্ণবেধ—চণ্ডীমঙ্গলবোধিনীর ৩৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দনাই—জনার্দ্দন > জন+আয়ু > জন+আই > জনাই > দনাই। দনুজ > দনাই।

তামি—সং তাম্রী=তাম্রপাত্র; এক পণ কড়ি।

মুঁওা—সং মোদক > মোঅঅ > মোআ > মোয়াঁ।

মন্তের বিদ্যারম্ভ (৭১৭—৭২০ পৃষ্ঠা)

৭১৭ পৃষ্ঠা

ভাব তুমি লভ্য অপচয়—সাধু বাড়ীতে না থাকাতে তোমার লাভের পথ বন্ধ হইয়াছে ইহা ভাবিয়া।

৭১৮ পৃষ্ঠা

খেলে—সেকালের খেলার বহু নাম এখানে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু কোন্ খেলার ক্রম ও প্রক্রিয়া কি ছিলো তাহা জানা যায় না। দুই চারিটা খেলা এখনো

গ্রামে প্রচলিত আছে, যেমন বাঘঝালি (বাঘচালি, বাঘবন্দী), সাতঘর্‌য়া', ঝালি (ঝুল খাইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়া), ভাঁটা, ছায়াবাজী, ইত্যাদি।

৭১৯

হাতে খড়ি—শুভদিনে হাতে লেখনী অর্পণের অনুষ্ঠান, বিদ্যারম্ভ। পূর্ব্বে বালককে লিখিতে শিখানো হইতো একটা পাত্রে বালি ছড়াইয়া একটা পাথরের লেখনী দিয়া আঁক কাটিয়া; তখনো স্লেট আম্‌দানী হয় নাই।

খড়ি—স° খটী, খটিকা > প্রা° খড়িঅ=কোমল-প্রস্তর বিশেষ, a kind of steatite.

আঠার ফলা—১৮ রকম যুক্তাক্ষর বা ১৮ বর্ণের সংযোগ। তুঃ—

অল্পদিনে দ্বাদশ ফলা অক্ষর চিনিল।—চৈতন্যচরিতামৃত।

স্মরহর করিয়া স্মোরণ—ধনপতি সদাগর শৈব, এজন্য তাঁর পুত্রের বিদ্যারম্ভে শিবকে স্মরণ করা হইল।

৭১৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

রক্ষিত—রক্ষিত-কৃত পঞ্জিকা। অথবা—

আয়-ব্যয়জ্ঞো লোকজ্ঞো দেশোৎপত্তিবিশারদঃ।

কৃতাকৃতজ্ঞো ভৃত্যানাং জ্ঞেয়ঃ স্যাদেব রক্ষিতা॥

—মৎস্যপুরাণ ১৮৯ অধ্যায়।

অথবা মৈত্রেয় রক্ষিত বিরচিত কাশিকাবৃত্তি—পঞ্জিকা?

গণবৃত্তি—ব্যাকরণের বিশিষ্ট শব্দবিভাগ।

দণ্ডী—খৃষ্টীয় ৮ম শতকের শেষে ও নবমের প্রথমার্দ্ধে বোধ হয় দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীনগরে বর্ত্তমান ছিলেন। দশকুমার-চরিত নামক কথা-গ্রন্থ ও কাব্যাদর্শ নামক অলঙ্কার-গ্রন্থের রচয়িতার নাম দণ্ডী পাওয়া যায়। কিন্তু দশকুমারচরিত-রচয়িতা দণ্ডীই কাব্যাদর্শ-রচয়িতা কি না ও এক ব্যক্তি না হইলে তাঁহার আবির্ভাব-সময় সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কাব্যাদর্শ রচনার কাল কেহ কেহ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ বা ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভ বলিতে চান।

পিঙ্গল—পিঙ্গলাচার্য্য সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় ছন্দ সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী।

ভারবি—৭ম শতাব্দীর প্রথমভাগে মহারাষ্ট্র দেশে (?) কিরাতার্জ্জুনীয় মহাকাব্য রচনা করেন। "ভারবের্‌ অর্থগৌরবম্‌" সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসে প্রবাদে পরিণত হইয়াছে।

মাঘ—বোধ হয় নবম শতাব্দীতে গুর্জ্জর দেশে শ্রীমাগ বা ভিল্লমাল (অধুনিক ভিলসা) নগরে শিশুপালবধ মহাকাব্য রচনা করেন। মাঘের কাব্যে কালিদাসের উপমা, ভারবির অর্থগৌরব ও নৈষধ কাব্যের পদলালিত্য তিনগুণই একত্র আছে বলিয়া পূর্ব্বেকার পণ্ডিতেরা ইহার সমধিক সমাদর করিতেন।

জৈমিনি-ভারত—বেদব্যাসের শিষ্য বলিয়া পরিচিত জৈমিনি মুনি ভারত-কথা ও পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন রচনা করেন। ইনি হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানকারীদের অগ্রণী। তাঁর শিষ্য ভট্টপাদ রাজা সুধন্বার সভায় বৌদ্ধবিজয় করেন। অনেক প্রাচীন বাংলা কাব্যে জৈমিনির নামোল্লেখ দেখা যায়। ছয় জন বজ্র-বারক ঋষির ইনি অন্যতম; খুব সম্ভব এঁরা বিদ্যুৎ ও তড়িৎ সম্বন্ধে কিছু পরীক্ষা করিয়া থাকিবেন।

ব্যাস—বেদব্যাস বেদের বিভাগ ও মহাভারত পুরাণ প্রভৃতি রচনা করেন। পরাশর ও মৎস্যগন্ধার পুত্র।

মেঘদূত—কালিদাসের প্রসিদ্ধ কাব্য।

নৈষধ—নিষধাধিপতি নলের চরিত-কথা অবলম্বনে কবি শ্রীহর্ষ কর্ত্তৃক রচিত মহাকাব্য, পদলালিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ। শ্রীহর্ষ বোধ হয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

কুমারসম্ভব—কালিদাসের প্রথম অসমাপ্ত রচনা বলিয়া অনুমিত কার্ত্তিকেয়ের জন্মকাহিনী।

রঘু—কালিদাসের পরিণত বয়সের রচনা রঘুবংশ মহাকাব্য।

শ্বেতমুনি—শুক্রাচার্য্য, শুক্রনীতিসার রচনা করেন। আবির্ভাব সময় সন্দেহাচ্ছন্ন।

রাঘবপাণ্ডবী—১২শ শতাব্দীর কবি কবিরাজ-পণ্ডিতের দ্ব্যর্থ-শ্লোকাত্মক মহাকাব্য—প্রত্যেক শ্লোকের রামপক্ষে ও পাণ্ডবপক্ষে ব্যাখ্যা হয়; ইহা একাধারে রামায়ণ ও মহাভারত। অতি কঠিন শ্লেষাত্মক রচনা।

জয়দেব—১৫ জন জয়দেব কবির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে দুইজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন; একজন কৌণ্ডিন্যগোত্রোদ্ভব (কেউ কেউ বলেন মৈথিলী), অপর জন বাঙালী। বাঙালী জয়দেব বীরভূম জেলায় কেন্দুবিল্ব গ্রামে ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হইয়া প্রসিদ্ধ সুললিত কাব্য গীত-গোবিন্দ রচনা করেন। অপর জয়দেব প্রসন্নরাঘব নামে মিষ্ট নাটক রচনা করেন, খুব সম্ভব ১৪শ শতকে। কেউ কেউ মনে করেন এই জয়দেবেরই নামান্তর পক্ষধর মিশ্র।

দুই সপ্তশতী—(১) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ও (২) মার্কণ্ডেয় চণ্ডী—যাহাতে ৭০০ শ্লোক আছে; অথবা (১) মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান দেশের রাজা শালিবাহন বা সাতবাহন

কর্ত্তৃক রচিত গাথা-সপ্তশতী নামে প্রসিদ্ধ প্রাকৃত প্রেমকাব্য ও (২) গোবর্দ্ধনাচার্য্য-বিরচিত আর্য্যাসপ্তশতী। গোবর্দ্ধনাচার্য্য জয়দেবের সমসাময়িক। চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম খণ্ডের ২৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মুদ্রা—৯ম শতকে বিশাখদত্ত কর্ত্তৃক বিরচিত মুদ্রারাক্ষস নাটক; চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য ও নন্দবংশের মন্ত্রী রাক্ষস এই নাটকের প্রধান পাত্র।

মুরারি—মুরারি মিশ্র অনর্ঘরাঘব নাটক রচনা করেন; রচনাপ্রণালী অত্যন্ত কঠোর।

মালতী—মালতী-মাধব নাটক, ৮ম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে কবি ভবভূতি কর্ত্তৃক রচিত।

হিতঁ উপদেশ—বিষ্ণুশর্ম্মা কর্ত্তৃক বিরচিত জন্তু-কথাশ্রিত উপদেশমূলক আখ্যান। ইহার অনেকগুলি প্রাচীন সংস্করণ (সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষায়) প্রচলিত আছে।

বাসবদত্তা—কবি সুবন্ধু রচিত কথা (৬ষ্ঠ শতাব্দী শ্রীযুক্ত দেবদত্ত ভাণ্ডারকার মহাশয়ের মতে)। কবি ভাস (৭ম শতাব্দী?) কর্ত্তৃক রচিত একখানি নাটকের নাম স্বপ্ন-বাসবদত্তা।

কামন্দকী—কামন্দক-বিরচিত নীতিসার।

দীপিকা—মহিস্তাপনীয় শ্রীনিবাস কৃত জ্যোতিষগ্রন্থ।

ভাস্বতী—শতানন্দ কর্ত্তৃক বিরচিত জ্যোতিষগ্রন্থ। চণ্ডীমঙ্গলবোধিনী প্রথম ভাগের ৫১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৭২০ পৃষ্ঠা

ভট্টি—ভট্টি কবির বিরচিত রামকথাশ্রয় ও ব্যাকরণ-মূলক কাব্য। বোধ হয় ৭ম শতকের মধ্য ভাগে বলভীতে রচিত।

রঘুমণি—রঘুনাথ শিরোমণি কৃত নব্যন্যায়। ইনি ১৫ শতকে মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের নিকট হইতে সমগ্র ন্যায় কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়া নবদ্বীপে নব্যন্যায় প্রচার করেন।

বামন—৯ম শতকে কাশ্মীর-রাজ জয়াপীড়ের মন্ত্রী ছিলেন, কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি রচনা করেন।

কাব্যপ্রকাশ—মম্মট ভট্ট কর্ত্তৃক রচিত অলঙ্কার-গ্রন্থ। ১১শ শতাব্দীর শেষ ভাগে আবির্ভূত।

রত্নাবলী—শ্রীহর্ষ-বিরচিত নাটক গ্রন্থ। বোধ হয় সপ্তম শতাব্দী।

সাহিত্যদর্পণ—১৪ শতকে বিশ্বনাথ কবিরাজ কর্ত্তৃক বিরচিত অলঙ্কারশাস্ত্র।

ছাত্রগণের নিকট শ্রীমন্তের পূর্ব্বপক্ষ

(৭২০—৭২২ পৃষ্ঠা)

৭২১ পৃষ্ঠা

পূর্ব্বপক্ষ—শাস্ত্রীয় প্রশ্ন।

মুচুকুন্দ—মহারাজ মান্ধাতার পুত্র। তিনি অসুর-যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া এক পর্ব্বতগুহায় নিদ্রিত ছিলেন। কৃষ্ণের সহিত কালযবনের যুদ্ধ লাগিলে কৃষ্ণ সেই গুহার মধ্যে পলাইয়া লুক্কায়িত হন; কালযবন তাঁহার অনুসরণ করিয়া আসিয়া নিদ্রিত মুচুকুন্দকে অন্ধকারে কৃষ্ণ মনে করিয়া আক্রমণ করে। মুচুকুন্দ নিদ্রোত্থিত হইয়া কালযবনকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ভস্মীভূত করেন। মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণের শরণপ্রার্থী হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

জন্মন্যনন্তরে রাজন্ সর্ব্বভূতসুহৃত্তমঃ।
ভূত্বা দ্বিজবরস্ ত্বং বৈ মাম্ উপৈষ্যসি কেবলম্॥—ভাগবত ১০.৫১ ৬৩।

অতিরিক্ত পাঠ

অজামিল—কান্যকুব্জ-দেশীয় ব্রাহ্মণ, দুষ্ক্রিয়ান্বিত; কনিষ্ঠ পুত্রের নাম নারায়ণ মৃত্যুকালে উচ্চারণ করাতে তার সকল পাপ ক্ষয় হয় ও বিষ্ণুলোকে স্থান পায়। —ভাগবত ৬।১।

নবধা ভক্তি—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যম্ আত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্ নবলক্ষণা।
—ভাগবতে প্রহ্লাদের উক্তি, ৭ম স্কন্ধ।

শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্ দাস্যং সখ্যম্ আত্মনিবেদনম্॥
—ভাগবতে নারদ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে।

জনার্দ্দন ওঝার সহিত শ্রীমন্তের দ্বন্দ্ব

(৭২২—৭২৫ পৃষ্ঠা)

৭২৩

বল্লাল সানিঞা—শ্রীমন্তের উক্তি হইলে অর্থ বল্লাল সেন যেমন ইচ্ছা-মতো ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট নির্ণয় করিয়াছিলেন, আমরা তেমন নই; অথবা দনাই ওঝার উক্তি হইলে তোমরা ব্রাহ্মণদের তুল্য কুলীন নবগুণসম্পন্ন নও।

বাড়ুয়া—বিধবা+উয়া=বিধবা-জাত।

ঢেমন—স° ধমনী হট্টবিলাসিনী।—অমরকোষ। ধমনী > ঢমনী > ঢেমনী; পুংলিঙ্গে ঢেমন=জারজ, জার।

পাউড়ি—স° পর্ব্ব > প্রা° পব্ব > পাব > পাও > পাউ+ড়ি। শাখা, বংশখণ্ড। পর্ব্ব > পাপড়ি > পাবড়ি > পাওড়ি > পাউড়ি।

৭২৪ পৃষ্ঠা

জারুয়া—জারজ।

পরিবাদ—অপবাদ, নিন্দা।

বিষ্ণু—মুর্দ্দাফরাসদের জাতি গোপনের জন্য অভিজাত পদবী গঙ্গাবিষ্ণু। তুলনীয় মুচি=রুইদাস; পোদ=পদ্মলোচন; বাগদী=মেটে্য, তেঁতুলে; নমঃশূদ্র, দাশ প্রভৃতি।

বেউশ্যা—স° বেশ্যা; Epenthesis অর্থাৎ পদান্ত যুক্তাক্ষরের পূর্ব্বে ই বা উ আগম হইয়া বেউশ্যা, বেইশ্যা বা বেবিশ্যা।

অতিরিক্ত পাঠ

গণ—পথ।

শ্রীমন্তের অভিমান (৭২৫ পৃষ্ঠা)

রসইশাল—স° রসবতী=পাকস্থান (অমরকোষ)। রসবতী > রসই; শালা যোগ অনাবশ্যক।

সাঙ্গাতিনী—স° সঙ্গতি > সাঙ্গাইত=বন্ধু। স্ত্রীলিঙ্গে-ইনী প্রত্যয়। প্রঃ—

সই সাঙ্গাতিন নাহিন মিতিন জলকে যাবি লো ?—মাণিক গাঙ্গুলী।

৭২৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

আপনার ছায়া দেখি—আপনার চঞ্চল ছায়া দেখিয়া মাতার ভ্রম হইতেছে বুঝি পুত্র আসিল। বাৎসল্যের অতি চমৎকার চিত্র।

ওঝার নিকট খুল্লনার বিনয় (৭২৬—৭২৭ পৃষ্ঠা)

৭২৭ পৃষ্ঠা

অন্তেবাসী—যে গুরুর অন্তিকে বা সমীপে বাস করে, শিষ্য, ছাত্র।

মাল্য ফাঁস দিয়া—তখনকার দিনে দেশে বর্গী ঠগীর উপদ্রব খুব ছিল।

অতিরিক্ত

গুপতে করিয়া বন্দী—ব্রাহ্মণ গুরুর চমৎকার চরিত্র-চিত্রণ !

খুল্লনার প্রতি ওঝার দুর্বাক্য (৭২৭—৭২৮ পৃষ্ঠা)

৭২৮

কঙ্কণে নেহাল দর্পণে—কঙ্কণে ও অঙ্গুরীতে দর্পণ সংযুক্ত থাকিত; হিন্দুস্থানীদের অলঙ্কারে এখনো থাকে।

অতিরিক্ত

পিড়াঘাতে—আগে পিঁড়ির বাড়ি মারা হইত এর উল্লেখ বারম্বার পাওয়া যাইতেছে (চণ্ডীমঙ্গলবোধিনী ১৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ৷

লহনার মুখে খুল্লনার দোষকীর্ত্তন

(৭২৮—৭৩০ পৃষ্ঠা)

৭২৮ পৃষ্ঠা

তপাস—আ° তফহ্হুস্ > দশ্তো তপাস ; স° তপস্যা—অনুসন্ধান, তল্লাস।

সতা—স° সপত্নী > প্রা° সবত্তী > সবত্তি > হি° সৌত্, সৌতী > * সতি > সৎ (-মা)। সৎ+-আ=সতা ; সৎ+-ইনী, -ইন=সতিনী, সতিন।

৭২৯

আদুড়—? অর্দ্ধাবৃত বা উদগ্র হইতে? প্রাচীন বাংলায় আউদড় রূপ অধিক পাওয়া যায়। অর্থ—অনাবৃত।

সুয়্য—সুহ দ্রষ্টব্য।

আঁখ্যার—অক্ষির, আঁখির।

ছুঁড়ি—স° ক্ষুদ্র > প্রা° খুদ্দ, খুড্ড, ছুট্ট > ছুড় > ছুঁড়ি, ছোঁড়া, ছোড় (-দাদা), ছোটো, ছুট, ছুট্কী, ছোট্কা।

বাতানিঞা গাই—? স° প্রস্থান > প্রা° পট্ঠান, পথান > পাথান > বাথান ; বাথান সম্বন্ধীয় বাথানিঞা। বাথান=গোষ্ঠ। বাথানিঞা=ঋতুমতী। প্রঃ—

বাথানিয়া গাই মত ফিরে অঙ্গে ভঙ্গে।—ভারতচন্দ্র।

৭২৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

ব্যাজ—ছল।

পুতভী—পুত্রবতী।

৭৩০

কাঁথ—কন্থা মৃন্ময়ভিত্তৌ ত°া প্রাবরণান্তরে।—মেদিনী।

শ্রীমন্তের প্রতি খুল্লনার বিনয় (৭৩০—৭৩১ পৃষ্ঠা)

৭৩০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

ফুঁকে—? ফুটে, ভুঁকে, বিদ্ধ হয়।

৭৩১ পৃষ্ঠা

খিল—স° কীল > প্রা° খীল।

শ্রীমন্তের দুঃখ নিবেদন (৭৩১—৭৩২ পৃষ্ঠা)

৭৩২ পৃষ্ঠা

নন্দাই—স° ননন্দৃ-পতি >* ননন্দি-পই >* ননন্দারই >* ননন্দাওই > নন্দাই।

শ্রীমন্তের সিংহল গমনে মাতৃসমীপে প্রার্থনা (৭৩২—৭৩৪ পৃষ্ঠা)

৭৩৩ পৃষ্ঠা

হৈন্দব—?

শ্রীমন্তের প্রতি খুল্লনার সিংহল গমনে অনুমতি দান

(৭৩৪—৭৩৬ পৃষ্ঠা)

"ধনপতি সদাগরের প্রতি খুল্লনার বিনয়" প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি।

বিশ্বকর্ম্মার আগমন (৭৩৬—৭৩৭ পৃষ্ঠা)

৭৩৬ পৃষ্ঠা

শত পল—চারি তোলায় এক পল ওজন। ১০০ পল=৪০০ তোলা।

চাঙ্গড়া—ফা° চাঙ্গ্=হাতের থাবা; চাঙ্গড়া=হাতের থাবার পরিমাণ; ঝা
(চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে চঙ্গেড়া)।

৭৩৭ পৃষ্ঠা

পর—প্রহর > পহর > পঅর > পর।

বিশ্বকর্ম্মার পরিচয় (৭৩৭—৭৩৮ পৃষ্ঠা)

৭৩৮ পৃষ্ঠা

সোনতির—শণোদ্ভব অর্থে শণতি।

খড়ি—খড়ির তুল্য সাদা শুষ্ক চর্ম্ম।

পুরন্দরপুর—স্বর্গ, ইন্দ্রপুরী।

ডিঙ্গা নির্ম্মাণ (৭৩৯—৭৪০ পৃষ্ঠা)

৭৩৯ পৃষ্ঠা

সানাইয়া—শাণিত করিয়া।

চাঁচে—স° তক্ষতি > প্রা° তচ্ছই, চচ্ছই > চাঁছে।

রৈঘর—রহিবার ঘর।

কুড়্যা—স° কুটির > কুড়িঅ > কুড়্যা।

দিসারু—দিক্ নির্ণয় করে যে সে দিশারু। Pilot.

দিশ'রু মালুম কার্য্যে দিশা করে পথ।—মাণিক গাঙ্গুলী।

মালুম-কাঠ—মাস্তুল, যে কাঠ বহু দূর হইতে মালুম বা জ্ঞাত হয়। আ° মালুম=জ্ঞাত। আ° মুআল্লিম=কর্ণধার; ম° মলীম=জাহাজের খালাসী, কচ্ছী মালম=নাবিক।

৭৩৯ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

গুঢ়া—নৌকার খোলের উপর আড়াআড়ি বিন্যস্ত কাষ্ঠ-শ্রেণী। প্রঃ—

শ্রীফল কাঠের নৌকাখানি মধ্যে জোড় গুড়া।—সূর্য্যের গান।

তার পাছে বাওয়াইল নৌকা নামে শঙ্খতালি।
চন্দন-কাষ্ঠের তার গুড়া আর ডালি ॥—বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ।

চারি পাট চিরি নাঅ দিল জোখ মাপে।
তাত গুঢ়া যোড়ী দিল তোল ঝাঁপে ॥—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

পাট—তে° পাইটি=কর্ম্ম; স° পাটি=কর্ম্মশৃঙ্খলা। > পাইট=কর্ম্মী, কর্ম্মকারক

গণকের আগমন (৭৪০—৭৪১ পৃষ্ঠা)

৭৪১

রাম স্মোঙরণ—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম খণ্ডের ৩৭, ২০৭, ৩৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

গণক বিদায় (৭৪১—৭৪৩ পৃষ্ঠা)

৭৪১ পৃষ্ঠা

শুভযোগ—সার্থকনামা যোগ ; নামেই শুভ সূচনা করিতেছে।

মৃগশিরা—

অশ্বিনী-মৈত্র-রেবত্যোর্ মৃগ-মূলে পুনর্বসুঃ।
পুষ্যা হস্তা তথা জ্যেষ্ঠা প্রস্থানে চোত্তমা স্মৃতাঃ॥
মৃগাশ্বি-চিত্রা-পুষ্যাশ্চ মূল-হস্তৌ শুভৌ সদা।

শনিবার—? শনিবারের বিশেষত্ব কি ?

শুক্ল ত্রয়োদশী—শুক্ল পক্ষ শুভসূচক ; ত্রয়োদশী তিথির নাম জয়া।

দ্বাদশ্যাঞ্চ ন গন্তব্যং সর্ব্বসিদ্ধা ত্রয়োদশী।

পাঠান্তর

দশমী—দশম্যাং ভূমিলাভঃ স্যাৎ।

কবিকঙ্কণের জ্যোতিষে প্রবল বিশ্বাস ছিল, তার পরিচয় পদে পদে পাওয়া যায়।

৭৩৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

বিনিময় দ্রব্য সংগ্রহ—ধনপতিব বাণিজ্যদ্রব্য সংগ্রহেরই পুনরাবৃত্তি।

নৃপতির নিকট শ্রীমন্তের প্রার্থনা (৭৪৫—৭৪৭ পৃষ্ঠা)

৭৪৬ পৃষ্ঠা

পিতা ধর্ম্ম ইত্যাদি—এই উক্তির মূল বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের একটি শ্লোক—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিম্ আপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥
—পূর্ব্বখণ্ড, ২ অধ্যায় ১৭ শ্লোক।

শ্রীমন্তের প্রতি খুল্লনার উপদেশ (৭৪৭—৭৪৯ পৃষ্ঠা)

৭৪৮

শ্রীয়পতি—সং শ্রীপতি ও শ্রিয়ঃপতি। তুঃ—শ্রিয়ঃপতিঃ শ্রীমতি শাসিতুং জগৎ।
—মাঘ ১।১।

অতিরিক্ত

কামনা করিয়া মোর সাগরে মরণ—তীর্থে কোনো কিছু কামনা করিয়া আত্মহত্যা করিলে পরজন্মে সেই কামনা পূর্ণ হয়। তুঃ—

আর রমণী বলে গঙ্গাসাগরে মরিব।

—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ৪৪।২।৪৮।

৭৪৯ পৃষ্ঠা

ভ্রমরার ঘাটে—অজয় ও কুনুর নদ-দ্বয়ের সঙ্গম-স্থানকে ভ্রমরা বলে। সেইখানে 'শ্রীমন্তের ডাঙা' নামে প্রসিদ্ধ একটি স্থান শ্রীমন্তের যাত্রাস্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হয়।

আম্রশাখা—ঘটস্থাপনে দিতে হয়—

ভূমির্ ধান্যং ঘটশ্চৈব জলং পল্লবম্ এব চ।
ফলং পুষ্পঞ্চ সিন্দূরং স্থিরীকরণম্ এব চ॥

এই পল্লব অর্থে পঞ্চপল্লব—অশ্বত্থ বট আম্র পাকুড় ও যজ্ঞডুমুর। তন্ত্র-মতে—

পনসাম্রং তথাশ্বত্থং বটং বকুলম্ এব চ।
পঞ্চবল্লবম্ উক্তঞ্চ মুনিভিস্ তন্ত্রবেদিভিঃ॥—তন্ত্রসার।

কনকের বারি—স্বর্ণঘট। ঘট বহুবিধ হইতে পারে, এবং বিভিন্ন ঘট স্থাপনের ফলও বিভিন্ন—

সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং কাংস্যজং মৃত্তিকোদ্ভবম্।
পাষাণং কাচজং বাপি ঘটম্ অক্ষতম্ অব্রণম্॥
কারয়েদ্ দেবতা প্রীত্যৈ বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ॥
সৌবর্ণং ভোগদং প্রোক্তং রাজতং মোক্ষদায়কম্।
ইত্যাদি।—মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ৫ম উল্লাস, ১৮৩-১৮৪ শ্লোক।

অষ্টদল—তদ্ বাহ্যেঽষ্টদলং পদ্মং তদ্‌বহির্ ভূপুরং লিখেৎ।

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ৫ম উল্লাস ১৭৩ শ্লোক।

অতিরিক্ত

পুত্তলী কুশে—যাহার মৃত দেহের বা অস্থির সন্ধান পাওয়া যায় না, তাহার অন্ত্যেষ্টি সংকারের জন্য তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ কুশপুত্তলিকা বা পর্ণনর প্রস্তুত করিয়া দাহ করিতে হয়।—শুদ্ধিতত্ত্ব; আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র।

আহিতাগ্নেঃ শরীর-নাশে ত্রীণি ষষ্টিশতানি পলাশৎসরূণাম্ আহৃত্য তৈঃ প্রতিকৃতিং কুর্য্যাৎ কৃষ্ণাজিনে ইত্যাদি।—জৈমিনি গৃহ্যসূত্র ২। ৪।

খুল্লনার চণ্ডীপূজা (৭৫০—৭৫১ পৃষ্ঠা)

৭৫০ পৃষ্ঠা

তণ্ডুল অষ্ট দূর্ব্বা ইত্যাদি—৬২৬ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

৭৫১ পৃষ্ঠা

আত্মভূতশুদ্ধি—আত্মশুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধি। দেবার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলে পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি করিতে হয়—

আত্ম-স্থান-মন্ত্র-দ্রব্য-দেব-শুদ্ধিস্তু পঞ্চমী।
যাবন্ ন কুরুতে দেবি তস্য দেবার্চ্চনং কুতঃ ?
সুস্নাতৈর্ ভূতশুদ্ধ্যা চ প্রাণায়ামাদিভির্ তথা।
ষড়ঙ্গাদ্যখিল-ন্যাসৈর্ আত্মশুদ্ধির্ উদীরিতা॥

এবং জীবশিবকে পরমশিবপদে যোজনার জন্য যে প্রক্রিয়া ও ধ্যান তাহাই ভূতশুদ্ধি।—তন্ত্রসার।

ন্যাস—দেহমধ্যে ছয়টি চক্র বা কমল আছে; সেই কমলগুলির দলে বর্ণ বিন্যাস।

আগমোক্তেন বিধিনা নিত্যং ন্যাসং করোতি যঃ।
দেবতাভাবম্ আপ্নোতি মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥
যো ন্যাস-কবচ-চ্ছন্দো-মন্ত্রং জপতি তং প্রিয়ে।
বিঘ্না দৃষ্ট্বা পলায়ন্তে সিংহং দৃষ্ট্বা যথা গজাঃ॥—তন্ত্রসার।

শ্রীমন্তের প্রতি খুল্লনার বিশেষ উপদেশ

(৭৫৩—৭৫৪ পৃষ্ঠা)

৭৫৩ পৃষ্ঠা

বাহড়িয়া—স° ব্যাবৃত্ত > প্রা° বাউট্ট > * বাউড় > বাহুড় = প্রত্যাবর্ত্তন।

সিংহল যাত্রা (৭৫৫—৭৫৭ পৃষ্ঠা)

৭৫৫ পৃষ্ঠা

নাউড়্যা—স° নৌ, নাব > নাও > নাউ + ড়া, ড়িয়া। ম° নারাড়ী, ও° নাউড়ি = নাবিক, নৌ-বাহক। এখানে অর্থ নৌকা। প্রঃ—

ওরে নাউড়ে জলেত রচিলা স্থান।—শূন্যপুরাণ।

হুসনপুর—বীরভূম জেলায়, অজয় নদের তীরে।

গড়বাড়্যা—?

দৌলতপুর—?

কাঁকিনা—?

ওদনপুর—?

নৈহাটি—কেতুগ্রাম থানার অধীন, উদ্ধারণপুরের দক্ষিণে।

সাঁকাই—অজয় ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে, উদ্ধারণপুরের নিকটে। কাটোয়া নগরীর উত্তরপ্রান্তস্থিত গ্রাম।

পাঠান্তর ও অতিরিক্ত

চাকদা—নদীয়া জেলায়; ইষ্ট্-বেঙ্গল-রেল লাইনে।

কুমারখালা—নদীয়া জেলায়।

হাড়িমুখী—?

থানাঘাট—?

মুড়িকা— ?

গাঙ্গবাড়া— ?

কুলীনপাড়া— ?

কুণ্ডরপুর— ? খড়ে' নদীর ধারে এক কুণ্ডরপুর আছে; কিন্তু সেদিক্ দিয়া তো শ্রীমন্তের নৌকা যায় নাই।

ভাস্কর— ?

মেলান— ?

চরকি— ?

আঙ্গারপুর— ?

সেনালিয়া— ?

নবগাঁ—নবগ্রাম, কাটোয়ার পশ্চিমে, অজয় নদের তীরে।

বাগুনকোলা—নবগ্রামের পূর্ব্বে, কাটোয়ার উত্তরে, অজয় নদের তীরে।

শাখারী ঘাট—ইন্দ্রাণী পর্‌গনা সম্বন্ধে একটি প্রবচন আছে —

বারো ঘাট, তেরো হাট, তিন চণ্ডী, তিনেশ্বর।
এই যে বলিতে পারে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর ॥

সেই বারো ঘাটের এক ঘাট বোধ হয় এই শাখারী ঘাট।

৭৫৬ পৃষ্ঠা

ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোঞা নামে গ্রাম।—চৈতন্যভাগবত।

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী।—কাশীরাম দাস।

ইন্দ্রাণী নাম তীর্থং স্যাৎ ইন্দ্রাণী যত্র বাসবম্।
তপস্ তপ্ত্বা পতিং লেভে সৈব শম্ভা প্রয়াগবৎ ॥

—বাচস্পতি মিশ্র।

(১৩৩৩ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে "ইন্দ্রাণী" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

গঙ্গা লইয়ে ভগীরথ চলিল সত্বর।
চক্ষের নিমেষে আইল নাম ইন্দ্রেশ্বর ॥
গঙ্গা-জলেতে ইন্দ্র করিলেন স্নান।
ইন্দ্রেশ্বর বলিয়া ঘাটের হইল নাম ॥

—কৃত্তিবাস-রচিত রামায়ণ, আদিকাণ্ড; ১৮০৩ সালে শ্রীরামপুরে ছাপা প্রাচীন পুস্তকের ৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অতিরিক্ত ও পাঠান্তর

রিলিপাট— ?

বারেন্দা— ?

সোনায়ার ঘাট— ?

রাহুতপাড়া— ?

কাকড়িয়াহাটি— ?

মাহেন্দ্রাণী— ?

৭৫৭ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

কাথড়াপুরা— ?

গোমতা— ?

বনপাড়া— ?

চন্দ্রখালী— ?

নারায়ণদহী— ?

মানগড়া—?

নপাড়া— ?

বাগনম্বুর— ?

বাকুল্যা—হুগলি জেলায়

বেলেড়া— ?

গঙ্গার উৎপত্তি কথন (৭৫৮—৭৬০ পৃষ্ঠা)

৬৪২ পৃষ্ঠার বিবরণের পুনরাবৃত্তি।

শ্রীমন্তের ত্রিবেণী গমন (৭৬০—৭৬২ পৃষ্ঠা)

৭৬০ পৃষ্ঠা

ললিতপুর—বর্ত্তমান নাম নলেপুর। চৈতন্যভাগবতে ললিতপুর গ্রামের উল্লেখ আছে—

মধ্যপথে গঙ্গার সমীপে এক গ্রাম।
মুলুকের কাছে সে ললিতপুর নাম॥

৭৬১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত ও পাঠান্তর

আগুড়া—অগ্রদ্বীপ ?

নিশ্চিন্তপুর—অগ্রদ্বীপের ভাটিতে ভাগীরথীর বাম তীরে।

গোঠপাড়া—নিশ্চিন্তপুরের ভাটিতে ভাগীরথীর বাম তীরে।

শিকড়দহ—গোঠপাড়ার দক্ষিণে।

মেড়তলা—ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে।

সমুদ্রগড়ি—নবদ্বীপের কাছে গঙ্গার ধারে এই গ্রাম। হুগলি-কাটোয়া রেলপথে ষ্টেশন।

দেখ শ্রীনিবাস এই সমুদ্রগড়ি হয়।—ভক্তিরত্নাকর।

অন্যান্য গ্রামের পরিচয় পূর্ব্বে ধনপতির যাত্রা-প্রসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে।

অথ সফর সংখ্যা (৭৬৩—৭৬৪ পৃষ্ঠা)

৬৩৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠের পুনরাবৃত্তি।

শ্রীমন্ত ছলনে দেবীর যুক্তি (৭৬৪—৭৬৭ পৃষ্ঠা)

৭৬৪ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

গোন্দলপাড়া—চন্দননগরের নিকট।

জগদ্দল—চন্দননগরের নিকট।

নপাড়া—?

ইছাপুর—ইষ্ট্ বেঙ্গল রেলপথে।

৭৬৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

নবাসন—?

মাহেশ—শ্রীরামপুরের নিকট। রথের মেলা হয়।

খড়দহ—ইষ্ট্ বেঙ্গল রেলপথে, গঙ্গার ধারে।

কোন্নগর—ইষ্ট্ ইণ্ডিয়ান রেলপথে, গঙ্গার ধারে।

কোতরঙ্গ—ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে, পানিহাটীর প্রায় আড়পাড়ে।

কুচিনান—?

চিতপুর—চিত্রকালী যেখানে আছেন সেই স্থানের নাম চিত্রপুর হইতে চিতপুর; এখন কলিকাতার একাংশ।

সালিখা—কলিকাতার পরপারে হাবড়ার উত্তরে।

কলিকাতা—আইন-ই-আকবরীতে কলিকাতার উল্লেখ আছে। কালিকা-স্থান বা কালিকা-ক্ষেত্র।

ধনস্ত—?

হিজলি—মেদিনীপুর জেলায়, রসুলপুর নদের মোহানায় ও গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে অবস্থিত।

বালিঘাটা—কলিকাতার পূর্ব্বে, শেয়ালদহের নিকট।

মাইনগর—?

নাচনগাছা—?

বারাশত—চব্বিশ পরগনা জেলার মহকুমা।

খলিনা—?

৭৬৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

সাগড়া বা সাকড়া—?

মন্তেশ্বর—?

মেদিনীমল্ল—চব্বিশ-পরগনা বারুইপুর থানার অধীন পরগনা; ইহা কিনিয়া Port Canning Company এখন Canning Town পত্তন করিয়াছে। বারুইপুরের নিকট একটি বেঁতড় বা ব্যাঁতড় গ্রাম আছে।

মগরার ঝড়জল বর্ণন (৭৬৭—৭৬৮ পৃষ্ঠা)

৭৬৭ পৃষ্ঠা

দাবাসিনী—স° দেব-বাসিনী=যাহার উপর দেবতার ভর হয়। সে তর্জ্জন গর্জ্জন আস্ফালন করে।

নাবিকগণের প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি

(৭৬৮—৭৭১ পৃষ্ঠা)

৬৫০ পৃষ্ঠার পাঠান্তর ও ৬৪৬ পৃষ্ঠায় নদনদীর নাম দ্রষ্টব্য। কালকেতুর উপাখ্যানেও এইসব নদী কলিঙ্গ হাজাইতে গিয়াছিল।

চণ্ডিকার স্তব (৭৭১—৭৭২ পৃষ্ঠা)

৭৭১ পৃষ্ঠা

তুরাদৃষ্ট—স্বরাঘাত (accent or stress) জন্য আকার। তুলনীয় প্রাচীন বাংলায় অনুপাম, নয়ান, বয়ান, শয়ান।

আঁঠু—স° অষ্ঠিবৎ। স° অষ্ঠি > প্রা° অট্‌ঠি > আঁঠি। আঁঠি আছে যে অঙ্গে তাহা আঁঠু। বৌদ্ধগান ও দোহায় অণ্ডু=অণ্ড আছে যে অঙ্গে।

৭৭২ পৃষ্ঠা

নিদ্রারূপী—আদ্যাশক্তিই যোগনিদ্রা. তাঁহারই প্রভাবে কংশ-কারাগারের প্রহরী দ্বারীগণ নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল।

সগরবংশ-উপাখ্যান (৭৭২—৭৭৫ পৃষ্ঠা)

৭৭২ পৃষ্ঠা

সগর—সগর রাজার উপাখ্যান রামায়ণ ও বহু পুরাণে আছে (হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ)।

ষষ্টি হাজার সুত—

হাসিয়া বর দিলেন ভোলা মহেশ্বরে।
ষাটি হাজার পুত্র হইবে তোমার ঘরে ॥—কৃত্তিবাস।

৭৭৩

বৃক—সূর্য্যবংশে রাজা মান্ধাতার উত্তর পুরুষ—

রোহিতাচ্ চ বৃকো জাতো বৃকাদ্ বাহুর্ অজায়ত।—মৎস্যপুরাণ ১২।৩৮।

তালজঙ্ঘ—

সূর্য্যবংশে মহারাজো বাহুর্ নাম মহান্ অভূৎ।
তস্য রাজ্যং হৃতং সর্ব্বং হৈহয়ৈস্ তালজঙ্ঘকৈঃ ॥—পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড।

মুনি—বশিষ্ঠ, ইক্ষ্বাকু-বংশের কুলগুরু। সগর পিতৃশত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া—

ততঃ শকান্ সযবনান্ কাম্বোজান্ পারদাংস্ তথা।
পহ্নবাংশ্চাপি নিঃশেষান্ কর্ত্তুং ব্যবসিতো নৃপঃ ॥
তে হন্যমানা বীরেণ সগরেণ মহৌজসা।
বশিষ্ঠং শরণং জগ্মুঃ সূর্য্যবংশ-পুরোহিতম্ ॥
বশিষ্ঠঃ শরণাপন্নান্ সময়ে স্থাপ্য তান্ ঋষিঃ।
সগরং বারয়ামাস তেভ্যো দত্ত্বাভয়ং তদা ॥

৭৭৪ পৃষ্ঠা

মাথা মুড়্যা পাঠাল্য কানন—

সগরস্ তাং প্রতিজ্ঞাং তু নিশম্য সুমহাবলঃ।
ধর্ম্মং জঘান তেষাঞ্চ বেশান্ অন্যাংশ্চকার হ ॥
অর্দ্ধং শিরঃ শকানাং তু মুণ্ডয়ামাস ভূপতিঃ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাম্ অপি দ্বিজ ॥

—পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড উত্তরখণ্ড ২০ অ।

কেশিনী সুমতি—মৎস্যপুরাণে সগরের দুই মহিষীর নাম প্রভা ও ভানুমতী। রামায়ণের মতে বিদর্ভরাজ শিবি কেশিনীর পিতা; সুমতি কশ্যপকন্যা ও গরুড়ের ভগিনী। হরিবংশে কনিষ্ঠা মহিষীর নাম মহতী—ইনি অরিষ্টনেমির দুহিতা।

অসমঞ্জা—কেশিনীর গর্ভে অসমঞ্জা ও সুমতির গর্ভে ষাট হাজার পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। অসমঞ্জা ভ্রাতাদিগকে সরযূর জলে ফেলিয়া দিত ও তাহাদিগকে স্রোতে নিমগ্ন হইতে দেখিয়া মহা আমোদে হাস্য করিত। এইরূপে অসমঞ্জা পৌরজনের

অহিতকারী সাধুদ্রোহী ও পাপাচারী হইয়া উঠিলে সগর তাহাকে নগর হইতে নির্ব্বাসিত করেন।—রামায়ণ বালকাণ্ড ৩৮ সর্গ।

সুরঙ্গ—গ্রীক Surinks, syrinx.

৭৭৫ পৃষ্ঠা

অংশুমান—রামায়ণ ও পুরাণে এঁর উপাখ্যান আছে।

ভগীরথের গঙ্গা আনয়নে যাত্রা (৭৭৫—৭৭৯ পৃষ্ঠা)

৭৭৬ পৃষ্ঠা

কেন হবেক তনয়—সং কেন প্রকারেণ, কেমন করিয়া।

অষ্টবক্র—অষ্টাবক্র মুনি ও ভগীরথের কাহিনী রামায়ণ ও পুরাণে আছে। চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনীতে গঙ্গা জাহ্নবী প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।

অষ্টাবক্রের পিতার নাম ঋষি কাহোর এবং তাঁহার মাতা ঋষি উদ্দালকের কন্যা সুমতি। পিতার পাঠে ভ্রম প্রদর্শন করায় তিনি পিতৃশাপে বিকলাঙ্গ ও অষ্টাবক্র হন।

ভগীরথও অপুষ্ট অনস্থি অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন; সেজন্য সোজা হইয়া চলিতে পারিতেন না। তিনি ভগীরথকে খঞ্জবৎ চলিতে দেখিয়া মনে করেন যে ভগীরথ তাঁকে বিদ্রূপ করিয়া ভেঙাইতেছেন। তাতে মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন—যদি ভগীরথ বিদ্রূপ করিবার জন্য ঐরূপ বিকৃত ভঙ্গীতে চলিয়া থাকেন তবে তাঁর গমন ঐরূপই হইবে; আর যদি শারীর বৈকল্যের জন্য গমন পঙ্গু হইয়া থাকে তবে তিনি প্রকৃতিস্থ হইবেন। এই শাপে বর লাভ করিয়া ভগীরথ স্বাভাবিক গমন প্রাপ্ত হন।

সগর-বংশ উদ্ধার (৭৮০—৭৮১ পৃষ্ঠা)

৭৮০ পৃষ্ঠা

শুনিলে বাড়য়ে ধর্ম্ম—

দৃষ্ট্বা তু হরতে পাপং স্পৃষ্ট্বা তু ত্রিদিবং নয়েৎ।
প্রসঙ্গেনাপি যা গঙ্গা মোক্ষদা ত্ববগাহিতা॥
—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও অগ্নিপুরাণ।

মাহাত্ম্যং যে চ গঙ্গায়াঃ শৃণ্বন্তি চ পঠন্তি চ।
তেঽপ্যসংখ্যৈর্ মহাপাপৈর্ মুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥
—ভবিষ্যপুরাণ।

শ্রীপতির সেতুবন্ধ গমন (৭৮৫—৭৮৭ পৃষ্ঠা)

৭৮৬ পৃষ্ঠা

পঞ্চরতন—

কনকং হীরকং নীলং পদ্মরাগঞ্চ মৌক্তিকম্।
পঞ্চরত্নম্ ইদং প্রোক্তম্ ঋষিভিঃ পূর্ব্বদর্শিভিঃ।—হেমাদ্রি।

হারমাদ—৬৬৯ পৃষ্ঠার টীকায় হারমাদ শব্দ দ্রষ্টব্য। ঢাকায় এখনো হারমাদ শব্দ প্রচলিত আছে; অর্থ—দুষ্ট, পাজি।

৭৮৭ পৃষ্ঠা

ময়াল—স° মহালয়, আ° মহাল > অর্থান্তর—ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি। প্রঃ—
গয়ায় ময়াল দেখি নাচে।—চৈতন্যমঙ্গল।

শ্রীপতির কমলেকামিনী দর্শন (৭৯৫—৭৯৭ পৃষ্ঠা)

৭৯৬ পৃষ্ঠা

মায়াময় হৈল পুরী—রায়মঙ্গল কাব্যেও পুষ্পদত্ত এইরূপ মায়াপুরী দেখিয়াছিল। ইহা হয় তো বা মরীচিকা ; সমুদ্রে প্রায়ই মরীচিকা দেখা যায়।

সিংহলে শিবির স্থাপন (৮০৪—৮০৫ পৃষ্ঠা)

৮০৪ পৃষ্ঠা

দড়মস—? এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র।

রণভুর—রণভেরী ?

৮০৫ পৃষ্ঠা

মুচঙ্গ—স° মুখ > মু + ফা° চঙ্গ=বীণা—যে বীণা মুখে চাপিয়া বাজাইতে হয়। ইহার আকার lyre বীণার মতন অনেকটা ; lyre সপ্ত বা পঞ্চতন্ত্রী এবং তাহার তলে একটি ফাঁপা খোল থাকে, কিন্তু মুচঙ্গে কেবল এক জোড়া শৃঙ্গাকৃতি কাঠামের মধ্যে একটি তন্ত্র থাকে।

অশ্মিনী—স° অশ্মন্=প্রস্তর।

পরমিত—?

কেকরু—স° কেকর=টেরা-চোখ ; তদ্বিধ কোনো বাজনা কেকরু ?

সরমঙ্গলা—স্বরমঙ্গলা বা স্বরমণ্ডলা নামের বাদ্যযন্ত্র।

৮০৭ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

তাড়ি তালা ভাঙ্গ মান—?

রূপকে পাতিল অঙ্ক—?

কোটালের সহিত শ্রীমন্তের কলহ

(৮০৬—৮০৯ পৃষ্ঠা)

৮০৯ পৃষ্ঠা

লক্ষের টোপর—লক্ষ টাকা মূল্যের টোপর। তুঃ—

বিশ্বকর্ম্মে পান দিল বেহুলা নাচনী।
আমারে গড়িয়া দিবে লক্ষের বিয়নি॥
—কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল।

স্বর্ণটোপর লইয়া চণ্ডীর খুল্লনার নিকট গমন

(৮১০—৮১২ পৃষ্ঠা)

৮১০ পৃষ্ঠা

লক্ষ তঙ্কা ধন নষ্ট করে অকারণ—শ্রীমন্ত ধনীর পুত্র; সে তো আপনার নবাবী দেখাইবার জন্য লক্ষ টাকা দামের সোনার টোপর জলের উপর ফেলিয়া দিল, কিন্তু দরিদ্র শিবের ঘরণী চণ্ডী তো পেটের জ্বালাতেই মর্ত্তে পূজা প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তিনি হিসাবী লোক, এই অপচয় তাঁর সহ্য হইবার কথা নয়।

ক্ষেমঙ্করী রূপ—মঙ্গলময়ী রূপ।—দেবীপুরাণে ক্ষেমঙ্করী-প্রাদুর্ভাবের বৃত্তান্ত আছে। দেবী শঙ্খচিল-মূর্ত্তি ধারণ করেন। এখানেও দেবী চণ্ডী শঙ্খচিল হইলেন। দেবী কাত্যায়নীকে কংস বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে তিনি আকাশে উড়িয়া যান, তখন তাঁর "বদনপ্রভা সঙ্কর্ষণের ন্যায় শুভ্র এবং দেহকান্তি কৃষ্ণের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ" হইয়াছিল। (হরিবংশ, হরিবংশ পর্ব্ব, ৫৭ অধ্যায়।)

৮১১ পৃষ্ঠা

শুয়াস্তি—স° স্বস্তি। স° ব-ফলা ও ব-কার স্থানে অর্দ্ধতৎসম রূপ 'ওয়া' হয়, যথা—দোয়াদশী, আওয়াস, সোয়ামী, স্বস্তি > সোয়াস্তি > সুয়াস্তি।

উভয়ের প্রতিজ্ঞা (৮১৭—৮১৮ পৃষ্ঠা)

৮১৮ পৃষ্ঠা

মসান—সং শ্মশান > প্রাং মসাণ।

অনেকগুলি প্রসঙ্গই ধনপতির সিংহল গমনের বিবরণের পুনরুক্তি মাত্র।

কর্ণধারের সাক্ষ্য প্রদান (৮২১—৮২২ পৃষ্ঠা)

৮২২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

রাজ-অঙ্গে বৈসে সকল তপোধন—

ইন্দ্রানিল-যমার্কাণাম্ অগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্র-বিত্তেশয়োশ্‌ চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ॥
যস্মাদ্ এষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্ম্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদ্ অভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা॥
সোঽগ্নির্ ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ॥

—মনু, ৭ অধ্যায়, ৪, ৫, ৭ শ্লোক।

অষ্টানাং লোকপালানাং বপুর্ ধারয়তে নৃপঃ।
অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভির্ নির্মিতো নৃপঃ॥

—মনুসংহিতা ৭।৯৬।

৮২২ পৃষ্ঠার মূল

রাজা বলে সাক্ষী হও ধর্ম্মাধিকারিণী—রাজা ধর্ম্মাধিকারীর অধীন; ধর্ম্মাধিকারী বিচারককে তাই সাক্ষী মানা হইতেছে। তুঃ—রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনী গ্রন্থে ‘বিচারক’ নামক কবিতা।

নাবিকদিগের রোদন (৮২২—৮২৩ পৃষ্ঠা)

৮২৩ পৃষ্ঠা

হলদী—স° হরিদ্রা > প্রা° হলদ্দা > হলদ > বা° হলুদ, হি° হলদী, হলদ।

প্রকৃতিতা—অস্তিত্ব।

প্রহরাষ্টপতি—দিবা ও রাত্রিতে অষ্ট প্রহর; দিবা-রাত্রি যে প্রহরা দেয় সেই পুলিস অফিসার প্রহরাষ্টপতি।

শ্রীমন্তকে বন্ধন (৮২৩—৮২৪ পৃষ্ঠা)

৮২৩ পৃষ্ঠা

পিছমোড়া—স° পশ্চাৎ > প্রা° পচ্ছা; স° পিচ্ছ, পুচ্ছ > পিছ; স° √মুট্, √মুণ্ড, ধাতু মর্দ্দনে।

গছায়—স° গুচ্ছ > গুছ > গোছ > গছ ধাতু; √গছ + -ইত = গচ্ছিত। গুচ্ছ > গোছ > গোছা > গছা—যথা,—

সাবণ মাসেতে ধান হইলেন গছা।
ধান দেখিআ পরভুর মনে বোড় ইচ্ছা॥—শূন্যপুরাণ।

পাকি—পাইক।

এই প্রসঙ্গ ধনপতিকে বন্ধনের পুনরুক্তি।

শ্রীমন্তের বিলাপ (৮২৬—৮২৭ পৃষ্ঠা)

৮২৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

ভাতি—স° বার্ত্তা > হি° ভাঁওতা। ভাঁতি = সংবাদ। স° ভ্রান্তি > ভাঁতি। স° ভাতি > ভাঁতি = প্রকার, রকম। প্রঃ—

নানা পক্ষী জলচর গড়ে নানা ভাঁতি।—ভারতচন্দ্র।

কোটালের প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি

(৮২৬—৮৩০ পৃষ্ঠা)

৮২৬ পৃষ্ঠা

কোমর—আ° কম্‌র্‌।

৮২৭ পৃষ্ঠা

কোটালের করিলা পরিতোষ—পুলিস সকল কালেই ঘুষখোর ?

৮২৮ পৃষ্ঠা

গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা—

তীর্থমৃদ্ যজ্ঞকাষ্ঠঞ্চ বিল্বো মলয়-সম্ভবম্।
অশ্বত্থ-তুলসী-মূল-মৃত্তিকা গোষ্পদস্য চ।
জাহ্নবী-মৃন্-মহানিম্ব-তুলসী-কাষ্ঠম্ এব চ।
এতানি তিলকান্যাহুঃ সন্ধ্যাদি-সর্ব্বকর্ম্মসু॥
গঙ্গামৃৎ তুলসীমূল-মৃত্তিকা মলয়োদ্ভবম্।

—পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড।

যব—লাজাশ্চ যব-ধানাশ্চ তর্পণাঃ পিত্তনাশনঃ।—রাজনির্ঘণ্ট।

যবস্য সেবনং পুণ্যং দর্শনং স্পর্শনং তথা॥
যবৈস্তু তর্পণং কুর্য্যাদ্ দেবানাং দত্তম্ অক্ষয়ম্।

—স্কন্দপুরাণ, নাগর খণ্ড ২৫২ অধ্যায়, ১৯-২০ শ্লোক।

তিল—তিলান্ গৃহীত্বা পাত্রস্থান্ ধ্যায়ন্ সন্তর্পয়েৎ পিতৄন্।—নারদ-সংহিতা।

"দর্ভৈস্ তিলৈঃ সমোপেতং শ্রাদ্ধং" কর্ত্তব্য।—

স্কন্দপুরাণ, নাগর খণ্ড ২২০ অধ্যায়।

দেবান্ ব্রহ্ম-ঋষীংশ্চৈব তর্পয়েদ্ অক্ষতোদকৈঃ।
তিলোদকৈঃ পিতৄন্ ভক্ত্যা স্বগৃহ্যোক্ত-বিধানতঃ॥

—কূর্ম্মপুরাণ উপরিভাগ ১৮।৮৮।

নৈল—লইল। স° √নী ও √লভ্ ধাতুর সংমিশ্রণে নৈল।

কুশার—কুশ + আর (এবং, ও)। কুশের এক নাম পবিত্র। কারণ—

বর্হিষ্মতী নাম পুরী সর্ব্বসম্পৎ-সমন্বিতা।
ন্যপতন্ যত্র রোমাণি যজ্ঞস্যাঙ্গং বিধুন্বতঃ॥

কুশ-কাশাস্ ত এবাসন্ শশ্বদ্ধরিতবর্চ্চসঃ।

ঋষয়ো যৈঃ পরাভাব্য যজ্ঞঘ্নান্ যজ্ঞম্ ঈজিরে ॥—শ্রীমদ্ভাগবত।

তুলসী—তুলসীর নাম পাবনী, হরিপ্রিয়া, ত্রিদশমঞ্জরী, পুণ্যা, পবিত্রা, বৈকুণ্ঠক।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও পদ্মপুরাণে তুলসী-মাহাত্ম্য সবিস্তর বর্ণিত আছে।

রোপণাৎ পালনাৎ সেবাদ্ দর্শনাৎ স্পর্শনান্ নৃণাম্।

তুলসী দহতে পাপং বাঙ্-মনঃ-কায়-সঞ্চিতম্ ॥

তুলসীমঞ্জরীভির্ যঃ কুর্যাদ্ধরি-হরার্চ্চনম্।

ন স গর্ভগৃহং যাতি মুক্তিভাগী ভবেন্ নরঃ ॥

—পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড।

"শ্রাদ্ধে ব্রতে বা দানে বা প্রতিষ্ঠায়াং সুরার্চ্চনে" তুলসীদল প্রদাতব্য।

তর্পণ—√তৃপ্ + অনট্ = তৃপ্তি, প্রীণন।

তর্পণঞ্চ শুচিঃ কুর্যাৎ প্রত্যহং স্নাতকো দ্বিজঃ।

দেবেভ্যশ্চ ঋষিভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ যথাক্রমম্ ॥—শাতাতপ।

বহু ধর্ম্মসংহিতায় ও পুরাণে তর্পণবিধি আছে।

৮২৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

অর্ঘ্য—

গন্ধ-পুষ্পাক্ষত-যব-কুশাগ্র-তিল-সর্ষপৈঃ।

সদূর্বৈঃ সর্ব্ব-দেবানাম্ এতদ্ অর্ঘ্যম্ উদাহৃতম্ ॥

সূর্য্যে অর্ঘ্য—সূর্য্যার্ঘ্যের মন্ত্র এই—

আয়ুর্-আরোগ্য সম্পৎ-কাম শ্রীসূর্য্যায় অর্ঘ্যদানম্ অহং করিষ্যে—

নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।

জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ॥

ইদম্ অর্ঘ্যং (এষোঽর্ঘ্যঃ) শ্রী সূর্য্যায় নমঃ ॥

৮২৯ পৃষ্ঠা

তুরিত—স° ত্বরিত > প্রা° তুরিত। স° ব-ফলা স্থানে প্রা° উকার হয়।

৮২৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

হিঁছড়িয়া—স° আকৃষ্যতি, আক্রক্ষ্যতি > প্রা° আকচ্ছই > আঅচ্ছই > আয়চ্ছই > আয়ঞ্চই > হি° ঐঞ্চে, ঐঁচৈ > বা° হেঁচ্ড়ায়, হিঁচ্ড়ায়। √হিঁচড়, √ হেঁচড় ধাতু আকর্ষণ।

শ্রীমন্ত কর্ত্তৃক চণ্ডিকা-স্তুতি (৮৩০—৮৩২ পৃষ্ঠা)

৮৩০ পৃষ্ঠা

জুতি—স° দ্যুতি, দ্যোতি > প্রাকৃত-প্রভাবে স° জ্যোতিঃ > প্রা° জুতি (স° দ্য > প্রা° জ, জ্জ হয়)।

দুর্ব্বাক্ষত—দুর্ব্বা ও অক্ষত (আতপ চাউল)।

৮৩১ পৃষ্ঠা

সহস্রাক্ষ—কলিঙ্গের রাজা।

পূজিলা ষড়ঙ্গে—

"গন্ধ-পুষ্পে তথা ধূপ-দীপৌ নবেদ্যম্ এব চ" এই পঞ্চাঙ্গ ও প্রণাম মিলিয়া ষড়ঙ্গ।

খেয়াইল—স° ক্ষেপ > প্রা° খের > খেওয়া > খেয়া।

৮৩২ পৃষ্ঠা

টনক—স° √তন্ (= বিস্তার) > (তানয়তি) টন, টান। টন + ক = টনক = টান পড়ার অনুভূতি > স্মৃতি, স্মরণ।

চৌতিশা স্তুতি (৮৩২—৮৩৪ পৃষ্ঠা)

৮৩২ পৃষ্ঠা

চৌতিসা—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম খণ্ডের ৫৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গগন-বাসিনী—যোগমায়া কংসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আকাশে অবস্থান করিয়া কংসকে মৃত্যুর কথা বলেন এবং তিনিই গোকুল রক্ষার উপায় হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কংসের হাত হইতে রক্ষা করেন।—হরিবংশ ইত্যাদি।

ঘোর-দৈত্য-নাশি—ঘোর (ভয়ঙ্কর) দৈত্যকে বা ঘোর নামক দৈত্যকে যিনি বধ করেন।—দেবীপুরাণ ২য় অধ্যায়।

ঘোর-পত্রী-শশী—ঘোর (ভয়ঙ্কর) পত্রী (বাণ) শশী (ধ্বজা) যাঁহার।

ছেদ্য—ছেদন-যোগ্য।

৮৩৩ পৃষ্ঠা

ধরণী-ধারিণী—মধুকৈটভ বধের সময় স্থিতিশক্তি রূপে যিনি ধরণীকে পাতাল হইতে উদ্ধার করিয়া ধারণ করেন।—কালিকাপুরাণ।

নন্দসুতারাণী—যোগমায়া একানংশা রূপে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। —হরিবংশ।

ভূতি—মঙ্গলময়ী, উন্নতিবিধায়িনী।

যমের ভগিনী—যমুনা; আদ্যাশক্তিই যমুনা গঙ্গা ইত্যাদি।—স্কন্দপুরাণ প্রভাস খণ্ড ১১; হরিবংশ; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ৬ অধ্যায়।

যাদব-ভগিনী—নন্দসুতা একানংশা যদুবংশীয় শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সম্পর্কীয়া।

৮৩৪ পৃষ্ঠা

লাপা—স° লাপ = কথন, ভাষণ।

বিধি-বিষ্ণু-প্রিয়া—আদ্যাশক্তিই সমস্ত দেবতার শক্তি।

বর্ণময়ী—বর্ণমালাত্মিকা শক্তি।

শতাক্ষরী—মার্কণ্ডেয় পুরাণে দুর্গার এক নাম শতাক্ষী।

অবধি—অবহিত, মনোযোগী, অবধান।

শ্রীমন্ত কর্ত্তৃক পুনঃ স্তুতি (৮৩৪—৮৩৬ পৃষ্ঠা)

৮৩৪ পৃষ্ঠা

নদ-নদীর আকর—সমুদ্র।

বিবিধ পুরাণ-প্রসঙ্গের জন্য মূল পুস্তকের ৯৭ পৃষ্ঠায় কলিঙ্গরাজের স্তবের টীকা চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম খণ্ডের ২৩৭—২৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৮৩৫ পৃষ্ঠা

অষ্টভুজা—

অষ্টাবিংশভুজা ধ্যেয়া অষ্টাদশভুজাথবা।
দ্বাদশাষ্টভুজা বাপি ধ্যেয়া বাপি চতুর্ভুজা ॥
—গরুড়পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড ৩৮। ১১।

তন্ত্রসারে মহিষমর্দ্দিনী অষ্টভুজা। বিন্ধ্যবাসিনী-প্রাদুর্ভাব অষ্টভুজা-রূপে হইয়াছিল।—হরিবংশ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি।

৮৩৬ পৃষ্ঠা

অনন্তাক্ষ—অনন্ত অক্ষি যাঁহার, সর্ব্বদর্শী। দুর্গা সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বতোভদ্রা সর্ব্বতোক্ষি-শিরোমুখা।—দেবীপুরাণ, ১৬ অধ্যায়।

শ্রীমন্তকৃত দেবীর চৌত্রিশ অক্ষরে স্তব

(৮৩৬—৮৪০ পৃষ্ঠা)

কালকেতুর চৌতিশা ও শ্রীমন্তের চৌতিশা স্তুতি দ্রষ্টব্য।

৮৩৬ পৃষ্ঠা

কালরাত্রি—তুমি প্রলয়রাত্রি-স্বরূপা।

৮৩৭ পৃষ্ঠা

যাত্রিকা-শিরোমণি—যাঁহাকে স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলে সর্ব্ববিধ শুভ হয়।

জনার্দ্দন-সহায়িনী—মধুকৈটভের সহিত যুদ্ধকালে আত্মশক্তি যোগনিদ্রা বিষ্ণুকে সাহায্য করিয়াছিলেন।—কালিকাপুরাণ।

টিটকার—মুখে টিট্ টিট্ শব্দ করিয়া বিদ্রূপ করা।

টুটেক—ত্রুটি বা পঞ্চ-ক্ষণ পরিমিত কাল মধ্যে।

৮৩৮ পৃষ্ঠা

চামুটি—চর্ম্মপট্টিকা।

ঢৌল—? ছলনা। প্র :—

আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়।
তবে ঢোল কর কোন্ যুক্তি ইথে হয়?
—চৈতন্যভাগবত।
ঢোল করি প্রভুরে লইয়া গেল কোন্ স্থানে।
—বিধু সেনের চৌতিশা।

দক্ষিণা কালী—প্রসন্না কালী বা বিশেষ কালী-মূর্ত্তি।—কালিকা দক্ষিণা দিব্যা মুণ্ডমালা-বিভূষিতা।—তন্ত্রসার।

ঊর্দ্ধ্বে বামে কৃপাণং করকমলতলে ছিন্নমুণ্ডং তথাধঃ।
সব্যে চাভীর্-বরঞ্চ ত্রিজগদ্-অঘহরে দক্ষিণে কালিকে চ॥—তন্ত্রসার।

৮৩৯ পৃষ্ঠা

পাশী—বরুণ, পাশ অস্ত্র যাঁর।

ফেফাতুরা—ফে ফে করিয়া আতুর বা কাতর।

বীরভদ্র-ভৃত্য-তারিণী—দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের সময় আবির্ভূত বীরভদ্র নামক অনুচরকে যিনি দয়া করিয়া জয়ী করিয়াছিলেন।

৮৪০ পৃষ্ঠা

রণ-অগ্রে হৈলা বাসুদেবের অগ্রণী—নন্দগোপকুলে জাতা কাত্যায়নীকে কংস দেবকীর অষ্টমগর্ভজাতা কন্যা বিবেচনা করিয়া পাথরে আছাড় মারিলে তিনি আকাশে উত্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"তোমার অন্তকালে যখন তোমার শত্রু তোমাকে আকর্ষণ করিতে থাকিবে, আমি সেই সময় কর দ্বারা তোমার দেহ বিদীর্ণ করিয়া উষ্ণ শোণিত পান করিব।"—হরিবংশ, হরিবংশপর্ব্ব ৫৯ অধ্যায়।

বলদেবের ভগিনী—হরিবংশ, হরিবংশ পর্ব্ব ৫৮ অধ্যায়ে আর্য্যাস্তবে কাত্যায়নীকে "বলদেবের ভগিনী" বলা হইয়াছে। বলরাম নন্দরাজ-মহিষী রোহিণীর গর্ভে ও মহামায়া যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া বৈমাত্র ভাই-ভগিনী।

বসুদেবের শরণ—কৃষ্ণকে লইয়া বৃন্দাবনে যাইবার সময় মহামায়া নিদ্রা-রূপে প্রহরী-দিগকে আচ্ছন্ন করেন এবং শৃগালী-রূপে বসুদেবকে যমুনা পার হইতে সাহায্য করেন।—ভবিষ্যপুরাণ প্রভৃতি।

ষট্পদগায়িনী—ভ্রমরের ন্যায় মধুরভাষিণী।

চণ্ডীর উৎকণ্ঠা (৮৪১ পৃষ্ঠা)

৮৪১ পৃষ্ঠা

দেখি অমঙ্গল—যিনি সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গলচণ্ডী তিনিও অমঙ্গলের ভয়ে কাতর! এবং চণ্ডী সর্ব্বজ্ঞা নহেন, নিজে জানিতে না পারিয়া দাসীর কাছে প্রশ্ন করিতেছেন!

পদ্মার জ্যোতিষ-গণন (৮৪২—৮৪৩ পৃষ্ঠা)

৮৪৩ পৃষ্ঠা

সর্ব্বকলা—সর্ব্ববিদ্যা।

দেবগণের অস্ত্রাদি প্রদান (৮৪৪—৮৪৫ পৃষ্ঠা)

মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীর প্রাদুর্ভাব ও দেবগণের অস্ত্র দানের অনুকরণ।

চণ্ডিকার ক্রোধ ও রণসজ্জা (৮৪৬—৮৪৮ পৃষ্ঠা)

৮৪৬ পৃষ্ঠা

সঞ্জীবনীপুর—যমপুর, যমালয়।

ধুতি—পূর্ব্বে পরিধেয় বস্ত্র মাত্রকেই ধুতি বলিত, স্ত্রীলোকের পরিধেয় বা পুরুষের পরিধেয় বলিয়া নামের কোনও পার্থক্য ছিল না।

৮৪৭ পৃষ্ঠা

সিবামৃতনিনাদিনী—শৃগাল সদৃশ রব-কারিণী ?

কবতাক্ষ— ?

৮৪৮ পৃষ্ঠা

শুষ্কমাংস—সহজ-যানের দেবী কঙ্কালিনী। ডাকার্ণব-তন্ত্রে এঁর বর্ণনা আছে। এক কালে বঙ্গদেশে এঁর খুব পূজা হইত; বীরভূমের অট্টহাস প্রধান পীঠস্থান।

দ্বিধিষণা— ?

জিয়ানলা— ?

ধল—স° ধবল > ধঅল > ধল।

চণ্ডীর জরতীবেশ ধারণ (৮৪৯—৮৫০ পৃষ্ঠা)

৮৪৯ পৃষ্ঠা

ভিক্ষা কর—চণ্ডী বেচারী খাওয়া-পরার কষ্টে পড়িয়াই মর্ত্তে পূজা প্রচারের জন্য ব্যস্ত; তাঁর ভাগ্যে ভিক্ষার লাঞ্ছনা ঘুচিয়াও ঘুচিতে চাহে না!

৮৫০ পৃষ্ঠা

শিঙ্গা বেত্র—শিঙ্গা ও বেত্র, অথবা শৃঙ্গাকৃতি বক্র বেত্রযষ্টি।

কোটালের নিকটে চণ্ডীর গমন (৮৫০—৮৫২ পৃষ্ঠা)

৮৫১ পৃষ্ঠা

ত্রিগর্ত্ত—বর্ত্তমান জলন্ধর বা কাংড়া বা তিব্বত বা ভুটান প্রদেশ।

লাহর—পঞ্জাবের প্রধান নগর; প্রাচীন নাম লাভপুর।

ডিল্লি—দীলিপ রাজার প্রতিষ্ঠিত রাজধানী।

বন্দ্য—শ্লেষ অলঙ্কার, দ্ব্যর্থ—(১) বন্দনীয় (২) বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ।

গোত্র—(১) পর্ব্বত (২) বংশ।

কুমুদ—কৈলাস পর্ব্বত ?

৮৫২ পৃষ্ঠা

সমুদ্রে ডুবিল ভাই—মৈনাক পক্ষচ্ছেদের ভয়ে সমুদ্রে লুকাইয়াছিল।

কোটাল প্রতি ব্রাহ্মণীর উক্তি (৮৫৬—৮৫৭ পৃষ্ঠা)

৮৫৬ পৃষ্ঠা

পঞ্চম দুর্গতি—অবিদ্যা অস্মিতা রাগঃ দ্বেষঃ অভিনিবেশঃ (মরণভয়ম্) ইতি পঞ্চ ক্লেশাঃ।
—বেদান্তসার।

বিরিঞ্চি-নন্দন—ব্রহ্মার প্রথম চার মানসপুত্র সনক সনন্দ সনাতন সনৎকুমার উলঙ্গবেশে হরি সাক্ষাৎ করিতে গেলে বৈকুণ্ঠের দ্বারীদ্বয় জয় ও বিজয় বাধা দেন। কুপিত ঋষিদের শাপে তাঁরা বারম্বার বিষ্ণুদ্বেষী দৈত্য রাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।
—ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ।

৮৫৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

ঘোষাল—(১) প্রসিদ্ধ (২) ঘোষল-গ্রামিন্।

শ্রীমন্ত প্রতি কোটালের অস্ত্র প্রয়োগ
(৮৫৯—৮৬০ পৃষ্ঠা)

৮৫৯ পৃষ্ঠা

তবলকাব—? কুঠারধারী। আ° তবর্=কুঠার।

ভূকুণ্ডা—চোরকাঁটা, ভাঁটুই, ঝুবকুণ্ডা, বরিশালে নাম লেঙ্রা, ঢাকায় নিলাজী, মালদহে ছিনারী। অথবা গাম্ভীর বৃক্ষের ফল (নদীয়া জেলায়)।

পোড়ে তবকির মু—আগেকার বন্দুকে বারুদ ভরিয়া রঞ্জুত-ঘরে আগুন লাগাইতে হইত; আগুন না লাগিলে ফুঁ দেওয়া দরকার হইত। পরে চকমকি-ঠোকা বন্দুক হয়। তার পরে ক্যাপ প্রচলিত হয়। অবশেষে টোটার প্রচলন হইয়াছে।

দেবী প্রতি কোটালের উক্তি (৮৬০—৮৬১ পৃষ্ঠা)

৮৬১ পৃষ্ঠা

বড়াইবুড়ি—বৃদ্ধ > বড্ড > বড়+ আই < আয়ী < আর্য্যিকা=মাতা। বৃদ্ধা মাতামহী। বৃন্দবনের বৃদ্ধা দূতী যিনি রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটান; তিনি যোগমায়া। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন দ্রষ্টব্য।

ভাণ্ডা—স° ভাণ্ডাগার > ভাণ্ডাআর > ভাণ্ডার=পুঁজি, সম্বল।

গালি দিল ডাখিনী বলিয়া—ইহা ব্যাজস্তুতি, কারণ চণ্ডীরই অপর নাম ডাকিনী। —বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ, ডাকার্ণব তন্ত্র দ্রষ্টব্য। ডাকিনী প্রভৃতি মন্ত্রশক্তি।—

মন্ত্রৌঘা বিবিধা রাজন্ শঙ্করেণ প্রকাশিতাঃ।
পার্ব্বত্যগ্রে মহারাজ অথর্ব্বণোপবেদজাঃ॥
শাকিনী ডাকিনী চৈব কাকিনী হাকিনী তথা।
রাকিণী লাকিনী হ্যেতাঃ ষড়্ভেদাস্ তত্র কীর্ত্তিতাঃ॥

—স্কন্দপুরাণ ধর্ম্মারণ্যখণ্ড ২০ অধ্যায়।

চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কোটালের সহিত যুদ্ধ (৮৬২—৮৬৩ পৃষ্ঠা)

৮৬২ পৃষ্ঠা

পৈলা—স° প্রথিল (প্রথ-ইল্ল) > * পঠিল্ল, পথিল্ল > * পঢ়িল্ল > * পহিল্ল > হি° পহিলা, পুরাতন ও মধ্যযুগের বাংলায় পহিল, পহেলা > পয়লা > পৈলা, পৈল। স° প্র-তম (জেন্দ্ আবেস্তা ফ্রতম) + প্র-থ (যেমন চতুর্-থ, ষষ্-থ) = স° প্রথম। স° প্রথর (Prior) > পহল, পহলা, পহিলা >, পয়লা > পৈলা, পৈল। চণ্ডীমঙ্গলবোধিনী প্রথম খণ্ডে ২১৩ পৃষ্ঠায় পৈল দ্রষ্টব্য। স° প্রথম > প্রা° পঢ়মো > অর্দ্ধমা° পঢ়মিল্ল (পঢ়ম + ইল্ল) > অপ° পহিলউ > হি° পহিলা, পহেলা, পহলা।

ছুটা মাথা—একটা কাটা গেলেও ক্ষতি বোধ হইবে না, একটা থাকিবে।

খাটা—তা° খাট্টাই = কাষ্ঠখণ্ড, জ্বালানি কাষ্ঠ।

৮৬৩

টাকর—আঙ্গুলের টোকা—আঙ্গুল দিয়া টকটক শব্দ করিবার ভঙ্গী; ঘুষি; অথবা অস্ত্র বিশেষ। প্রঃ—

টাকারের ঘাএ কংসে লইব পরাণে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।
এখন টাকরে চূর্ন হইল মস্তক।—কাশীরাম দাস।

যুদ্ধ বর্ণন (৮৬৩—৮৬৫ পৃষ্ঠা)

৮৬৩ পৃষ্ঠা

পিঙ্গল-জটিলা—পিঙ্গলবর্ণ-জটা-যুক্ত।

৮৬৪ পৃষ্ঠা

মামুদা—মাম্‌দো ভূত; মহম্মদীয় লোক (মুসলমান) মরিলে মহম্মদীয় ভূত হয়।

তাল বেতাল—এঁরা হরপার্ব্বতীর পুত্রস্থানীয় অনুচর।

বানরাস্যৌ স দদৃশে পদক্ষোভং বৃষস্য চ।
বেতাল-ভৈরবৌ জাতৌ পৃথিব্যাং নৃপবেশ্মনি॥
—কালিকাপুরাণ।

রাজসমীপে কোটালের নিবেদন
(৮৬৫—৮৬৬ পৃষ্ঠা)

৮৬৫ পৃষ্ঠা

বাট—স° বর্ত্ম > প্রা° বট্ট > স° বাট—বাটো মার্গে বৃতিস্থানে।—মেদিনী।

মড়া—স° মৃতক > প্রা° মটঅ, মড়অ > মড়া।

কাঁচা—ফা° কুচক্‌ = ছোট, কুচো। স° কচ = শিশুসন্তান; তুলনীয় কাচ্চা-বাচ্চা।

কুশের রেক—কুশাগ্র পরিমাণ রেখাও তাহার অঙ্গে অস্ত্রাঘাতে হইতেছে না।

কৃষ্ণের রেখ—তাহার সব চুল সাদা হইয়া গিয়াছে, কোথাও কৃষ্ণের রেখা পর্য্যন্ত নাই।

সিংহলেশ্বরের সমর সজ্জা (৮৬৬—৮৭০ পৃষ্ঠা)

৮৬৬ পৃষ্ঠা

ডুলিয়া—দোলা-বাহক জাতি।

চৌদল—চতুর্দোল, চতুর্দোলা।

৮৬৭ পৃষ্ঠা

বুরুজ—আ° বুর্জ্—বহুবচনে বুরূজ = দুর্গপ্রাকারে গোলাকার ঘর, Bastion।

সওার=আ° আসওয়ার, ফা° সওয়ার।

যবন—Ionian; পরে বহির্ভারতের যে-কোনো জাতি।

বিম্বুকী—বিম্ব তুল্য অলঙ্কার, পদক। প্রঃ—

পার্ব্বতীয় ঘোড়া-গলে রত্নের বিম্বকী।—কৃত্তিবাস, লঙ্কাকাণ্ড।

চৌকনিয়া—হি° চৌগান=চারপল-তোলা গদা। চতুষ্কোণ আছে যে গদায়।

৮৬৮ পৃষ্ঠা

বেটা—স° বেত্র (তুলনায় বংশ) > বেটা; স° বীত (প্রসূত) > বিটা।

ঠাট—স° স্থাত্র > ঠাট।

শগড়—স° শকট।

বোয়াজ—স° ব্রজ।

৮৮৯ পৃষ্ঠা

দম্বল—ফা° দম (নিশ্বাস) + স° বল (শক্তি, সম্বল) যাহার, নকীব, রায়বার, রাজবার্ত্তা-বিঘোষক।

ছড়—স° ছটা > ছড়া, ছড়। বাঁশের লম্বা লাঠি।

ময়মত্ত—মদমত্ত।

।মন্তের করুণা (৮৭০—৮৭২ পৃষ্ঠা)

৮৭০ পৃষ্ঠা

আমি নহি রণে কৃতী—বাঙালীর প্রকৃত পরিচয়; শ্রীমন্ত ক্ষত্রিয়ও নয়, সে বণিক্।

দানাগণের মহলা (৮৭২—৮৭৪ পৃষ্ঠা)

৮৭২ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

আরম্ভ—উদ্যম, দর্প, ত্বরা (ইতি মেদিনী)।

মহলা—মুখ > মুহ + আড়া = মুহারা > মহলা (মহল শব্দ সাদৃশ্যে)। মহলা = শিক্ষা, অভ্যাস, পরীক্ষা ; প্রাথমিক চেষ্টা।

পৌটেক—এক পোয়া আন্দাজ ; অথবা এক পৌটি ওজন।

৮৭৩ পৃষ্ঠা

তালজঙ্গ—তালজঙ্ঘ = তাল-গাছের ন্যায় জঙ্ঘা যাহার। তালজঙ্ঘ নামে এক ম্লেচ্ছ জাতি সগর রাজার রাজ্য হরণ করাতে দণ্ডিত হইয়াছিল।—রামায়ণে ও পুরাণে সগর-উপাখ্যান দ্রষ্টব্য।

রণমুণ্ডা—রণমুখ।

আচাভুয়া—অসম্ভব > হি° অচম্ভা = অদ্ভুত, আশ্চর্য্য। স° অত্যদ্ভুত > প্রা° অচ্চব্ভুদ > আচাভুয়া।

আওট বেতাল—আবর্ত্ত > আওট। আবর্ত্তনকারী বেতাল।

পাওয়া—?

পাটুয়া—পট্ট প্রস্থ যার তাহা পাটুয়া ; অথবা পাইট করিবার উপযুক্ত।

ঝোড়ে—স° ধূর্ ধাতু হিসায় > ঝুর, ঝুড় দাঁত দিয়া ছিন্ন করা।

দানাগণের যুদ্ধ (৮৭৪—৮৭৬ পৃষ্ঠা)

৮৭৫ পৃষ্ঠা

ভেজাল্য—স° ভেদয় (separate) > হি° ভেজ (send),—Beames।

স° অভ্যজ্যতে > * অভ্যজ্জই > ভেজাই।—সুনীতিকুমার।

বুলে তালি—তালে তালে টলিয়া টলিয়া সঞ্চরণ করে।

যুদ্ধ বর্ণন (৮৭৭—৮৭৮ পৃষ্ঠা)

৮৭৭ পৃষ্ঠা

পুখুর-গাবান—পুষ্করিণীর গর্ভ।

৮৭৮ পৃষ্ঠা

আঁধুলি—ধূলায় আচ্ছন্ন করিয়া দৃষ্টি রোধ।

উজান—স° উদ্‌যান=ঊর্দ্ধদিকে গতি।

শোণিতের নদী (৮৭৮—৮৮০ পৃষ্ঠা)

৮৭৯ পৃষ্ঠা

কুলি— স° কুল্যা = খাত, খাল। কুল্যা পয়ঃপ্রণাল্যাম্।—মেদিনী।

জুলি—জোল, জোর দ্রষ্টব্য।

প্রেতের হাট (৮৮০—৮৮১ পৃষ্ঠা)

৮৮০ পৃষ্ঠা

মনশিব—আ° মুন্‌সিফ = পরিদর্শক, বিচারক, মধ্যস্থ।

প্রেততথি—প্রেত তথি = প্রেত তথায়। অথবা, প্রেত-সম্পর্কীয় (যেমন খুড়তুতো, পিস্‌তুতো, মাস্‌তুতো) তুঃ—

কেউ সতাতো কেউ লতাতো।
গাছতুতো কেউ হয় গো॥—সত্যেন্দ্র দত্ত, ফুলের ফসল।

ফুলঘর—হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, জরায়ু।

কিনয়ে—স° ক্রীণাতি > প্রা° কিনই > কিনয়ে > কিনে।

বেচয়ে—স° ব্যয়তি > * বেচ্চই > বেচ্চই > বেচয়ে > বেচে। (বি + ক্রী > বা° বিক্রী, বিকায়।)

৮৮১ পৃষ্ঠা

পাটুকা—পেটিকা, কোমরবন্ধ। প্রঃ—

পটুকা কোমরবন্দ সরবন্দ শিরে।—ঘনরাম।

শিরে চীরা জামা গায়, কটি আঁটি পটুকায়

দাস্থ-বাস্থ সঙ্গে দুই দাস।—ভারতচন্দ্র, মানসিংহ।

নৃপতির মশানে গমন (৮৮১—৮৮৩ পৃষ্ঠা)

৮৮২ পৃষ্ঠা

দুকানে কুণ্ডল হৈল হাথে হৈল থাল—নাথপন্থী যোগীর বেশ ; ফকিরের ভিক্ষুকবেশ।

সিংহলেশ্বরের প্রতি চণ্ডীর দয়া (৮৮৩—৮৮৮ পৃষ্ঠা)

৮৮৫ পৃষ্ঠা

ত্রৈবিদ্যা—ত্রয়ী বিদ্যা—ঋক্ যজু সাম বেদের জ্ঞান।

মধুকৈটভ—কালিকাপুরাণ।

কুচ্ছা—স° কুৎসা > প্রা° কুচ্ছা। (স° ৎস > প্রা° চ্ছ ; যথা—মৎস্য > মচ্ছ ; বৎস > বচ্ছ)।

৮৮৬ পৃষ্ঠা

অলক—অলক্ষ্য > অলখ।

কুমুদা—কু (পৃথিবী) + √মুদ্ (হৃষ্ট হওয়া) = যাকে দেখিয়া সকলে হৃষ্ট হয়।

বহুনাম-নিকেতেষু বহুনামা বভূব হ।—ভাগবত ৪।১৩।

৮৮৭ পৃষ্ঠা

কৃত্তিকা—কৃৎ (ছেদন) করেন যিনি অথবা কার্ত্তিকেয়ের শক্তি বা কার্ত্তিকেয়ের পালয়িত্রী।

৮৮৮ পৃষ্ঠা

ত্রিজটা—বৌদ্ধ তন্ত্রের দেবী।

ত্রিকুটা—ভৈরবী।

পথ্যা—পথস্বরূপিণী; উপায়নির্দ্দেশিনী।

সহস্রাক্ষ—মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীস্তোত্রে (৯১ অধ্যায়ে) ভগবতীকে ঐন্দ্রী শক্তিরূপে 'সহস্রনয়নশোভিতা' বলা হইয়াছে।

নগাঙ্গী—পার্ব্বতী; নগ (পর্ব্বত) হইতে প্রাপ্ত অঙ্গ যাঁহার।

নৃপতির সহিত চণ্ডীর কথোপকথন

(৮৮৮—৮৯২ পৃষ্ঠা)

৮৮৯ পৃষ্ঠা

জাতি হৈল বড়—চণ্ডী বৌদ্ধ দেবী; বৌদ্ধ ধর্ম্মে জাতি-ভেদ নাই; চণ্ডী জাতি-বিচার ত্যাগ করিতে বলিয়া আপনার বৌদ্ধ-সংস্রবেরই পরিচয় দিতেছেন।

৮৯১ পৃষ্ঠা

চাপিলেন আঁখি—চণ্ডী শ্রীমন্তকে চোখের ইসারা করিলেন।

চণ্ডীর নিকট রাজার খেদ (৮৯৩—৮৯৫ পৃষ্ঠা)

৮৯৪ পৃষ্ঠা

সপিণ্ডন—

সপিণ্ডীকরণং প্রোক্তং পূর্ণে সংবৎসরে পুনঃ।—কূর্ম্মপুরাণ।
পিতরং তত্র সংস্কুর্য্যাদ্ ইতি কাত্যায়নোঽব্রবীৎ।—শ্রাদ্ধতত্ত্ব।
সপিণ্ডীকরণং বক্ষ্যে পূর্ণেঽব্দে তৎক্ষয়েঽহনি।
—গরুড়পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড ২২৪।১।

সভে বিলক্ষণ—সকলে সাক্ষী থাকুক।

দেবীর প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি (৮৯৪—৮৯৫ পৃষ্ঠা)

৮৯৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

রাজারে কর আপনার মাথে—রাজাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রণাম করো।

হনুমানের প্রতি দেবীর আজ্ঞা (৮৯৫—৮৯৬ পৃষ্ঠা)

৮৯৫ পৃষ্ঠা

বিশল্যকরণী—যে ঔষধে শল্যক্ষত আরোগ্য হয়। এই বিশল্যকরণী আনয়ন রামায়ণের অনুকরণ।

অস্থি-সঞ্চারিণী—বাংলা নাম হাড়-জোড়া।

পাইল পর্ব্বতরাজ—রামায়ণের যুদ্ধকালে লক্ষ্মণের শক্তি-শেল উদ্ধারের জন্য হনুমান গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিশল্যকরণী আনিতে গিয়াছিলেন এবং গাছ চিনিতে না পারিয়া সমস্ত পর্ব্বতটাই উঠাইয়া আনিয়াছিলেন; কিন্তু এবার আর সেই কষ্ট করিতে হইল না, কারণ পূর্ব্বেই লক্ষ্মণের চিকিৎসার সময় বিশল্যকরণী গাছ দেখিয়া চিনিয়া রাখিয়াছিলেন।

মৃত সৈন্যের পুনর্জীবন-প্রাপ্তি (৮৯৬—৮৯৮ পৃষ্ঠা)

৮৯৬ পৃষ্ঠা

বাঁটে—স° উদ্‌বর্ত্তন > হি° উবটন > বাঁটন। উদ্‌বর্ত্তনম্ উৎপতনে বিলেপনে ঘর্ষণে ক্লীবম্।—মেদিনী।

৮৯৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

বাগদি—প্রাচীন বঙ্গবাসী জাতি। ঐতরেয় আরণ্যকে 'বঙ্গা-বগধা-চেরপাদাঃ' জাতির উল্লেখ আছে। অনেকে মনে করেন সেই বগধ জাতিই বাগদি। ১৩২৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের "বগধ" প্রবন্ধ এবং ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের The Origin and Development of the Bengali Language পুস্তকের ৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ডোম—প্রাকৃত ডুম্ব = শ্বপচ।—হেমচন্দ্র। এরা ধর্ম্মপূজক অবনত বৌদ্ধ সম্প্রদায়।

৮৯৮ পৃষ্ঠা

নেভ কোটাল—কোটাল কিছুতেই চণ্ডীকে স্বীকার করিতে চাহিতেছিল না, তাহার প্রভু বলপূর্ব্বক তাহাকে নতি স্বীকার করাইল। প্রাচীন ধর্ম্মকলহের বিবরণের মধ্যে এইরূপ এক একটি বলিষ্ঠ দৃঢ় চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রত্যেক যুদ্ধের পরই মরা বাঁচাইবার পালা। এর কারণ বোধ হয় সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে নাটকে দর্শকদের সম্মুখে হত্যা ও রক্তপাত দেখানো ও ঘটনা বিয়োগান্ত করা সম্বন্ধে নিষেধ থাকাতে আমাদের দেশের কাব্য-পাঠক ও শ্রোতারাও বিয়োগান্ত ও দুঃখকর কিছু সহ্য করিতে পারিত না; এবং ইহার সঙ্গে চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারের চেষ্টাও সংযুক্ত হইয়া আছে—চণ্ডীর কৃপাতে বিপদ্ বারণ হয় কেবল নয়, মরা লোক পর্য্যন্ত বাঁচে!

সিংহলেশ্বরের চণ্ডিকা-স্তব (৮৯৮—৯০১ পৃষ্ঠা)

৮৯৯ পৃষ্ঠা

গণমাতা—গণেশ, নন্দী, বেতাল প্রভৃতি গণেশ্বরদিগের মাতা ও ঈশ্বরী।

গোপকন্যা গায়ত্রী—দুর্গা নন্দগোপকুলে জাতা এবং তিনিই গোপকন্যা গায়ত্রী। গায়ত্রী যে গোপকন্যা তাহার বিবরণ স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ড ১৬৫ অধ্যায়ে ও নাগরখণ্ড ১৮১ অধ্যায়ে ও পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ড ১৭ অধ্যায়ে আছে।

ছত্রের জননী—যাঁহার কৃপাতে রাজছত্র লাভ হয়।

পাঠান্তর

খগেন্দ্রবাহন-সহচরী—গরুড়ারোহী কৃষ্ণকে সাহায্যকারিণী।

৯০০ পৃষ্ঠা

তপন-তাপিনী—তপনের তাপশক্তি।

ফেরুফার—ফেরুপাল ?

কালজিবা—? কালজিহ্বা ?

৯০১ পৃষ্ঠা

সিলা—? শীলা = স্বভাব ?

বিবাহের দিননির্ণয় (৯০১—৯০২ পৃষ্ঠা)

৯০. পৃষ্ঠা

যিনি সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গলচণ্ডী তিনি যেদিন বিবাহ দিতেন সেই দিনই শুভ হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু কবিকঙ্কণের সময়ে দেশ এমনই গ্রহের ফেরে পড়িয়াছিল যে আদ্যাশক্তি দুর্গা মঙ্গল-চণ্ডীকেও গ্রহের প্রসন্নতার সন্ধান করাইতে হইয়াছে। চণ্ডী মহাদেবী হইলেও সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বদর্শিনী নন, তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধিও বেশী কিছু নাই; তাঁহার অপেক্ষা তাঁহার প্রাইভেট্‌-সেক্রেটারী পদ্মাবতীর বিদ্যাসাধ্য ঢের বেশী।

সপ্তশলা—উত্তর-দক্ষিণে সমান্তরালে ৭ রেখা ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে সমান্তরালে ও পূর্ব্বাঙ্কিত রেখাগুলির উপর দিয়া ৭ রেখা অঙ্কিত করিতে হয় এবং প্রত্যেক রেখার প্রান্ত-মুখে কৃত্তিকাদি-ক্রমে অভিজিৎ লইয়া ২৮ নক্ষত্রের অঙ্ক বসাইতে হয়। যে নক্ষত্রে বিবাহ হইবে তাহাতে, কিংবা সেই নক্ষত্রাঙ্কিত রেখার অপর-প্রান্তবর্ত্তী নক্ষত্রে চন্দ্র ভিন্ন অন্য কোনো গ্রহ থাকিলে সপ্তশলাকা বেধ হয়। এরূপ দিনে বিবাহ নিষেধ।

যস্যাঃ শশী সপ্তশলাকবিদ্ধঃ পাপৈর্‌ অপাপৈর্‌ অথবা বিবাহে।
রক্তাংশুকেনৈব তু রোদমানা শ্মশানভূমিং প্রমদা প্রয়াতি॥
—জ্যোতিস্তত্ত্বম্‌। পঞ্জিকা দ্রষ্টব্য।

নক্ষত্র রেবতী শুভযোগ রবিবার—কালকেতুর বিবাহ ও ধনপতির বিবাহপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৯০২ পৃষ্ঠা

রম্ভাতরু—

দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্যম্ ইহ কল্পয়।
রম্ভারূপেণ মে নিত্যং শান্তিং কুরু নমোঽস্তু তে॥
—দুর্গোৎসব-পদ্ধতি।

বিষ্ণুসংহিতায় মাঙ্গল্যদ্রব্যের দীর্ঘ তালিকার মধ্যে অন্যতম "আর্দ্র শাক"। শাক শব্দে উদ্ভিদের সর্ব্বাঙ্গকে বুঝায়, যথা—

পত্রং পুষ্পং ফলং নালং কন্দং সংস্বেদজং তথা।
শাকং ষড়্‌বিধম্ উদ্দিষ্টং গুরু বিদ্যাৎ যথোত্তরম্॥

কলাগাছ সবচেয়ে "আর্দ্র" শাক; সেইজন্য ইহা শ্রেষ্ঠ মাঙ্গল্য।

অতিরিক্ত পাঠ

নিরামিষ্য করি—ব্রতাদি অনুষ্ঠানের পূর্ব্বদিনে সংযম করিয়া থাকিতে হয় এবং সে দিন ত্যাজ্য—কাংস্যং মাংসং মসূরঞ্চ চণকং কোরদূষিতম্ ইত্যাদি, এবং সেদিন "নিরামিষং সকৃৎ ভুক্ত্বা" থাকা কর্ত্তব্য।

বশিষ্ঠোক্তো বিধিঃ কৃৎস্নো দ্রষ্টব্যোঽত্র নিরামিষঃ।—উদ্বাহতত্ত্ব।

শ্রীমন্তের পিতৃদর্শনার্থ উৎকণ্ঠা (৯০২—৯০৪ পৃষ্ঠা)

৯০৩ পৃষ্ঠা

রামের মন্ত্র—রাম রাক্ষসজয়ী; এজন্য রামনামে ভূত প্রেত রাক্ষস দূরীভূত হয়।—পদ্মপুরাণে রামনামের মাহাত্ম্য সবিস্তর বর্ণিত আছে।

নান্দীমুখ—নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী।—বিষ্ণুপুরাণ।

আনন্দ-কর্ম্মের মুখে বা প্রারম্ভে পিতৃপূজন ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, বসুধারা-দান ইত্যাদি :
—উদ্বাহতত্ত্ব ও শ্রাদ্ধতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

চান দেবী পদ্মার বদন—চণ্ডীর নিজের বুদ্ধিতে কুলাইল না, তিনি পদ্মার পরামর্শ জিজ্ঞাসু হইলেন!

।মন্তের ক্রন্দন (৯০৪—৯০৫ পৃষ্ঠা)

৯০৪ পৃষ্ঠা

কৃষ্ণের পিরিতে—কবিকঙ্কণের বৈষ্ণবত্বের বা তৎসময়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের ব্যাপক প্রভাবের পরিচায়ক।

ছেয়ানী—স° ছেদনী > প্রা° ছেঅণী।

চাল্য দুই মান—দুই মণ বা দুই কাঠা চাউল।

নাবিকদিগের প্রতি শ্রীমন্তের করুণ উক্তি (৯০৫—৯০৭ পৃষ্ঠা)

৯০৫ পৃষ্ঠা

জাম্য—যাম্য = যম-সম্বন্ধীয়, নিয়ম।

সাগরে করিব কাম্য—পিতৃদর্শন কামনা করিয়া সাগরে প্রাণ ত্যাগ করিব।

সাগর-সঙ্গম গিআঁ।
গাএর মাস কাটিআঁ।

আপনা মগর ভোজ দিআঁ।
সাগর-সঙ্গম জলে
তেজিবোঁ মো কলেবরে।—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

See the article on The Hour of Death in the Annals of the Bhandarkar Institute 1926-27.

৯০৬ পৃষ্ঠা

ধরহ বৈষ্ণব-বেশ—কবিকঙ্কণের বৈষ্ণবত্ব বা তাঁহার উপরে বৈষ্ণব-প্রভাবের নিদর্শন।

উকটে—স° উৎকৃন্তন ? ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন—স° বৃত্ত, বর্ত্ত > প্রা° বট্ট > -ট ; * উৎক -বর্ত্ত > উকট।

পাঠান্তর

কৌঠারে—কোঠার + -এ, অথবা কোঠা + -রে ; স° কোষ্ঠক (প্র-কোষ্ঠ) > * কোট্‌ঠঅ > কোঠা ; স° কোষ্ঠাগারিক > * কোট্‌ঠাআরিঅ > * কোঠারী, কুঠারী, কোঠার।

কারাগার হইতে ধনপতিকে আনয়ন

(৯০৭—৯০৮ পৃষ্ঠা)

৯০৭ পৃষ্ঠা

কাণ্ডার—স° কাণ্ডাগার।

সওা—স° সপাদ।

আহড়ে বিহড়ে—? অন্তরালে।

সূচা—সূচাকৃতি মুখ যার, অথবা যে ছুঁ ছুঁ শব্দ করে।

অন্নকষ্ট্যা—অন্নাভাবে ক্লিষ্ট। অন্নকোষ্ট্যা—অন্নকোষ্ঠ = উদর ; অন্নকোষ্ঠ্যা = ক্ষুধার্ত্ত, অন্নাভাবে ক্লিষ্ট।

নড়া—স° নলক (সচ্ছিদ্র অস্থি) > নলা > নড়া = নলাকৃতি হস্ত।

৯০৮ পৃষ্ঠা

বিঘত—স° বিতস্তি > * বিহস্ত > * বিহৎ > বিঘৎ। তুলনীয় স° বিতস্তা নদীর নাম কাশ্মীরী ও পাঞ্জাবী ভাষায় বিহথ। আবেস্তা Wytsty (বিৎস্তি), ফা° বিদস্ত্, প্রা° বিহথি, ব্রাহুই গিদিস্প্।

শ্রীমন্তের পিতৃদর্শন (৯০৮—৯০৯ পৃষ্ঠা)

৯০৮ পৃষ্ঠা

যাত্রায় শৃগাল বাম—

শস্তা হি বামা গতিরস্য, শস্তো।
বামো নিনাদো নিশি যো বহূনাম্॥
—বসন্তরাজশকুন।

বামে শব-শিবা-কুম্ভা, দক্ষিণে গো-মৃগ-দ্বিজাঃ।
নকুলঃ সর্ব্বতোভদ্রো, ন সর্পশ্চ কদাচন॥
—ফলিতজ্যোতিষ শাকুনাধ্যায়।

আঁচিল—? স° চর্ম্মকীল।

৯০৯ পৃষ্ঠা

জড়ুর— স° জটুল, জড়ুল > সর্ব্বা° জরুড় = শরীরস্থ কৃষ্ণচিহ্ন।

ধনপতির বিনয় (৯১০—৯১১ পৃষ্ঠা)

৯১০ পৃষ্ঠা

নিছদ্রে—নির্বিঘ্নে।

পিতাপুত্রে কথোপকথন (৯১১—৯১৫ পৃষ্ঠা)

৯১১ পৃষ্ঠা

বন্দী দেহ পরিচয়, বন্দী দেহ পরিচয়—ভঙ্গপয়ার ছন্দ।

গৌড়—খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী হইতে বঙ্গদেশ গৌড় নামে পরিচিত হয় বোধ হয়। কনৌজ-রাজ যশোধর্ম্মদেব ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে মগধ গৌড় বঙ্গ বিজয় করেন এবং কবি বাক্‌পতিরাজ সেই ব্যাপার লইয়া প্রাকৃত ভাষায় কাব্য লেখেন গউড়বহ। ভামহ ও দণ্ডী ৭ম শতকে অলঙ্কার-শাস্ত্রে গৌড়ী রীতির উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড় দেশ সভ্যতায় বিশেষ অগ্রসর হইয়াছিল।

সাকিম—আ° সাকিন = নিবাস।

৯১৪ পৃষ্ঠা

উপেক্ষণ—অপেক্ষণ শুদ্ধ পাঠ। অপেক্ষণ = সম্যক্ দর্শন, অবলম্বন।

অতিরিক্ত

রসুয়ে—স° রসবতী = পাকস্থান।—অমরকোষ।

শ্রীমন্ত যে ধনপতিরই পুত্র ইহা ধনপতির মুখ হইতে শুনিয়া নিশ্চয় হইবার জন্য শ্রীমন্ত পিতাকে আত্মপরিচয় না দিয়া জেরা করিতেছে।

ধনপতির প্রতিজ্ঞাপত্র-পাঠ (৯১৫—৯১৮ পৃষ্ঠা)

৯১৬ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

ভূতশুদ্ধি—দেহস্থ পঞ্চভূতের শুদ্ধিপূর্ব্বক ব্রহ্মে চিত্ত অভিনিবেশের মন্ত্র—জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা সোঽহং হংসঃ স্বাহা।

অঙ্গন্যাস—প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিবিধ বীজমন্ত্র আরোপ। জড়দেহকে চৈতন্যশক্তিতে উত্তেজিত করিয়া দেবতার সহিত মিলন সংঘটন।

জীবন্যাস—মন্ত্র দ্বারা প্রতিমাতে দেবতার জীবন আধান।

মুখবাদ্য—গন্ধ-পুষ্প-নমস্কারৈর্ মুখবাদ্যৈশ্চ সর্ব্বশঃ।

যো মাম্ অর্চ্চয়তে তত্র তদা তুষ্যাম্যহং সদা ॥—লিঙ্গপুরাণ।

ঘণ্টার বাদন—সর্ব্ববাদ্যময়ীং ঘণ্টাং বাদ্যাভাবে প্রবাদয়েৎ।—যোগিনীতন্ত্র।

ঘণ্টা ভবেদ্ অশক্তস্য সর্ব্ববাদ্যময়ী যতঃ।—তিথিতত্ত্ব।

ক্ষমস্ব বলিয়া সাধু দিল বিসর্জ্জন—দেবতার শরীরে আবরণ-দেবতাগণ বিলীন হইয়াছেন এরূপ চিন্তা করিয়া ক্ষমস্ব বলিয়া বিসর্জ্জনের মন্ত্র পাঠ করিতে হয়—

ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরি।

পূজারাধন-কালে চ পুনরাগমনায় চ ॥

৯১৭ পৃষ্ঠা

নাগরী—দেব-নাগরী=দেবতার নগর বা বিদগ্ধতা-সম্পর্কীয় ভাষা যে অক্ষরে লিখিত হয়।

ছাব উতারিয়া—গালার শীল-মোহর ভাঙিয়া। √ছপ=স্পর্শ, মুদ্রার চাপ।

৯১৮ পৃষ্ঠা

মন-কুমারের চাক—কুম্ভকারের চাকের ন্যায় দ্রুতগামী মন। তুলনীয় মন-পবনের নৌকা।—মাণিকচন্দ্র রাজার গান ইত্যাদি। সং° মনোরথ।

শ্রীমন্তের পরিচয় দান (৯১৮—৯২০ পৃষ্ঠা)

৯১৯ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

সপ্তমা—সপত্নী-মাতা > * সপত্ন-মা > সপ্ত-মা। সং° সপত্নী > প্রা° সবত্তী > সবত্তি > হি° সৌৎ (সব > সও > সৌ), সতি > সৎ। সৎ + মা=সৎমা; সৎ + -আ, -ইনী, -ইন = সতা, সতিনী, সতিন।

শ্রীমন্ত কর্ত্তৃক চণ্ডীপূজার মহিমা-কীর্ত্তন
(৯২১—৯২২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত)

৯২১ পৃষ্ঠা

কণ্ঠে কণ্ঠ—গলা জড়াজড়ি করিয়া অথবা কণ্ঠস্বরে কণ্ঠস্বর মিলাইয়া।

কোকনদ হেন—রক্তোৎপল-সদৃশ। ধনপতি ও শ্রীপতি উভয়েই গৌরবর্ণ ছিলেন; শোকের আবেগে উভয়ের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

তরঙ্গ—আনন্দের হিল্লোল, উল্লাস।

শুক—শুকদেব গোস্বামী।

শিব না ছাড়িব—ধনপতির ইষ্টদেবতায় ভক্তির দৃঢ়তা অতীব প্রশংসনীয়।

৯২২ পৃষ্ঠা

শিব শক্তি এক—

শক্তি-শক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন।—তন্ত্র।

অনাচার এই দেশে—ভিন্ন প্রদেশের আচার ভিন্নদেশীর নিকটে অনাচার বলিয়াই বোধ হয়।

শ্রীমন্তের বিবাহে ধনপতির নিষেধ
(৯২২—৯২৩ পৃষ্ঠা)

৯২২ পৃষ্ঠা

খাটুপনা—স° ক্ষুদ্র > প্রা° খুদ্দ, খুড্ড, খুট্ট, ছুট্ট > খাট', খুট'। স° খট্টন ≟ খর্ব্ব।

৯২৩ পৃষ্ঠা

রান্না ভাতে পোঁতে বাঁশ—বাঁশ পোঁতা সীমানা দখলের চিহ্ন। রান্না ভাত অর্থাৎ মুখের গ্রাস কাড়িয়া দখল করে।

ঢেসা—হি° ধাঁসা = ধাঁধা, ধোকা, অপবাদ।
স্থাপ্য ধন—স্থাপিত ধন, গচ্ছিত ধন, ন্যাস।
তোর পরমাই-বলে—শৈব ধনপতি কিছুতেই চণ্ডীর ক্ষমতা বা কৃতিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না; তাঁহার মতে তাঁহাদের পিতা-পুত্রের অব্যাহতির কারণ শিবের প্রসাদ ও পরমায়ুর বল।

শ্রীমন্তের সহিত সুশীলার বিবাহ (৯২৪—৯২৫ পৃষ্ঠা)

৯২৪ পৃষ্ঠা

সম্ভার—স° সর্ব্বে হি > সব্বা হি > সব্বাই ; ইহার সহিত স° সর্ব্বেভিঃ এবং সান্তায় (প্রবেশ করে) শব্দেরও ধ্বনি সংমিশ্রিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পাই সন্ধাই, সন্ধাঞি এবং তাহারই উচ্চারণভেদে পাই সম্ভাই, সম্ভায়।

গণনাথে পূজিল—

যে চান্যে মনুজা লোকে নির্ব্বিঘ্নার্থঞ্চ পূজয়ন্।
বিবাহোৎসব যজ্ঞেষুপূর্ব্বম্ আরাধিতো ভবেৎ॥

—স্কন্দপুরাণ ব্রহ্মখণ্ড ধর্ম্মারণ্যখণ্ডে গণেশপ্রস্থাপনাবর্ণন নাম দ্বাদশ অধ্যায় ৩৮, ৩৯ শ্লোক।

নান্দীমুখেষু সর্ব্বেষু পূজয়েদ্ যো গণাধিপম্।
তস্য সর্ব্বো ভবেদ্ বশ্যঃ পুণ্যং ভবতি চাক্ষয়ম্।

—পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড ৬৫।১।

হরিদ্রা—নারদ উবাচ—

নেহাস্তি কিঞ্চিৎ সৌভাগ্যদ্রব্যম্ অন্যৎ ত্বপেক্ষয়া। হরিদ্রা ও রক্তসূত্র ভিন্ন অন্য কোনো সৌভাগ্যদ্রব্য এই পৃথিবীতে নাই।—পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড, ৬৪।৭৭।

পাঠান্তর

স্বরভেদ—উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত, হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত প্রভৃতি স্বর-বৈচিত্র্য।

শ্রীমন্তকে দেবীর ছলনা (৯২৬—৯২৭ পৃষ্ঠা)

৯২৭ পৃষ্ঠা

কপট করিয়া—ছলনা করিতে ও মিথ্যা বলিতে চণ্ডীর একটুও আপত্তি নাই, পদ্মারও উপদেশ দিতে সঙ্কোচ নাই। এখন কোনো লোক অপরকে মিথ্যা ছলনা করিতে বলিলে নিন্দাভাজন হয়। তখনকার কালে নৈতিক আদর্শ বিশেষ হীন হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাতে ধর্ম্ম ও নীতি পৃথক হইয়া গিয়াছিল—পূজা অনুষ্ঠান করিলেই ধর্ম্ম হইল মনে করা হইত, পূজকের নৈতিক চরিত্র ও আচরণ যেমনই হোক না কেন তাহা গণ্য হইত না।

চণ্ডীর স্বপ্নপ্রদান (৯২৭—৯২৯ পৃষ্ঠা)

৯২৭ পৃষ্ঠা

চিয়—স° চেতয়তি ; প্রা° চিত্তাবেই > চিতায়, চেতায় > চেয়ায়, চিয়ায়। স° চিত, চেত > চিঅ > চিয়।

৯২৮ পৃষ্ঠা

ঘুম—হি° উঙ্ঘনি। বোধ হয় দেশী শব্দ। ইহার সহিত ঝিমানো শব্দের সম্পর্ক আছে।

কানি—স° কর্ণ = ছিন্ন বস্ত্র। কর্ণি, কর্ণী > কন্নি > কানি। স° কণী = ছোটো টুক্‌রা (কাপড়ের)।

২৮ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

জোর—ফা°।

সেকালের অনাথা মেয়েদের উপার্জ্জনের উপায় ছিল হাটে সুতা বেচা ও পরের বাড়ীতে ধান ভানা।

সুশীলা কর্ত্তৃক শ্রীমন্তকে প্রবোধ দান

(৯৩০—৯৩২ পৃষ্ঠা)

৯৩০ পৃষ্ঠা

আপনার অপকীর্ত্তি—শ্রীমন্ত স্বপ্নে মায়ের যে মলিন মূর্ত্তি দেখিয়াছে তাহা নিজের অবহেলা-জনিত মনে করিয়া খেদ করিতেছে।

পাঠান্তর

কলধৌত কর দান—

সুবর্ণদানং গোদানং ভূমিদানং তথৈব চ।
নাশয়ন্ত্যাশু পাপানি মহাপাতকজান্যপি ॥
—প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব।

গাং তিলাংশ্চ ক্ষিতিং হেম যো দদাতি দ্বিজন্মনে।
তস্য জন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদ্ এব নশ্যতি ॥
—গরুড়পুরাণ উত্তরখণ্ড ৩০।৫।

গজেন্দ্র-মোক্ষণ—

নগেন্দ্র-মোক্ষ-শ্রবণং জ্ঞেয়ং দুঃস্বপ্ন-নাশনম্।
—মৎস্যপুরাণ ২৪২।১৬।

য ইদং শৃণুয়ান্ নিত্যং প্রাতর্ উত্থায় মানবঃ।
প্রাপ্নুয়াৎ পরমাং সিদ্ধিং দুঃস্বপ্নশ্চ বিনশ্যতি ॥
—বামনপুরাণ

পাঠান্তর

অবিষয়—অমঙ্গল।

বারমাসিয়া (৯৩২—৯৩৭ পৃষ্ঠা)

৯৩২ পৃষ্ঠা

পুণ্য বৈশাখ মাস—

সর্ব্বেষাম্ এব মাসানাং বৈশাখো প্রবরঃ স্মৃতঃ।
পুরা হরি-মুখে রাজন্ শ্রুতম্ এতন্ ন সংশয়ঃ ॥
তত্র স্নানং জপো হোমঃ শ্রাদ্ধং দানানি যৎ কৃতম্।
তৎ সর্ব্বং ভূপতিশ্রেষ্ঠ সত্যম্ অক্ষয়ম্ উচ্যতে ॥

—পদ্মপুরাণ।

বৈশাখঃ প্রবরো মাসো মাসেষ্বেতেষু নিশ্চিতম্।

—স্কন্দপুরাণ, বিষ্ণুখণ্ড, বৈশাখমাস-মাহাত্ম্য ১।৩।

দান—

বৈশাখে যো ঘটং পূর্ণং সভোজ্যং বৈ দ্বিজন্মনে।
দদাত্যভুক্ত্বা রাজেন্দ্র স যাতি পরমাং গতিম্ ॥

ইত্যাদি। স্মৃতি।

নবাত—স° নৈবেদ্য, আ° নবাৎ, ও° নবাত'=শুষ্ক গুড়, গুড়ের পাটালি।

অতিরিক্ত

বাতাস—স° বাত(স্) > হি° বতাস্।

৯৩৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

তরুণীর হাত—শ্যামা স্ত্রী

শীতকালে ভবেদ্ উষ্ণং গ্রীষ্মে তু সুখশীতলা।

৯৩৪ পৃষ্ঠা

ডাঁশ—স° দংশ > পা° প্রা° ডংস > সর্ব্বা° ডাশ। হি° ম° গু° ডাঁস ; ও° ডাআঁশ।

৯৩৫ পৃষ্ঠা

খামার—স্কম্ভাগার > খম্ভার > খামার=যেখানে শস্যের উপর গোরু চালাইয়া শস্য মাড়াই করিবার জন্য খুঁটি পোঁতা হয়।

অতিরিক্ত

পুণ্য কার্ত্তিক মাস—মাসানাং কার্ত্তিকঃ শ্রেষ্ঠো দেবানাং মধুসূদনঃ।—স্কন্দপুরাণ, বিষ্ণুখণ্ড, কার্ত্তিকমাস-মাহাত্ম্য ১।১৩ ইত্যাদি।

দান—

যৎকিঞ্চিদ্ যচ্ছতি ব্রহ্মন্ কার্ত্তিকে চ দ্বিজাতয়ে।
রাধা-দামোদর প্রীত্যৈ তস্যাঃ পুণ্যাক্ষয়ং ভবেৎ॥

—পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড ২০।৮।

পুণ্য অগ্রহায়ণ মাস—

মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্ ইত্যুক্তং ভবতা পুরা

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্)।

* * * *

সর্ব্বযজ্ঞেষু যৎ পুণ্যং সর্ব্বতীর্থেষু যৎ ফলম্।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি মার্গশীর্ষে কৃতে স্নুত॥

—স্কন্দপুরাণ বিষ্ণুখণ্ড মার্গশীর্ষমাসমাহাত্ম্য ১।৪,৮। ইত্যাদি।

শীতপ্রস্থ—শীতের বিস্তৃতি, পরিসর, পরিমাণ-কাল।

পাঠান্তর

তরুণী তপন-তাপে নিবারিবে শীত—

তাম্বূলং তপনং তৈলং তূলা তন্বী তনূনপাৎ।
হেমন্তে যে ন সেব্যন্তে তে নরা বিধিবঞ্চিতাঃ॥

—উদ্ভট।

অষ্টম প্রকারে—পঞ্চ মকার এবং তাপ তূলা তৈল।

৯৩৬ পৃষ্ঠা

মাঘ মাসে প্রভাতে করিবে স্নান দান—

তুলা-মকর-মেষেষু প্রাতঃস্নানং বিধীয়তে।

—পদ্মপুরাণ।

(তুলা=কার্ত্তিক মাস ; মকর=মাঘ মাস ; মেষ=বৈশাখ মাস)।

অনন্ত-ফল-কামনয়া স্নান-দানঞ্চ কর্ত্তব্যম্।—কৃত্যতত্ত্বম্।

কূর্ম্মপুরাণ উপরিভাগ ২৬ অধ্যায়ে দানধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। দানমাহাত্ম্য—মহাভারত বনপর্ব্ব ১৯৯ অধ্যায়; শান্তিপর্ব্ব ২৯৩ অধ্যায়; অনুশাসনপর্ব্ব ৬৬-৭৩, ১১২, ১৩৭ অধ্যায়; শিবপুরাণ সনৎকুমার-সংহিতা ২৫ অধ্যায়, ধর্ম্মসংহিতা ২১ ইত্যাদি অধ্যায়; গরুড়পুরাণ ৯৮ অধ্যায়; লিঙ্গপুরাণ উত্তরভাগ ২৮ ইত্যাদি অধ্যায়; পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ২৯ অধ্যায়, ভূমিখণ্ড ৪০ অ, উত্তরখণ্ড ২৬, ব্রহ্মখণ্ড ২৪, ক্রিয়াযোগসার ২০; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ২১৮ অ; বৃহন্নারদীয় পুরাণ ১১-১২ অ; গরুড়পুরাণ ৭১৭ অ; কূর্ম্মপুরাণ ৩২৪ অ; মৎস্যপুরাণ ২৬১ অধ্যায়; স্কন্দপুরাণ কুমারিকাখণ্ড ২ অধ্যায়, ব্রহ্মখণ্ড উত্তরভাগ ১৪ অ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

মাঘ নিরামিষে—

তুলা-মকর-মেষেষু প্রাতঃস্নানং বিধীয়তে।
হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মহাপাতক-নাশনম্‌॥

—পদ্মপুরাণ।

সিতল—শীতল=ফলমূলাদি শীতল সামগ্রীর প্রাভাতিক বৈকালিক বা সান্ধ্য লঘু নৈবেদ্য।

ফাগু দোলে—১৩৩২ সালের দ্বিতীয় খণ্ড সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির "দোলযাত্রার উৎপত্তি", Vidyasagar College Magazineএ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দোল ও হোলি সম্বন্ধে প্রবন্ধ, The Anthropological Journal of Bombay 1924—Holi Festival by Messrs. S. Mehta, Norendra Bose and Colebrook এবং মদ্‌রচিত দোলযাত্রা প্রবন্ধ (মাসিক বসুমতী ১৩৩৪) দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণের চরিত—যেহেতু হোলি দোল কৃষ্ণেরই উৎসব।

অতিরিক্ত

হামার—স° মরার, হি° অম্বার=মরাই, গোলা। স° স্কম্ভাগার > বা° খামার।

পিচকারী—পিচ শব্দ করে যে; অথবা পিঞ্জ (রঞ্জন) কারী।

পাখয়াজ—স° পক্ষ+আতোদ্য > পাখ+আওজ্জ > পাখাওজ > পাখোয়াজ। ফা° পাখ-আওয়াজ। যে যন্ত্রের দুই ধার হইতে আওয়াজ হয়।

শ্রীমন্তের বিদায় প্রার্থনায় সিংহল-রাজ-পরিবারের আপত্তি (৯৩৭—৯৪৪ পৃষ্ঠা)

৯৩৮ পৃষ্ঠা

খসাইল—সং স্খল > স্খ- > খস ?

কালিন্দীর ধার—চক্ষুর কজ্জল ধৌত করিয়া অশ্রুধারা কালী-নদীর রূপ ধারণ করিয়াছে ; অথবা, শিবের বিরহ-সন্তাপে যে নদী কালী হইয়া গিয়াছিল তাহারই তুল্য বিরহ-সন্তপ্ত অশ্রুধারা।

সেয়ান চাঁটি—সজ্ঞান ধৃষ্ট।

৯৪০ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

বেট্যা—বাঁটিয়া, বণ্টন বা বিভাগ করিয়া।

জামাতা ভাগিনা যম—

যম জামাই ভাগ্না।
তিন নয় আপনা॥—প্রবচন।

জামাতা জঠরং জায়া জাতবেদা জলাশয়াঃ।
পূরিতা নৈব পূর্য্যন্তে এতে তু পঞ্চদুর্ভরাঃ॥—উদ্ভট।

৯৪২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

মা—

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্॥—চাণক্য।

৯৪৩ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

বোল কাট কাট—যে কথা মর্ম্মস্থানে কাটিয়া বসে, অথবা যাহা কাষ্ঠের ন্যায় নীরস কর্কশ।

ছটা—কথা-পরম্পরা, কথার পর কথা।

খোটা—বধূর বাপ-মায়ের দোষ উপলক্ষ্য করিয়া বধূকে বাক্যযন্ত্রণা দেওয়া সুপ্রাচীন প্রথা।

ধনপতি ও শালবানের কথোপকথন

(৯৪৫—৯৪৯ পৃষ্ঠা)

৯৪৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

ধুতুরা-কুসুম—ধুতুরার মধু মত্ততাজনক। ধুতুরার এক নাম উন্মত্তক-পুষ্প।

—স্কন্দপুরাণ, রেবাখণ্ড।

৯৪৬ পৃষ্ঠা

কেবল করিল বিষ পান—বিষ পান করিলে যেমন নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ করা হয়, তেমনি তোমাকে কষ্ট দিয়া আমি নিজের সর্ব্বনাশের হেতু হইয়াছি।

৯৪৭ পৃষ্ঠা

নিজ পাঁজি করিয়া প্রমাণ—তোমার নিজের হিসাব অনুসারে; আমরা তোমার কতো ধন লুণ্ঠন করিয়াছি তাহার হিসাব আমাদেরও আছে, কিন্তু তুমি যাহা বলিবে আমরা তাহাই মানিয়া লইব।

বামাপতি—বামপথী। ৬২৮ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।

৯৪৮ পৃষ্ঠা

জনু—যেন না। তু:—

মিনতি করবি হুতি ন ধরবি পায়।
মান-গরব ধন জনি মিটি যায়॥—বিদ্যাপতি।
ও তিন আখর মনে জনি রাখসি
সপনে করসি জনি সঙ্গ।—গোবিন্দদাস।

৯৪৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

তিমির নাশয়ে যাহার দন্তপংক্তিগুলি—তু:—

অথান্ধকারং গিরিগহ্বরাণাং
দংষ্ট্রা-ময়ূখৈঃ শকলানি কুর্ব্বন্
ভূয়ঃ স ভূতেশ্বর-পার্শ্ববর্ত্তী
কিঞ্চিদ্ বিহস্যার্থপতিং বভাষে।—রঘুবংশ ২।৪৬

৯৪৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

হাকান্দ—হাহাকার করিয়া ক্রন্দন, অথবা আক্রন্দ।

বর-কন্যার বিদায় (৯৪৯—৯৫১ পৃষ্ঠা)

৯৪৯ পৃষ্ঠা

কৌতুকে যৌতুক দেয় যতেক যুবতী—তুঃ—

কৌতুকে যৌতুক দেয় সবে রত্নধন।—কৃত্তিবাস, আদিকাণ্ড।

৯৫০ পৃষ্ঠা

দক্ষিণাব্রত শঙ্খ—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সোনা-ধাওা—স্বর্ণমণ্ডিত।

দূর্ব্বা-ধান—দূর্ব্বা ও ধান্য দিয়া আশীর্ব্বাদ করার তাৎপর্য্য ও দূর্ব্বাদানের মন্ত্র চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথমভাগে ৩০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ধান্যদানের বৈদিক মন্ত্র এই—

ধান্যমসি ধিনুহি দেবান, ধিনুহি যজ্ঞং, ধিনুহি যজ্ঞপতিং, ধিনুহি মাং যজ্ঞঞ্চ।

ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণম্ অপূপবন্তম্ উক্‌থিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্ জুষস্ব নঃ।

৯৫১ পৃষ্ঠা

রত্নমালার তীরে—শাস্ত্রের নির্দ্দেশ—উদকান্তং সুহৃজ্জনং গচ্ছেৎ।

বর-কন্যার সহিত ধনপতির স্বদেশ-যাত্রা (৯৫২—৯৫৬ পৃষ্ঠা)

৯৫২ পৃষ্ঠা

মাতা কান্দ্যা কেন মর—তুলনীয় ছেলে-ভুলানো গ্রাম্য ছড়া—

দোল দোল দুলুনি
রাঙা মাথায় চিরুণী।
বর আস্‌বে যখনি
নিয়ে যাবে তখনি॥
কেঁদে কেনো মরো?
আপনি বুঝিয়া দেখো
কার ঘর করো?

৯৫৩ পৃষ্ঠা

অগস্ত্য—কালেয় অসুরগণ সমুদ্রগর্ভে লুকাইয়া থাকিয়া দেবতাদিগের উপর উপদ্রব করিত; কিন্তু দেবতারা সমুদ্রগর্ভে যাইতে না পারায় অসুরদিগকে বিনাশ করিতে পারিত না। দেবতাদের অনুরোধে অগস্ত্য সমুদ্র পান করিয়া শুষ্ক করেন।—স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড ৩৪৬, নাগরখণ্ড ৩৫।

অগস্ত্য মিত্রাবরুণ-নন্দন।—নাগরখণ্ড ১০৩।৪২।

৯৫৪ পৃষ্ঠা

হারমাদ ও ফিরাঙ্গি—ধনপতি ও শ্রীমন্তের সিংহলে আসিবার পথের বিবরণের পুনরুক্তি। পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

ধনপতির বিনষ্ট ধনাদি প্রাপ্তি (৯৫৮—৯৬১ পৃষ্ঠা)

চণ্ডীর ক্ষমতার সংক্ষিপ্তসার শ্রীমন্তের কথায় ব্যক্ত হইয়াছে—

অসাধ্যসাধিনী মাতা তোমার চরণ।
মরিলে বাহুড়ে হারাইলে পায় ধন॥
সঙ্কটে তারিলে মাতা সাধিলে সম্মান।

ভাগীরথীর তট বর্ণন (৯৬২—৯৬৩ পৃষ্ঠা)

৯৬২ পৃষ্ঠা

দিন যায় কল্প কল্প—এক এক দিন কল্প সমান দীর্ঘ অনুমান হইতেছে। কল্প=ব্রহ্মার এক দিন, দেবতার ২০০০ যুগ অর্থাৎ ২৪০০০ বৎসর; মানুষের ৪৩২০০০০০০০ বৎসরে এক কল্প।

কুচিনান—চন্দননগরের নিকট।

হালিসহর—ত্রিবেণীর পরপারে, কাঁচড়াপাড়ার কাছে।

৯৬৩ পৃষ্ঠা

কোণ্ডর-নগর—বর্ত্তমান কোন্নগর।

কোদালিয়া—বারুইপুরের নিকট এক কোদালিয়া আছে। কিন্তু এ কোদালিয়া ভাগীরথীর তীরে ত্রিবেণী ও গুপ্তিপাড়ার মধ্যে কোথাও হইবে।

৯৬৩ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

উরথিবার—সং উত্তরণ > হিং উতর্না। নামাইয়া আনিবার, বরণ করিবার। প্রঃ—

নিকেতনে পুত্রবধু উথানিল রঙ্গে।

—মাণিক গাঙ্গুলী ১৭৮ পালার ৮০ পংক্তি।

বর উরথিয়া সভে চলিলা আলয়।—চৈতন্যমঙ্গল।

স্বদেশে আগমন (৯৬৪—৯৬৮ পৃষ্ঠা)

৯৬৪ পৃষ্ঠা

মঙ্গলিতে—মঙ্গলাচারে বরণ করিয়া লইতে।

৯৬৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

ধ্রুব পুত্র—ধ্রুব যেমন তপস্যার বলে পিতা-মাতাকে উত্তম পদ দিয়াছিলেন তেমনি; অথবা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুত্র।

দাদু—সং দক্র > প্রাং দদ্দু > দাদু, দাউদ, দাইদ, দাদ।

৯৬৭ পৃষ্ঠা

জোরি—ফাং জোর=শক্তি। অবরোধবাসিনীর বাহির হইবার শক্তি নাই; সখীর আহ্বানে চঞ্চল হইয়া সে গবাক্ষে চঞ্চল চক্ষু প্রয়োগ করিতেছে।

পিতাপুত্রে রাজ-সকাশে গমন (৯৬৯—৯৭১ পৃষ্ঠা)

৯৬৯ পৃষ্ঠা

জল বিনে বিশ্রাম করিতে নাই স্থল—ইহা কবিকঙ্কণের প্রত্যক্ষজ্ঞানের অথবা কিংবদন্তী-লব্ধ জ্ঞানের কথা ?

৯৭০ পৃষ্ঠা

নবরত্ন—রাজার সভাসদ্ নয় জন। বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্ন ছিলেন; তদনুকরণে সম্রাট্ আকবরও নওরতন সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

সদা—ফা° সওদা=ক্রয়-বিক্রয়।

উত্তর মশানে চণ্ডিকার আবির্ভাব

(৯৭১—৯৭৪ পৃষ্ঠা)

৯৭১ পৃষ্ঠা

ঢাকা—ধাক্কা। দেশী শব্দ ? স° ধক্ক ধাতু নাশনে > ধাকা > ঢাকা ?

৯৭৩ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

নিশাপতি—রাত্রির পাহারাওয়ালা, কোটাল।

আকাড়ি——স° আক্রোড় বা আকর্ষণ। স° কাণ্ড > কাঁড়ি=স্তূপ; আকাড়ি= স্তূপ করিয়া।

গাদি—স° গাধ ধাতু গ্রন্থনে। স্তূপ, রাশি।

ভগ্নপাইক—আহত পদাতিক বা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাতক পদাতিক। বাংলা রামায়ণে এই শব্দের ভূরি প্রয়োগ।

গলাতে কুঠার—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম খণ্ডের ৫৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ধনপতির হরগৌরী দর্শন (৯৭৯—৯৮২ পৃষ্ঠা)

হরগৌরী—শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মের বিরোধের সমন্বয় এই অর্দ্ধনারীশ্বর হরগৌরী মূর্ত্তির পরিকল্পনা। মৎস্যপুরাণ ২৬০।১-১০, কালিকাপুরাণ ৪৪, ৪৫ অধ্যায়, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ১।৮, লিঙ্গপুরাণ পূর্ব্বভাগ ৯৯ অধ্যায়, কূর্ম্মপুরাণ পূর্ব্বভাগ ১১ অধ্যায়, স্কন্দপুরাণ কুমারিকাখণ্ড ২৯ অধ্যায় প্রভৃতিতে হরগৌরীর বর্ণনা আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হরগৌরী-মূর্ত্তির দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন—

যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গো বামাঙ্গঃ প্রকৃতিঃ স্মৃতঃ॥

ধর্ম্মমতের বিরোধ সমন্বয় করিবার চেষ্টায় এইরূপ আরো যুগল মূর্ত্তি পরিকল্পিত হইয়াছে—হরিহর, কৃষ্ণকালী।

৯৮০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

অলিকেশ—কুঞ্চিত কুণ্ডলাকৃতি অলক।

৯৮০ পৃষ্ঠা

একতনু মহেশ পার্ব্বতী—কবিকঙ্কণ ধনপতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন—ধনপতি চণ্ডীর শক্তিতে পরাজিত হইয়া নহে, নিজের মনের ধর্ম্মসমন্বয়ের বোধ হইতে চণ্ডীকে হরেরই রূপান্তর বলিয়া স্বীকার করিলেন। মনসার প্রতিদ্বন্দ্বী চাঁদ সদাগর কিন্তু প্রকারান্তরে মনসার কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

৯৮১ পৃষ্ঠা

চর্ম্মচক্ষে—চর্ম্মচক্ষু ছাড়া সেকালে যন্ত্রচক্ষু ছিল না, কিন্তু ধ্যানচক্ষু, মানসচক্ষু ছিল

বিসর্জ্জন—পূজার ১৮ অথবা ৩৬ প্রকার উপচারের শেষ হইল বিসর্জ্জন—

আসনং স্বাগতং পাদ্যম্ অর্ঘ্যম্ আচমনীয়কম্।
স্নানং বস্ত্রোপবীতঞ্চ ভূষণানি চ সর্ব্বশঃ॥
গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং দীপম্ অন্নঞ্চ দর্পণম্।
মাল্যানুলেপনঞ্চৈব নমস্কার-বিসর্জ্জনে॥—তন্ত্রসার।
দন্তকাষ্ঠ-প্রদানঞ্চ ততো দেব-বিসর্জ্জনম্।
উপচারা ইমে জ্ঞেয়াঃ ষট্‌ত্রিংশৎ সুরপূজনে॥—একাদশীতত্ত্ব।

৯৮১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

শ্রীহরি সেবা—এখানেও ধর্ম্মসমন্বয়। চণ্ডীর পূজায় যার ভক্তি আসে না, তার হরিভক্তিও হইবার নয়।

মুকুন্দ—মুকং (মুক্তিং) দদাতি যঃ সঃ। মুকুন্দ=বিষ্ণু, এবং মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ। দ্ব্যর্থ, শ্লেষ।

নীরাজিত—নিরাজিত=পূজিত।

৯৮২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

লোচনের ফুল—চক্ষের ছানি।

সপত্নী-দর্শনে সুশীলার অভিমান

(৯৮২—৯৮৩ পৃষ্ঠা)

৯৮২ পৃষ্ঠা

ঘাটি—ঘাট আগ্‌লায় যে, ঘাটিয়াল < ঘট্টপাল।

আহিড়ি—স° আখেটিক > আহেড়িঅ > আহেড়ি, আহিড়ি=ব্যাধ।

দীঠ—দৃষ্টি > দিট্‌ঠি > দিঠি > দিঠ।

মিঠ—বৈদিক মৃষ্ট > স° মিষ্ট > মিট্‌ঠ > মিঠ।

খাকার—ফা° খাক্‌সার (=তুচ্ছ, সামান্য, humble) > খাক্সার > খাখার, খাকার =নিন্দা, গ্লানি। স° ক্রেঙ্কার=গলা খাঁখারি, কাশির শব্দ > টিটকারী, বিদ্রূপ। স° ক্ষয়কার=সর্ব্বনাশ।

৯৮৩ পৃষ্ঠা

কূর্ম্মের গ্রীবা—তুঃ—

দন্তী-দন্ত দেখ যেন লুকাবার নয়।
মহৎ জনের কথা সেই মত হয়॥

নীচের বচন টলে সত্য মিথ্যা কিবা।
নিস্বরে (নিঃসরে) প্রবেশে যেন কচ্ছপের গ্রীবা॥
—মাণিক গাঙ্গুলী ১১২ পালা ৮৭-৯০ পংক্তি

কুঞ্জরের দন্ত—তুঃ—

মরদ-কী বাত ঔর হাথী-কে দাঁত
যো নিক্‌লা সো নিক্‌লা !

জরতীবেশে চণ্ডিকার যৌতুক-দান

(৯৮৪—৯৮৫ পৃষ্ঠা)

৯৮৫ পৃষ্ঠা

হাথ-সান—হাতের ইঙ্গিত, হাতছানি। ফা° সয়ন্, স° শাণী=ইঙ্গিত।

দেবীর রোষ—চণ্ডীর আবার অভিমান প্রকাশ করাও আছে !

মূঢ়-সীমা—মূঢ়তার সীমায় উপনীত, চরম মূঢ়।

চণ্ডীর বরে ধনপতির সুন্দর রূপ প্রাপ্তি

(৯৮৬—৯৮৭ পৃষ্ঠা)

৯৮৬ পৃষ্ঠা

তুমি কিনা জান পতিব্রতার ধরম—যেহেতু চণ্ডীই সতী, পতিব্রতাশিরোমণি, সেই হেতু পাতিব্রত্যের বিষয় তাঁর সম্যক্ জ্ঞাত।

পালি—স° পর্য্যায় > প্রা° পল্লায় > পালা, পালি।

পারা—স° প্রায়ঃ > অর্দ্ধতৎসমরূপ পরাঅ > ও° পরা, বা° পারা।

হাত্যা দাদু—হাতীর গায়ের দাদের তুল্য প্রকাণ্ড দাদ।

৯৮৭ পৃষ্ঠা

সদাগর......মদন—চণ্ডীর কৃপাতে বিপদ্ রোগ শোক কুরূপতা নির্ধনতা সব দূর হয় ইহা প্রতিপন্ন হইয়া গেল। অতএব সকলে চণ্ডীর পূজা করো!

জগন্নাথ রায়—খুব সম্ভব রাজা রঘুনাথ রায়ের পুত্র।

অষ্টমঙ্গলা (৯৮৭—৯৯২ পৃষ্ঠা)

৯৮৭ পৃষ্ঠা

অষ্টমঙ্গলা—আট দিন ধরিয়া যে গান হইল তাহার সংক্ষিপ্ত সার ও ফলশ্রুতি।

পাষণ্ড—বেদবিরোধী—

পালনাচ্ চ ত্রয়ীধর্ম্মঃ পা-শব্দেন নিগদ্যতে।
ষণ্ডয়ন্তি তু তং যস্মাৎ পাষণ্ডাস্ তেন কীর্ত্তিতাঃ॥

ইহা হইতে সদাচার-ভ্রষ্ট, পামর। অথবা, পাপ সন্ দান করে যে সে পাষণ্ড এখানে পাষণ্ড=শিববিরোধী।

৯৮৮ পৃষ্ঠা

কাকুর্ব্বাণী—দৈন্যোক্তি। ভিন্ন-কণ্ঠধ্বনির্ ধীরৈঃ কাকুর্ ইত্যভিধীয়তে। কাকুতি-মিনতি-পূর্ণ বাক্য।

৯৮৯ পৃষ্ঠা

উপধাম—দ্বিতীয় জন্ম, দ্বিতীয় শরীর। ধামে দেহে গৃহে রশ্মৌ স্থানে জন্ম-প্রভাবয়োঃ
—মেদিনী

৯৯১ পৃষ্ঠা

কৈতব—কিং তব পণম্?—এই কথা জুয়ার আড্ডায় দ্যুতক্রীড়ায় যে জিজ্ঞাসা করে সে কিতব=জুয়াড়ি। কিতবের ভাব কৈতব=জুয়াচুরি, মিথ্যা, প্রতারণা।

বাদেব সুসার—বিবাদ মীমাংসা, ঝগড়া মিটমাট।

কলির দোষকীর্ত্তন (৯৯২—৯৯৬ পৃষ্ঠা)

কলির দোষ—বৃহন্নারদীয় পুরাণের ৩৮ অধ্যায়ের ২১ শ্লোক হইতে কলিদোষ বর্ণিত হইয়াছে। তাহারই সংক্ষেপ আভাস কবিকঙ্কণ দিয়াছেন। কলির বিবরণ আরও অনেক পুরাণে আছে,—পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড ৬৯ অধ্যায়, বিষ্ণুপুরাণ ৬।১, দেবীভাগবত ৯।৮, গরুড়পুরাণ ২১৬, কূর্ম্মপুরাণ ২৯ ও ১৪৯ অধ্যায়, স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড বস্ত্রাপথমাহাত্ম্য ১৮, হরিবংশ ভবিষ্যপর্ব্ব ১৯৩ অধ্যায় ইত্যাদি।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ২০ বৎসর পরে, শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুদিন হইতে কলিযুগ আরম্ভ। তখন সপ্তর্ষি মঘা ছাড়িয়া পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রের সহিত সংযুক্ত হয়। তখন মহাপদ্ম নন্দের রাজত্বকাল।—Pargiter।

অন্ধ......রাজধর্ম্মপরায়ণ—অন্ধের রাজা হওয়া নিষেধ; এই জন্য ধৃতরাষ্ট্র রাজা হইতে পান নাই।

উরু গুরু—মহা বা শ্রেষ্ঠ গুরু।

বর্ণদ্বিজ—বর্ণ-ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বে বৌদ্ধ মঠপতি ছিল; সেইজন্য তাহারা হীন বলিয়া গণ্য। চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম খণ্ডের ৫১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বৃথা মাংস—

লোভাৎ স্বভক্ষণার্থায় জীবিনং হন্তি যো নরঃ।
মজ্জাকুণ্ডে বসেৎ সোঽপি তদ্‌ভোজী লক্ষ-বর্ষকম্॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ডে ২৭ অধ্যায়।

নাদ্যাদ্ অবিধিনা মাংসং বিধিজ্ঞোঽনাপদি দ্বিজঃ।
যাদৃশং ভবতি প্রেত্য বৃথামাংসানি খাদতঃ॥
ন ত্বেব তু বৃথা হন্তুং পশুম্ ইচ্ছেৎ কদাচন।
বৃথা-পশুঘ্নঃ প্রাপ্নোতি প্রেত্য জন্মনি জন্মনি॥—মনুসংহিতা ৫।৩৩, ৩৪।
নার্চ্চিতং বৃথা মাংসঞ্চ।—বিষ্ণুসংহিতা ৫১ অধ্যায়।
শ্রাদ্ধে দেবান্ পিতৄন্ প্রার্চ্চ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্।

—গরুড়পুরাণ ৯৬ অধ্যায়।

দেবান্ পিতৄন্ অর্চ্চয়িত্বা খাদন্ মাংসং ন দুষ্যতি।—মনুসংহিতা ৫।
দেবান্ পিতৄন্ সমভ্যর্চ্চ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্।

—যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

৯৯৪ পৃষ্ঠা

বেচিবে লবণ গব্য—এইসব দ্রব্য বিক্রয়ে ব্রাহ্মণের পাতিত্য দোষ ঘটে—

লোহকর্ম্ম তথা রত্নং গবাঞ্চ প্রতিপালনম্।
বাণিজ্যং কৃষিকর্ম্মাণি বৈশ্যবৃত্তির্ উদাহৃতা ॥
লবণং মধু তৈলঞ্চ দধি তক্রং ঘৃতং পয়ঃ।
ন দুষ্যেচ্ ছূদ্র জাতীনাং কুর্য্যাৎ সর্ব্বস্ত বিক্রয়ম্ ॥

—পরাশরসংহিতা ১ অধ্যায়

নাশ্রয়েচ্ ছূদ্রবৃত্তিস্তু অত্যাপৎস্বপি বৈ দ্বিজঃ।
যস্ত্বাশ্রয়েদ্ দ্বিজো মূঢ়ঃ স চাণ্ডাল ইতি স্মৃতঃ ॥

—বৃহন্নারদীয়পুরাণ ২২ অধ্যায়।

সদ্যঃ পততি মাংসেন লাক্ষয়া লবণেন চ।
ত্র্যহেণ শূদ্রো ভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ ॥

—অত্রিসংহিতা ১ম অধ্যায়। মনুসংহিতা ৮।৯২।

মাংস-লবণ-লাক্ষা-ক্ষীর-লৌহ-বিক্রয়ী চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ।

—বিষ্ণুসংহিতা ৫৪ অধ্যায়।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ৩য় অধ্যায়ের ৩৬-৪০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ব্রাহ্মণো যো দুরাচারো রস-লাক্ষাদি-বিক্রয়ী।
বিক্রীণাতি চ গাং মূঢ়ো ধনলোভেন মোহিতঃ ॥
*　　*　　*　　*
তৎপাপং মম বৈ ভূয়াদ্ বিমুখাশ্চেদ্ ভবাম্যহম্ ॥

—পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে ১৯।১২৫, হনুমানের শপথ।

দুই তিন জাত্যে ঘর—অসবর্ণ বিবাহ করিয়া ও মেসে থাকিয়া।

যার ধন সেই কুলজন—ধনে নিষ্কুলীনাঃ কুলীনা ভবন্তি।—উদ্ভট শ্লোক।

৯৯৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত ও পাঠান্তর

অযাজ্য—জাতিকর্ম্মদুষ্ট, যজ্ঞক্রিয়ার অযোগ্য, অযজনীয় ব্যক্তি।

যজমান—যজ (পূজা) করে যে, যজ্ঞকর্ত্তা।

নৃপতি লইবে ধন—মনুসংহিতা ৭ম অধ্যায়ে রাজধর্ম্ম দ্রষ্টব্য। "কোনো-প্রকারে প্রজাবর্গের মূলধনের অণুমাত্রও ক্ষতি না হয় এরূপ ভাবে জলোকার শোণিত-পানের ন্যায়, বৎসের দুগ্ধপানের ন্যায় এবং ভ্রমরের মধুপানের ন্যায়, অল্পে অল্পে

প্রজাবর্গের নিকট হইতে বার্ষিক কর গ্রহণ করা রাজার কর্ত্তব্য।”—মনুসংহিতা ৭।১২৯, বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

৯৯৫ পৃষ্ঠা

দ্বিজ খাবে মৎস্য মাংস—

যে যস্য মাংসম্ অশ্নাতি স তন্ মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্ তস্মান্ মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥

—মনুসংহিতা ৫ অধ্যায় ১৫ শ্লোক।

মাংসাদঃ প্রাণিনাং সোঽপি তস্মান্ মৎস্যং পরিত্যজেৎ।

—পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ১০৫ অধ্যায়।

মনু ও পুরাণকারেরা নিষেধ-সংযত বিধি দ্বারা মাংসভক্ষণ অনুমোদন করিয়াছেন। ১৩৩০ সালের প্রতিভা পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ কর্ত্তৃক লিখিত প্রাচীন ভারতে মাংসাহার প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য। মহাভারত অনু-শাসন পর্ব্ব ১১৪ অধ্যায়, স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড ২৯ অ, নাগরখণ্ড ২৯ ও ২২৫ অ, হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব ৭৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কলির গুণকীর্ত্তন (৯৯৬—৯৯৭ পৃষ্ঠা)

বৃহন্নারদীয় পুরাণ ৩৮ অধ্যায়েই কলিগুণও কীর্ত্তিত হইয়াছে।

গজেন্দ্র-মোক্ষণ ও অজামিলের মুক্তি
(৯৯৭—৯৯৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত)

গজেন্দ্রমোক্ষণ—ভাগবত ৮ম স্কন্ধ ২-৪ অধ্যায়, বামনপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি।

অজামিল—ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধ ১।১৯-৩২ শ্লোক ও ২।২০-২৩ শ্লোক অবলম্বনে লিখিত।

৯৯৮ পৃষ্ঠা

নাম—

জ্ঞানং দেবার্চ্চনং ধ্যানং ধারণা নিয়মো যমঃ।
প্রত্যাহারঃ সমাধিশ্চ হরিনামসমং ন চ ॥

—পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ৯৮ অধ্যায়।

হরের্ নাম হরের্ নাম হরের্ নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতির্ অন্যথা ॥

—বৃহন্নারদীয়পুরাণ ; হরিভক্তিবিলাস।

সর্ব্বশক্তিময়ং তন্ত্রং হরিনাম তপোধন।—রাধাতন্ত্র।

হরিনামের মাহাত্ম্য-কথন (৯৯৯—১০০১ পৃষ্ঠা)

৯৯৯ পৃষ্ঠা

লোচন শ্রবণে—শোনা কথায় ও দেখা ব্যাপারে বহু পার্থক্য।

১০০০ পৃষ্ঠা

দক্ষিণ প্রয়াগ—ত্রিবেণী।

সপ্ত ঋষি—সপ্তগ্রাম শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

পশ্চিম-প্রয়াগ—এলাহাবাদ।

সর্ব্বতীর্থস্থান সম হরি সঙ্কীর্ত্তন—

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র
গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র
যত্রাচ্যুতোদার-কথা-প্রসঙ্গঃ ॥

এই মালার উপাখ্যানটি যে কোন্ পুরাণে আছে তাহা আমি আজ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাই নাই।

স্বর্গ-গমন (১০০১—১০০৪ পৃষ্ঠা)

১০০২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

চারিজনা—খুল্লনা, শ্রীমন্ত, সুশীলা ও জয়াবতী এই চার জনেই শাপভ্রষ্ট।—খুল্লনা= রত্নমালা অপ্সরা; শ্রীমন্ত=মালাধর গন্ধর্ব্ব; সুশীলা ও জয়াবতী=মালাধরের দুই স্ত্রী।

পৃথু—যাঁহার দুহিতা বলিয়া ধরণীর নাম পৃথিবী। ত্রেতা যুগে সূর্য্যবংশীয় বেণ রাজার পুত্র, অঙ্গ দেশের রাজা।—

পৃথোরপীমাং পৃথিবীং ভার্য্যাং পূর্ব্ববিদো বিদুঃ।

দুহিতৃত্বম্ অনুপ্রাপ্তা দেবী পৃথ্বী তথোচ্যতে॥—পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড ২৯ অধ্যায়; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, হরিবংশ ইত্যাদি; বামনপুরাণ ১৮২ অধ্যায়, মৎস্যপুরাণ ২৮ অধ্যায়।

পুরূরবা—ঋগ্বেদে পুরূরবার উপাখ্যান আছে অতএব ইনি প্রাচীন রাজা। মৎস্য-পুরাণ ২৪ অধ্যায়, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ১০, ১০১; হরিবংশ প্রভৃতিতেও এঁর উপাখ্যান আছে।

গাধি—বিশ্বামিত্রের পিতা, চন্দ্রবংশীয় কুশিকরাজপুত্র, কান্যকুব্জ দেশের রাজা।

—মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ইত্যাদি।

বৎস—প্রতর্দ্দনের পুত্র অথবা কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন, তাঁহার মহিষীর নাম বাসবদত্তা। উদয়নের উল্লেখ কালিদাস রঘুবংশে করিয়াছেন এবং বাসবদত্তার আখ্যায়িকা লইয়া ভাস ও সুবন্ধু নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। বৎসরাজ উদয়ন বোধ হয় বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন।

ভরত—চণ্ডীমঙ্গলবোধিনী প্রথম খণ্ডের ২৩১ পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষ শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। ভারতবর্ষকে নাম-দাতা রাজা আগ্নীধ্রের পুত্র অথবা দুষ্মন্তের পুত্র ভরত, কিংবা জড়ভরত, বা রামচন্দ্রের ভ্রাতা ভরত।

দিলীপ—সূর্য্যবংশীয় রাজা অংশুমানের পুত্র; ইঁহার পুত্রের নাম রঘু।—রঘুবংশ। রামায়ণে ইনি ভগীরথের পিতা।

অরবিন্দ—?

দশরথ—দশরথ-জাতক ও রামায়ণ দ্রষ্টব্য।

১০০৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

প্রিয়ব্রত—

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্ত তু
দ্বৌ পুত্রৌ সুমহাবীর্য্যৌ ধর্ম্মজ্ঞৌ কথিতৌ তব ॥

—অগ্নিপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণ।

বেণ—অঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ বেদাচার-বিরোধী রাজা। ব্রাহ্মণেরা তাঁকে বধ করেন। তাঁর পুত্র পৃথু। পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ড ৩৭-৩৮ অধ্যায়ে পাওয়া যায় যে বেণ জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করাতে ঈর্ষান্বিত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে হত্যা করেন।

সিন্ধু—রাজা; ইঁহারই নামে সিন্ধুদেশ ও সিন্ধু নদী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল।

যযাতি—রাজা নহুষের পুত্র, যদু পুরু প্রভৃতির পিতা। যযাতির উপাখ্যান জন্য দ্রষ্টব্য—মহাভারত আদিপর্ব্ব ৭৬—৯৩ অধ্যায়, উদ্‌যোগপর্ব্ব ১২১ অ; দ্রোণপর্ব্ব ৬১ অ; লিঙ্গপুরাণ পূর্ব্বভাগ ৬৭ অধ্যায়; বামনপুরাণ ২৪ অধ্যায়; বিষ্ণুপুরাণ ৪।১০; ভাগবত ৯ম স্কন্ধ; পদ্মপুরাণ ভূমিখণ্ড ৬৪ ইত্যাদি; ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ১২; হরিবংশ ইত্যাদি।

শান্তনু—প্রসিদ্ধ রাজা, গঙ্গা-দেবীর স্বামী, ভীষ্মদেবের পিতা।—মহাভারত, হরিবংশ ইত্যাদি।

১০০৩ পৃষ্ঠা

অর্জ্জুন—তৃতীয় পাণ্ডব ও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সহস্রবাহু।—মহাভারত ও পুরাণ।

খট্টাঙ্গ—সূর্য্যবংশীয় রাজা; এঁরই অপর নাম দিলীপ।

রঘু—প্রসিদ্ধ সূর্য্যবংশীয় রাজা, নিজ নামে বংশ-প্রতিষ্ঠাতা।—রামায়ণ ও পুরাণ।

নহুষ—যযাতির পিতা।

নমুচি—কশ্যপের ঔরসে ও দনুর গর্ভে জাত দানব; শুম্ভ-নিশুম্ভের কনিষ্ঠ সহোদর। ইন্দ্র ইঁহাকে বধ করেন।

মৌতি—ফা° মৌত=মৃত্যু।

যমদূতের সহিত দেবীর যুদ্ধ (১০০৪—১০০৫ পৃষ্ঠা)

১০০৪ পৃষ্ঠা

পদ্ধতি—পথ।

পসারিয়া—প্রসারিয়া, প্রসারিত করিয়া। প্রাকৃত-প্রভাবে প্রাথমিক যুক্তাক্ষর একাক্ষরে পরিণত।

রবিসুত—যম।

ত্রীণ্যপত্যানি রাজেন্দ্র সংজ্ঞায়াং মহসাং নিধিঃ
আদিত্যো জনয়ামাস কন্যাঞ্চৈকাং সুলোচনাম্—
বৈবস্বতং মনুশ্রেষ্ঠং যমঞ্চ যমুনাং ততঃ ॥

—পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড ১১ অধ্যায়।

স্কন্দপুরাণ কাশীখণ্ড ১৭, অবন্তীখণ্ড ৫৬, প্রভাসখণ্ড ১১, বিষ্ণুখণ্ড ধর্ম্মারণ্য-মাহাত্ম্যখণ্ড ৫, কার্ত্তিকমাসমাহাত্ম্য ৯, হরিবংশ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

সঞ্জীবনীপুর—যমালয়।

সুমার—ফা° শুমার=গণনা, বিচার।

সহায়ন—সাহায্য।

সমুদা—আনন্দ-যুক্ত ?

মামুদা—মহম্মদীয়, মুসলমানের ভূত।

যমদূতগণের অভিযোগ (১০০৫—১০০৬ পৃষ্ঠা)

১০০৫ পৃষ্ঠা

মিহির—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথমখণ্ডের ২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চণ্ডীর সমীপে যমের বিনয় (১০০৭—১০০৮ পৃষ্ঠা)

১০০৮ পৃষ্ঠা

কুপুত্র—তুঃ—

বিগুণেষ্বপি পুত্রেষু ন মাতা বিগুণা ভবেৎ।

—মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১০০ অধ্যায়

কুপুত্রাঃ কুত্রচিৎ সন্তি ন কুত্রচিৎ কু-মাতরঃ।
কুত্র মাতা পুত্র-দোষাৎ তং বিহায় চ গচ্ছতি ॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ গণেশখণ্ড ২২।৩৭ শ্লোক

কুপুত্র হইলে তাকে মা নাহি ফেলে।—মাণিক গাঙ্গুলী।

হরগৌরীর কথোপকথন (১০০৯—১০১২ পৃষ্ঠা)

১০১০ পৃষ্ঠা

পশুর নিস্তার-বীজ ধন—ধন পাইয়া কালকেতু ব্যাধবৃত্তি ত্যাগ করিয়াছিল, এজন্য ধন পশুদিগের নিস্তারের বীজ বা কারণ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

দ্বিজ—শিবকে সম্বোধন। দেবতামাত্রই ব্রাহ্মণ।

চৌকশ—চতুঃক্রোশ > চউকোশ > চৌকশ = চারি ক্রোশ।

গৌরীর প্রতি শিবের উক্তি (১০১২—১০১৪ পৃষ্ঠা)

১০১৩ পৃষ্ঠা

ধূম্রলোচন—শুম্ভাসুরের সেনাপতি; এঁর দৃষ্টি ধূম্রবর্ণ ছিল; ইনি দেবী কালিকাকে বন্দী করিতে গিয়া নিহত হন।—মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

রক্তবীজ—শুম্ভাসুরের সেনাপতি ; এঁর এক বিন্দু রক্ত মাটিতে পড়িলে শত শত অসুর উৎপন্ন হইত। চামুণ্ডা-রূপে ভগবতী দুর্গা এঁর রক্ত পান করিয়া এঁকে বধ করেন।—মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

সিংহল নগরে আমি যাই—এতক্ষণে শিবের চেতনা হইতেছে এবং ধনপতিকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। শিব নিশ্চেষ্ট ও শক্তি সচেষ্ট, ইহা দেখাইয়াই শব বঙ্গে শক্তি-পূজা প্রবর্তিত হইয়াছিল।

খালাস—(আ°) মুক্ত।

১০১৪ পৃষ্ঠা

দশাক্ষর—গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।—বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র।

ওঁ নমো নারায়ণায় স্বাহা।—হরিভক্তিবিলাস।

শিব প্রতি গৌরীর উক্তি (১০১৪ পৃষ্ঠা)

ছাড়ান, ছোড়ান—স° √ছর্দ্ (=বমন > ত্যাগ) > ছড্ড > ছাড় ; স° √ছুট্ (=ভেদ, কর্তন)—ছোটয়তি > ছোড়য়ই। ছোড়+আন=ছোড়ান। স° -আপন, -আপনক > -আবনঅ, -আবণ > -আণঅ, -আণ (প্রাচীন বাংলার বিভক্তি) > আধুনিক -আনো, -আন।

হাসিয়া জিজ্ঞাসে—শিব আশুতোষ, অল্পেই খুশী।

চণ্ডীর উক্তি (১০১৪—১০১৬ পৃষ্ঠা)

১০১৫ পৃষ্ঠা

গাছি—স° গচ্ছ > গাছ, অল্পার্থে গাছি ; স° গুচ্ছ > গুছি। গণনাবাচক শব্দ।

১০১৬ পৃষ্ঠা

তোমার সেবক জনা—শিব যে শক্তিকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এতে চণ্ডীর আর আনন্দ ধরিতেছে না।

শ্রবণ-মঙ্গল—যাঁর নাম ও কাহিনী শুনিলে মঙ্গল হয়।

কবির প্রার্থনা (১০১৭—১০১৯ পৃষ্ঠা)

১০১৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা—রস=৬ অথবা ৯ ; রস=৬ বা ৯ ; বেদ=৪ ; শশাঙ্ক=১ ; অঙ্কস্য বামা গতিঃ ধরিয়া গ্রন্থ সমাপ্তির কাল পাওয়া যাইতেছে ১৪৬৬, বা ১৪৬৯, বা ১৪৯৬, বা ১৪৯৯ শক। শকাব্দার অঙ্কের সহিত ৭৮ যোগ করিলে খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা বড়ো অঙ্ক ১৪৯৯টিই কবির অভিপ্রেত বলিয়া ধরিলে ১৪৯৯+৭৮=১৫৭৭ খৃষ্টাব্দ হয়। কিন্তু পূর্ব্বে গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণের মধ্যে কবি বলিয়াছেন রাজা মানসিংহের সুবাদারীর সময় তিনি উপদ্রুত হইয়াছেন। মানসিংহের সুবাদারীর কাল ১৫৮৯—১৬০৬ খৃষ্টাব্দ। এই দুই তারিখে সমন্বয় হয় না—অন্ততঃ ১২ বৎসরের তফাৎ হয়। সুতরাং কবিকঙ্কণের গ্রন্থ-রচনার কাল সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা কঠিন।

যেই জন গায়—"পাথরকুচা-নিবাসী গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণভূমির রাজসভায় চণ্ডীকাব্য প্রথম গান করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে।"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

সঙ্কল্প করিয়া—

সঙ্কল্পেন বিনা রাজন্ যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ।
ফলঞ্চাল্পাল্পকং তস্য ধর্ম্মস্যার্দ্ধক্ষয়ো ভবেৎ ॥—ভবিষ্যপুরাণ।

যোল পালা গান—অষ্টমঙ্গলা গানের আট দিন সকাল-সন্ধ্যায় ১৬ বার গান করিয়া পালা শেষ করা বিধি।

১০১৭ পৃষ্ঠা

গচ্ছ গচ্ছ নিজ ধাম—দেবতাকে পূজার জন্য আবাহন করিতে হয় ও পূজান্তে বিসর্জ্জন দিতে হয়। তুঃ—

গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবি চণ্ডিকে।
ওঁ দুর্গে দেবি জগন্মাতঃ স্বস্থানং গচ্ছ চণ্ডিকে।—কালিকাপুরাণ।

১০১৮ পৃষ্ঠার পাঠান্তর

ত্রেপান্তর—সং ত্রপান্তর (< ত্রিপ্রান্তর ?) =জনশূন্য বিস্তীর্ণ মাঠ। বিল=গর্ত্ত ; তাহা হইতে অর্থ হ্রদ

নব রস—

শৃঙ্গার-বীর-বীভৎস-রৌদ্র-হাস্য-ভয়ানকাঃ।
করুণাদ্ভুত-শান্তাশ্চ নব নট্যা রসাঃ স্মৃতাঃ ॥—রত্নকোষ।

হরি হরি—কবিকঙ্কণ বারংবার হরিনাম স্মরণ করিতেছেন ; চণ্ডীর গান শেষ করিতে হরিকে স্মরণ করাতে কবিকে বৈষ্ণব বলিয়াই সন্দেহ হয়।

১০১৯ পৃষ্ঠা

গায়ন—স° √গৈ + -অন = গায়ন = গায়ক। স° গাথিন্ > গাহিন > গাইন > গাএন > গায়েন > গায়ন।

বায়ন—স° বাদন > বাঅন > বায়ন = বাদক।

নায়ক—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম খণ্ডের ১২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

পরিশিষ্ট

সাহিত্য কাহাকে বলে?

সাহিত্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—সহিতের ভাব অথবা সম্যক্ প্রকারে আহিত অর্থাৎ সংহত। যে-সকল রচনা সম্মিলিত হইয়া সমাজের লোকদের সংহত করে তাহাই সাহিত্য। রাজশেখর তাঁহার কাব্যমীমাংসা গ্রন্থের ২য় অধ্যায়ে সাহিত্য শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন—শব্দার্থয়োর্যথাবৎ সহভাবেন বিদ্যা সাহিত্য-বিদ্যা। শব্দশক্তি-প্রকাশিকা বলেন, সাহিত্য অর্থে সম্মিলন। Encyclopaedia Britannica বলেন—'Literature is the best expression of the best thought reduced to writing.' William Henry Hudson তাঁহার An Introduction to the Study of Literature নামক উপাদেয় পুস্তকে বলিয়াছেন—'Literature is composed of those books, and of those books only which, in the first place, by reason of their subject-matter and their mode of treating it are of general human interest; and in which in the second place, the element of form and the pleasure which form gives are to be regarded as essential....Literature grows directly out of life....It is an expression of life through the medium of language.' এইজন্য পঞ্জিকা বা Railway Time Tableকে সাহিত্যের অন্তর্গত করা চলে না।

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"ভগবানের আনন্দসৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত—মানবহৃদয়ের আনন্দসৃষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি। এই জগৎসৃষ্টির আনন্দ-গীতের ঝঙ্কার আমাদের হৃদয়বীণাতন্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে—সেই যে মানস-সঙ্গীত—ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই যে সৃষ্টির আবেগ, সাহিত্য তাহারই বিকাশ। বিশ্বের নিঃশ্বাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কি রাগিণী বাজাইতেছে, সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সাহিত্য ব্যক্তি বিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে—তাহা দৈববাণী। বহিঃসৃষ্টি যেমন তাহার ভালোমন্দ তাহার অসম্পূর্ণতা লইয়া চিরদিন ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে—এই বাণীও তেমনি দেশে দেশে ভাষায় ভাষায় আমাদের অন্তর হইতে বাহির হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে।

"ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা—ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা।"—সাহিত্য।

সাহিত্যের সংজ্ঞা নানা মনীষী নানা ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন—

Literature is a criticism of life.—Matthew Arnold.

Literature is an expression of personality.—Hudson.

Literature is a document in the history of national psychology.—Taine.

It is the reflection not simply of the imagination of an individual poet, but of the inward life of the nation. It is the product of (1) national character, (2) Ecclesiastical education, and (3) ancient civilization.—W. J. Courthope in A History of English Poetry.

In Arts wide kingdom ranges,
One sole meaning, still the same :
This is Truth, eternal Reason,
Which from Beauty takes its dress.—Goethe.

The master organon for giving men the precious qualities of breadth of interest and balance of judgment; multiplicity of sympathies and steadiness of sight ;......literature being concerned... to diffuse the light by which common men are able to see the great host of ideas and facts that do not shine in the brightness of their own atmosphere.—John Morley.

সাহিত্যের সামগ্রী

মানুষের জীবন যত বিচিত্র তাহার সাহিত্যও তত বিচিত্র। প্রত্যেক জাতির ও সমাজের স্থানীয় অবস্থা ও সভ্যতার বিশিষ্টতা অনুসারে তাহার সাহিত্য রূপ গ্রহণ করে। 'Its various forms are the result of race peculiarities, or of diverse individual temperaments, or of political circumstances securing the predominance of one social class which is thus enabled to propagate its ideas and sentiments.' —Encyclopaedia Britannica.

'The great impulses behind literature may be grouped under four heads :—(1) our desire for self-expression ; (2) our interest in people and their doings ; (3) our interest in the world of reality in which we live, and in the world of imagination which we conjure into existence ; and (4) our love of form as form. (1) We are strongly impelled to confide to others what we think and feel ; hence

the *literature* which directly expresses the thoughts and feelings of the writer. (2) We are intensely interested in men and women, their lives, motives, passions, relationships ; hence the literature which deals with the great drama of human life and action. (3) We are fond of telling others about the things we have seen or imagined ; hence the literature of description. And (4) where the æsthetic impulse is present at all, we take a special satisfaction in the mere shaping of expression into forms of beauty : hence the very existence of literature as art.

The themes of literature (though as varied as life itself) may be arranged into five large groups :—(1) the personal experiences of the individual as individual—the things which make up the sum-total of his private life, outer and inner ; (2) the experiences of man as man—those great common questions of life and death, sin and destiny, God, man's relation with God, the hope of the race here and hereafter, and the like—which transcend the limits of the personal lot, and belong to the race as a whole ; (3) the relations of the individual with his fellows, or the entire social world with all its activities and problems ; (4) the external world of nature, and our relations with this ; and (5) man's own efforts to create and express under the various forms of literature and art.—Hudson.

যে-সকল জিনিস অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে সুর রং ইঙ্গিত প্রার্থনা করে—যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী।—রবীন্দ্রনাথ, "সাহিত্য"।

পুরাতন ও নূতন সাহিত্যের সম্পর্ক

ব্যষ্টি মানুষের যেমন জীবনের একটা ইতিহাস আছে, সমষ্টি মানুষ-সমাজেরও তেমনি একটা ইতিবৃত্ত আছে। যে কালে জাতীয় জীবনের যে ভাব—জাতির যাহা রীতি নীতি পদ্ধতি প্রণালী—সেই কালের কাব্যে তাহার ছায়াপাত দেখা যায়। নবীন সাহিত্য সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে তাহাকে প্রাচীন সাহিত্যের বিবর্তন রূপে বোঝা চাই। প্রবাল-দ্বীপের মতন বহুকাল ধরিয়া বহুজীবনের স্তর পড়িয়া পড়িয়া ভাষার কলেবর পুষ্টিলাভ করে ; ভাষার কলেবর-পুষ্টি না বুঝিলে ভাষার অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায় না।

A great writer is not an isolated fact. He has his affiliations with the present and the past ; and through these affiliations he leads

us inevitably to his contemporaries and predecessors, and thus at length to a sense of a national literature as a developing organism having a continuous life of its own, yet passing in the course of its evolution through many varying phases. Thus in our study of literature on the historical side we shall have to consider two things—the continuous life, or national spirit in it; and the varying phases of that continuous life, or the way in which it embodies and expresses the changing spirit of successive ages.

A nation's literature is the progressive revelation age by age of such nation's mind and character.—Hudson.

"সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে ভাবে ভাষায় ভাষায় গ্রন্থে গ্রন্থে মিলন তাহা নহে,—মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে।"—রবীন্দ্রনাথ, "সাহিত্য"।

সাহিত্যের আদি স্বরূপ

সাহিত্য সমাজের চিন্তাধারার বিকাশ ও প্রকাশ উভয়ই। আদিম মানুষের মনে প্রকৃতির ভীমকান্ত রূপ যে ভয়-বিস্ময় ভক্তি-আনন্দ সঞ্চার করিয়াছিল তাহা যখন ক্রমে সামাজিক ধর্ম্মে পরিণত হইতেছিল তখন এক শ্রেণীর লোক সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া এই-সব ধারণার একটা অর্থ দিবার চেষ্টা করিতেছিল। এরাই পুরোহিত-সম্প্রদায়। তাহারা যেন মূক সমাজের মুখপাত্র—ভাষাহীনের ভাষা।

এই জন্য দেখা যায়, সকল দেশের সকল জাতির আদি সাহিত্য ধর্ম্মমূলক।

মানুষ আগে অনুভব করিতে শেখে, তার পরে সে চিন্তা করে। এজন্য সকল সমাজের আদি সাহিত্য পদ্যে আত্মপ্রকাশ করে,—গদ্য চিন্তা ও যুক্তির পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভূত হয়। পদ্য সরল মানুষের মনের ভাব মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী করিয়া প্রকাশ করিতে পারে; তাহার একটা সুর ও ছন্দ থাকাতে তাহা মনে গাঁথিয়া রাখা যায়; এজন্য পদ্য সাধারণ লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিয়াছিল, এবং তাহা আদিম লোকের কাছে সমাদৃত হইয়াছিল।

Mythology is the parent of poetry.—Courthope.

"পৃথিবীর আদিম অবস্থায় যেমন কেবল জল ছিল, তেমনি সর্ব্বত্রই সাহিত্যের আদিম অবস্থায় কেবল ছন্দতরঙ্গিতা প্রবাহশালিনী কবিতা ছিল। আমি বোধ করি, —কবিতায় হ্রস্ব পদ, ভাবের নিয়মিত ছেদ, এবং ছন্দ ও মিলের ঝঙ্কার বশতঃ কথাগুলি

অতিশীঘ্র মনে অঙ্কিত হইয়া যায় এবং শ্রোতাগণ তাহা সত্বর ধারণা করিতে পারে। কিন্তু ছন্দোবন্ধহীন বৃহৎকায় গদ্যের প্রত্যেক পদটি এবং পদের প্রত্যেক অংশটি পরস্পরের সহিত যোজনা করিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া যাইতে বিশেষ একটা মানসিক চেষ্টার আবশ্যক করে।"—রবীন্দ্রনাথ, "সাহিত্য"।

বাংলা সাহিত্য

বাংলা সাহিত্য খুব বেশী দিনের পুরাতন নয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত বৌদ্ধগান ও দোঁহার বাংলা বড় জোর খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে প্রাচীন পালি ও প্রাকৃত ভাষা হইতে শিশুর অস্ফুট কাকলির ন্যায় বিকাশলাভ করিতেছিল। তাহার আগের সকল সাহিত্য রচিত হইত সমস্ত জনসমাজের প্রাকৃতজনের ভাষার সামঞ্জস্য করিয়া যে সংস্কৃত কৃত্রিম ভাষা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাতে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নমুনা দোঁহা হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাংলার প্রায় সমস্ত সাহিত্য পদ্যেই রচিত হইয়া আসিয়াছে। বাংলা গদ্য অতি আধুনিক। পদ্য সাহিত্যকে কাব্য বলে।

কাব্যের স্বরূপ

সাহিত্যদর্পণের মতে—বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। Poetry, says Johnson, is "metrical composition;" it is "the art of uniting pleasure with truth by calling imagination to the help of reason." "What is poetry," asks Mill, "but the thought and words in which emotion spontaneously embodies itself?" "By poetry," says Macaulay, "we mean the art of employing words in such a manner as to produce an illusion on the imagination, the art of doing by means of words what the painter does by means of colours." Poetry, declares Carlyle, "we will call musical thought." "Poetry," says Shelley, "in a general sense may be defined as the expression of the imagination." It is, says Hazlitt, "the language of the imagination and the passions." Says Leigh Hunt, Poetry is "the utterance of a passion for truth, beauty, and power, embodying and illustrating its conceptions by imagination and fancy, and modulating its language on the principle of variety in unity." In Coleridge's view, "poetry is the antithesis of science, having for its immediate object pleasure, not truth." In Wordsworth's opinion, it "is the breath and finer spirit of

all knowledge," and "the impassioned expression which is in the countenance of all science." According to Matthew Arnold, it "is simply the most delightful and perfect form of utterance that human words can reach;" it is "nothing less than the most perfect speech of man, that in which he comes nearest to being able to utter the truth;" it is "a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty." According to Edgar Allan Poe, it is "the rhythmic creation of beauty." According to Keble, it is "a vent for overcharged feeling or a full imagination" It expresses, says Doyle, our "dissatisfaction with what is present and close at hand." Ruskin defines it as "the suggestion, by the imagination, of noble grounds for the noble emotions." Prof. Courthope defines it as "the art of producing pleasure by the just expression of imaginative thought and feeling in metrical language." Mr. Watts-Dunton defines it as "the concrete and artistic expression of the human mind in emotional and rhythmical language." "A poem is that species of composition which is opposed to works of science, by proposing for its immediate object pleasure, not truth—proposing to itself such delight from the whole as is compatible with a distinct gratification from each component part."—Coleridge, *Biographia Literaria*.

কাব্যের একটি বিশেষ লক্ষণ ছন্দ। "Ever since man has been man, all deep and sustained feeling has tended to express itself in rhythmical language, and the deeper the feeling the more characteristic and decided the rhythm."—Mill.

প্রাথমিক যুগের কাব্য উপাখ্যানমূলক এবং বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক হয়—আনন্দের ও সৌন্দর্য্যের আবরণে তত্ত্ব ও উপদেশ প্রচার করা হয় তাহার কাজ। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া কাব্য অনেক সময় একমাপের পদে বিভক্ত গদ্য হইয়া পড়ে।

বাংলা সাহিত্যের মধ্য যুগে এইরূপ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া এক বিশেষ ধরণের কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহা মঙ্গল-কাব্য নামে পরিচিত।

"সম্মিলিত জাতীয় হৃদয়ের মধ্যে যখন সাহিত্য আপন উত্তপ্ত সুরক্ষিত নীড়টি বাঁধিয়া বসে তখনি সে আপনার বংশ রক্ষা করিতে, ধারাবাহিক ভাবে আপনাকে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া দিতে পারে। সেইজন্য সহিতত্বই সাহিত্যের প্রধান উপাদান; সে বিচ্ছিন্নকে এক করে, এবং যেখানে ঐক্য সেইখানে আপন প্রতিষ্ঠাভূমি

স্থাপন করে। যেখানে একের সহিত অন্যের, কালের সহিত কালান্তরের, গ্রামের সহিত ভিন্ন গ্রামের বিচ্ছেদ, সেখানে ব্যাপক সাহিত্য জন্মিতে পারে না। আমাদের দেশে কিসে অনেক লোক এক হয়? ধর্ম্মে। সেইজন্য আমাদের দেশে কেবল ধর্ম্মসাহিত্যই আছে। সেইজন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য কেবল শাক্ত এবং বৈষ্ণব কাব্যেরই সমষ্টি।
—রবীন্দ্রনাথ, "সাহিত্য"।

বঙ্গ দেশের এইসব প্রাচীন ধর্ম্মসাহিত্য মঙ্গল-কাব্য নামে পরিচিত হয়।

মঙ্গল-কাব্য

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে প্রতিরোধ করিবার জন্য খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে তাহা পুরাণ নামে পরিচিত। প্রাথমিক পুরাণগুলি প্রথমে প্রাকৃত ভাষায় খরোষ্ঠী অক্ষরে উত্তর ভারতে লিখিত হইয়া পরে সংস্কৃতে অনুবাদিত হয় (F. E. Pargiter)। এইরূপে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম্ম যখন ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আত্মগোপন করিতেছিল, তখন বৌদ্ধেরা নিজেদের দেবদেবীর উপর ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর নাম আরোপ করিয়া ব্রাহ্মণ্য ছদ্মনামে নিজেদের দেবতাদের প্রচ্ছন্ন করিয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এই-সব ছদ্ম দেবতার নাম পুরাতন হইতে কতক লওয়া হইত, কতক নূতন নাম রাখা হইত; এবং পুরাতন ও নূতন নামের সকল দেবতারই পূজাপদ্ধতি বৌদ্ধপ্রণালীসঙ্গত বলিয়া ব্রাহ্মণ্যপদ্ধতিতে সম্পূর্ণ নূতন ও অপরিজ্ঞাত হইত। এই সব আগন্তুক দেবতাদিগকে মঙ্গলকারী শক্তিসম্পন্ন প্রবল ও জাগ্রত দেবতা বলিয়া প্রচার করিবার জন্য ও তাঁহাদের পূজা প্রবর্ত্তনের জন্য এক শ্রেণীর বাংলা পুরাণ রচিত হইতে লাগিল—তাহারই নাম মঙ্গল-কাব্য। এই মঙ্গল-কাব্যের সাহায্যে প্রকাশ্য বৌদ্ধদেবতা ধর্ম্ম, প্রচ্ছন্ন ধর্ম্মরূপী দক্ষিণরায়, বৌদ্ধ শক্তি হারিতি প্রচ্ছন্ন হইয়া শীতলা নামে, বৌদ্ধ শক্তি তবিতা বা তবিত্রা মনসা নামে, এবং বজ্রতারা বা বাশুলী সংস্কৃত বিশালাক্ষী নাম লইয়া পুরাণের চণ্ডীর সঙ্গে একাত্ম হইয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠা ও পূজাপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন দেখা যায়। এই-সব মঙ্গল-কাব্য প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণ ও সংস্কৃত মহাকাব্যের মিশ্রিত আদর্শে লিখিত। সংস্কৃত পুরাণগুলি লিখিত হইয়াছিল বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের পূজনীয় দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে—সেই দেবতার ভক্ত বিশেষ কোনো রাজা বা দেবাংশ মহাপুরুষের কীর্ত্তি ও বংশ-বিবরণ অবলম্বন করিয়া। সেই জন্য পুরাণের মধ্যে পাঁচটি লক্ষণ থাকা প্রথা বা convention হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥—কূর্ম্মপুরাণ।

প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসসৃষ্টি, তার পর মনুর প্রজাসৃষ্টি, তার পর মন্বন্তর বর্ণন, কোনো বিশেষ বংশ ও সেই বংশীয় বিশেষ বিশেষ লোকের চরিত বর্ণন—এই পাঁচটি পুরাণের লক্ষণ। মঙ্গল-কাব্যগুলিতে এই আদর্শ ও ছাঁচ রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা আমরা কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে দেখিতে পাইব।

মঙ্গল-কাব্যগুলি গান করিয়া দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার করা হইত। সেই গান একটি বিশেষ রকম সুরে হইত, এবং সেই সুরকেও মঙ্গল বলিত। বাংলায় যাত্রা মানে যেমন গমন ও গান উভয়ই, হিন্দীতে তেমনই মঙ্গল মানে মেলা যাত্রা বা গমন; কাশীতে বুঢ়োমঙ্গল নামে এক প্রসিদ্ধ মেলা হয়, তাহা কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের বুড়ামঙ্গল কবিতায় বাঙালীর কাছেও পরিচিত হইয়াছে। যে গান শুনিলে মঙ্গল হয়, যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারিত, যে গান মেলায় গীত, এবং যে গান একদিন যাত্রা করিয়া অর্থাৎ আরম্ভ হইয়া আট দিন ব্যাপিয়া চলে তাহাকেই মঙ্গল-গান বলে। আগে মালদহ জেলায় এবং এখনও বরিশাল জেলায় সকল শুভকর্ম্মে মঙ্গল গান হইত ও হয়; বরিশাল জেলায় এই মঙ্গল গানের অপর নাম রয়ানি গান। কেউ কেউ এই রয়ানি শব্দকে রজনী শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াছেন; কিন্তু মঙ্গল গান কেবল মাত্র রজনীতেই হয় না, অষ্টমঙ্গলা অর্থাৎ আট দিন ব্যাপিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় ষোলো পালায় গান সমাপ্ত হয়। আমার মনে হয় এই রয়ানি শব্দের অর্থ রওনা হওয়া; যে গান এক দিন রওনা হইয়া আট দিন ধরিয়া চলে; এই অর্থের সঙ্গে মঙ্গল শব্দের যাত্রা বা গমন অর্থের মিল পাওয়া যায়।

যে যে দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল না, তাঁহাদের পূজা প্রচারের জন্য মঙ্গল-কাব্য রচিত হইতে থাকে; তাহার দেখাদেখি অনেক প্রতিষ্ঠিত দেবতারও মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের জন্য মঙ্গল-কাব্য রচিত হয়। মঙ্গল-কাব্যে স্ত্রীদেবতারই প্রাধান্য বেশী দেখা যায়; পুরুষদেবতার লীলাত্মক মঙ্গল-কাব্যও অনেক আছে।

পুরুষদেবতার লীলাপ্রচারক মঙ্গলকাব্য :—

(১) ধর্ম্মমঙ্গল	(২) রায়মঙ্গল	(৩) চৈতন্যমঙ্গল
(৪) কৃষ্ণমঙ্গল	(৫) গোবিন্দমঙ্গল	(৬) জগন্নাথমঙ্গল
(৭) স্মরণমঙ্গল	(৮) জগৎমঙ্গল	(৯) অদ্বৈতমঙ্গল
(১০) বৈদ্যনাথমঙ্গল	(১১) গোকুলমঙ্গল	(১২) রসিকমঙ্গল

স্ত্রীদেবতার লীলাপ্রচারক মঙ্গল-কাব্য আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়—পৌরাণিক দেবতার লীলা-প্রচারক ও লৌকিক আগন্তুক দেবতার লীলা-প্রচারক।

পৌরাণিক

(১) গৌরীমঙ্গল—পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র ত্রিবেদী (১২১৩ সাল)।
(২) ভবানীমঙ্গল— ঐ দ্বিজ রামচন্দ্র (১৮০৫)।
(৩) চণ্ডিকামঙ্গল—হরিনারায়ণ দাস।
(৪) দুর্গামঙ্গল—রূপনারায়ণ ঘোষ (১৫৯৭ খৃষ্টাব্দ)।
(৫) দুর্গামঙ্গল—দ্বিজ কেবলরাম। দ্বিজ ভবানীপ্রসাদ।
(৬) কমলামঙ্গল—দ্বিজ রামচন্দ্র (১৮০৪-১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ মধ্যে)।
(৭) গঙ্গামঙ্গল। ইত্যাদি।

লৌকিক

(১) চণ্ডীমঙ্গল	(২) সারদামঙ্গল	(৩) কালিকামঙ্গল
(৪) অন্নদামঙ্গল	(৫) মনসামঙ্গল	(৬) শীতলামঙ্গল
(৭) গঙ্গামঙ্গল	(৮) রাধিকামঙ্গল	(৯) ভারতমঙ্গল
(১০) ষষ্ঠীমঙ্গল	(১১) কপিলামঙ্গল	(১২) গৌরীমঙ্গল

ইত্যাদি।

এই-সব মঙ্গলকাব্যের মধ্যে কয়েকটিতে পৌরাণিক দেবতার নাম থাকিলেও সেই সেই দেবতার ক্রিয়াকলাপ ও তৎসংশ্লিষ্ট উপাখ্যান পৌরাণিক নয়, একান্তই লৌকিক।

"মনসা মঙ্গলচণ্ডী ষষ্ঠী সত্যনারায়ণ দক্ষিণের রায়—ইহাঁরা বাঙ্গালীর ঘরের দেবতা। ইহাঁদের শাস্ত্র বঙ্গভাষাতেই লিখিত; বঙ্গীয় গৃহস্থবধূগণই ইহাঁদের পূজার উৎকৃষ্ট পুরোহিত; ইহাঁদের ছড়া পাঁচালী মুখস্থ করা গৃহস্থবধূগণের অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে গণিত ছিল; ইহাঁরা কেহ সপ্তাহান্তে, কেহ মাসান্তে খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে এখনও পূজা পাইয়া থাকেন।......এইসব দেবতার ছড়া পাঁচালী প্রথমে নগণ্যভাবে গ্রথিত হইয়া কালসহকারে যুগে যুগে কবিগণের হস্তস্পর্শে বিশাল কাব্যরূপে বিকাশ পাইয়াছে, ক্ষমতাপন্ন শেষ কবি যশের ভাগটা নিজেই সমস্ত একচেটিয়া করিয়া লইয়াছেন। এইসব ছড়া-পাচালী শিশুর ক্রীড়নকের ন্যায় নগণ্য, কিন্তু এই উপকরণরাশির আয়তন বর্দ্ধিত করিয়া কবিগণ কিরূপে উৎকৃষ্ট কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন, মানব-মন কিরূপে যুগব্যাপী চেষ্টায় অতি সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে অতি বিশাল সৌন্দর্য্যের পট আয়ত্ত করিয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া কেবল কাব্যামোদীর পরিতৃপ্তি হইবে না, মনোবিজ্ঞানের পাঠকও মানসিক গতিবিধির একটি আশ্চর্য্য ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিয়া নব শিক্ষা লাভ করিবেন।" —"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"।

লৌকিক মঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখা যায় নূতন এক দেবতা প্রতিষ্ঠিত অপর দেবতাকে পরাভূত করিয়া নিজের পূজা প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। প্রতিষ্ঠিত ও পরাজিত দেবতা

অধিকাংশ স্থলেই শিব. রায়মঙ্গলকাব্যে বড় গাজিখাঁ। "তখন সমাজের মধ্যে যে উপদ্রব-উৎপীড়ন, আকস্মিক উৎপাত, যে অন্যায়, যে অনিশ্চয়তা ছিল, মঙ্গলকাব্য তাহাকেই দেবমর্য্যাদা দিয়া সমস্ত দুঃখ-অবমাননাকে ভীষণ দেবতার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিতেছিল এবং দুঃখক্লেশকে ভাঙাইয়া ভক্তির স্বর্ণমুদ্রা গড়িতেছিল। এই চেষ্টা কারাগারের মধ্যে কিছু আনন্দ কিছু সান্ত্বনা আনে বটে, কিন্তু কারাগারকে প্রাসাদ করিয়া তুলিতে পারে না। এই চেষ্টা সাহিত্যকে তাহার বিশেষ দেশকালের বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না।"—রবীন্দ্রনাথ, "সাহিত্য"।

"কতকগুলি ধর্ম্মপ্রসঙ্গের সীমাবন্ধনীতে বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা আবদ্ধ ছিল। ......এইসব কাব্যে স্বাধীনতার বায়ু বহে নাই, কল্পনার উন্মাদকর স্বপ্ন কিংবা উদ্দাম ও সহজ স্ফূর্ত্তিময়ী চিন্তার আবেশ নাই। কাব্যগুলির প্রায় সমস্ত পুরুষচরিত্রই সমাজের কঠিন নিয়মের বশবর্ত্তী, বিপদের সময় স্বীয় চেষ্টা ব্যবহারে অনিচ্ছুক—অলৌকিক দৈবশক্তির উপর অনুচিত বিশ্বাসপরায়ণ। যে জাতির শাসনে দাসত্ব, চিন্তায় দাসত্ব, সমাজে দাসত্ব, তাহাদের সাহিত্য অন্যরূপ হইবে কেন? আমরা যাহা, তাহা ভুলিব কিরূপে? স্বপ্রকৃতি হইতে তাহা মুছিয়া ফেলিব কিরূপে?"—"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"।

"লৌকিক দেবতাগণের পূজাপ্রচলনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। যেখানে আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ি, সেইখানেই একটি দুর্ব্বলের সহায় দেবতার আবশ্যক হয়।" —"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"।

বঙ্গের বাহিরে মঙ্গল-কাব্য

বঙ্গের বাহিরে ভারতের আর কোনো প্রদেশে মঙ্গল-কাব্য নামে এই শ্রেণীর কোনো কাব্যের অস্তিত্ব দেখা যায় না। একখানি মাত্র বইএর নামে মঙ্গল সংযুক্ত পাইয়াছি, তাহা—রুক্মিণীমঙ্গল, দিল্লীর কাছে হরিয়ানা নামক স্থানের প্রভাষাতে রচিত রুক্মিণীহরণের পালা মাত্র।

চণ্ডীমঙ্গল

লৌকিক চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেবতা চণ্ডী, নামে পৌরাণিক হইলেও উভয়ের কাহিনীতে কোনো সাদৃশ্য নাই। মঙ্গলচণ্ডী ছদ্মবেশী বৌদ্ধ দেবতা স্বয়ং ধর্ম্ম এবং বৌদ্ধ শক্তি বজ্রতারা বা বাশুলী বা বিশালাক্ষী। বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্যতম—ধর্ম্ম; ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য রচিত ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে ধর্ম্মেরই প্রাধান্য থাকিবার কথা। "কিন্তু পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থগুলিতে আমরা ক্রমশঃ বৌদ্ধ প্রভাবের বিলয় এবং চণ্ডীর মাহাত্ম্যের কীর্ত্তন দেখিতে পাই।" (ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন)। "ধর্ম্মপূজা-বিধি" নামক ধর্ম্মপূজার শাস্ত্রে বাশুলীর যে ধ্যান ও আবাহন-মন্ত্র আছে তাহা

হইতে বাশুলীর চণ্ডীতে পরিণত হইবার আভাস পাওয়া যায়। বাশুলীর ধ্যান ও আবাহনমন্ত্র—

ওঁ আয়াতা স্বর্গলোকাদ্ ইহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপুরে
সিন্দুরাভাবসন্ধ্যা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গং পিব পিব রুধিরং বাশুলী পাতু সা নঃ॥

ওঁ বাশুল্যৈ নমঃ।

ওঁ আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাম্।
সরিৎ-তীরে সমুৎপন্নাং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাম্॥
রক্তবস্ত্রপরিধানাং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
অষ্টতণ্ডুল-দূর্ব্বাক্তাং অর্চ্চেন্ মঙ্গলকারিণীম্॥
অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং কালীং কিল্বিষনাশিনীম্।
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সান্নিধ্যম্ ইহ কল্পয়॥

এই মন্ত্রে আমরা পাইতেছি—(১) বাশুলীই চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী; (২) তিনি মঙ্গলকারিণী ও অসিদ্ধসাধিনী, (৩) তিনি স্বর্গ হইতে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, (৪) তাঁর পদযুগল কমলে ন্যস্ত, তিনি কমলাসনা, (৫) তিনি সরিৎ-তীরে সমুৎপন্না, (৬) তাঁকে অর্চ্চনা করিতে হয় অষ্টতণ্ডুল-দূর্ব্বাক্ত উপকরণে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডীর সঙ্গে এই ছয়টি বিষয়ই মিলিত দেখা যায়—(১) চণ্ডীকে বারবার বাশুলী বিশালাক্ষী বলা হইয়াছে—

বিশ্বরূপা বিশালাক্ষী (৫৯৮ পৃষ্ঠা)

চণ্ডীই মঙ্গলচণ্ডিকা—

মঙ্গলচণ্ডিকা-রূপে শপন কহিয়া ভূপে
পূজা লবে দৈন্য-দুঃখ-হরা। (৯০ পৃষ্ঠা)

(২) তিনি ভক্তের মঙ্গলকারিণী—পশুদিগকে কালকেতুর হাত হইতে তিনি রক্ষা করেন, কালকেতু ব্যাধকে রাজ্যেশ্বর করেন, ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরকে বিপদে ফেলিয়া উদ্ধার করেন। (৩) চণ্ডী স্বর্গ বা কৈলাস হইতে পৃথিবীতে আসিয়া নিজের পূজা প্রচার করেন। (৪) চণ্ডীই কমলেকামিনী। (৫) তিনি প্রথম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার জন্য সরিৎ-তীরে মন্দির নির্ম্মাণ করেন—

সেই কংসনদী-তীরে ইচ্ছিয়া কুসুম নীরে
নিরমিল দেহারা আপনী। (৯৪ পৃষ্ঠা)

উরিলা পূজাঘটে ভ্রমরা-নদীতটে
ভবানী দুর্গতিনাশিনী।
ভ্রমরাতে ভবানী পাতিল অবতার। (৯৭৩ পৃষ্ঠা)

ধর্ম্মপূজাবিধান হইতে জানা যায়—ধর্ম্মের প্রথম পূজা হয় "সত্যযুগে
শনিবার ব্রত করিল বল্লুকার তীরে।"

এই বল্লুকা নদী বর্দ্ধমান জেলায়।

(৬) চণ্ডীর অর্চ্চনার উপকরণ—

হেমঝারি জলগর্ভা অষ্টসুতণ্ডুল দূর্ব্বা। (৯৩ পৃষ্ঠা)

হেমঝারি জলগর্ভা উপরে দীঘল দূর্ব্বা
অষ্ট শালিতণ্ডুল অম্বরে। (৬২৬ পৃষ্ঠা)

লইয়া তণ্ডুল দূর্ব্বা চণ্ডীর প্রসাদ।
মস্তকে বন্দনা করি পাগ বান্ধে ব্যাধ॥ (২৯২ পৃষ্ঠা)

তণ্ডুল অষ্টদূর্ব্বা জাহ্নবীজলগর্ভা
কাঞ্চন-বিরচিত বারী। (৯১, ৯২ পৃষ্ঠা; ৭৫০ পৃষ্ঠা)

ধর্ম্ম আদিদেব নামে পরিচিত। ধর্ম্মদেবতা নেপালে তিব্বতে ভুটানে সিকিমে স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হইয়াছেন আদিদেবী বা আদ্যাশক্তি। বৌদ্ধ ধর্ম্মে ধর্ম্ম বা আদিদেব বা আদিদেবী বা আদ্যাশক্তি জগৎ সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া—

জলেতে আসন গোসাই, জলেতে বৈসন।
জলভর করিয়া ভাসেন নিরঞ্জন॥

* * * *

সম্মুখে রচিল গোসাই পদ্মফুল।
তাহাতে বসিয়া গোসাই জপে আত্মমূল॥
নানা পত্র বাহ্যা গেল পাতাল ভুবন।
পাতালভুবন লাগি করিল গমন॥

* * * *

আপনে ধর্ম্ম গোসাই গজযুক্ত হৈল।
গজের উপরে বসুমতীকে স্থাপিল॥—মাণিক দত্তের চণ্ডী।

ধর্ম্মদেবের এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার রূপান্তর করিয়াই চণ্ডীমঙ্গলের কমলেকামিনী আবির্ভাবের ব্যাপার কল্পনা করা হইয়াছিল—সমুদ্রে কমলাসনা দেবীর মুখ হইতে গজ নির্গত হইতেছে। এই কমলেকামিনী দেখা গিয়াছিল সিংহলে, যেহেতু—

সিংহলে ধর্ম্মদেবতা বহুত সম্মান।—শূণ্যপুরাণ।

চণ্ডীদাসের একটি পদে আছে—

ডাকিনী বাশুলী, নিত্যা-সহচরী, বসতি করয়ে তথা।

—পদসমুদ্র।

ইহা হইতে জানা যায় বাশুলীর অন্য নাম ডাকিনী। কবিকঙ্কণও চণ্ডীকে ডাকিনী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন—

তোমার মোহিনী বালা শিখিয়া ডাইন-কলা
নিত্য পূজে ডাখিনী দেবতা। (৬২৬ পৃষ্ঠা)

চণ্ডীর সঙ্গে গঙ্গার ঝগড়ার সময় গঙ্গা চণ্ডীকে নিন্দাচ্ছলে বলিতেছেন—তুমি "নীচ পশু নাহি ছাড় বরা।" (২৪২ পৃষ্ঠা) এতে বোঝা যায় যে কবিকঙ্কণের সময় চণ্ডীর কাছে শূকর বলি দেওয়া হইত। ইহা বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার আর-একটি লক্ষণ।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের শেষ আশ্রয়স্থান কলিঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ-ভূমির রাজা বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া রাজার আদেশে এই কাব্য রচনা করেন; বৌদ্ধ প্রভাবে আচ্ছন্ন দেশের রাজারও নাম বাঁকুড়া—ধর্ম্মদেবতার অন্য নাম। সুতরাং কাব্যের বিষয়ও হইল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবী চণ্ডী।

"বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী ভারতবর্ষই বর্ত্তমান ভারতবর্ষ। সেই যুগের অন্তিম অবস্থায় যখন গৌড়ের রাজসিংহাসন ক্ষণে ক্ষণে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজত্বের মধ্যে দোলায়মান হইতেছিল, তখন প্রজাসাধারণের মধ্যে সমাজ যে স্থিরভাবে ছিল, তাহা সম্ভব নহে। তখনকার সেই আধ্যাত্মিক অরাজকতার মধ্যে বাংলাদেশে যে একটা দেবদেবীর লড়াই বাধিয়াছিল—তখন সমস্ত সাজসরঞ্জাম সমেত এক দেবতার মন্দির আর-এক দেবতা অধিকার করিয়া পূজার্চ্চনায় নানাপ্রকার মিশ্রণ উৎপন্ন করিতেছিল। তখন এক দেবতার বিগ্রহে আর-এক দেবতার সঞ্চার, এক সম্প্রদায়ের তীর্থে আর-এক সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব, এমনি একটা বিপর্য্যয় ব্যাপার ঘটিতেছিল।"

মঙ্গলচণ্ডী যখন শিবকে পরাভূত করিয়া নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য নানা বাঙালী কবিকে অবলম্বন করিয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ, তখন সংস্কৃত পুরাণ-রচনা শেষ হইয়া আসিয়াছে। তাই মঙ্গলচণ্ডীর উল্লেখ সর্ব্বশেষ পুরাণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও উপপুরাণ বৃহদ্ধর্ম্ম ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মঙ্গলচণ্ডী নামের উৎপত্তির কারণ বলা হইয়াছে—

"মঙ্গলেষু চ যা দক্ষা সা চ মঙ্গলচণ্ডিকা।"

এঁর পূজা মঙ্গল নামক অনেক জনে করেন বলিয়াও ইনি মঙ্গলচণ্ডী—

প্রথমে পূজিতা দেবী শিবেন সর্ব্বমঙ্গলা।
দ্বিতীয়ে পূজিতা দেবী মঙ্গলেন গ্রহেণ চ।
তৃতীয়ে পূজিতা ভদ্রে মঙ্গলেন নৃপেণ চ॥
চতুর্থে মঙ্গলেবারে সুন্দরিভিশ্চ পূজিতা।
পঞ্চমে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি-নরৈর্ মঙ্গলচণ্ডিকা॥

—প্রকৃতিখণ্ড ৪৪ অধ্যায়।

এই দেবী "যোষিতাম্ ইষ্টদেবতা" এবং "মূর্ত্তিভেদেন সা দুর্গা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।"

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতেও আমরা দেখিতে পাই কলিঙ্গের রাজা সহস্রাক্ষ চণ্ডীর প্রথম পূজক, তার পর রাঢ় চোয়াড় ব্যাধ কালকেতু, তার পর স্ত্রীলোক খুল্লনা।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে মাত্র একটি শ্লোকে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের উপাখ্যানের সংক্ষেপ উল্লেখ দেখা যায়—

ত্বং কালকেতু-বরদা চ্ছলগোধিকাসি
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।
শ্রীশালবাহন-নৃপাদ্ বণিজঃ স্বসূনোঃ
রক্ষেঽম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী॥

যে দুটি আখ্যায়িকা বাংলা পুরাণ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আশ্রয় পাইয়াছিল কেবল সেই দুটিরই উল্লেখ সংস্কৃত পুরাণে দেখিতে পাই। রমণী-সমাজে আরো অনেকগুলি আখ্যায়িকা ব্রতকথায় মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে; কোনও কবি সেগুলি লইয়া কাব্য রচনা করেন নাই, এবং তার উল্লেখও সংস্কৃত শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। এইসব লৌকিক ব্রতের নাম—বারোমেসে মঙ্গলচণ্ডী, হরিষ-মঙ্গলচণ্ডী, জয়-মঙ্গলচণ্ডী, সঙ্কটা, সোদো, নাটাইচণ্ডী, কুলুইমঙ্গলচণ্ডী, উদ্ধার-মঙ্গলচণ্ডী বা সঙ্কট-মঙ্গলচণ্ডী ইত্যাদি।

একদিকে শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ ও অপর দিকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে জগতের অনিত্যতায় যখন লোকের মন আচ্ছন্ন তখনই সেই ভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া চণ্ডীরূপ শক্তির আরাধনা প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। "নিশ্চেষ্টতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ডতার ঝড়।"

প্রাচীন সমাজে চণ্ডীমঙ্গল গানের প্রবল প্রভাব ছিল দেখা যায়।—

ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥

বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।

—চৈতন্যভাগবত, আদি, ২ অধ্যায়।

চৈতন্যদেব শ্রীধরের দারিদ্র্য দেখিয়া উপদেশ দিতেছেন—

লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি।
অন্নবস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি॥
দেখ এই চণ্ডী বিষহরীরে পূজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে সব নাগরিয়া॥

—চৈতন্যভাগবত, আদি, ৮ অধ্যায়।

চণ্ডীর উপাখ্যানে যেমন অভাজনও ধনসম্পত্তি হঠাৎ লাভ করিয়াছিল, বিপন্ন উদ্ধার পাইয়াছিল, চণ্ডীর কৃপায় তাঁর পূজক ভক্তদেরও অবস্থা ভালো ছিল। দুই দিকে মিল দেখিয়া লোকের বিশ্বাস ও ভক্তি আরো দৃঢ় হইয়া চণ্ডীকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সাহায্য করিয়াছিল।

চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পূর্ব্বজ কবিগণের বন্দনা করিবার সময় বলিয়াছেন—

মাণিক দত্তেরে আমি করিলু বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীতপথ-পরিচয়॥
দণ্ডবৎ হয়্যা বন্দ শ্রীকবিকঙ্কণ। (১৯ পৃষ্ঠা)

ইহা হইতে বোঝা যায় যে মুকুন্দরামের পূর্ব্বে মাণিক দত্ত ও অন্য একজন কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। স্থির হইয়াছে এই কবিকঙ্কণের নাম বলরাম, তিনিও মেদিনীপুরে কাব্য রচনা করেন। এই দুজন ছাড়াও দ্বিজ জনার্দ্দন, মুক্তারাম সেন, দেবীদাস সেন, শিবনারায়ণ দেব, কীর্ত্তিচন্দ্র দাস, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি অনেক কবি মুকুন্দরামের পূর্ব্বে চণ্ডীর এই একই কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করেন। একই বিষয়ের পুনরুক্তি করা প্রাচীন কবিদের এক ধারা ছিল।

"বাঙ্গালী কবিগণ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবির পথ না দেখিয়া প্রায়ই অগ্রসর হয়েন নাই।.... মৌলিক গ্রন্থগুলির তাবৎই পূর্ব্ববর্ত্তী কবির চেষ্টার পরে পুনশ্চ সেই চেষ্টার বিকাশ।......আদি কবি একজন মানিয়া লইলেও তিনি কল্পনাবলে গল্পের উৎপত্তি করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না; সম্ভবতঃ তিনি লোক-পরম্পরা-শ্রুত আখ্যানটি গীতে

পরিণতি করিয়াছেন।......এই পুচ্ছগ্রাহিতা বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের সূত্র। নূতন পথে লেখনী প্রবর্ত্তিত করিবার অধিকার আছে, প্রাচীন কবিগণ বোধ হয় একথা স্বীকার করিতেন না।"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ

কবি নিজের কাব্যে গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ বলিয়া যে পরিচয় দিয়াছেন, তার বেশী আর অল্প পরিচয়ই অন্যত্র হইতে পাওয়া গিয়াছে। হুগলী জেলার আরামবাগ সাব্‌ডিভিজনের পশ্চিমে বর্দ্ধমান জেলার সেলিমাবাদ পরগনায় বর্ত্তমান রায়না থানার অধীন দামুন্যা গ্রামে রত্নানু নদীর তীরে কবির পৈতৃক বাস ছিল। ডিহিদার মামুদ-সরিপের অত্যাচারে তিনি বাসগ্রাম ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হন ও মেদিনীপুরের উত্তরাংশে ব্রাহ্মণভূমি পরগনার আড়রা গ্রামের রাজা বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় পান। এবং সেখানে তিনি সুখে ছিলেন—

চণ্ডিকার সুচরিত রচিল নৌতুন গীত
সুখে থাকি আরড়া নগরে। (২৮০ পৃষ্ঠা)

মুকুন্দরামের নিজের হাতে লেখা পুঁথিতে তাঁর বংশপরিচয় পাওয়া যায়—

কাঞ্জড়ি কুলের সার মহামিশ্র অলঙ্কার
শব্দকোষ কাব্যের নিধান।
কয়্যড়ি কুলের রাজা সুকৃতি তপন ওঝা
তস্য সুত উমাপতি নাম॥

তনয় মাধব শর্ম্মা সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা,
তার নয় তনয় সোদর—
উদ্ধরণ, পুরন্দর, নিত্যানন্দ, সুরেশ্বর,
বাসুদেব, মহেশ, সাগর॥

গর্ব্বেশ্বর (সর্ব্বেশ্বর) অনুজাত মিশ্রনাথ জগন্নাথ
এক ভাবে সেবিলা শঙ্কর।
বিশেষ পুণ্যের ধাম গুণীরাজ মিশ্র নাম
সুধন্য হৃদয় নাম,
কবিচন্দ্র তার বংশধর॥

অনুজ মুকুন্দ শর্ম্মা সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা
নানা শাস্ত্রে মিশ্রয় বিত্থান।
শিবরাম বংশধর, কৃপা কর মহেশ্বর,
রক্ষ পুত্রে পৌত্রে ত্রিনয়ান॥ (২১—২৪ পৃষ্ঠা)

কবির আরও অল্প পরিচয় টুক্‌রা টুক্‌রা পাওয়া যায়—

(১) দামুন্থা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই।

(২) দিবানিশি তুয়া সেবি রচিল মুকুন্দ কবি,
নূতন মঙ্গল অভিলাষে।
উরগ কবির কামে বর দেহ শিবরামে,
চিত্ররেখা, যশোদা, মহেশে॥ (১২ পৃষ্ঠা)

(৩) মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥ (৭৮৫ পৃষ্ঠা)

(৪) মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
নিরবধি পূজিয়া গোপাল।
আজ্ঞা পেয়ে নিরন্তর মন্ত্র জপি দশাক্ষর,
মীন-মাংস ছাড়ি বহু কাল॥ (১০১৪ পৃষ্ঠা)

(৫) গুণরাজ মিশ্রসুত সঙ্গীত কলায় রত,
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
দামিন্থা-নগরবাসী সঙ্গীত-অভিলাষী,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥
(৭৩৬, ৭৪০ ও ৯৬৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

(৬) দামিন্থা নগরবাসী প্রভু রামাদিত্য।
শিশুকাল হৈতে তার সেবা করি নিত্য॥ (৫৭২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

(৭) ধন্য ধন্য কলিকালে রত্নাম্বু নদের কূলে
অবতার করিলা শঙ্কর।
ধরি চক্রাদিত্য নাম দামুন্থা করিলা ধাম,
তীর্থ কৈলা সেই সে নগর॥

* * * *

গঙ্গাসম সুনির্ম্মল তোমার চরণজল
পান কৈলা শিশুকাল হৈতে।
সেই ত পুণ্যের ফলে কবি হই শিশুকালে,
রচিলাঙ তোমার সঙ্গীতে॥ (২০ পৃষ্ঠা)

* * * *

(৮) ঔষধ-প্রসঙ্গে মুকুন্দ বিশারদ।
বুঢ়াকে না করে গুণ মোহন ঔষধ॥ (বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩৭ পৃষ্ঠা)
ইহা বই ভুবনে নাহিক উচ্চাটন।
বিষারদ ঔষধে মুকুন্দ বিরচন॥ (৪৪৮ পৃষ্ঠা)

(৯) একজন সহিলে কন্দল হয় দূর।
বিশেষ জানেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর॥ (৫২১ পৃষ্ঠা)

(১০) সঙ্গীতকলায় রত সঙ্গীত-অভিলাষী।

(১১) চণ্ডীর চরিত রচিয়া সঙ্গীত
দেবকী-নন্দন ভণে॥

(১২) শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গান ভৃগুবংশ।

মুকুন্দরামের অগ্রজ 'কবিচন্দ্র'। কবিচন্দ্র উপাধি বলিয়া মনে হয়। কবিচন্দ্র-উপাধিক নিধিরাম বা অযোধ্যারাম কর্ত্তৃক বিরচিত এক গঙ্গাবন্দনা পাওয়া যায়, যার প্রথম পদ বঙ্গে সুবিদিত—"বন্দ মাতা সুরধুনী, পুরাণে মহিমা শুনি, পতিতপাবনী পুরাতনী।" কবিচন্দ্র-রচিত দাতাকর্ণ প্রভৃতি বহু কাব্য আছে। কিন্তু এই কবিচন্দ্র এবং মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এক লোক কি না তাহা বলা কঠিন।

কবির পিতামহের উপাধি ছিল গুণিরাজ—

গুণিরাজ-মিশ্রসুত সঙ্গীতকলায় রত
বিচারিলা অনেক পুরাণ। (বঙ্গবাসী সংস্করণ, ২৭ পৃষ্ঠা)

কয়ড়ি অনুজ জাত মহামিশ্র জগন্নাথ
একভাবে সেবিয়া গোপাল।
কবিত্ব মাগিয়া বর মন্ত্র জপি' দশাক্ষর
মীন-মাংস ছাড়ি বহুকাল॥ (২৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত)

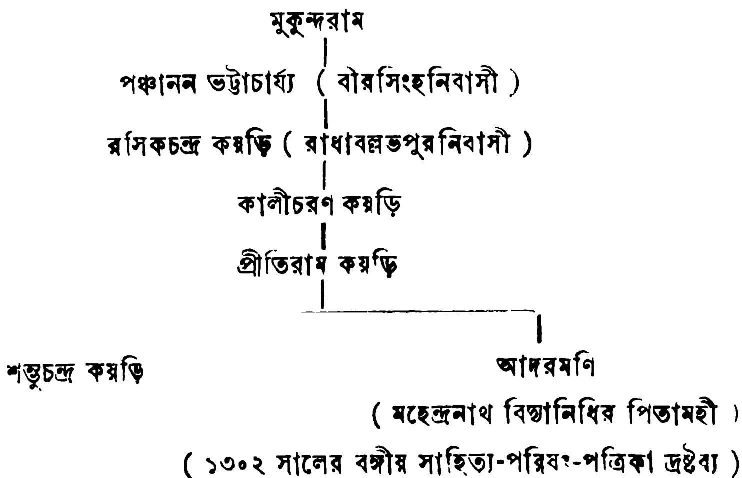
এ ছাড়া কবির বিষয়ে আমরা জানিতে পারি—কবির পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র কবিযশপ্রার্থী বৈষ্ণব ছিলেন, মুকুন্দরাম শৈশব হইতেই কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, শৈশবে তিনি রামাদিত্যের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া সঙ্গীতজ্ঞ হইয়া উঠেন, তিনি অনেক পুরাণ পাঠ করিয়া পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন, তিনি "নানা শাস্ত্রে নিশ্চয় বিদ্বান" এবং কাব্যে তার পরিচয় দিবার সজ্ঞান চেষ্টা করেন, তাঁর দুই স্ত্রী ছিল এবং তাঁরা সতত পরস্পরে কলহ করিতেন এবং স্বামীকে বশ করিবার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করিতেন, কাব্যরচনার কালে কবির বয়স এমন হইয়াছিল যাতে তিনি নিজেকে বুঢ়া বলিতেছেন। দামুন্যায় থাকিতে তিনি "শিবকীর্ত্তন" রচনা করেন। "জগন্নাথ-মঙ্গল"ও তাঁর প্রাথমিক রচনা।

একখানি শ্রীমদ্‌ভাগবতের পুঁথিতে এই ভণিতাটি পাওয়া যায়—

সমাপ্তোঽয়ং দ্বাদশস্কন্ধঃ। শিবমস্তু শকাব্দা ১৬১২।
যমাক্ষরসভূসংখ্যে নত্বা গুরুপদাম্বুজম্‌
শাকে লেখি মহাদেবশর্ম্মণা কাঞ্চনামকম্‌।
শ্রীলশ্রীকবিকঙ্কণাত্মজসুতঃ পঞ্চাননাখ্যস্তৎসুতঃ
নত্বা দেবগুরুং লিলেখ ভগবচ্ছাস্ত্রং পরং মুক্তিদম্‌॥

অর্থাৎ ১৬১২ শকে গুরুপদে প্রণাম করিয়া কৃষ্ণ নামক ব্যক্তির পুত্র মহাদেব শর্ম্মা এই পুঁথি নকল করেন; এই পুঁথি রচনা করেন কবিকঙ্কণের আত্মজসুত (পৌত্র), তাঁর (?) পুত্রের নাম পঞ্চানন।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি বলেন এই 'তাঁর' শব্দের মানে কবিকঙ্কণের। বিদ্যানিধি মহাশয় এই পঞ্চাননেরই বংশজাত বলিয়া নিজের বংশলতা দিয়াছেন এইরূপ—



(১৩০২ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা দ্রষ্টব্য)

এই সব হইতে কবির বংশতালিকা গঠন করা যায়—

মুকুন্দরামের বংশতালিকা

তপন ওঝা

(মিশ্র-উপাধিক, কয়ড়ী গ্রামিন্)

|

উমাপতি

|

মাধব

উদ্ধরণ পুরন্দর নিত্যানন্দ সুরেশ্বর বাসুদেব মহেশ সাগর সর্ব্বেশ্বর (গর্ভেশ্বর) জগন্নাথ মিশ্র (গুণিরাজ)

|

হৃদয় মিশ্র (পত্নী দেবকী)

কবিচন্দ্র (কবিচন্দ্র উপাধি ; নাম ছিল নিধিরাম বা অযোধ্যারাম) মুকুন্দরাম রামানন্দ (রমানাথ)

|

শিবরাম (পত্নী চিত্রলেখা) পঞ্চানন যশোদা (স্বামী মহেশ)

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের ধর্ম্মমত

আমাদের দেশের প্রাচীন কবিদের কোনও ভক্ত বস্ওয়েল তাঁদের জীবনচরিত লিখিয়া রাখিতেন না ; কবিরাও নিজেদের আত্মচরিত লিখিয়া রাখিতেন না। কেবল স্বরচিত কাব্যের মধ্যে মাঝে মাঝে ভণিতায় ও কাব্যঘটনার প্রসঙ্গে ইঙ্গিতে নিজের নিজের পরিচয় কবিরা ছড়াইয়া রাখিয়া যাইতেন। বঙ্গদেশের প্রাচীন সাহিত্যমালার মধ্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য বিশেষ একটি মূল্যবান রত্ন ; কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্যে আত্মপরিচয় অন্য কবিদের চেয়ে বেশ একটু ভালো রকমই রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কবিকঙ্কণ তাঁর ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট পরিচয় দেন নাই ; আভ্যন্তর প্রমাণ হইতে অনুসন্ধান করিয়া অনুমান করা ছাড়া আর উপায় নাই।

চণ্ডীমঙ্গলের কবিকে শাক্ত বলিয়া ধরিয়া লইবারই প্রবৃত্তি হয়। কবিকঙ্কণও গ্রন্থ-উৎপত্তির বিবরণে লিখিয়াছেন—

উরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়র-দেশে
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে।
(২২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

* * * *

আশ্রয় পুখড়ি-আড়া, নৈবেদ্য শালুক-পোড়া
পূজা কৈনু কুমুদ-প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে,
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥

হাতে লয়্যে পত্র মসী, আপনি কলমে বসি
নানা ছন্দে লিখেন কবিত্ব।
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা সেই মন্ত্র করি শিক্ষা
মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য॥

দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণছায়া
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই শিলাই বাহিয়া যাই,
আড়রায় হৈনু উপনীত॥ (২৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

স্বপ্নাদেশে কাব্যরচনা প্রচার করা প্রাচীন কবিদের একটা প্রথামাত্র ছিল। আদিকবি বাল্মীকি দেবাদেশে রামায়ণ রচনা করেন; আদি ইংরেজ কবি কেড্‌মন দেবাদেশে গান বাঁধেন; বাংলারও অনেক কবি দেবাদেশে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াছেন, যথা—কৃষ্ণরাম দাসের রায়-মঙ্গল, বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মালাধর বসুর ভাগবত, সঞ্জয়-রচিত মহাভারত প্রভৃতি কাব্য স্বপ্নাদেশে রচিত। এইসব দেখিয়া দীনেশ-বাবু লিখিয়াছেন—"যে-সে পুস্তক লিখিলেই তাহা সাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইত না।......এইজন্য প্রাচীন বঙ্গীয় লেখকগণের অনেককেই প্রত্যাদেশের ভাণ করিয়া কাব্য লিখিতে হইত। দেবাদেশে কাব্যরচনায় হাত দিয়াছেন, একথা ঘোষণা করা সাহিত্যের ব্যবসাদারী ছিল।"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

এ রোগ শুধু আমাদের দেশের কবিদেরই ছিল তা নয়, এ রোগ বিশ্বব্যাপী—

That a god inspired his soul expresses the ordinary belief of early historical times.—Encyclopaedia Britannica.

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর চরণে ভক্তি ও নতি মাঝে মাঝে করিয়াছেন দেখা যায়—

উমাপদে হিত-চিত রচিল নৌতুন গীত
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ। (৩১ পৃষ্ঠা)

* * *

অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। (৩২ পৃষ্ঠা)

অভয়া-চরণপদ্ম দাসের সদন।
আনন্দে মাগয়ে তাহা শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ (৯৭১ পৃষ্ঠা)

অভয়া-চরণে প্রণাম লক্ষ লক্ষ।
অনুক্ষণ রহু মম কায়-মনো-বাক্য ॥

কিন্তু চণ্ডীচরণে ভক্তি হইতে বা চণ্ডীর আদেশ পাইয়াই যে কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন নাই, তার প্রমাণও তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বারবার বলিয়াছেন—

রঘুনাথ নৃপতি প্রকাশে। (১২১ পৃষ্ঠা)

দিলান অনুমতি ব্রাহ্মণ মহীপতি
গাইলা শ্রীকবিকঙ্কণ। (৪৫৭ পৃষ্ঠা)
উমাপদ-হীত-চিত্ত মুকুন্দ গাইলা গীত
রাজা রঘুনাথের কৌতুকে। (১৩৯ ও ৮৪৩, ৮৪৬ পৃষ্ঠা)

* * *

ব্রাহ্মণ রাজার কুতূহলী। (৫৮ ও ৮৯২ পৃষ্ঠা)

ব্রাহ্মণ রাজা রঘুনাথের আদেশে কবিকঙ্কণ কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন—এইটিই আসল কথা; চণ্ডীর আদেশ বা ভক্তি রঘুনাথের আদেশের অনুসঙ্গী গৌণ কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

কবি নিজের গ্রামবাসী ও পূর্ব্বপুরুষদের পরিচয় দিবার প্রসঙ্গে তাঁদের ধর্ম্মবিশ্বাসের একটু পরিচয় দিয়াছেন—

দামুন্যার লোক যত শিবের চরণে রত,
সেই পুরী হরের ধরণী। (২১ পৃষ্ঠা)

* * *

ধন্য ধন্য কলিকালে রত্নানু নদের কূলে
অবতার করিলা শঙ্কর।
ধরি চক্রাদিত্য নাম দামুন্যা করিলা ধাম
তীর্থ কৈলা সেই সে নগর॥ (২০ পৃষ্ঠা)

* * *

গঙ্গাসম সুনির্ম্মল তোমার চরণজল
পান কৈলা শিশুকাল হতে।
সেই ত পুণ্যের ফলে কবি হই শিশুকালে
রচিলাও তোমার সঙ্গীতে॥ (২০ পৃষ্ঠা)

(গর্ভেশ্বর) সর্ব্বেশ্বর-অনুজাত মিশ্রনাথ জগন্নাথ
এক ভাবে সেবিলা শঙ্কর। (২১ পৃষ্ঠা)

শিবরাম বংশধর, কৃপা কর মহেশ্বর,
রক্ষ পুত্রে পৌত্রে ত্রিনয়ান। (২৪ পৃষ্ঠা)

এই-সব পদ হইতে কবিকে বংশানুক্রমে শৈব বলিয়াই অনুমান করার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু আবার পাই—

কয়ড়ি অনুজজাত মহামিশ্র জগন্নাথ
এক ভাবে সেবিয়া গোপাল।
কবিত্ব মাগিয়া বর, মন্ত্র জপি দশাক্ষর,
মীনমাংস ছাড়ি বহুকাল॥ (২৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

কবির পিতামহ একবার "একভাবে পূজিল শঙ্কর" আবার "একভাবে সেবিল গোপাল।" তিনি আগে বোধ হয় মীনমাংসভোজী শৈব ছিলেন, পরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া 'মীনমাংস ছাড়ি বহুকাল' গোপালের দশাক্ষর মন্ত্র 'ওঁ গোপীজনবল্লভায় স্বাহা' জপ করিতে প্রবৃত্ত হন। পিতামহের এই গোপাল-সেবার কথা কবি নিজের কাব্যে তিন-তিনবার উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহা হইতে অনুমান হয় কবির পিতামহ শেষ-বয়সে চৈতন্যদেবের প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। এবং বৈষ্ণব বংশের ছেলে বলিয়া কবিও বৈষ্ণবই ছিলেন। এ সম্বন্ধে কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল হইতে বহু পোষক প্রমাণ পাওয়া যায়।—

(১) চণ্ডীমঙ্গলের একেবারে প্রথম সূত্রপাতেই মঙ্গলাচরণে গণেশ-বন্দনা শেষ করিয়া কবি প্রার্থনা করিয়াছেন—

গাইয়া তোমার আগে গোবিন্দ-ভকতি মাগে
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ। (২ পৃষ্ঠা)

এই গোবিন্দ-ভকতি তিনি আরো দুইবারের ভণিতায় প্রার্থনা করিয়াছেন—

গোবিন্দ-পদারবিন্দে বিগলিত-মকরন্দে
অলি কবি শ্রীমুকুন্দ কহে। (১৪ পৃষ্ঠা)

কি কব তোমার আগে গোবিন্দ-ভকতি মাগে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাষে। (বঙ্গবাসী সংস্করণ ৪১ পৃষ্ঠা)

(২) মহাদেব-বন্দনায় কবি মহাদেবকে বলিয়াছেন—"নিগূঢ়-বিষয়-নারায়ণ!" এবং—

তুমি হরি যোগরাজে এ তিন ভুবনে পূজে
তুমি হরি গুণের আশ্রয়। (৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

মহাদেবকে তিনি নারায়ণ ও হরিরূপে দেখিতেছেন, এবং সেইজন্য শিবনিবাস বারাণসীকেও বিষ্ণুলোক বৈকুণ্ঠ বলিয়া অনুমান করিতেছেন—

তুমি হরি পুণ্যরাশি শূল-অগ্রে বারাণসী
যাহাতে বৈকুণ্ঠ অবতার। (৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

(৩) ডিহিদার মামুদ শরিপ "ব্রাহ্মণবৈষ্ণবের হল্য অরি" বলিয়া অত্যাচারপীড়িত কবি অনুযোগ ও দুঃখ করিয়াছেন। (৬ পৃষ্ঠা)

(৪) দক্ষের মুণ্ড ছেদনের পর মহাদেবের প্রসাদে শিবানুচর নন্দী "ছাগলের মুণ্ড দক্ষে করিল জোড়ন।" কিন্তু কবি দেখিলেন—"কৃষ্ণের কৃপায় দক্ষ পাইল জীবন।" —(৪৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

(৫) নীলাম্বর যখন অভিশপ্ত হইয়া দেবলোক হইতে মর্ত্তে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে দেবদেহ ত্যাগ করিতেছেন, তখন তাঁর—"চৌদিকে বান্ধল-মেলা, গলাতে তুলসীমালা।" এবং নীলাম্বরের পত্নী ছায়া স্বামীর সহমরণের সময় "হরি হরি সোঙরে বিধাতা।" —(১২০ পৃষ্ঠা)

(৬) চণ্ডীকে বারম্বার নারায়ণী ও বৈষ্ণবী বলা হইয়াছে। যেখানে যেখানে যতবার যে-কেউ চণ্ডীর স্তব করিয়াছে, তার মধ্যে চণ্ডীমাহাত্ম্যের চেয়ে কৃষ্ণকথাই প্রবল ও প্রধান হইয়া উঠিয়াছে; চণ্ডীর গৌরব যে "নানা অবতারে মাতা বিষ্ণুসহায়িনী।"

বিষ্ণু বা কৃষ্ণকে সাহায্য করিতে পারাতেই যেন চণ্ডীর চরম মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে। চণ্ডী "বলাই-পূজিতা বলদেবের ভগিনী।"—(৫৪৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) "নন্দগোপসুতা হ'য়ে রাখিলে গোকুল।"

যশোদা-নন্দিনী জয়া যমুনা যামিনী।
যদুযোষা যুগন্ধরা যজ্ঞবিনাশিনী ॥ (৩২৭ পৃষ্ঠা)

(৭) চণ্ডী বিশ্বকর্ম্মাকে কাঁচুলি নির্ম্মাণে নিযুক্ত করিলে বিশ্বকর্ম্মা কাঁচুলিতে ছবি লিখিলেন চণ্ডীর দশমহাবিদ্যা রূপের কীর্ত্তিকাহিনী অবলম্বন করিয়া নহে; সে-সব ছবি হইল বিষ্ণুর দশাবতারের কার্য্যকলাপ এবং বিশেষ করিয়া কৃষ্ণ-অবতারের কাহিনী। —(১৭৮ পৃষ্ঠা)

(৮) নগর পত্তনের জন্য ব্যাধ কালকেতু চণ্ডীর স্তব করিতে গিয়া বলিতেছে—

আরাধনে হরি হর তুমি তিনজন। (২৪৩ পৃষ্ঠা)

আরাধনার যোগ্য তিনটি মাত্র দেবতার মধ্যে হরি অগ্রগণ্য!

(৯) চণ্ডীর সতীন গঙ্গাকে দিয়া কবি চণ্ডীকে শুনাইয়াছেন—

হই গো হরির দাসী, হরিপদ হৈতে আসি,
সেই হরি গতি সবাকার। (২৪২ পৃষ্ঠা)

(১০) চণ্ডীর কৃপাতেই নূতন গুজরাট নগর পত্তন হইয়াছে। কিন্তু সেখানে দেখা যায়—"সারি সারি বিষ্ণুর দেউল।" এবং—

দিয়া হীরা নীলাখণ্ড বসিতে বিষ্ণুর পিণ্ড,
অনল-বিজুলী-সমাকুল। (২৩৯ পৃষ্ঠা)

এবং—

দিয়া হীরা নীলাখণ্ড নিরমিল দোলপিণ্ড
কদম্ব-কানন-সন্নিধান। (২৩৯ পৃষ্ঠা)

এই গুজরাটপুরী—"রূপে জিনে দ্বারাবতী" শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী, এবং "অযোধ্যা-সমান পুরী" বিষ্ণুর অপর অবতার শ্রীরামচন্দ্রের রাজধানী (৮০ পৃষ্ঠা)। গুজরাটের ক্ষত্রিয় বৈশ্য "কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ।" তা ছাড়াও অনেক "বৈষ্ণব বসিল গুজরাটে" যারা "সদা লয় কৃষ্ণনাম" (৮৭)। কলিঙ্গরাজের কোটাল গুজরাট দেখিয়া আসিয়া রাজার কাছে বর্ণনা করিতেছে—

দেখিলাম গুজরাট, প্রতি বাড়ী গীতনাট,
যেন অভিনব দ্বারাবতী।
অযোধ্যা মথুরা মায়া নাহি ধরে তার ছায়া,
যেন দেখি ইন্দ্রের বসতি ॥

প্রতি বাড়ী দেবস্থল, বৈষ্ণবের অন্নজল,
দুই সন্ধ্যা হরিসঙ্কীর্ত্তন। (২৮৬ পৃষ্ঠা)

(১১) কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধের সময় চণ্ডীর কৃপাভাজন কালকেতু চণ্ডীকে ভুলিয়া "হরি স্মঙরণে বীর এড়ে যতনে" (বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৯৭ পৃষ্ঠা) এবং চণ্ডীর কৃপায় কালকেতু কলিঙ্গরাজের কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া ও স্বাধীন রাজা হইয়া নিশ্চিন্ত মনে—

বিহান বৈকালে রাজা শুনেন পুরাণ।
কৃষ্ণের করয়ে পূজা হয়্যা সাবধান॥ (৩৪৩ পৃষ্ঠা)

(১২) ধনপতি সদাগরের সঙ্গে পায়রা উড়াইতে যে কয়জন বন্ধু গিয়াছিল তাহাদের প্রায় সকলকারই বৈষ্ণব নাম। (৩৬০ পৃষ্ঠা)

(১৩) শুককে বন্দী করিয়া ব্যাধ শুকের কাছে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া বলিতেছে— "বৈষ্ণব জনের সঙ্গ নিস্তারের বীজ" (বঙ্গবাসী সংস্করণ ১২৭ পৃষ্ঠা)। রাজা বিক্রমকেশরী জাতিস্মর শুকের পরিচয় জানিতে চাহিলে শুক বলিতেছে—

শ্রীবৃন্দাবন পবিত্র স্থলে কালিন্দী সুস্থানদলে
জন্ম মোর কল্পতরু-মূলে।
বৃন্দাবন বাস করি নিশি দিশি দেখি হরি
আছিলাম আনন্দ-মঙ্গলে॥

গোয়ালা-বালক সঙ্গে আছিল আনন্দ রঙ্গে
নিরবধি দেখি চান্দমুখ।
বৃন্দাবন বাস করি নিশি দিশি দেখি হরি,
তথা গিয়া বিধি দিল দুখ। (৪১১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

(১৪) রাজা রঘুনাথের পরিচয়-প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ বলিতেছেন—

আরড়া উচিত ভূমি, পুরুষে পুরুষে স্বামী,
সেবনে গোপাল কামেশ্বর। (৪৬০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

(১৫) কবি আকাশ শব্দের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন 'বিষ্ণুপদ'; এবং আকাশে চণ্ডীর আবির্ভাব তিনি দেখিতেছেন—"আজি বিষ্ণুপদতলে উরিলা ভবানী।" চণ্ডীকে বিষ্ণুপদতলে স্থাপন করিয়া চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা কবি আপনার ইষ্টদেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন মনে হয়। এইটিই কবির বৈষ্ণবত্বের চরম প্রমাণ বলিয়া আমার বিশ্বাস। (৪৮৬ পৃষ্ঠা)

(১৬) ধনপতি সদাগরের পিতৃশ্রাদ্ধের সভায় হরিবংশ ও রামায়ণ পাঠ হইয়াছিল। —(৫৭৩-৫৭৫ পৃষ্ঠা)

(১৭) চণ্ডীর বরপুত্র শ্রীমন্তের জন্ম হইলে "দুর্ব্বলা কিঙ্করী গায় কৃষ্ণের চরিত" (৭১০)। লীলাবতী সখী লহনার সপত্নীর পুত্রজন্মহেতু—

তাপ খণ্ডিবার তরে মধুর মধুর স্বরে
ভাগবতের গান গুণগাথা।—(৭১২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

এবং—

স্বামী আসিবেন ঘরে করিয়া কামনা।
প্রতিদিন ভাগবত শুনেন লহনা॥—(৭১০ পৃষ্ঠা)

বালক শ্রীমন্ত—

শিশুগণ সঙ্গে করে ভাগবত খেলা।—(৭১২ পৃষ্ঠা)
কৃষ্ণলীলা অনুরূপে করে তথি খেলা।—(৭১০ পৃষ্ঠা)

(১৮) শ্রীমন্ত সদাগরকে জগন্নাথক্ষেত্র দর্শন করিতে পাঠাইয়া কবি শ্রীক্ষেত্রের বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কবির হৃদয়াবেগের পরিচয় পাওয়া যায়। —(৭৮২ পৃষ্ঠা)

(১৯) শ্রীমন্ত সিংহলরাজের কাছে উজানীরাজের পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছেন—

পবিত্র নির্ম্মল যেন গঙ্গাজল
সদাই কৃষ্ণ ধেয়ান।—(বঙ্গবাসী-সংস্করণ ২৪৫ পৃষ্ঠা)

বিক্রমকেশরী রাজা ঐতিহাসিক ব্যক্তি, এবং তিনি শৈব ছিলেন, তার প্রমাণ আছে।

(২০) জরতী ব্রাহ্মণীর বেশধারিণী চণ্ডী সিংহলের কোটালকে বলিতেছেন—

কোটাল, দুঃখ পাইল দুরাদৃষ্ট-দোষে।
জিনিয়া ইন্দ্রিয়গণ না সেবিল নারায়ণ
কারেহ না করিল সন্তোষে॥—(৮৫৬ পৃষ্ঠা)

(২১) মশানে শ্রীমন্ত কোটালকে অনুরোধ করিতেছে—"দেহ তুলসীর মালা।" —(৮৫৮ পৃষ্ঠা)

(২২) সিংহলেশ্বর চণ্ডীর স্তুতির সময় বলিতেছেন—"খগেন্দ্রবাহন-সহচরী।" —(৮৯৯ পৃষ্ঠা)

(২৩) শ্রীমন্ত পিতাকে সিংহলরাজের কারাগারে দেখিতে না পাইয়া বিলাপ করিয়া বলিতেছে—

কাণ্ডার ভাই, ঝাট চল তেজিয়া সিংহল।

ধরহ বৈষ্ণব-বেশ, চলহ আপন-দেশ,
ভিক্ষা করি পথের সম্বল ॥—(৯০৬ পৃষ্ঠা)

(২৪) সিংহলরাজকে চণ্ডী বলিতেছেন—

কৃষ্ণের পিরিতে দেহ বন্দীঘর দান।—(৯০৪ পৃষ্ঠা)

(২৫) শ্রীমন্ত শ্বশুরবাড়ী ছাড়িয়া দেশে ফিরিবার সঙ্কল্প করিলে তার স্ত্রী সুশীলা তার স্বামীকে নিজের পিত্রালয়ে রাখিবার জন্য নানাবিধ প্রলোভন দেখাইতেছিল; তার মধ্যে একটি বিশেষ প্রলোভন এই—

সখীগণ মিলিয়া আমরা গাব গীত।
আনন্দ হইয়া শুন কৃষ্ণের চরিত ॥—(৯৩৬ পৃষ্ঠা)

(২৬) শৈব ধনপতি সদাগর চণ্ডীকে পূজনীয় দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়া স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন—

যে জন তোমার নাহি করিল সেবন।
শ্রীহরি সেবার সেই হবে কি ভাজন ॥
—(৯৮১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

কলিঙ্গরাজও চণ্ডীর স্তব করিবার সময় এই একই কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—

যেই জন নাহি করে তোমার পূজন।
সেই নর কিবা জানে কৃষ্ণের ভজন ॥

(২৭) চণ্ডী খুল্লনাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার চেষ্টায় নানা শাস্ত্র উপদেশ দিয়া পৃথিবীর প্রতি খুল্লনার মমতা শিথিল করিতেছেন; তখন তিনি খুল্লনাকে "গজেন্দ্রমোক্ষণ উপাখ্যান" এবং অজামিলের উপাখ্যান শুনাইতে শুনাইতে বলিতেছেন—

হরিনাম হরিকথা কলুষনাশিনী।
* * * *
অভয়া কহেন ঝিয়ে শুন ইতিহাস।
হরিনামের মহিমা কহিল কৃত্তিবাস ॥—(৯৯৯ পৃষ্ঠা)
* * * *
সর্ব্বতীর্থ হরিনাম দৃঢ় কৈলু মন ॥
—(১০০০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

(২৮) গ্রন্থ সমাপ্তির আগে কবিকঙ্কণ প্রার্থনা করিতেছেন—

হরি হরি বলহ সকল বন্ধুজন।
বদনে লইয়া কর বৈকুণ্ঠে গমন ॥—(১০০৯ পৃষ্ঠা)

গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া কবিকঙ্কণ বলিতেছেন—

সর্ব্বলোক হরি বল হয়ে আনন্দিত।
সমাপ্ত হইল এই অভয়ার গীত॥—(১০১৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে হরিকথার এত ছড়াছড়ি সেই কালের উপর বৈষ্ণব প্রভাব অথবা বৈষ্ণব শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য হওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে কবির নিজের ধর্ম্মমতের জন্যই হওয়া বেশী সম্ভব বলিয়া আমার অনুমান।

কবিকঙ্কণের বংশধরেরা বলেন যে কবিকঙ্কণ বৈষ্ণব ছিলেন। যখন ভগবতী তাঁহাকে দেখা দেন ও কবিকঙ্কণকে তাঁহার পূজক হইতে বলেন তখন কবিকঙ্কণ আপন কুলমন্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন; তাহাতে ভগবতী তাঁহাকে বলেন—"তুমি আমাতেই তোমার ইষ্টদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে।" তাই কবির গৃহে প্রতিষ্ঠিত মহিষমর্দ্দিনী প্রতিমার চারি হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম এবং গলে বনমালা আছে। (বিশ্বকোষে কবিকঙ্কণের জীবনী দ্রষ্টব্য।)

মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের আবির্ভাব-কাল

গ্রন্থসমাপ্তির উপসংহারে একটি শ্লোক আছে—

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥—(১০১৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত)

ইহা হইতে আমরা একটা তারিখ পাই। "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" এই পদ্ধতি অনুসারে সঙ্কেতের অনুবাদ করিলে পাওয়া যায়—শশাঙ্ক (১) বেদ (৪) রস (৬ বা ৯) রস (৬ বা ৯) শক—অর্থাৎ ১৪৬৬ বা ১৪৬৯ বা ১৪৯৬ বা ১৪৯৯ শক। শক প্রবর্ত্তিত হয় ৭৮ খৃষ্টাব্দে; তাহা হইলে ঐ শক হইতে আমরা ১৫৪৪ হইতে ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দ পাই।

গ্রন্থকার গ্রন্থ-উৎপত্তির বিবরণ দিবার সময় লিখিয়াছেন—

ধন্য রাজা মানসিংহ কৃষ্ণপদে লোল ভৃঙ্গ;
গৌড়-বঙ্গে উৎকল-মহীপ।
সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহীদার মামুদ শরিপ॥—(২২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

মানসিংহ ১৫১১ শক বা ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে সুবা বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন ও ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করেন; কারো মতে মানসিংহের সুবাদারীর সময় ১৫৮৮-১৬০৮ খৃষ্টাব্দ। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার বহারিস্তান নামক পুস্তক হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে মানসিংহ ১৫৮৯-১৬০৬ পর্য্যন্ত বঙ্গের সুবাদার ছিলেন। উড়িষ্যা বিজয় করা হয় ১৫৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দে। অতএব গ্রন্থসমাপ্তির শ্লোকের তারিখ ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দ ধরিলেও ১২ বৎসরের গরমিল হয়।

রাজা রঘুনাথের আদেশে কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। রাজা রঘুনাথ ১৪৯৫-১৫২৫ শক অর্থাৎ ১৫৭৩-১৬০৩ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। এ হিসাবে গ্রন্থসমাপ্তির কাল ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দ কতক সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় রঘুনাথের রাজত্বকালের এই তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

১৫২৮ শক অর্থাৎ ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে কুতুব খাঁ বাংলার সুবাদার ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে কবিকঙ্কণের পুত্র শিবরাম এক জায়গীরের সনন্দ পান। পুত্র ও পিতার বয়সে ২৫।২৬ বৎসর ব্যবধান ধরা হয়। তাহা হইলে মুকুন্দরাম ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন বলিতে হয়।

এ ছাড়া কবিকঙ্কণাত্মজসুত কর্তৃক লিখিত ভাগবতের পুঁথি ১৬১২ শকে বা ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে নকল করা হয়। ইহা পুঁথি নকলের তারিখ। এই তারিখের আগে যে কবিকঙ্কণ ছিলেন ইহা নিশ্চিত; কিন্তু কত আগে বলা কঠিন।

কবিকঙ্কণ তাঁহার গ্রন্থে চৈতন্যবন্দনায় (৩ পৃষ্ঠা) চৈতন্যপরিকরদের নাম করিয়াছেন; জয়দেব বিদ্যাপতি মাণিক-দত্ত বলরাম-কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কবির নাম করিয়াছেন (১৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত); হুঁকা (৪২১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত) ও ফিরাঙ্গী হার্মাদা (৬৬৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত) প্রভৃতির নাম করিয়াছেন; এই-সব দেখিয়া বসন্ত-বাবু কবিকঙ্কণের সময় নিরূপণের চেষ্টা করিয়া বলিয়াছেন যে কবিকঙ্কণ ঐ সকলের পরবর্ত্তী কালের লোক।

বসন্ত-বাবু আরও দেখাইয়াছেন যে আইন-ই-আক্‌বরীতে সর্‌কার শরীফাবাদ উল্লিখিত আছে; এই সর্‌কার্ হয় তো কবিকঙ্কণের উল্লিখিত মামুদশরীপের নামে নাম পাইয়াছিল। মামুদ শরীপ দাউদ খাঁর সময়ে (১৫৭৩-৭৭) সেলিমাবাদ পর্‌গনার ডিহিদার ছিলেন বোধ হয়।

এই বিভিন্ন প্রমাণ হইতে কবিকঙ্কণের প্রাদুর্ভাবের বিভিন্ন তারিখ পাওয়া যায়— ১৫৭৭, ১৫৮৮-১৬০৮, ১৫৭৩-১৬০৩, ১৫৮০। এই কয়টি তারিখে গরমিল থাকিলেও এই বলা যাইতে পারে যে কবিকঙ্কণ ১৫৪৪ হইতে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি যে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের কবি ইহা নিঃসন্দেহ।

দীনেশ-বাবু কবির জন্ম-বৎসর ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য) এবং শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ কবির জন্ম-বৎসর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা)। 'বঙ্গভাষার লেখক' পুস্তকের অনুমান "সম্ভবতঃ ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ভূমিষ্ঠ হন।" রাজনারায়ণ বসু অনুমান করিয়াছিলেন—"১৪৯৫ শকে (১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে) মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্যের রচনা আরম্ভ করেন, ১৫২৫ শকে (১৬০৩ খৃষ্টাব্দে) শেষ করেন।" "সম্ভবতঃ ১৫৭৫

খৃষ্টাব্দে কবিকঙ্কণ দামুন্যা পরিত্যাগ করিয়া আরড়ায় পলায়ন করেন এবং তাহারই দুই চারি বৎসর মধ্যে চণ্ডীকাব্য সম্পূর্ণ করেন।"—বঙ্গভাষার লেখক। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন—...the whole work was finished some time after the year 1593-94 A. D., say in 1594 or 1595.

—Journal of Letters, Calcutta University, 1927.

কবিকঙ্কণের বিদ্যাবত্তা

কবিকঙ্কণ আপনার কাব্যের মধ্যে নিজের বিদ্যাবত্তার পরিচয় পদে পদে রচনার মধ্যে ত দিয়াছেনই, তা ছাড়া ভণিতাতেও ঘোষণা করিয়াছেন—

গুণিরাজ-মিশ্র-সুত সঙ্গীত-কলায় রত,
বিচারিলা অনেক পুরাণ।
দামুন্যা-নগরবাসী সঙ্গীত-অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

* * *

রচিল নানা ছন্দ, গাইল মুকুন্দ,
বদনে নাচে যার বাণী।

* * *

করিয়া সুছন্দ গাইল মুকুন্দ,
বদনে যার ভারতী।

ইহা হইতে জানা যায় তিনি বহু পুরাণ পাঠ করিয়াছিলেন ও সঙ্গীতকলায় অনুরক্ত ছিলেন। শ্রীমন্তের বিদ্যাশিক্ষার পরিচয়ে তিনি নিজেরই জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। ধনপতিকে দিয়া তিনি নিজের কথাই বলাইয়াছেন—নাগরী বাঙ্গলা রায় পড়িবারে জানি। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রও কিছু কিছু জানিতেন এবং গ্রহদিগের অনুগ্রহ-নিগ্রহে তাঁর বিশেষ বিশ্বাস ছিল। তিনি রন্ধনবিদ্যাতেও বিচক্ষণ ছিলেন—"শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে পণ্ডিত রন্ধন-উপদেশে।" তিনি নিজেকে নিজে অনেকবার পণ্ডিত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন—"রচিল নৌতুন গীত মুকুন্দ পণ্ডিতে"—(২৫৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ।) মুকুন্দ রচিল মতিমান (বঙ্গবাসী-সংস্করণ ১১৭ পৃষ্ঠা।) "মুকুন্দে রচিল শুদ্ধমতি" (৩৯৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ।) "নানা শাস্ত্রে নিশ্চয় বিদ্বান।"

বৈদ্যক শাস্ত্রেও কবিকঙ্কণের কিছু জ্ঞান ছিল। পশু, পক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতির নাম-পরিচয়, স্থান-পরিচয় বৈজ্ঞানিক রকমের না হইলেও কিছু কিছু ছিল। স্থানীয় রীতি

নীতি কুসংস্কার প্রভৃতির অভিজ্ঞতা ছিল আশ্চর্য্য রকম। এ সবের পরিচয় পরে বিশদ আলোচনা করা যাইবে।

কবির আশ্রয়-দাতাদের পরিচয়

কবিকঙ্কণ দামুন্যার ডিহিদার মামুদ শরীপের অত্যাচারে পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণভূমি পরগনার মধ্যে আরড়া গ্রামে উপস্থিত হন এবং সেখানকার রাজা--

সুধন্য বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায়,
শিশুপাছে কৈল নিয়োজিত।
তার সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
গুরু করি করিল পূজিত॥
—(২৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

* *

বীরমাধবের সুত রূপে গুণে অদভূত
বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান।

কবি আরও কয়েক জায়গায় রাজা রঘুনাথের কুলপরিচয় দিয়াছেন—

আরড়া ব্রাহ্মণভূমি ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী
নরপতি ব্যাসের সমান।

* * * *

জগদবতংসে পালধি বংশে
নৃপতি শ্রীরঘুরাম।—(৮৬০, ৮৮০ পৃষ্ঠা)

* * *

পালধি বংশেতে জাত দ্বিজরাজ রঘুনাথ

* * *

দুলাল সিংহের সুতা দনা দেবী পাটমাতা
কুলে শীলে গুণে অবদাত।
তার সুত নৃপরত্ন করিল বহুত যত্ন
বৈরিশূন্য দেব রঘুনাথ॥
আরড়া উচিত ভূমি পুরুষে পুরুষে স্বামী
সেবনে গোপাল কামেশ্বর।—(৪৬০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)
৭৫১ ইত্যাদি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এইসব পরিচয় হইতে আমরা কবির আশ্রয়দাতাদের এই বংশলতা পাই—

বীরমাধব পালধি
|
রাজা বাঁকুড়া রায়
(স্ত্রী দনা দেবী, দুলাল সিংহের কন্যা)
|
রাজা রঘুনাথ রায় (রঘুরাম)
(গোপাল-কামেশ্বর-সেবক)

"প্রাচীন কাব্যের প্রায় সমস্তই গানের পালা ছিল। বঙ্গের বৈভবশালী ব্যক্তিগণ এইসব গানের আদর করিতেন। প্রত্যেক রাজসভাতেই সভাকবি নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি স্বীয় পৃষ্ঠপোষক উৎসাহ-দাতার ধর্ম্মবিশ্বাসানুকূল্যে কাব্য রচনা করিতেন।" —বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

আরড়া-ব্রাহ্মণভূমির রাজা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামকে কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ জানিয়াই আশ্রয় দিয়াছিলেন ও চণ্ডীকাব্য রচনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল রচনার কারণ

কবি গ্রন্থ-উৎপত্তির কারণ নিজেই নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন—

শুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিবরণ,
এই গীত হৈল যেন মতে।
উরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়র-দেশে
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে॥

—(২১-২২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

* * *

দামুন্যা ছাড়িয়া যাই সঙ্গে রমানাথ ভাই,
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে॥

* * *

আশ্রয় পুখুরি-আড়া, নৈবেদ্য শালুকপোড়া,
পূজা কৈনু কুমুদ-প্রসূনে।
ক্ষুধা ভ্রম পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে,
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥

করিলা অনেক দয়া দিলা চরণের ছায়া,
আজ্ঞা দিলা রচিতে সঙ্গীত।
—(২৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

ত্রেপান্তরা বিলে . আজ্ঞা মোরে দিলে
গীত হৈল নিরমাণ।
কাব্য নব রসে যশ অপযশে
আপনি তুমি প্রমাণ॥
পাইয়া ইঙ্গিত করিলুঁ সঙ্গীত,
কৈলুঁ আত্মসমর্পণ।
দোষ গুণ তারি তুমি মহেশ্বরী,
এই মোর নিবেদন॥
—(১০১৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

ভণিতায় বহুস্থলে আছে—

মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥
চণ্ডীর আদেশ পাই শিলাই বাহিয়া যাই,
আরড়ায় হইলুঁ উপনীত।

নিত্য দেন অনুমতি রঘুনাথ নরপতি
গায়েনেরে দিলেন ভূষণ॥
—(২৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

এইসব পদ হইতে জানা যায় যে কবিকঙ্কণের পৈতৃক বাসভূমি ছাড়িয়া পলায়নের সময় পথে চণ্ডী স্বপ্ন দিয়া তাঁকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করিতে আদেশ করেন। কিন্তু তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে রাজা রঘুনাথ তাঁকে কাব্যরচনায় অনুমতি দেন (১৪০, ১৪১, ১৫৫, ১৮৫ পৃষ্ঠা।) এখন ইহা স্থির করা কঠিন যে চণ্ডীর আদেশের অনুবর্ত্তী রাজাদেশ, না রাজাদেশে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

কাব্যরচনায় স্বপ্নাদেশ

প্রাচীন কালের অনেক কবির কাব্যই স্বপ্নাদেশে বা দেবাদেশে লিখিত হইয়াছিল দেখা যায়। বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন ব্রহ্মা ও নারদের আদেশে ও উপদেশে; প্রথম ইংরেজ কবি কেড্‌মন তাঁর কাব্য রচনা করেন দেবতার স্বপ্নাদেশে; বাংলা বহু কাব্যই দেবতার স্বপ্নাদেশে রচিত—কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল, বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, ইত্যাদি। প্রাচীন কালের সকল দেশের কবিরই একই প্রকারে কাব্যরচনার প্রেরণা লাভ করা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

That a god inspired his soul expresses the ordinary belief of early historical times.—Encyclopeadia Britannica.

"হিন্দুধর্ম্মের উত্থানের নানাবিধ চেষ্টাই বঙ্গভাষা বিকাশের প্রথম এবং প্রধান কারণ। যে-সে পুস্তক লিখিলেই তাহা সাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইত না। কেবল পুস্তকের বিষয় ধর্ম্মপ্রসঙ্গীয় হওয়া আবশ্যক ছিল এমন নহে, প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত লেখক না হইলে কেহ শুধু প্রতিভা কি স্বকীয় মনস্বিতার বলে দাঁড়াইতে পারিতেন না। এইজন্য প্রাচীন বঙ্গীয় লেখকগণের অনেককেই প্রত্যাদেশের ভাণ করিয়া কাব্য লিখিতে হইত। দেবাদেশে কাব্যরচনায় হাত দিয়াছেন, এ কথা ঘোষণা করা সাহিত্যের ব্যবসাদারী ছিল। সমাজের শাসনে প্রতিভা স্বীয় শক্তিতে দাঁড়াইতে সাহসী হইত না।" কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত, সঞ্জয়, কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, প্রভৃতি অনেক কবিই স্বপ্নাদেশে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন দেখা যায়।

কাব্যে অতিপ্রাকৃত ও দৈবী লীলা

কাব্যের বিষয় যদি প্রকাশ্য খোলাখুলি ভাবে বলিবার সাহস কবির না থাকে তবে সেই বিষয়টিকে অতিপ্রাকৃত দেবলীলার সঙ্গে জড়িত করিয়া বলিতে পারিলে কবির কাজ সহজ ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

An idea cannot be conveyed but by a symbol. The philosopher who cannot utter the whole truth without conveying falsehood, and at the same time perhaps exciting the most malignant passions, is constrained to express himself either mythically or equivocally.

—Coleridge.

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে mythology বা দেবলীলার সঙ্গে মর্ত্তের সম্পর্ক-কল্পনা কাব্যের প্রসূতি।

Mythology is the parent of Poetry.—W. J. Courthope, A History of English Poetry.

মানবসমাজের আদিম অবস্থায় মানবের জন্ম ও সমাজগঠনের কারণ জানিবার কৌতূহল হইতে যে-সব কাল্পনিক গল্প সৃষ্ট হয় তাহাই mythology বা পুরাণ-কথা; এবং এইরূপ গল্প কালে কালে নূতন নূতন রচিত হইতে থাকে। পরবর্ত্তী কবিরা নিজের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে সেইসব গল্প অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করেন।

Mythology may be defined as the body of fables created by nations in an early stage of their existence to account for the origin of the world and the history of society. In such fables the poets of a later date find the materials for the invention of supernatural machinery.—Courthope.

প্রাচীন কাব্যের উপকরণ দুভাগে ভাগ করা যায়—(১) অতিপ্রাকৃত ব্যাপার ও (২) মানুষের অসাধারণ বীরত্ব।

কাব্যে যে-সব অতিপ্রাকৃত ব্যাপার ঘটানো হয় সেই-সবের যাহারা হেতু সেই-সব অতি-মানব বা দেবতাদের চরিত্রে মানবীয় ভাবও আরোপ করা হয় অথচ তাহাদের শক্তি মানুষের চেয়ে প্রবল করা হয়; এই-সব খানিক-মানুষ খানিক-অতিমানব শক্তিকে কাব্যের পাঠক ও শ্রোতারা খানিক চিনিতে পারে, আবার খানিক চিনিতে পারে না—ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের আন্দাজ ও আশার অতিরিক্ত বা বিপরীত কিছু করিয়া তাহারা পাঠক ও শ্রোতাদের তাক লাগাইয়া দেয়। অসম্ভব ও অঘটন ঘটার ঘটা দেখিয়া সেই-সমস্ত দেবলীলাতে অবিশ্বাস করিবার আর সাহস ও প্রবৃত্তি কারো থাকে না; এবং মুগ্ধ মনে কবির কথা মানিতে পারাতেই কবিত্বের সার্থকতা।

"বাঙ্গালা কোন্ গ্রন্থে অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ নাই?"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

In supernatural characters the poet must transfer from his outward nature a human interest and a semblance of truth sufficient to procure for these shadows of imagination that *willing* suspension of disbelief for the moment, which constitutes poetic faith.

—Courthope.

Supernatural is an essential part of the machinery of the poem. The supernatural invests the theme with mystery, it diffuses an atmosphere of awe. It is a reminder of the existence and immanence of a superior deity; a warning that at all times, but most in its lapses, humanity has to reckon with not flesh and blood alone, but

principalities and powers of the unseen world. It is a representative of that hidden ultimate power.—Verity.

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার উপস্থিত করিবার সুযোগ ও তৎকালের পাঠক ও শ্রোতাদের তাহা বিশ্বাস করিবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। যে দেবীর পূজা-প্রচারের জন্য কাব্য রচিত হইতেছিল তাঁহার নিজের খ্যাতি ঠিক না হোক তাঁহার সমান-নামের চণ্ডী দেবীর বহু কীর্ত্তিকাহিনী বহুকাল হইতে পুরাণ-পাঠকদের মারফতে লোকসমাজে ফেরী হইতেছিল। লোকে শুনিয়াছিল যে দেবতারা যখন দৈত্যদের অত্যাচারে পীড়িত, তখন চণ্ডী দেবতাদের উদ্ধার করেন। সেই চণ্ডীই এই চণ্ডী কি না বিচার না করিয়া নামসাদৃশ্যে লোকে এই চণ্ডীকেও ভক্তি করিতে লাগিল, এই আশায়, যে, তাহারা নিজেরা যখন অত্যাচারী ডিহিদার ফৌজদার সুবাদারের পীড়নে জ্বালাতন তখন এই দেবীর কৃপা হইলে তাহারাও উদ্ধার পাইবে। তার পর তাহারা দেখিল "যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া দেবী পূজা-প্রচার করিতে উদ্যত, তাহারা উচ্চশ্রেণীর লোক নহে। যে নীচের তাহাকেই উপরে উঠাইবেন—ইহাতেই দেবীর শক্তির পরিচয়। নিম্নশ্রেণীর পক্ষে এমন সান্ত্বনা—এমন বলের কথা আর কি আছে! যে দরিদ্র, দুই বেলা আহার জোটাইতে পারে না, সে-ই শক্তির লীলায় সোনার ঘড়া পাইল; যে ব্যাধ নীচজাতীয়, ভদ্রলোকের অবজ্ঞাভাজন, সে-ই মহত্ত্ব লাভ করিল—ইহাই শক্তির লীলা।" (রবীন্দ্রনাথ)। তার পর আরো দেখিল লোকে যাহাদের নীচ ভাবে তাহারা ঠিক নীচ নয়, শাপভ্রষ্ট দেবতাও তাহাদের মধ্যে জন্মে, তাহারাও দেবতার দয়া হইতে বঞ্চিত হয় না। এইসব কারণে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অতিপ্রাকৃত উপাখ্যান লোকে সহজেই বিশ্বাস করিয়া লইয়াছিল।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুটি উপাখ্যানেই অতিপ্রাকৃত ব্যাপার ঘটিয়াছে—(১) চণ্ডীর গোধিকা-রূপ ছাড়িয়া রূপসী রমণী ও মহিষমর্দ্দিনী রূপ ধারণে এবং কালকেতুকে সম্পত্তি প্রদানে, এবং (২) ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের কমলে-কামিনী দর্শনে।

যে মহিষমর্দ্দিনী-রূপের প্রতিমা লোকে পূজা করে, সেই রূপ যে কোথাও বাস্তবিক আছে এ কথা বিশ্বাস করাইতে কবিকে বেগ পাইতে হয় নাই। এবং সমুদ্রসম্বন্ধে যাহাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই, যাহারা সমুদ্রের আজগুবি গল্প লোকের মুখে শুনিয়া আসিতেছে, তাহাদের মনে সমুদ্রে কমলে-কামিনী-প্রাদুর্ভাব বিশ্বাস করাইতেও কবিকে বেগ পাইতে হয় নাই। আর দৈব শক্তিতে সবই সম্ভব—এই দৈবনির্ভর দেশের লোক ত মানিয়া বসিয়াই আছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার উপস্থিত করার ফল তিন দফায় দেখিতে পাওয়া যায়—(১) প্লট বা উপাখ্যান ইহার জন্য ঘোরালো ও জটিল হইয়াছে; (২)

পাত্রপাত্রীর চরিত্র বিচিত্র হইয়া ফুটিবার অবকাশ পাইয়াছে; এবং (৩) সমস্ত ব্যাপারটায় এক অনির্ব্বচনীয় শ্রদ্ধাভক্তি ভয়বিস্ময় সংক্রামিত হইয়াছে। ইহা আমরা চণ্ডীমঙ্গলের দুটি উপাখ্যানেই দেখিতে পাই।

চণ্ডীমঙ্গলের তিন ভাগ

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রধানতঃ দুটি উপাখ্যান আছে—(১) কালকেতু ব্যাধের দ্বারা চণ্ডীপূজা-প্রবর্ত্তন এবং (২) গন্ধবেণে সদাগরদের দ্বারা চণ্ডীকে দেবতা বলিয়া স্বীকার ও প্রচার। কিন্তু এই দুই উপাখ্যানের উপক্রমণিকা বা প্রস্তাবনা-স্বরূপ আর একটি তৃতীয় উপাখ্যান আছে। এই প্রস্তাবনাটি চণ্ডীর স্বর্গ বা অমর্ত্ত্য লোকের কাহিনী, এর সঙ্গে নরলোকের সম্পর্ক নাই। পরবর্ত্তী উপাখ্যান দুটি মর্ত্তের, চণ্ডী লীলা করিতে মর্ত্তে আসিয়া নরসমাজে বারবার উপস্থিত হইয়াছেন। এই অনুক্রম অনেকটা সংস্কৃত পুরাণের অনুকরণ।

চণ্ডীমঙ্গল বাংলা পুরাণ

সংস্কৃত পুরাণের লক্ষণ আগেই বলিয়াছি—সৃষ্টি, প্রতিসৃষ্টি, মন্বন্তর, বংশ, বংশানুচরিত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও এই পাঁচটি লক্ষণ যথাক্রমে দেখিতে পাই। প্রথমে নানা দেবদেবীর বন্দনায় মঙ্গলাচরণের পর আদি দেব ও আদি দেবীর দ্বারা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব সৃষ্টি; দ্বিতীয় স্তরে মনুর প্রজাসৃষ্টি ও মনুবংশে সতীর উদ্ভব; ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ সতীর জনক এবং তিনি সতীর সঙ্গে মহাদেবের বিবাহ দিয়াছিলেন; তৃতীয় স্তরে দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংস, সতীর দেহত্যাগ, সতীর উমারূপে পুনর্জন্ম ও মহাদেবের সহিত বিবাহ। শিব দরিদ্র ও অলস, তিনি প্রথমে হিমালয়ের ঘরজামাই হইয়া ছিলেন; উমা মায়ের খোঁটা সহ্য করিতে না পারিয়া স্বামীকে লইয়া স্বামীর বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন। ভিক্ষুক শিবের সংসারে নিত্য টানাটানি ও কলহ; উমা নিরুপায় হইয়া আবার স্থির করিতেছেন—

> জইয়া সে বিজয়া পদ্মা গুহ লম্বোদরে,
> সঙ্গে লইয়া যান মাতা (গৌরী) বাপের মন্দিরে। (৮৯ পৃষ্ঠা)

তখন পদ্মা উপদেশ দিল যে মর্ত্তে পূজা প্রচার করো, তাহা হইলে বলি নৈবেদ্য যথেষ্ট মিলিবে, সংসারে আর খাওয়া-পরার অভাব থাকিবে না।

এই উপদেশ অনুসারে চণ্ডী প্রথমে কলিঙ্গরাজের, দ্বিতীয়ে পশুদের, তৃতীয়ে কালকেতু ব্যাধের, চতুর্থে 'বাঙ্গানী' খুল্লনার, পঞ্চমে শ্রীমন্ত ও ধনপতি সদাগরের পূজা আদায় করেন।

এই উপাখ্যানের মধ্যে মহাদেব ও চণ্ডীর পূজা-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পাওয়া যায়।

শিব ও শক্তি পূজার ইতিহাস

দেবপূজার ক্রমপরিণতির ইতিহাস অনুসরণ করিলে দেখা যায় বেদ ও মহাভারতের রুদ্র ছিলেন অগ্নি এবং শিব আসলে ছিলেন অনার্য্য দেবতা ; কিরাত ও ভিল ও শবর-দের দেবতা রুদ্রের সঙ্গে মিলিয়া ক্রমে ক্রমে মহাদেব হইয়া উঠেন (মহাদেব-বন্দনায় মহাদেবের উৎপত্তির ইতিহাস দ্রষ্টব্য)। দুর্গাও শবরী কিরাতী ভিল্লী নামে পরিচিতা —শবরৈঃ পুলিন্দৈশ্চৈব নানাদস্যুভিঃ পূজিতা। এই দুই অনার্য্য দেবতা যখন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় স্বামিস্ত্রী হইয়া উঠিলেন, তখনও আর্য্য ব্রাহ্মণেরা এঁদের স্বীকার করেন নাই—এবং তারই ফল দক্ষযজ্ঞে শিবের অনিমন্ত্রণ ও শিব কর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞ নাশ। শিব দুর্গা যখন আত্মশক্তিতে দেবতাদের মধ্যে নিজেদের আসন কায়েমি করিয়া লইলেন, তখন তাঁহারা মর্ত্তের দিকে মন দিলেন। বৈদিক রুদ্র শিব প্রভৃতি নামের সুপারিশে ও বুদ্ধদেবের রূপগুণ ও ধর্ম্মমত আত্মসাৎ করিয়া শিব আগেই মর্ত্তে নিজের প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছিলেন ; বেদে মেয়ে-দেবতার প্রাধান্য না থাকাতে এবং বৌদ্ধধর্ম্মেও স্ত্রীপ্রাধান্য না থাকাতে চণ্ডীর পূজা প্রচারে বিলম্ব ঘটিয়াছিল ও চণ্ডীকে বিশেষ বেগ পাইয়া নিজের পূজা প্রচার করিতে হইয়াছিল।—

যে কালে ভবানী গেলা কলিঙ্গের দেশ।
সেইকালে পূজা লৈলা ভুবনে মহেশ॥ (১০২ পৃষ্ঠা)

স্বামী দিব্য পূজা পাইতেছেন, অথচ চণ্ডী নিজে পাইতেছেন না, এই দুঃখে চণ্ডী—

চরণে ধরিয়া নিবেদিলা মহেশ্বরে। (১১৩ পৃষ্ঠা)

চণ্ডী স্বামীর হাতে পায়ে ধরিয়া তাঁকে রাজী করিলেন—শিব মর্ত্তে চণ্ডীর পূজা-প্রচারে সাহায্য করিবেন। এই সর্ত্ত অনুসারে এক বার ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর ও অন্য বার স্বর্গনর্ত্তকী রত্নমালা শাপভ্রষ্ট হইল, এবং পৃথিবীতে কালকেতু ব্যাধ ও খুল্লনা হইয়া জন্মিয়া চণ্ডীর পূজা-প্রবর্ত্তন করিল।

বঙ্গসাহিত্যে শিব-শক্তির প্রভাব

বঙ্গসাহিত্যের প্রাথমিক অবস্থা হইতেই ধর্ম্মকলহের আভাস পাওয়া যায় এবং সেই বিরোধী ধর্ম্মের দেবতা শিব ও শক্তি। অনার্য্য শূলপাণি ভৈরব যখন তাঁহার রুদ্র-তেজ ভুলিয়া বুদ্ধের অনুকরণে শান্ত নিরীহ শিব মহাদেব হইয়া উঠিলেন, তখন এই নিষ্ক্রিয় উদাসীন দেবতা প্রাণ-শক্তিতে চঞ্চল যুবন জাতিদের মনস্তুষ্টি করিতে পারিতেছিলেন না ; দেশের বুকের উপর মুসলমান বিজেতারা প্রবল শক্তিতে বলীয়ান্ হইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; তাদের জীবন্ত দেবতায় জীবন্ত বিশ্বাস তাদের দুর্দ্ধর্ষ ও অপ্রতিষেধ্য

করিয়া তুলিয়াছিল; এদের বাধা দিবার মতন শক্তি ও উৎসাহ অত্যাচারপীড়িত লোকেরা নিশ্চেষ্ট দেবতা শিবের কাছে বা বুদ্ধদেবের কাছে বা বৈষ্ণবধর্ম্মের বেণু-গোপাল দেবতার কাছে পাইতেছিল না। তখন তাহাদের আবশ্যক হইল প্রচণ্ডশক্তি মাতৃদেবতার, যিনি পীড়িত ভীত ভক্তদের অঙ্কে স্থান দিয়া শত্রুশাতন করিতে পারিবেন। এইরূপ যখন দেশের অবস্থা তখন চণ্ডীর মাহাত্ম্য আশার সংবাদ লইয়া প্রচারিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্ট সমাজের পুরাতন দেবতা শিব চণ্ডীর নিকট পরাভব মানিলেন, শিবভক্ত ধনপতি ও চাঁদ সদাগর মেয়ে-দেবতা চণ্ডী ও মনসার পরাক্রম হাড়ে হাড়ে ভুগিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। "স্পষ্টই দেখা যায়, এই কলহ-বিশিষ্ট দলের সহিত ইতর-সাধারণের কলহ। উপেক্ষিত সাধারণ যেন তাহাদের প্রচণ্ডশক্তি মাতৃদেবতার আশ্রয় লইয়া ভদ্রসমাজের শান্ত-সমাহিত-নিশ্চেষ্ট বৈদান্তিক যোগীশ্বরকে উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিল।"—রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য। "প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধনে পদ্মাবতী ও চণ্ডীই বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছেন।"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। পরে এক বার শিবকে বীরাচারে চাঙ্গা করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু বীরাচারী শৈবরা বীরাচারী শাক্তদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে পারিয়া উঠে নাই।

বীরাচারীদের চেষ্টা হইয়াছিল ভয়ে জড়প্রায় লোকদের বীরত্বে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে হইবে। তাই তাহাদের দেবকল্পনা পূজাপদ্ধতি আচার-অনুষ্ঠান সবই বীরত্ব-উদ্বোধক। তাহাদের দেবতা কালী করালী চণ্ডী চামুণ্ডা তারা ছিন্নমস্তা; তাহাদের পূজা সকল প্রকার পশু পক্ষী নর বলি দিয়া রুধির-স্রোতে; তাহাদের সাধনা শবের আসনে শ্মশানক্ষেত্রে অন্ধকার অমাবস্যায়; তাহাদের ভূষণ রক্তবস্ত্র, রক্তজবার মালা, রক্তচন্দনের ও সিন্দুরের তিলক, নরকপাল, অস্থিমালা; তাহাদের সঙ্গী ত্রিশূল খড়্গ অসি। কিন্তু বাংলার জলবায়ুর গুণে এখানে চণ্ডীর উৎকট ভীষণতা চাপা পড়িয়া তাঁহার বরাভয়করা মাতৃমূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠা পাইল এবং চণ্ডীকে শান্তা করিবার সাহায্য করিল বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অবশেষ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রবল বন্যা।

"হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুত্থানকালে বোধ হয় শৈব ধর্ম্মই সর্ব্বপ্রথম মস্তক উত্তোলন করে।……শৈব ধর্ম্মের উপর পৌরাণিক ও লৌকিক ধর্ম্মতরঙ্গ উপর্য্যুপরি আঘাত করিয়াছে।……বঙ্গীয় কাব্যগুলিতে চণ্ডী ও মনসাকে স্বীয় স্বীয় উপাসক ভক্তগণের জন্য যেরূপ কার্য্যতৎপর দর্শন করি, সে তুলনায় শিবঠাকুরকে নিতান্তই নিশ্চেষ্ট বলিয়া মনে হয়।……স্বীয় পূজা-প্রচারের জন্য চণ্ডী ও বিষহরির দিনে শান্তি ও রাত্রে নিদ্রা ঘটে নাই।……ভক্তের স্মরণমাত্র ইহাঁরা কখনও সাশ্রুনেত্র, কখনও খড়্গহস্ত। কিন্তু প্রায়শঃ ইহাঁরা সামান্য মানবীর ন্যায় রাগ হিংসা ও দুঃখের পরিচয় দিয়াছেন। দু-এক স্থলে শুধু বর্ণনাগুণে চণ্ডীদেবী মহত্তর প্রভাব দেখাইয়াছেন।……কিন্তু চণ্ডী ও পদ্মা-

বষ্ঠীর উদ্যমশীলতা মহাদেবে দৃষ্ট হয় না।······সুতরাং বিষহরিদেবী ও চণ্ডীর প্রতিপত্তি যে বঙ্গদেশে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?······ইঁহাদের সচেষ্ট দয়ার ভাব ও সগুণ-সত্তার পরিচয় তাঁহাদিগকে নববলসম্পন্ন করিয়াছিল।"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

চণ্ডী একদিকে ভয়ানক, অপরদিকে আবার অভয়া; তাঁহার বিরাগে দুর্গতি, তাঁহার অনুগ্রহে অভাজনের উন্নতি দেখানোই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উদ্দেশ্য। কাব্যের ফলশ্রুতি হইতে আমর বুঝিতে পারি কেন এই ধর্ম্মবিশ্বাস এত বদ্ধমূল হইতে পারিয়াছিল—

অসাধ্যসাধিনী মাতা তোমার চরণ।
মরিলে বাহুড়ে হারাইলে পায় ধন॥ (৯৬০ পৃষ্ঠা)

কালকেতু ও খুল্লনা শ্রীমন্ত প্রভৃতি মৃত্যুর পর যমের শাসন এড়াইয়া একেবারে চণ্ডীর মহিমায় স্বর্গবাসে যাইতে পারিয়াছিল ইহাও যমযন্ত্রণাভীত লোকদের কাছে কম সান্ত্বনা ও আশার কথা নয়। অধিকন্তু ঐহিক সুখও চণ্ডীর কৃপাধীন—

কলিকালে চণ্ডিকার হইল প্রকাশ।
যার যে বা মনোরথ, পূরে তার আশ॥
ব্রাহ্মণ শুনিলে ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাজন।
যুদ্ধেতে পারগ যে শুনিবে ক্ষত্রিগণ॥
বৈশ্যেতে শুনিলে হয় বাণিজ্যেতে মতি।
শূদ্রেতে শুনিলে সুখ মোক্ষ পায় গতি॥
(১০১৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

বৌদ্ধ বৈষ্ণব ও মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাবের পরিচয়

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যই যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতার কাহিনী তাহা আমরা আগে দেখিয়াছি। এই তিন সাম্যবাদী ধর্ম্ম সমাজে যে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল তাহারও পরিচয় আমরা কাব্যের মধ্যে অল্প অল্প পাই। দুনিয়ায় এত লোক থাকিতে চণ্ডীর অনুগ্রহ পাইল ব্যাধ এবং সে রাজা হইয়া শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল; তখনকার রাজাদের চেয়ে সমাজে বণিক্‌দের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব অধিক দেখিতে পাই—তাহার কারণ মুসলমানদের সার্ব্বভৌম আধিপত্যে রাজাদের শক্তির খর্ব্বতা ও ভাগ্যলক্ষ্মীর সন্ধান-তৎপর উদ্যোগী মুসলমানদের উৎসাহে বণিক্‌দের প্রাধান্য। ব্যাধদেরও নাম সংস্কৃতমূলক— ধর্ম্মকেতু, কালকেতু, সঞ্জয়কেতু; সদাগরদের নাম—ধনপতি, শ্রীপতি, লক্ষপতি; কিন্তু ব্রাহ্মণদের নাম—সোমাই, দনাই, জনাই; ব্রাহ্মণগণ বিবাহের ঘটকালি করে

এবং অত্যন্ত লোভী ;—জনাই পণ্ডিত ধনপতির ঘটকালি করিতে লক্ষপতির বাড়ীতে গিয়াছে, সে ভদ্রলোক—

পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন।
প্রণাম করিয়া করে নিজ নিবেদন॥

কিন্তু—

ইহা শুনি দ্বিজবর করে অভিমান।
কোথা দিলা কন্যা বিভা না দিলা জানান॥
বসন দক্ষিণা যদি নাহি দিলা দান।
ব্যবহার ঘুচাল্যা সন্দেশ গুয়া পান॥

(৩৬৬ পৃষ্ঠা)

সিংহলের শালবাহন রাজার অগ্নিশর্ম্মা পুরোহিতও মূর্ত্তিমান লোভ—

আজি ভেটের দ্রব্য রায় দেখি চারিভিতে।
মনোহর নানা দ্রব্য আল্য কোথা হৈতে?
* * * *
কার্য্যকারণের বেলা আমি উদাসীন।
বিধি ব্যবস্থার বেলা আমি প্রতিদিন॥
আমি সভে বঞ্চিত সভার কোলে ভেট।

(৬৮৬ পৃষ্ঠা)

ব্রাহ্মণ ঠক প্রবঞ্চক ; ভাঁড়ু দত্ত ব্রাহ্মণকে সহায় করিয়া কালকেতুকে প্রবঞ্চনা করিয়া বন্দী করিয়াছিল—

মোর সঙ্গে দেহ সবে য়েকটি ব্রাহ্মণ।
তার হস্তে দেহ পান কুসুম চন্দন॥
রাজা দিয়াছেন পান তোমারে প্রসাদ।
এমন বলিয়া আমি ভাণ্ডাইব ব্যাধ॥

(৩০৮ পৃষ্ঠা)

মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে, নগর্যা জাজণ করে,
শিখয়ে পূজার অনুষ্ঠান।
চন্দন-তিলক পরে, দেব-পূজা ঘরে ঘরে
চাল্যের পুটুলী বান্ধে টান॥

মোদকের ঘরে খণ্ড, গোপঘরে দধি-ভাণ্ড,
তেলীর ঘরে তৈল কোপী ভরি।
কোথাও মাসরা কড়ি, কেহ দেই ডালী বড়ি,
গ্রামযাজী সানন্দে সাঁতরি॥

(২৬৩ পৃষ্ঠা)

কবি নিজে ব্রাহ্মণ হইয়াও ব্রাহ্মণদের এইরূপ হীন ব্যঙ্গ্যচিত্র আঁকিয়াছেন; অপর পক্ষে কালকেতু ব্যাধের চরিত্রের দৃঢ়তা ও মহত্ত্ব এবং ধনপতি বেণের দৃঢ়তা ও ঔদার্য্য এই ব্রাহ্মণ কবিরই সৃষ্টি; এ সমস্তই বৌদ্ধ বৈষ্ণব ও মুসলমান ধর্ম্মের অন্যধর্ম্মাবলম্বী অবজ্ঞাতদের উন্নত করিবার চেষ্টার প্রভাব বলিয়াই মনে হয়; ব্রাহ্মণ যে উচ্চাসন একচেটে দখল করিয়া থাকিবে মনে করিয়াছিল তাহা ধূলায় গড়াইয়া পড়াতেই তার পতন আরো অধিক হাস্য-উদ্দীপক হইয়াছিল।

"যখন মুসলমানগণ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরে জ্বলন্ত পরিচয় দিতেছিল, তখন তাহারা (বঙ্গের জনসাধারণ) নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা লইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে নাই। মুসলমান-বিজয়ের পর এইজন্য শাক্ত এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিশেষরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।" —বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হয় নাই, তাহা হিন্দুধর্ম্মের একাঙ্গীভূত হইয়া প্রচ্ছন্নরূপে আত্মগোপন করিয়াছিল। অপর দিকে বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়াতে দেশের লোক সহজেই তাহাতে মাতিয়া উঠিতে পারিয়াছিল। এই-সব ধর্ম্মবন্যার প্রভাবে সমাজে যে পলি পড়িতেছিল তাহার ফলে দেশের লোক সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করিবার উদারতা অর্জ্জন করিতেছিল।

"প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে শাস্ত্রের দোহাই ভিন্ন অন্য কথা নাই। পুরুষদিগের ত কথাই নাই, স্ত্রীলোকগণও প্রতি কথায় শাস্ত্রের নজির দেখাইতেন। ফুল্লরা ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছেন, লহনা দ্বেষপরবশ হইয়া খুল্লনাকে স্বামীর গৃহে যাইতে নিষেধ করিলে, খুল্লনা কতকগুলি শাস্ত্রের নজির দেখাইয়া সপত্নীর তর্ককুহক দূর করিতেছেন............... এইরূপ অসংখ্য স্থলে দেখা যাইবে, শাস্ত্রচর্চ্চা সমাজের নিম্নতম স্তরে, এমন কি মহিলাগণের মধ্যেও প্রসারিত হইয়াছিল। নিরক্ষর কালকেতু ব্যাধ কংসনদীর জল পান করিয়া দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভাগবতের কথা উল্লেখ করিতেছে।............ কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণকে শীর্ষস্থানে স্থাপন করিয়া উত্থিত হয় নাই।"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

প্রাচীন কাব্যের নায়ক-নায়িকা

দেশ-বিদেশের প্রাচীন কাব্যের নায়ক-নায়িকাদিগকে দেবতার অবতার করা একটা প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। রামায়ণ মহাভারত হইতে সুরু করিয়া মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য পর্য্যন্ত এই রীতি চলিয়া আসিয়াছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম গল্পের নায়ক কালকেতু ও দ্বিতীয় গল্পের নায়ক নায়িকা শ্রীমন্ত খুল্লনা সুশীলা ও জয়াবতী শাপভ্রষ্ট দেবতা অথবা দেবকল্প গন্ধর্ব্ব। যে-সব লোক চণ্ডীর পূজা প্রচার করিয়াছে তাহারাই শাপভ্রষ্ট দেবাংশী। এর দ্বারা একদিকে চণ্ডীর শক্তির ও অপর দিকে চণ্ডীপূজার আভিজাত্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। চণ্ডীর এমন প্রবল শক্তি, তিনি কুপিত হইলে দেবতাদেরও নিস্তার থাকে না; এবং চণ্ডীর পূজা মর্ত্তে যদিও সামাজিক হিসাবে নিম্নশ্রেণীর লোকের দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হইতেছে কিন্তু আসলে তাহারা দেবতা; এই দুটি কথা বুঝাইবার জন্য নায়কনায়িকাদের শাপভ্রষ্ট দেবতা করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

চণ্ডী আসলে অনার্য্য দেবতা; শবর রাড় চোয়াড় জাতিরা যখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহাদের দেবতাদের সভ্যসমাজে প্রবেশ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। সেইজন্য কালকেতু ব্যাধের পূজিতা দেবতাকে ব্রাহ্মণগণ যখন স্বীকার করিতে বাধ্য হইল তখন কালকেতুকে শাপভ্রষ্ট দেবতা করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মর্য্যাদা কোনোরকমে রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের রচিত কাব্যের নাম

কবিকঙ্কণের কাব্যের নাম যে কি তা ঠিক জানা যায় না। কবি ভণিতাতে অম্বিকামঙ্গল ও অভয়ামঙ্গল পর্য্যায়ক্রমে বহুবার লিখিয়াছেন—"অম্বিকামঙ্গল কবি-কঙ্কণেতে ভণে", "অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণে গান।" যে দেবী মাতৃরূপিণী ও অভয়দাত্রী তাঁহারই পূজা প্রচারের জন্য এই মঙ্গলকাব্য রচনা। কিন্তু সেই দেবীর নাম চণ্ডী এবং তিনি শক্তিময়ী বলিয়া তাঁহার চরিতকথা চণ্ডীমঙ্গল নামেই সমধিক পরিচিত হইয়াছে। দু-এক জায়গায় ভণিতায় "গৌরীমঙ্গল" বলা হইয়াছে—"মুকুন্দ র'চল গৌরী-মঙ্গলের সার।" দুই এক জায়গায় চণ্ডিকা-মঙ্গল নামও পাওয়া যায়—"করিয়া নানা ছন্দ সুকবি মুকুন্দ চণ্ডিকামঙ্গল ভণে।" "চণ্ডিকা-মঙ্গল কবিকঙ্কণে গায়।"

কিন্তু অভয়ামঙ্গল নামের ভণিতাই সমধিক। অতএব অনুমান হয় যিনি ভয় হরণ করিয়া অভয় দান করেন সেই অভয়ার নামেই কবিকঙ্কণ তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

কালকেতুর উপাখ্যান

"কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ব্যাধের গল্পে দেখিতে পাই, শক্তির ইচ্ছায় নীচ উচ্চে উঠিয়াছে। কেন উঠিয়াছে, তাহার কোনো কারণ নাই—ব্যাধ যে ভক্ত ছিল এমনো পরিচয় পাই না। বরঞ্চ সে দেবীর বাহন সিংহকে মারিয়া দেবীর ক্রোধভাজন হইতেও পারিত। কিন্তু দেবী নিতান্তই যথেচ্ছাক্রমে তাহাকে দয়া করিয়াছেন। ইহাই শক্তির খেলা।

"ব্যাধকে যেমন বিনা কারণে দেবী দয়া করিলেন, কলিঙ্গরাজকে তেমনি তিনি বিনা দোষে নিগ্রহ করিলেন। তাঁহার দেশ জলে ডুবাইয়া দিলেন।"

অথচ একদিন এই কলিঙ্গরাজের কাছে পূজা লইবার আগ্রহে চণ্ডী প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু হইয়া বলিয়াছিলেন—

করি বহু পরামর্শ আল্যাণ্ড্ ভারতবর্ষ,
লইব তোমার পূজা আগে।
করিব রিপুর ধ্বংস বাড়াব তোমার বংশ,
নৃপতি করাব নর-ভাগে॥
হৈয়া তোরে কৃপাময়ী সমরে করাব জই
য়েক ছত্রে পালিবে অবনী।
বাড়াব তোমার যশ, ভুবন করাব বশ,
করিব নৃপতি-চূড়ামণী॥

(৯৪ পৃষ্ঠা)

"জগতে ঝড় জলপ্লাবন ভূমিকম্পে যে শক্তির প্রকাশ দেখি, তাহার মধ্যে ধর্ম্মনীতি-সঙ্গত কার্য্যকারণমালা দেখা যায় না; এবং সংসারে সুখদুঃখবিপৎসম্পদের যে আবর্ত্তন দেখিতে পাই, তাহার মধ্যেও ধর্ম্মনীতির সুসঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। দেখিতেছি, যে শক্তি নির্ব্বিচারে পালন করিতেছে, সেই শক্তিই নির্ব্বিচারে ধ্বংস করিতেছে। এই অহৈতুক পালনে ও অহৈতুক বিনাশে সাধু-অসাধুর ভেদ নাই। এই দয়ামায়াহীন ধর্ম্মাধর্ম্মবিবর্জ্জিত শক্তিকে বড় করিয়া দেখা তখনকার কালের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। তখন নীচের লোকের আকস্মিক অভ্যুত্থান ও উপরের লোকের হঠাৎ পতন সর্ব্বদাই দেখা যাইত। হীনাবস্থার লোক কোথা হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া অরণ্য কাটাইয়া নগর বানাইয়াছে এবং প্রতাপশালী রাজা হঠাৎ পরাস্ত হইয়া লাঞ্ছিত হইয়াছে। তখনকার নবাব-বাদশাহদের ক্ষমতাও বিধিবিধানের অতীত ছিল—তাঁহাদের খেয়াল-মাত্রে সমস্ত হইতে পারিত। ইঁহারা দয়া করিলেই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া নীচ

মহৎ হইত, ভিক্ষুক রাজা হইত। ইঁহারা নির্দ্দয় হইলে ধর্ম্মের দোহাইও কাহাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারিত না। ইহাই শক্তি।

"এই শক্তির প্রসন্ন মুখ মাতা; এই শক্তির অপ্রসন্ন মুখ চণ্ডী। ইঁহারই 'প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ'। সেইজন্য সর্ব্বদাই করজোড়ে বসিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু যতক্ষণ ইনি যাহাকে প্রশ্রয় দেন, ততক্ষণ তাহার সাতখুন মাপ; যতক্ষণ সে প্রিয়পাত্র ততক্ষণ তাহার সঙ্গত-অসঙ্গত সকল আবদারই অনায়াসে পূর্ণ হয়।

"এইরূপ শক্তি ভয়ঙ্করী হইলেও মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করে। কারণ, ইহার কাছে প্রত্যাশার কোনো সীমা নাই। আমি অন্যায় করিলেও জয়ী হইতে পারি, আমি অক্ষম হইলেও আমার দুরাশার চরমতম স্বপ্ন সফল হইতে পারে। যেখানে নিয়মের বন্ধন, ধর্ম্মের বিধান আছে, সেখানে দেবতার কাছেও প্রত্যাশাকে খর্ব্ব করিয়া রাখিতে হয়।

"এই-সকল কারণে যে-সকল বাদ্‌শাহ ও নবাবের অপ্রতিহত ইচ্ছা জনসাধারণকে ভয়ে-বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং ন্যায়-অন্যায় সম্ভব-অসম্ভবের ভেদ-চিহ্নকে ক্ষীণ করিয়া আনিয়াছিল, হর্ষ-শোক বিপৎ-সম্পদের অতীত শান্ত-সমাহিত শিব সে সময়কার সাধারণের দেবতা হইতে পারেন না। রাগদ্বেষ প্রসাদ-অপ্রসাদে লীলাচঞ্চলা যদৃচ্ছাচারিণী শক্তিই তখনকার কালের দেবত্বের চরম আদর্শ। সেইজন্যই তখনকার লোকে ঈশ্বরকে অপমান করিয়া বলিত—'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।'

"কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে দেবী এই যে ব্যাধের দ্বারা নিজের পূজা মর্ত্ত্যে প্রচার করিলেন, স্বয়ং ইন্দ্রের পুত্র যে ব্যাধরূপে মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিল, বাংলা দেশের এই লোকপ্রচলিত কথার কি কোনো ঐতিহাসিক অর্থ নাই? পশুবলি প্রভৃতির দ্বারা যে ভীষণ পূজা এককালে ব্যাধের মধ্যে প্রচলিত ছিল, সেই পূজাই কি কালক্রমে উচ্চ সমাজে প্রবেশলাভ করে নাই? কাদম্বরীতে বর্ণিত শবর নামক ক্রূরকর্ম্মা ব্যাধজাতির পূজাপদ্ধতিতে ইহারই কি প্রমাণ দিতেছে না? মালতীমাধবের করালাদেবীর পূজোপচারে যে নৃশংস বীভৎসতা দেখা যায়, তাহা কখনই আর্য্যসমাজের ভদ্রমণ্ডলীর অনুমোদিত ছিল বলিয়া মনে করিতে পারি না। এক সময়ে এই দেবীপূজা যে ভদ্রসমাজের বহির্ভূত ছিল, তাহা কাদম্বরীতে দেখা যায়; কবি ঘৃণার সহিত অনার্য্য শবরের পূজাপদ্ধতির যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায়, পশুরুধিরের দ্বারা দেবতার্চ্চন ও মাংস দ্বারা বলিকর্ম্ম তখন ভদ্রমণ্ডলীর কাছে নিন্দিত ছিল। কিন্তু সেই ভদ্রমণ্ডলীও পরাস্ত হইয়াছিলেন। সেই সামাজিক মহোৎপাতের দিনে নীচের জিনিস উপরে এবং উপরের জিনিস নীচে বিক্ষিপ্ত হইতেছিল।

"বৌদ্ধধর্ম্ম লোপের পর কলিঙ্গদেশে শৈবধর্ম্মের প্রবল অভ্যুদয় হইয়াছিল—

ভুবনেশ্বর তাহার প্রমাণ। কলিঙ্গের রাজারাও প্রবল রাজা ছিলেন। এই কলিঙ্গ-রাজত্বের প্রতি শৈবধর্ম্মবিদ্বেষীদের আক্রোশ-প্রকাশ—ইহার মধ্যেও দূর ইতিহাসের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়।”—সাহিত্য (রবীন্দ্রনাথ)।

কালকেতু ও ফুল্লরাই পূর্ব্বজন্মে ইন্দ্রপুত্র ও ইন্দ্রপুত্রবধূ ছিল বলা হইয়াছে। “পূর্ব্ব-জন্মের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া বৌদ্ধদিগের সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছিল।” এই ব্যাখ্যার মধ্যে নীচ ব্যাধের পূজিতা দেবীকে ব্রাহ্মণ্যসমাজে চল করিবার চেষ্টার মধ্যে একটু ফাঁকি ও সান্ত্বনা দুই-ই আছে—ঐ ব্যাধ যে-সে লোক নয়, শাপভ্রষ্ট ইন্দ্রকুমার।

ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান

ধনপতির গল্পে দেখিতে পাই উচ্চজাতীয় ভদ্রবৈশ্য শিবোপাসক। শুদ্ধমাত্র এই পাপে চণ্ডী তাঁহাকে নানা দুর্গতির দ্বারা পরাস্ত করিয়া আপন মাহাত্ম্য প্রমাণ করিলেন।

বস্তুতঃ সাংসারিক সুখদুঃখ-বিপৎসম্পদের দ্বারা নিজের ইষ্টদেবতার বিচার করিতে গেলে সেই অনিশ্চয়তার কালে শিবের পূজা টিকিতে পারে না। অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার তরঙ্গ যখন চারিদিকে জাগিয়া উঠিয়াছে তখন যে দেবতা ইচ্ছাসংযমের আদর্শ তাঁহাকে সাংসারিক উন্নতির উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দুর্গতি হইলেই মনে হয়—আমার নিশ্চেষ্ট দেবতা আমার জন্য কিছুই করিতেছেন না, ভোলানাথ সমস্ত ভুলিয়া বসিয়া আছেন। চণ্ডীর উপাসকেরাই কি সকল দুর্গতি এড়াইয়া উন্নতিলাভ করিতেছেন? অবশ্যই নহে। কিন্তু শক্তিকে দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলিবার উপায় থাকে। শক্তিপূজক দুর্গতির মধ্যেও শক্তি অনুভব করিয়া ভীত হয়, উন্নতিতেও শক্তি অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। আমার প্রতি বিশেষ অকৃপা,—ইহার ভয় যেমন আত্যন্তিক; আমারই প্রতি বিশেষ দয়া—ইহার আনন্দও তেমনি অতিশয়! কিন্তু যে দেবতা বলেন সুখ-দুঃখ, দুর্গতি সঙ্গতি, ও কিছুই নয়, ও কেবল মায়া, ওদিকে দৃক্‌পাত করিও না, সংসারে তাঁহার উপাসক অল্পই অবশিষ্ট থাকে। সংসার মুখে যাই বলুক, মুক্তি চায় না, ধন জন মান চায়। ধনপতির মতন ব্যবসায়ী লোক সংযমী সদাশিবকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিল না, বহুতর নৌকা ডুবিল, ধনপতিকে শেষকালে শিবের উপাসনা ছাড়িয়া শক্তি-উপাসক হইতে হইল। কিন্তু শাক্ত ধর্ম্মে উপাস্য ও উপাসকের ব্যবধান গুরুতর। যে শক্তি ভীষণ, যাহা খেয়ালের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা আমাদিগকে দূরে রাখিয়া স্তব্ধ করিয়া দেয়;—সে আমার সমস্ত দাবী করে, তাহার উপর আমার কোনও দাবী নাই। শক্তিপূজায় নীচকে

উচ্চে তুলিতে পারে, কিন্তু উচ্চনীচের ব্যবধান সমানই রাখিয়া দেয়, সক্ষম-অক্ষমের প্রভেদকে সুদৃঢ় করে।

কাব্যের চরিত্র

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান ব্যক্তি চণ্ডী। চণ্ডী ছাড়া দুটি উপাখ্যানে কতকগুলি নরনারীর চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান—কালকেতু, ফুল্লরা, মুরারি শীল, ভাঁড়ুদত্ত, ধনপতি, লহনা, খুল্লনা, দুর্ব্বলা, লীলাবতী, শ্রীমন্ত, সুশীলা, জয়াবতী। এ ছাড়া অপ্রধান ও অপরিস্ফুট-চরিত্র কয়েকজন লোকের উল্লেখ আছে। কালকেতুর মা ও বাবা এবং শ্বশুর ও শাশুড়ী, কলিঙ্গের রাজা, কোটাল ইত্যাদি; আর বিক্রম-কেশরী ও শালবান রাজা, খুল্লনার মা ও বাবা, বাঙাল মাঝি, ধনপতির জ্ঞাতি গোষ্ঠী ইত্যাদি। এরা প্রধান চরিত্রগুলির পরিপোষক মাত্র।

চণ্ডী

চণ্ডীর চরিত্র-চিত্রণে কবিকঙ্কণ কিছুমাত্র কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। বাল্মীকি কবির লেখার গুণে মানুষ দেবতা হইয়া উঠিয়াছিল; এবং কবিকঙ্কণের লেখার দোষে দেবতা মানুষেরও অধম হইয়া পড়িয়াছেন। চণ্ডী যখন পর্য্যন্ত পৌরাণিক উমা পার্ব্বতীর সঙ্গে এক থাকিয়াছেন, ততক্ষণ তাঁহার চরিত্র মহনীয় আছে। মহাদেব সতীকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য তপস্যায় রত, কিন্তু গৌরী যখন তাঁহার তপোভঙ্গ করিবার জন্য মদনকে সহায় করিলেন তখন বশী শিব মদনকে ভস্ম করিয়া "তপোভঙ্গ হৈলে শিব গেলা অন্যস্থান।" পার্ব্বতী ভুল বুঝিয়া শিবকে পাইবার জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে উভয়কে দুষ্কর তপস্যার দ্বারা লাভ করিলেন, মদনের সাহায্যে নয়—স্বামী ও স্ত্রীর মিলন এই দেবদম্পতির তপস্যায় মহিমান্বিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তার পরের গৃহস্থালির চিত্র একেবারে বাঙালীর নিজের রচা ছবি, এখানে মহাদেব কেবল নেশাখোর ভিক্ষুক নন, তিনি "ভ্রমেন উজান ভাটি চৌদিকে কোঁচের পাটি।" এবং যে পার্ব্বতী মহাদেবকে পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন, যিনি বাপের মুখে স্বামীর নিন্দা শুনিয়া পূর্ব্বজন্মে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন ও পরজন্মে ছদ্মবেশী শিবের মুখে প্রার্থিত স্বামীর নিন্দা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন সেই পার্ব্বতী "পাশা খেলে সবে মিলে দিবস রজনী" এবং স্বামীর সঙ্গে সদাই কলহ করিয়া বলিতেছেন—

দারুণ কর্ম্মের দোষে রইলাঙ দুঃখিনী।
ভিক্ষার ধনে দারুণ বিধি করিল গৃহিণী॥

জয়া বিজয়া পদ্মা গুহ লম্বোদর।
সঙ্গে লইয়া যাব আমি মা-বাপের ঘর ॥ (৮৮ পৃ°)

এই কথা শুনিয়া তাঁহার দাসী পদ্মা তাঁহাকে পরামর্শ দিল—"মর্ত্তে পূজা প্রচার করো ; তোমার দারিদ্র্যকষ্ট দূর হইবে" এবং এর জন্য—

মহেন্দ্রকুমার নীলাম্বরে
ছলিয়া অবনী আনি নিবে তার ফুল পানী,
অবসেষে লবে সুরপুরে।
রত্নমালা রূপবতি তালভঙ্গে আনী ক্ষিতি
জন্মাইবে বণীকের ঘরে ॥ (৯০ পৃ°)

পদ্মা চণ্ডীকে ছলনা করিতে পরামর্শ দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিল না, এবং পদ্মার মুখে বারবার ছলনা করিবার পরামর্শ শুনিয়া চণ্ডীরও ক্রোধ বিরক্তি হওয়া ত দূরে থাক একবার আপত্তির কথাও মনে জাগিল না, তিনি অম্লান বদনে গিয়া শিবকে অনুরোধ করিতে পারিলেন—

নীলাম্বরে শাপ দিয়া যদি লহ ক্ষিতি।
তবে সে প্রচার হয় পূজার পদ্ধতি ॥ (বঃ সং ৩৬ পৃ°)

কিন্তু নিরপরাধকে শাপ দিতে অসম্মত হইয়া শিব বলিলেন—

তিলমাত্র নীলাম্বরের নাহি দেখি পাপ।
কেমন প্রকারে আমি তারে দিব শাপ ॥ (বঃ সং ৩৬ পৃ°)

চণ্ডী এখানে ভোলানাথ স্বামীকেও ছলনা করিয়া বলিলেন—

যদি মহী ইচ্ছা করে ইন্দ্রের কোঙার।
তবে অভিশাপ দিব কি দোষ তোমার ॥ (বঃ সং ৩৬ পৃ°)

এবং নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য—

পান লয়্যা ভগবতী নারদে পাঠান।
ইন্দ্রস্থানে বার্ত্তা দিতে চলিলা নারদ ॥ (বঃ সং ৩৬ পৃ°)

নারদের উপদেশে ইন্দ্র শিবপূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং—'পুষ্প তুলিবারে, পান দেন নীলাম্বরে'। (১০৭ পৃ°)

এবং—

ফিরিয়া বনে বন অতনেক মন
প্রশুন তোলে নীলাম্বর। (১১২ পৃ°)

সেই সময়—

আপন ব্রতকথা সাধিতে সাবহিতা
সখির সঙ্গে বিচারণ। (১১২ পৃ°)

এবং—

পদ্মার সহিত যুক্তি করিয়া অভয়া।
নন্দনকাননে আসি পাড়িলান মাইয়া॥
ফুলহীন কৈলা জত নন্দনকানন।
ফল-ফুল-হীন কৈলা জত উপবন॥ (১১৩ পৃ°)

তখন ফুল তুলিবার জন্য তাড়াতাড়ি—

রথে চাপী নীলাম্বর বসুমতী ধায়।
ডোমচিল মাথে উড়ে গেলান কাননে
ধর্ম্মকেতু তাড়াতাড়ি আনিছে হরিণে॥ (১১৪ পৃ°)

সেখানেও—

রূপশী হরিণী হৈয়া আপনে অভয়া।
ধর্ম্মকেতু শমুখে উরিলা মোহামায়া॥ (১১৪ পৃ°)

হরিণের "দীঘল তরঙ্গ" ও "পিছে ধর্ম্মকেতু যেন উড়য়ে পতঙ্গ" দেখিয়া—

বসিয়া বৃক্ষের তলে ভাসীয়া লোচন-জলে
বিসাদ ভাবেন নিলাম্বর।
হৃদয়ে রহিল শাল ব্যাধের জনম ভাল
কেনে হৈনু ইন্দ্রের কোঙর? (১১৫ পৃ°)

ব্যস! নীলাম্বরকে দিয় মর্ত্তে ব্যাধকুলে জন্মিবার ইচ্ছা করাইয়া, চণ্ডী শিবের কাছে দোষে খালাস। তাহাতেও সন্তুষ্ট না থাকিয়া—

কুসুম ভীতরে চণ্ডী পাতিলান মাইয়া।
পলাসে রহিলা দারুপিপিলিকা হৈয়া॥ (১১৬ পৃ°)

এবং ইন্দ্র সেই ফুলে শিবপূজা করিলেন—

কুসুম অঞ্জলী পঞ্চ দিলা শিব-শীরে।
দারুপিপিলিকা দংশে প্রবেশী চিকুরে॥
অনল সমান পোড়ে পিপিড়ির বিষ।
কোপেতে বলেন শিব হৈয়া বিমরিশ॥ (১১৭ পৃষ্ঠা)

*

বসুমতি চল ঝাট হয় গিয়া ব্যাধ। (১১৭ পৃষ্ঠা)

বিনা দোষে নীলাম্বর অভিশপ্ত হইল। শিবের যদি কাউকে শাপ দেওয়া উচিত ছিল তবে তিনি চণ্ডী, তিনিই দণ্ডিত হইবার মতো দোষী।

এর আগে তিনি মর্ত্যে পূজা-প্রচারের জন্য কলিঙ্গের রাজার কাছে প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু হইয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন—

করাব ঋপুর ধ্বংশ বাড়াব তোমাব বংশ
নৃপতি করাব নর-ভাগে॥
হৈয়া তোরে কৃপামহী শমরে করাব জই
য়েক ছত্রে পালীবে অবনী।
বাড়াব তোমাব যশ ভূবন করাব বশ
করিব নৃপতি-চূড়ামণি॥ (৯৪ পৃষ্ঠা)

এবং—

পশুর লইবে পূজা সিংহে করাইবে রাজা
নিজঘণ্টা দিয়া নিরীশন। (৯০ পৃষ্ঠা)

কিন্তু কালকেতু ব্যাধ দেবীব প্রসাদে পশুদের মধ্যে মহামার উপস্থিত করিল; এবং চণ্ডীর কাছে নালিশ করিয়া সিংহ স্পষ্ট কথায় মুখেব উপর শুনাইয়া দিল—

অপরাধ বিনে মাতা দূর কৈলে দইয়া। (১৫৫ পৃষ্ঠা)

নিজের আশ্রিত ভক্তদের দুর্গতিতে যে কি কর্তব্য সে বোধ চণ্ডীব নাই; তাঁহার বুদ্ধির ঘট—

বলে পদ্মাবতী মাতা চলহ তুরিত।
ত্রিভুবনে গিয়া গো পবের কর হিত।
পদ্মা জিজ্ঞাসিল মাতা নিল অনুমতি। (বঃ সং ৫৪ পৃষ্ঠা)

তখন চণ্ডী বনে গিয়া গোধিকারূপ ধরিয়া ব্যাধকে ধরা দিলেন এবং অকারণে তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

আমি ভগবতি আলুঁ তোরে দিতে বর।
লহ বর কালকেতু তেজ ধনু শর॥
মাণিক্য অঙ্গরী শপ্ত নৃপতির ধন।
ভাঙ্গায়্যা বসাবে রাজ্য কাটাইয়া বন॥ (২০৮ পৃষ্ঠা)

চণ্ডীর এই অহেতুক আকস্মিক কৃপা কালকেতু বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বলিল—

হিংশামতি ব্যাধ আমী অতি নিচ-জাতি।
মোর ঘরে কি কারণে আসীব পার্ব্বতী॥ (২০৯ পৃষ্ঠা)

তখন মহিষমর্দ্দিনীরূপ ধারণ করিয়া চণ্ডী কালকেতুর প্রত্যয় করাইলেন, এবং সাত রাজার ধন এক মাণিকের অঙ্গুরী ছাড়াও—"চণ্ডী দেখাইয়া দিলেন সপ্ত ঘড়া ধন" (বঃ সং ৭৩ পৃষ্ঠা)।

কালকেতু ধনী হইয়াই কলিঙ্গরাজের অধিকারে গুজরাট-বন রাজার বিনা অনুমতিতেই কাটাইয়া নগর পত্তন করিতে লাগিল। নগব পত্তন হইল, কিন্তু প্রজা কোথায়? তাহারা কলিঙ্গরাজার রাজ্যে সুখে বাস করিতেছে। তাই "স্বপন কহেন দেবী, কেহ নাহি শুনে' (২৪১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)। তখন চণ্ডী গঙ্গাকে অনুরোধ করিলেন—

য়েই সে কলিঙ্গ দেশে, হাজাহ উন্মত্ত বেযে
তবে বসে গুজরাট পুব। (২৪১ পৃষ্ঠা)

গঙ্গা এই অন্যায় কর্ম্ম অস্বীকার করিলেন—

"কেনে রাজ্য হাজাব রাজার ?" (১৪২ পৃষ্ঠা)

তখন চণ্ডী নদীদের স্বামী সমুদ্রের কা'ছ আপীল করিলেন—

অদ্‌ভুত সুনী সিন্ধু চণ্ডীর কথন।
নদ নদী সকল করিল সমর্পণ॥ (২৪৪ পৃষ্ঠা)

সিন্ধু ও ইন্দ্রের সাহায্যে কলিঙ্গ হাজাইয়া চণ্ডী কলিঙ্গের প্রজাদের গুজরাটে তাড়াইয়া আনিলেন। কলিঙ্গরাজের কাছে নিজের অঙ্গীকার তখন আর তাঁহার মনে রহিল না।

কলিঙ্গের রাজা যখন ভাঁড়ুদত্তের কাছে কালকেতুর অন্যায়ের সংবাদ পাইয়া স্বাধিকার ও ন্যায় রক্ষার জন্য অপরাধী কালকেতুকে দণ্ড দিতে সৈন্য পাঠাইলেন, তখন—

সখি সঙ্গে জুক্তি চণ্ডী করিয়ে সকল।
সেই ক্ষণে হরিলা বীরের বাহুবল॥ (৩১২ পৃষ্ঠা)

চণ্ডী নিজের পূজাপ্রচারের লোভে পড়িয়া কালকেতুকে গাছে চড়াইয়া মই কাড়িয়া লইলেন। কালকেতু ধৃত হইয়া কারাগারে বন্দী হইল। তখন কালকেতুর স্তবে তুষ্ট চণ্ডী—

কোপে আঁখিঠার চণ্ডী দিলা দানাগণে।
য়েক পোতামাঝিরে কিলায় তিনজনে॥
লুট করি খাণ্ডা ডাণ্ডা লইলা বসন।
মূর্চ্ছীত হইয়া পড়ে পোতামাঝীগণ॥ (৩৩০ পৃষ্ঠা)

বন্দীশালায় রক্ষী পোতামাঝিদের অপরাধ যে তাহারা স্বকীয় কর্ত্তব্য পালন করিতেছিল! তার পর চণ্ডী কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নে ভয় দেখাইয়া কালকেতুকে মুক্তি দেওয়াইলেন, এবং কলিঙ্গরাজকে দিয়া কালকেতুকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করাইলেন।

কালকেতু শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে ফিরিয়া গেলে—

স্ত্রীলোকের পূজা লৈতে দেবি কৈলা মতি।
পদ্মাবতী সনে মাতা করিলা যুকতি॥
ডাকিয়া আনিল রত্নমালা শশিমুখী।
পরমা সুন্দরী কন্যা ইন্দ্রের নর্ত্তকী॥
পান দিয়া দেবী তারে দিলেন আরতি।
তোমার দেখিতে নাট চান পশুপতি॥
তাণ্ডব দেখিতে দেবী দিল নিমন্ত্রণ।
হরের সভায় নৃত্য দেখে দেবগণ॥ (৩৫০ পৃষ্ঠা)

সেই সময়—

দেবীর আদেশে স্মর হাতে লয়ে ধনুঃশর
চানে তার সম্মোহন বাণ।
অবশ হইল অঙ্গ হৈল তার তালভঙ্গ

* * *

তালভঙ্গ দেখি তারে বলেন ভবানী॥

* * * * *

মানব হইয়া জন্ম চল বসুমতি। (৩৫৩ পৃষ্ঠা)

বিনা দোষে রত্নমালাকে শাপ দিতে চণ্ডীর কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হইল না। এই রত্নমালা, 'খুল্লনা' হইয়া জন্মগ্রহণ করিল, ধনপতি সদাগর তাহাকে দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিল। ধনপতি গৌড়ে পিঞ্জর গড়াইতে গেলে খুল্লনার সতীন লহনা তাহাকে

ছাগল চরাইতে নিযুক্ত করিয়াছিল। সেই সময় বনে খুল্লনা চণ্ডীর ব্রত গ্রহণ করে। চণ্ডীর কৃপায় খুল্লনা কঠিন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নিজের সতীত্বের প্রমাণ দেয়।

ধনপতি সদাগর ছিলেন শৈব; তাঁহার স্ত্রী শিব ছাড়া অপর দেবতার পূজা করে ইহাতে ধনপতির ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক এবং চণ্ডীকে অবহেলা করিয়া "স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি" (৬২৮ পৃষ্ঠা) বলাও স্বাভাবিক। কিন্তু এই অপরাধে চণ্ডী—

পদ্মাবতী আনি পাশে কহেন মধুর ভাষে
ধনপ্রাণে মজাও ধনপতি।
সাধিব আপন কাজ নিশ্চয় রুষিব আজ
কেমনে রাখিবে পশুপতি॥

(৬৩১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

ধনপতি নিজের ইষ্টদেবতার প্রতি ভক্তিনিষ্ঠার অপরাধে চণ্ডীর কোপে পড়িলেন এবং তাঁহার ছয় ডিঙ্গা ডুবিল, নিজে বন্দী হইলেন, তাঁহার স্বরূপ নষ্ট হইল, পিঠে কুঁজ, পায়ে গোদ, চোখে ছানি, শ্বাস কাস মাথাব্যথা কত রোগই হইল। কেবল খুল্লনা প্রার্থনা করিয়াছিল—"অপরাধ ক্ষম, রাখ দাসীর আয়াত" (৬৩৩ পৃষ্ঠা), তাই ধনপতি প্রাণে মরিল না। কিন্তু চণ্ডী একেবারে নির্মম নহেন; তাঁহার কোপে ধনপতির ডিঙ্গা ডুবিয়া গেলে চণ্ডী আক্ষেপ করিয়াছিলেন—

সদাগরে দিব দুখ প্রভু না চাহিব মুখ,
পদে পদে আমার বিপদ। (৬৫১ পৃষ্ঠা)

তার পর বালক শ্রীমন্ত মায়ের সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীর সেবক হইয়াছে, সে পিতৃ-অন্বেষণে সিংহলে চলিয়াছে। তখন

পদ্মাবতী সনে যুক্তি করিয়া অভয়া।
শ্রীমন্তে ছলিতে মাতা পাতিলেন মায়া॥ (৭৬৭ পৃষ্ঠা)

শ্রীমন্তকে ছলনা করিবার কোনও আবশ্যক ছিল না; কিন্তু ছলনা শক্তির অঙ্গ; এবং কোনও দোষ অভ্যাস হইয়া স্বভাবে পরিণত হইলে তাহা ভুলিয়া থাকাও শক্ত। শুধু তাহাই নহে, শ্রীমন্ত শিবের শাপভ্রষ্ট মালাধর গন্ধর্ব, চণ্ডীর সেবক হইয়া পূজা-প্রচারের জন্যই জন্মিয়াছে, তাহাকে—

পুষ্পের ধনুকে মাতা করিয়া সন্ধান।
শ্রীপতির হৃদয়ে মারিল কামবাণ॥ (৭৯৬ পৃষ্ঠা)

ইহা সতীর রূপান্তর চণ্ডীর পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

শ্রীমন্ত ধনী সদাগরের ছেলে, নিজেও বাণিজ্য-যাত্রী; তাহার ধনশালিতায় সিংহলের কোটাল সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিল—

লক্ষের টোপর যদি ফেল রত্নাকরে।
তবে জানি নিশ্চয় হইবে সদাগরে॥
শুনি আনন্দিত বড় সাধুর নন্দন।
টোপর খসায়্যা ফেলে হরষিত মন॥ (৮০৯ পৃষ্ঠা)

কিন্তু চণ্ডী তো ধনের কাঙাল; যদিও বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার কাঁচুলি প্রস্তুত করিয়াছিল, তবু তিনি অন্নাভাবেই তো অবনীতে পূজা লইতে আসিয়াছেন; শ্রীমন্তের এই অপব্যয় তাঁহার প্রাণে বাজিল।

শ্রীপতি টোপর ফেলে হাসিয়া অভয়া বলে
হের পদ্মাবতী দেখ জলে।
অবোধ সাধুর পুত্র বুদ্ধি নাহি তিলমাত্র
টোপ ফেলে কোটালের বোলে॥

* * * *

লক্ষ তঙ্কার ধন নষ্ট করে অকারণ
ইহা আমি দেখিব কেমনে? (৮১০ পৃষ্ঠা)

চণ্ডী শঙ্খচিলের রূপ ধরিয়া জলের উপর হইতে টোপর তুলিয়া লইলেন এবং খুল্লনাকে দিয়া আসিলেন, তার পর শ্রীমন্তকে বিনা দোষে বিপদে ফেলিয়া আবার উদ্ধার করিলেন, দানাগণের হাতে সিংহলের রাজানুচরদের অশেষ দুর্গতি ঘটিল। শ্রীমন্ত কমলে-কামিনী দেখাইতে অঙ্গীকার করিয়াছিল; দেখাইতে যে পারিল না তাহা চণ্ডীর ছলনায়; প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য তাহারই অঙ্গীকার-অনুসারে শ্রীমন্তকে সিংহলরাজ বধ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন; কিন্তু শক্তির কাছে ন্যায় সর্ব্বদা প্রবল যুক্তি নয়, শক্তির স্বেচ্ছাই প্রবল ও প্রধান; চণ্ডী ক্ষত্রিয়কন্যাকে বৈশ্যের সঙ্গে বিবাহ দিয়া নিজের জেদ রক্ষা করিলেন। শ্রীমন্ত চণ্ডীর কৃপায় পিতাকে উদ্ধার করিয়া এক রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজত্ব লইয়া দেশে ফিরিল, দেশে আসিয়া বিক্রমকেশরী রাজাকে কমলে-কামিনী দেখাইয়া রাজকন্যাকে বিবাহ করিল এবং অবশেষে ধনপতি নিজের ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিতে গিয়া যখন বুঝিলেন—

কেবল ভাবিতে হরে ধ্যান নাহি রয়॥
অর্দ্ধনারী বিভু তবু না রহে ধেয়ান।
দুই জনে এক তনু মহেশ পার্ব্বতী। (৯৮০ পৃষ্ঠা)

তখন—

অভয়া করিল যদি কৃপাবলোকন।
সদাগর হইলেন দ্বিতীয় মদন ॥ (৯৮৭ পৃষ্ঠা)

তার পর চণ্ডী খুল্লনাকে শ্রীমন্তকে ও তাহার দুই স্ত্রীকে স্বর্গে ফিরাইয়া লইয়া চলিলেন। যমরাজ নিজের অধিকার দাবী করিতে আসিয়া চণ্ডীর দানাদের হাতে মার খাইয়া পরাজয় মানিয়া ফিরিতে বাধ্য হইলেন।

এই চণ্ডী ছলনাময়ী, বুদ্ধিবিহীনা, পর-পরামর্শ-চালিতা, স্বার্থসিদ্ধির জন্য ন্যায়-অন্যায়-বিচার-রহিতা, ইচ্ছাময়ী, শক্তিরূপিণী। শক্তির স্বভাব এই—তাহা স্বেচ্ছাতন্ত্র, খামখেয়ালি, ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট, স্তুতিবশ, প্রতিবাদ-অসহিষ্ণু, কেন যে কাহার উপর সন্তোষ ও কেন যে কাহার উপর রোষ কখন হইবে তাহা কেহ স্থির করিয়া জানিয়া স্বচ্ছন্দ হইতে পারে না। তাই সদাই ভয়ে ভয়ে শক্তিরই করুণার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিতে হয়—রাখিবার মারিবার কর্ত্তৃত্ব শক্তিরই হাতে। কিন্তু ইনি সর্ব্বজ্ঞ ত্রিকালদর্শী নহেন; পদে পদে ইঁহাকে পদ্মার কাছে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে হয়, এবং পদ্মা খড়ি পাতিয়া গণিয়া কারণ বলে ও কর্ত্তব্য উপদেশ দেয়!

পদ্মা, আজি কেন দেখি অমঙ্গল?
মুখ হৈতে খসে পান, সচকিত হয় প্রাণ,
আসন করয়ে টলমল।
আস্ত পদ্মা প্রিয় সখী খড়ি পাত্যা দেখ দেখি
মন স্থির নহে কি কারণ।
অমর ভুজঙ্গ নরে কে মোরে স্মরণ করে,
গণ্যা ঝাট কর নিবেদন ॥—(৮৪১ পৃষ্ঠা)

দেশের উপর দিয়া যখন শক্তিলীলার উপদ্রব বন্যার মতন বহিয়া চলিয়াছিল তখন শ্রেষ্ঠের অত্যাচারে নিকৃষ্ট নিষ্পিষ্ট হইয়া পড়িতেছিল; আর্য্যের হাতে অনার্য্য, বুদ্ধিমানের কাছে অজ্ঞ, ব্রাহ্মণের হাতে শূদ্র আবহমান কাল নির্য্যাতিত হইতেছিল; তার পর আর্য্য অনার্য্য ব্রাহ্মণ শূদ্র সবার দশা সমান করিয়া মুসলমান বিজেতাদের আক্রমণের ধাক্কা দেশের বুকে ক্রমাগত লাগিতে লাগিল; আজ হিন্দুকে পরাজিত করিয়া পাঠানের রাজত্ব, কাল পাঠানকে প্রতিহত করিয়া মোগলের প্রতিষ্ঠা। এই সময় ন্যায়ধর্ম্ম হক্‌দাবী অধিকার বলিয়া কিছু ছিল না। তখন "জোর যার মুল্লুক তার"; তখন বলং বলং বাহুবলম্।

মানুষ যখন আঘাত পায় তখনই তাহার মনে প্রতিঘাতের স্পৃহা জাগিয়া উঠে। মানুষ যত সভ্য ভব্য হয় ততো তাহার হঠকারিতা কমে, ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক হয়। কিন্তু অনুন্নত অবস্থায় প্রাণের আবেগই বেশী প্রবল হইয়া থাকে। তাই সমাজের আদিম অবস্থায় নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ভদ্রশ্রেণীর লোকদের অত্যাচারে আহত হইয়া যে দেবতাকে নিজেদের আশ্রয়দাতা বলিয়া অবলম্বন করিয়াছিল তিনি ছিলেন শিব। সে দেবতা ধ্বংসের দেবতা, প্রলয়ের দেবতা, শ্মশানচারী, শূলপাণি, শোণিতবর্ষী গজাজিন লুফিয়া তাঁহার তাণ্ডবে সৃষ্টি বিমথিত হয়; এই রুদ্র দেবতাকে প্রাণের প্রাচুর্য্যে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা 'শিব শংকর' বলিয়া কেবল 'ভাঙবারই আনন্দে' স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। এই প্রাণ-চঞ্চল উদ্দাম দেবতা যখন বৈদিক শান্ত দেবতাদের পুরোহিত দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া নিজের অধিকার বৈদিক দেবতাদের পঙ্‌ক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলেন, তখন উচ্চ স্তরের লোকেরা বলিলেন—ধ্বংসে মঙ্গল নাই—বিনাশে সমাজের শিব হয় না, শান্তিতে কল্যাণ। শিব ক্রমে সমাহিত যোগীশ্বর নিষ্ক্রিয় দেবতা হইয়া উঠিলেন।

তখন নিম্ন স্তরের লোকদের প্রাণ-চঞ্চল মন এই শান্ত দেবতাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না; তাহারা যে শক্তির লীলা চোখের সাম্‌নে দেখিতেছিল, সেই শক্তিকেই আশ্রয় করিল। নিশ্চেষ্টতার বিরুদ্ধে এই প্রচণ্ডতার ঝড়! নারী যেমন "স্বামীর নিকট হইতে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যের স্বাদবিহীন মৃদুতা অপেক্ষা প্রবল শাসন ভালোবাসে, বিদ্রোহী ভক্ত সেইরূপ নির্গুণ নিষ্ক্রিয়কে পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছাময়ী শক্তিকে ভীষণতার মধ্যে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব করিতে ইচ্ছা করিল।"

"শিব আর্য্যসমাজে ভিড়িয়া যে ভীষণতা যে শক্তির চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিলেন; নিম্ন সমাজ তাহা নষ্ট হইতে দিল না। যোগানন্দের শান্ত ভাবকে তাহারা উচ্চ শ্রেণীর জন্য রাখিয়া ভক্তির প্রবল উত্তেজনায় আশার শক্তির উগ্রতাকেই নাচাইয়া তুলিল। তাহারা শক্তিকে শিব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া বিশেষভাবে শক্তির পূজা খাড়া করিয়া তুলিল।"

তাই দেখিতে পাই "শিবের পূজাকে হতমান করিয়াই নিজের পূজা প্রচার করা দেবীর চেষ্টা। শিব তাঁহার স্বামী বটেন, কিন্তু তাহাতে কোনও সঙ্কোচ নাই। শিবের সহিত শক্তির এই লড়াই; এই লড়াইয়ে পদে পদে দয়া মায়া বা ন্যায় অন্যায় পর্য্যন্ত উপেক্ষিত হইয়াছে।"

আমরা আরও দেখিতে পাই, "দেবী চণ্ডী নিজের পূজা স্থাপনের জন্য অস্থির; যেমন করিয়াই হউক ছলে বলে কৌশলে মর্ত্ত্যে পূজাপ্রচার করিতে হইবেই।"

"শাক্ত যে পূজা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা তখনকার কালের অনুগামী ;—অর্থাৎ সমাজে তখন যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, যে শক্তির খেলা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছিল, যে-সকল আকস্মিক উত্থান-পতন লোককে প্রবলবেগে চকিত করিয়া দিতেছিল,—মনে মনে তাহাকেই দেবত্ব দিয়া শাক্তধর্ম্ম নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।" (সাহিত্য)

শক্তিরূপিণী চণ্ডী যে নিম্ন শ্রেণীর দেবতা তাহার পরিচয় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেই পাওয়া যায়। চণ্ডীর প্রথম পূজা প্রচার করে বীরধর্ম্মী ব্যাধ। সেই ব্যাধকে শাপভ্রষ্ট দেবতা করিয়া ব্রাহ্মণ্যসমাজ পরাজয়ে সান্ত্বনা খুঁজিয়াছে।

এই শক্তির পরাক্রমে তখন যে দেশ সন্ত্রস্ত ছিল তাহার পরিচয় চণ্ডীমঙ্গলে পাওয়া যায়। ব্যাধের হাতে মার খাইয়া পশুরা আর্ত্তনাদ করিতেছিল। কবিকঙ্কণ পশুদের দিয়া নিজেদের সমাজের কথাই বলাইয়াছেন—

উইচারা খাই পশু নামেতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নহি, না করি তালুক॥ (১৫৬ পৃষ্ঠা)

হাতী খেদ করিয়া বলিতেছে—

সভা হইতে আমার বড়ই কলেবর।
লুকাইতে স্থল নাহি বীর-অগোচর॥
কিবা করি কিবা বলী কোথা গেলা তরি।
আপনার মাংশ (দন্ত) আপনারে হৈলা অরী॥ (১৫৭ পৃষ্ঠা)

কালকেতু

কালকেতুকে আমরা শৈশবাবধিই বীর ও বলিষ্ঠ দেখিতে পাই। যখন তাহার—

দুই তিন সমা যায় শিশুগণ মিলে।
ভল্লুক বানর ধরি কালকেতু খেলে॥ (১৩০ পৃষ্ঠা)

কালকেতু "শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল।" তাহার গতি এমন দ্রুত যে "তাড়িয়া হরিণ ধরে।" (১৩৩ পৃষ্ঠা) তাহার লক্ষ্যবেধ এমন অব্যর্থ যে সে "ফোঁটা দিয়া বিন্ধে রেঞ্জা।" সে মৃগয়া করিতে গিয়া—

অনুদিন পশু বধে বীর মহাবল।
কুরুরাজ-সেনা যেন বধে বৃহন্নল॥ (১৪২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

সে অনায়াসে—

শরভে শরভে মারে চুসাইয়া মুণ্ডে।
গণ্ডকে বিঁধিয়া কাণ্ডে খড়্গা বলে ছিণ্ডে॥
(১৪৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

এবং কালকেতুর মার খাইয়াই পশুরা চণ্ডীর শরণাপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু—

বীরের পাইকালা দেখি চিন্তেন ঈশ্বরী,
যুগে যুগে দৈত্যগণ সঙ্গে রণ করি।
মহিষ চিকুর জম্ভ শুম্ভ নিশুম্ভ।
বীরের সমান কেহ নাহি করে দম্ভ ॥ (১৬৬ পৃষ্ঠা)

কলিঙ্গরাজ যখন নিজের আধিপত্যের বিরোধী কালকেতুকে শাস্তি দিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন তখনও—

সুনী সাজে মোহাবীর বিশম-শমর-ধীর। (২৯৫ পৃষ্ঠা)
বীরের বিক্রম ভীম সম যম
সমরে জোড়ে কাট কাট। (৩০৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

কিন্তু এত বড় বীর-চরিত্রকে কবি শেষকালে একেবারে মাটি করিয়া ছাড়িয়াছেন। বাঙালী মেয়ে ফুল্লরা যেই কাঁদিয়া বলিল "না যাইহ রাজার সমরে" অমনি "লুকাইল বীর ধান্যঘরে।" কিন্তু সেই গোপনস্থানে ধরা পড়িয়া যাওয়ার পর কালকেতুর স্বাভাবিক বীরত্ব আবার দেখিতে পাই।—

ধরিতে যে যায় শেই মুঠকী-ঘায়
পড়য়ে অবনীতলে। (৩১১ পৃষ্ঠা)

কিন্তু এই সময় শক্তিস্বরূপিণী চণ্ডী নিজের পূজাপ্রচারের সুবিধা হইবে বলিয়া "বীরের অঙ্গের বল হরিল ততক্ষণে।" তখন বীর বন্দী হইল।

বীর কালকেতুর এই দুর্দ্দশা ঘটাইয়া কবি এই প্রচার করিলেন যে, মানুষের শক্তিও যেমন দৈব, তার দুর্গতিও তেমনি দৈব। যদিও চণ্ডীকে দিয়া কবি একটা কৈফিয়ৎ দেওয়াইয়াছেন—

সুন পুত্র কালকেতু পসুগণ-বধ-হেতু
আছিল তোমার গুরুপাপ। (৩২৯ পৃষ্ঠা)

কলিঙ্গরাজের সভায় গিয়া কালকেতু কিন্তু বেশ আত্মমর্য্যাদা রাখিয়া কথা কহিয়াছে—

বিচিল আপন তনু অভয়ার পায়।
তোমার তর্জ্জনে কালকেতু না ডরায় ॥ (৩১৮ পৃষ্ঠা)

কিন্তু এই সময় হইতে কালকেতুর চরিত্র অত্যন্ত ভীরু দৈবনির্ভর করিয়া ফেলা হইয়াছে। চণ্ডী যখন কালকেতুকে আশ্বাস দিলেন যে তাহার সমস্ত দুর্গতি তিনি মোচন করিবেন,

তখন কালকেতু শক্তির অনিশ্চয় লীলাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না ; সে নিজের পৌরুষের উপরও বিশ্বাস হারাইয়াছিল ; তাই—

কালকেতু বলে মাতা সুন ভগবতি।
কাঁথ ভাঙ্গি পলাইব দেহ অনুমতি॥
কুলিতায় ধনু দেহ তিন গোটা বাণ।
ধন লৈয়া তুমি মোর কর পরিত্রাণ॥
বন্ধন ঘুচায়্যা তুমি চলিবে কৈলাস।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা করিবে বিনাশ॥ (৩৩০ পৃষ্ঠা)

চণ্ডীর আশ্বাস সত্বেও সে সাহস সঞ্চয় করিতে পারিতেছিল না।

চণ্ডিকা বলেন জত নহে সে বীরের মত
পলাইতে চাহে ঘনে ঘন। (৩২৯ পৃষ্ঠা)

অবশেষে চণ্ডীর আশ্বাসে ও সাহায্যে সে পুনরায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু নিজের বীর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না ; এতে দৈবশক্তির কাছে পুরুষকারের চরম দুর্গতি করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

বীরত্ব ছাড়া কালকেতুর চরিত্রে আরও কতকগুলি সদ্‌গুণ দেখিতে পাই। প্রথম তাহার মাতৃপিতৃভক্তি। সে কৃতী হইয়া যখন সংসারী হইল, তখন—

পুত্রহেতু ধর্ম্মকেতু নিশ্চিন্ত সম্বল-হেতু
আনন্দিত-হৃদয় নিদয়া। (১৪০ পৃষ্ঠা)

* * *

নিদয়ার আজ্ঞা ধরে' ফুল্লরা রন্ধন করে,
আগে ধর্ম্মকেতুর ভোজন॥
তনয়ে বাগুড়া জাল সমর্পিয়া জথাকাল
সুখে ভুঞ্জে কিরাত-নন্দন।
খাওয়ায় ফুল্লরা বধূ ক্ষির খণ্ড দধি মধু
নিদয়ার শফল জীবন॥ (১৪১ পৃষ্ঠা)

তার পর কিছুদিন পুত্র ও পুত্রবধূর সেবা সম্ভোগ করিয়া—

জায়া সঙ্গে ধর্ম্মকেতু ভাবিয়া মুক্তির হেতু
বারাণসী করিলা পয়াণ। (১৪১ পৃষ্ঠা)

তখন মাতাপিতার বিচ্ছেদে কাতর হইয়া—

দম্পতি লোটায়া কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে।

বাপ মা তীর্থবাসী হইলে মাতৃপিতৃভক্ত কালকেতু সেই তীর্থবাসের জন্য—

মাসে মাসে জোগায় সম্বল। (১৪১ পৃষ্ঠা)

তার পর দেখিতে পাই কালকেতুর পত্নীপ্রেম। কালকেতু মৃগয়ায় গিয়া যখন মায়ামৃগ দেখিয়াছে তখন তাহার প্রথম মনে হইয়াছে—

এই মৃগ যদি ধরি বেচিয়া সম্বল করি,
ফুল্লরা পরিবে মৃগছাল। (১৬৮ পৃষ্ঠা)

কিন্তু যখন চণ্ডীর মায়ায় কোনও শিকার মিলিল না তখন কালকেতুর প্রবল চিন্তা হইয়াছে—

দুঃখিনী ফুল্লরা আছে সম্বলের আশে।
কেমনে দাণ্ডাব গিয়া প্রিয়ার সকাশে॥ (১৭১ পৃষ্ঠা)

রূপসী চণ্ডীকে বাড়ী হইতে তাড়াইতে না পারিয়া ঈর্ষাব্যথিতা ফুল্লরা যখন "হা কান্দ কান্দনে কান্দে চক্ষে বহে নীর," তখন ব্যথিত কালকেতু পত্নীকে স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—

শাশুড়ী ননন্দ নাহি, নাহি তোর সতা,
কার সনে কন্দল করি চক্ষু কৈলা রাতা? (২০৩ পৃষ্ঠা)

চণ্ডীর কৃপায় ধনী হইয়া কালকেতু—

পূরাতে জাইয়ার সাধ কেনে তসরের জাদ
কেইয়া-পাতা মুকুতার বেড়ি। (২৪৩ পৃষ্ঠা)
হীরা নীলা মোতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল কিনিল স্বর্ণচুড়ি॥ (২৪৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

যে কালকেতু বীর নামে পরিচিত, সে ফুল্লরার কথায় এমন বশ ছিল যে—

ফুল্লরার কথা শুনি হিতাহিত মনে গুনি
লুকাইল বীর ধান্যঘরে। (৩০৬ পৃষ্ঠা)

যখন কালকেতু কারাগারে বন্দী তখন—

ফুল্লরা স্মোরণ করি করয়ে বিশাদ। (৩১৯ পৃষ্ঠা)
মজিলাঙ কারাগারে তোমা শমর্পীব কারে
ফুলরা হইল অনাথিনী। (৩২০ পৃষ্ঠা)

এই পল্লীপ্রেম থাকাতেই—তখনকার কালেও ব্যাধ হইয়াও কালকেতু একাধিক বিবাহ করে নাই, এবং তাহার চরিত্রের সংযম অসাধারণ ছিল। ফুল্লরা যখন সুন্দরী চণ্ডীকে দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া স্বামীর কাছে নালিশ করিতে গিয়াছে, তখন কালকেতু বড় গলা করিয়া বলিয়াছিল—

"পরস্ত্রী দেখিয়ে যেন নিদয়া জননী।" (বঃ সং ৬৯ পৃষ্ঠা)

এমন সংযমী পত্নীব্রত স্বামীকে সন্দেহ করার জন্য একদিন ফুল্লরা একটু তিরস্কৃত হইয়াছিল—

বেকত করিয়া রামা কহ সত্য ভাষা।
মিথ্যা হৈলে চিয়াড়ে কাটিব তোর নাসা॥ (২০৩ পৃষ্ঠা)

"তিন দিবসেব চাঁদ" সমান সুন্দরীকে দেখিয়াও কালকেতুর সবল চিত্ত বিচলিত হয় নাই; সে মাতা সম্বোধন করিয়া ও প্রণাম করিয়া চণ্ডীকে তাঁহার স্বামীর কাছে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিল,

চল বন্ধুগৃহ-পথে ফুলরা জাইব সাথে
পিছে লৈয়া যাব ধনুঃশর। (২০৫ পৃষ্ঠা)

কালকেতুর এই কথায় তাহার সাবধানতার চরম পরিচয় পাওয়া যায়। সে চণ্ডীকে একলা যাইতে দিবে না, একলাও সঙ্গে যাইবে না, ফুল্লরা চণ্ডীর সঙ্গে যাইবে ও সে উহাদের রক্ষক হইয়া চলিবে।

যখন বহু অনুরোধেও চণ্ডী তাহার গৃহত্যাগ করিলেন না, তখন সে তাঁহাকে শরবিদ্ধ করিতে উদ্যত হইল।

কালকেতু প্রচুর ধন পাইয়াও এই জ্ঞান হারায় নাই যে—

"নীচ কি উত্তম হয় পাল্যে বহু ধন।" (বঃ সং ৭৩ পৃষ্ঠা)

সে নিজকে কখনও গর্ব্বিত হইতে দেয় নাই, এইখানেই তাহার চরিত্রের মহত্ত্ব।

সে গুজরাট নগর পত্তন করিয়া শাক্ত বৈষ্ণব মুসলমান সকল ধর্ম্মের সকল জাতির লোকের থাকিবার ও ধর্ম্মচর্চ্চার সুবিধা করিয়া নিজের উদারতার পরিচয় দিয়াছে।

সে "বাসাড়ে জনের তরে দীঘল মন্দির করে" (২৩৯ পৃষ্ঠা), যাহাতে প্রবাসী জনের সেই নগরে আসিয়া কোনও ক্লেশ না হয়। সে প্রজাবৎসল, প্রজাদের বহু সুবিধা করিয়া দিয়া আশ্বাস দিয়াছিল—"ডিহীদার নাহি দিব দেশে।" (২৫৪ পৃষ্ঠা)

সালামী সে বাঁশগাড়ী নানা বাবে জত কড়ি
নাহি দিহ গুজরাট পুরে।

পার্ব্বনী পঞ্চক জত গুড়া লোণ শানা ভাত
ধান-কাটি কলম-কস্তুরে ॥
জত বেচ চালু ধান তার নাহি লব দান
অঙ্ক নাহি বাড়াব বিষেসে।
জত বৈসে দ্বিজবর তার নাহি লব কর
চাষ-ভূমি বাড়ী দিব দান। (২৫৪ পৃষ্ঠা)

রাজা কালকেতু "বেরুনিয়া জন আনি বান্ধে নদীর পানী।" সে প্রজার সুবিধার জন্য হাট পত্তন করে। ভাঁড়ুদত্ত প্রজার উপর অত্যাচার করিলে তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করে। তার পরম শত্রু ভাঁড়ুদত্তকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে, তার রাজ্যে—

রঙ্ক দুঃখী নাহি জানি তাম্রঘটে পীয়ে পানী
নাটগীত সভাকার ঘরে। (২৮০ পৃষ্ঠা)

কলিঙ্গরাজের গুপ্তচর সংবাদ দিতেছে—

ব্যাধ বড় ধনবান, দ্বিজে ভাটে দেই দান,
দাতা বীর কর্ণের সমান।
দুখীলোকে দয়া করে, ভয়ানকে ভয় হরে,
অর্জ্জুন সমান ধরে বাণ ॥ (২৮৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

রাম জেনে বীর রাজা রঙ্ক দুঃখ নাহি প্রজা
চিন্তা নাহি দেখি গুজরাটে। (২৮৮ পৃষ্ঠা)
নগরে নাগর জনা কাণে লম্ববান সোনা
বদনে গুবাক হাতে পান।
চন্দনে চর্চ্চিত তনু হেন দেখি যেন ভানু
তসর বসন পরিধান ॥ (বঃ সং ৯৪ পৃষ্ঠা)

কালকেতু ব্রাহ্মণে ভক্তিমান ছিল। সে প্রজাদের বলিতেছে—

হৈয়া ব্রাহ্মণের দাস সভার পূরাব আশ
জনে জনে করিব সম্মান। (২৫৪ পৃষ্ঠা)

এইজন্য ভাঁড়ুদত্ত ব্রাহ্মণকে দিয়াই তাহার প্রত্যয় উৎপাদন করিয়া তাহাকে বন্দী করিবার কৌশল করিয়াছিল—"মোর সঙ্গে দেহ সবে একটি ব্রাহ্মণ।" (৩০৮ পৃষ্ঠা)

কালকেতু রাজা হইয়াও কারাগারে বন্দী হইয়াছিল এবং "বন্দী দেখি মহাবীর বলে ভাই ভাই।" কালকেতু নিজে মুক্তি পাইয়াই সন্তুষ্ট হইল না—

বন্দীঘর মহাবীর মাগি লয়্যা দান।
বসন ভূষণ দিয়া করিল ছোড়ান॥ (৩৩৪ পৃষ্ঠা)

সে দেশে ফিরিয়াও চণ্ডীকে বলিয়া সমস্ত মৃত সৈন্যদের পুনর্জ্জীবিত করিবার উপায় করে।

ন্যায়বিচারক কালকেতু সকলকে দয়া করিলেও দোষীর প্রতি কঠোর, কিন্তু সেই কঠোরতাও দয়াবিদ্ধ। কালকেতু পরম অপরাধী ভাঁড়ুদত্তকে প্রাণদণ্ড না করিয়া অপমান করিয়া নির্ব্বাসিত করিল।

কালকেতু রাজা হইয়া সময় যাপন করিত নানাপ্রকারে—

সিংহাসনে বসিয়াছে কালু দণ্ডধর।
নক্ষত্রগণের মধ্যে যেন নিশাকর॥
পণ্ডিত পুরাণ পড়ে স্তব করে ভাটে।
গায়ক গাইছে গীত নর্ত্তকীরা নাটে। (২৫৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

সভাতে বসিয়া দশ দশ বলিয়া
মহাবীর পাশা খেলে। (২৯৩ পৃষ্ঠা)

* * *

বিহান বিকালে বীর শুনেন পুরাণ।
কৃষ্ণের করেন পূজা হয়্যা সাবধান॥ (৩৪৩ পৃষ্ঠা)

নিজে লেখাপড়া যদিও জানিত না, তবু সে লেখাপড়ার মর্ম্ম বুঝিত; সে তাহার পুত্র পুষ্পকেতুকে "সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ যেন বৃহন্নল" করিয়াছিল।

কালকেতু ধার্ম্মিক ছিল। ব্যাধ যখন তখনই তাহার মুখে আমরা শুনি—

"এথাই নরক স্বর্গ স্তনী ভাগবতে।" (১৭১ পৃষ্ঠা)

কালকেতুর দৈহিক সৌন্দর্য্যও বিলক্ষণ ছিল—

নাক মুখ চক্ষু কাণ কুন্দে যেন নিরমাণ
দুই বাহু লোহার শাবল।
গুণ শীল রূপ বাঢ়া, যেন সে শালের কোঁড়া,
জিনি শ্যাম-চামর কুন্তল॥

কপাট-বিশাল বুক, নিন্দি ইন্দীবর মুখ,
আকর্ণ দীঘল বিলোচন।
গতি জিনি গজরাজ কেশরী জিনিয়া মাঝ
মোতিপাঁতি জিনিয়া দশন॥ (১৩১ পৃষ্ঠা)
দুই চক্ষু জিনি নাটা ঘুরে যেন কড়ি ভাঁটা
* * * (১৩২ পৃষ্ঠা)
শরীর সূর্য্যের কান্তি নখ জিনি ইন্দুপাঁতি
গজমোতি জিনিয়া দশন। (২৮৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

কালকেতুর গোঁপ জোড়া খুব বড় ছিল—

সাজুড়িয়া দুটা গোঁফ বান্ধে লৈয়া ঘাড়ে। (১৪৫ পৃষ্ঠা)

দোষের মধ্যে কেবল—

শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।
ছোট গ্রাস তোলে যেন তে-আঁটিয়া তাল॥
ভোজন করিতে গলা ডাকে ঘড়ঘড়।
কাপড় উসাস করে যেন মরায়ের বড়॥ (বঃ সং ৫০ পৃষ্ঠা)

"কালকেতুকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম ভীমের ন্যায় শারীরিক শক্তিসম্পন্ন কল্পনা করিয়াও বীরত্বের জগতে একটি মোমের পুতুলের ন্যায় সুকোমল করিয়া ফেলিয়াছেন।"—(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য) অন্যথা, মূর্খ দরিদ্র নৈতিক বলসম্পন্ন ব্যাধের চরিত্রটি কবি যথাযথ বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন।

ফুল্লরা

ফুল্লরা মেয়েটি বড় লক্ষ্মী। তাহার চরিত্রটি বড় মধুর। "বুকভরা মধু বাংলার বধূ।"

বলে ব্যাধ এই কন্যা নামেতে ফুলরা।
কিনিতে বেচিতে ভাল জানয়ে পসরা॥
রন্ধন করিতে ভাল সেই কন্যা জানে।
বন্ধু মিলি রূপ গুণ ইহার বাখানে॥" (১৩৫ পৃষ্ঠা)

এই মেয়েকে কালকেতু বিবাহ করিয়া—"খুঁজিয়া পাইল যেন হাঁড়ির মত শরা" (বঃ সং ৪৭ পৃঃ)

ফুল্লরা যে রূপবতী ছিল তাহা আমরা কালকেতুর শুভদৃষ্টিতে দেখিতে পাই—

পাট চড়ি রূপবতী প্রদক্ষিণ করে পতি। (বঃ সং ১৩৯ পৃষ্ঠা)

ফুল্লরা শ্বশুর শাশুড়ী স্বামীর প্রতি ভক্তিমতী।

নিদয়া বইসে খাটে মাংস লইয়া গোলাহাটে
অনুদিন বেচয়ে ফুল্লরা।
শাশুড়ী যেমত ভনে তেন মত বেচে কিনে
শিরে কাঁখে মাংসের পসরা॥ (১৪০ পৃষ্ঠা)

* * *

ফুল্লরা আইলে ঘরে নিদয়া জিজ্ঞাসে তারে
কহে রামা হাট-বিবরণ।
নিদয়ার আজ্ঞা ধ'রে ফুল্লরা রন্ধন করে
আগে ধর্ম্মকেতুর ভোজন॥ (১৪১ পৃষ্ঠা)

* * * *

খাওয়ায় ফুল্লরা বধূ খীর খণ্ড দধি মধু
নিদয়ার সফল জীবন॥ (১৪১ পৃঃ)

যখন শ্বশুর-শাশুড়ী কাশীবাস করিতে গেল তখন ফুল্লরাও কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল।

মৃগয়া করিয়া স্বামী ঘরে আসিতেছে—

দূরে থাকি ফুলরা বিরের পায়্যা সাড়া।
সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া॥
মোকা নারিকেলেতে পুরিয়া দিল জল।
ঝাঁটী জল দিয়া কৈলা ভোজনের স্থল॥ (১৪৪ পৃষ্ঠা)

কেবল একদিন স্বামীকে মৃগয়া হইতে শূন্য হাতে ফিরিতে দেখিয়া ফুল্লরা অন্ন-চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল ও আর একদিন চণ্ডীকে ভাগাইবার জন্য বারমাস্যার দুঃখ শুনাইতে নিজের অদৃষ্ট মন্দ ভাবিয়া খেদ করিয়াছিল, পার্ব্বতী চণ্ডীকে দেখিয়া স্বামীকে হারাইবার ভয়ে স্বামীকে সন্দেহ করিয়াছিল। ফুল্লরা ছিল সতী স্ত্রী, সে যেমন নিজে স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত, স্বামীও তেমনি তাহার প্রতি অনুরক্ত থাকুক এই কামনা হইতেই তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়াছিল। সে চণ্ডীকে যত সতীর কাহিনী শুনাইয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যায় ফুল্লরা সতীধর্ম্মকে কি চক্ষে দেখিত।

এই সময়কার "এক দিকে ফুল্লরার সরল প্রেমপূর্ণ ভয়, অপর দিকে কালকেতুর নির্ম্মল অমার্জ্জিত চরিত্রে বৃথা সন্দেহজনিত ক্রোধ—দুইটি বিপরীত ভাবের উদ্দাম

অভিনয় চিত্রকরের যোগ্য নিপুণতার সহিত অঙ্কিত রহিয়াছে।"—(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

ফুল্লরা বড় সাবধানী নির্লোভ মেয়ে।

য়েত বলি বীর-হস্তে দিলান অঙ্গুরী।
লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী॥
য়েকটী অঙ্গুরীতে হবেক কত কাম।
সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম॥ (২১৩ পৃঃ)

ফুল্লরা স্বামীর মঙ্গলের জন্য সতত চিন্তিত। কলিঙ্গের সেনা পরাজিত হইয়াও ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া তাহার রামায়ণে বালী-সুগ্রীবের রণের সময় তারার কথা মনে পড়িল। সে স্বামীকে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল—

ফুল্লরার কথা রাখ কথকাল জীয়া থাক
না চলিহ রাজার সমরে। (৩০৬ পৃঃ)

ভাঁড়ুদত্ত যখন ছলনা করিল তখন সরলা ফুল্লরা স্বামীর মঙ্গল-চিন্তায় স্বামীর ধরা পড়িবার কারণ হইল—

ঠকের মধুর বাণী য়েক চিত্তে রামা সুনী
ধান্যঘরে দিলা বিলোচন। (৩১০ পৃঃ)

যখন কোটাল কালকেতুকে বন্দী করিল, তখন ফুল্লরার কাকুতি বড় মর্ম্মস্পর্শী—

না মার না মার বীরে নিদইয়া কোটাল।
গলার ছিঁড়িয়া দিব সতেশ্বরী হার॥ (৩১৩ পৃঃ)
* *
গো মহিষ ধান্যে লহ অমূল্য ভাণ্ডার।
নফর করিয়া রাখ স্বামীরে আমার॥ (৩১৪ পৃঃ)

স্বামীর প্রাণটিই ফুল্লরার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্, স্বামীর পৌরুষ নয়, মর্য্যাদা নয়—স্বামী নফর হইয়াও বাঁচিয়া থাকিলে সে সুখী। সে স্বামীকে পাইলে আবার বনে বনে ব্যাধ-জীবন যাপন করিতেও প্রস্তুত আছে।

পিতা হৈয়া দোঁহাকার রাখি জাহ প্রাণ।
দিয়া কুলিতার ধনু তিন গোটা বাণ॥ (৩১৪ পৃঃ)

যদি তাহার স্বামীকে মুক্তি দেওয়া না হয়,—

নিশ্চয় রধিবে যদি বীরের পরাণ।
এক অসি-ঘায়ে আগে ফুল্লরারে হান॥

তবে সে করিহ মোর প্রাণনাথে দণ্ড।
পিতৃপুণ্যে আমারে সাজিয়া দেহ কুণ্ড॥ (৩১৪ পৃষ্ঠা)

তার পর কালকেতু যখন মুক্তি পাইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল—

ফুল্লরা সম্ভ্রমে আসী পতির বদনশশী
দেখিয়া ভাসে আনন্দ-সাগরে। (৩১৮ পৃঃ)

ফুল্লরা একেবারে নিছক বাঙালী ঘরের সাধারণ মেয়ে, সে গুরুজনে ভক্তিমতী, স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী, কিন্তু বীরের সহধর্ম্মিণী হইবার যোগ্যতা তাহার নাই। তাই যখন সে রাণী তখন তাহার সঙ্গে আমাদের আর সাক্ষাৎ ঘটে না।

মুরারি শীল

মুরারি শীলের উল্লেখ খুব অল্প থাকিলেও তাহার চরিত্রটি মন্দ ফোটে নাই। সে এত ধনী যে,—

দশ দণ্ডে হেমথালে করিয়া ভোজন।
খাটে নিদ্রা যায় বাণ্যা বিনোদ শয়ন॥
(২১৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

তথাপি "বেনে বড় দুঃশীল"—

পাইয়া বীরের সাড়া প্রবেশে ভিতর বেড়া
মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি। (২১৬ পৃঃ)

তাহার স্ত্রীও তেমনি শঠ, দেড় পয়সা ধার শোধ করিবার ভয়ে মিথ্যা করিয়া বলিল—

শকালে তোমার খুড়া গিয়াছে খাতক-পাড়া
কালী শে পাবে মাংশের ধার॥ (২১৭ পৃঃ)

কিন্তু যেই শুনিল কালকেতু বলিল, "অঙ্গুরী ভাঙ্গায়্যা লব কড়ি" (২১৭ পৃঃ) অমনি—

পাইয়া ধনের বাস আসীতে বীরের পাশ
ধায় বাণ্যা খিড়্‌কির পথে। (২১৭ পৃঃ)

সে যে বাস্তবিক বাড়ী ছিল না, খাতক-পাড়ায় তাগাদা করিয়া ফিরিতেছে, ইহাই দেখাইবার জন্য "সাপড়ি তরাজু লয়্যা হাথে" পায়ে ধূলা মাখিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সে কালকেতুর অঙ্গুরী দেখিয়া বলিল—

সোণা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জ্বল॥

(২১৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

সে আংটি ওজন করিয়া পিতলের দর কষিয়া আংটির দর করিল সওয়া আট আনা ও তাহাতে যোগ দিল আগের ধার দেড় পয়সা।

এই সামান্য পয়সাও সে নগদ দিতে কাতর হইয়া প্রস্তাব করিল—

চালু খুদ কিছু লহ কিছু কড়ি দিল। (২১৮ পৃঃ)

কালকেতু এই কথায় স্বীকার না করাতে তাহাকে আশ্বাস দিয়া—

বাণ্যা বলে দরে বাড়াইল পঞ্চবট।
আমা সঙ্গে সদা কৈলে না পাবে কপট॥ (২১৮ পৃঃ)

কিন্তু চণ্ডীর আদেশ-বাণী শুনিয়া কৃপণ বেচারা কালকেতুকে বলিল—

"এতক্ষণ পরিহাস করিল তোমারে" (২১৮ পৃঃ)

এবং বাধ্য হইয়া—

থলি হৈতে হারে মাপি দিল তার টাকা
অকপটে দিল ধন করি লেখা জোখা॥

এই মুরারি শীল প্রত্যেক দেশের লোভী বেণের প্রতীক বা type. য়ুরোপীয় সাহিত্যের শাইলক ও বঙ্গসাহিত্যের মুরারি শীল একই গোত্রের জ্ঞাতি।

বারমাস্যা, চৌতিশা ও পাকপ্রণালী

প্রাচীন কাব্যে বারোমাসের সুখদুঃখের বর্ণনা করিয়া 'বারমাস্যা' লেখা ও দেবতার স্তুতিতে ক্রমান্বয়ে বর্ণমালার চৌতিশ অক্ষর আদিতে বসাইয়া শব্দ যোজনা করিয়া 'চৌতিশা' লেখা একটা সাহিত্যিক প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যেখানে সেখানে এই বারমাস্যা ও চৌতিশা দেখিতে পাওয়া যায়।

"রাশি রাশি বারমাস্যার সঙ্গে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের ঘাটে পথে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি।"—(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

এই-সব বারমাস্যা ও চৌতিশা পূর্ব্বানুবৃত্তি অনুকৃতি পুনরুক্তি প্রভৃতি দোষে দুষ্ট।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে আমরা চারটি বারমাস্যা পাই,—ফুল্লরার বারমাস্যা, খুল্লনার

দুইটি বারমাস্যা এবং সুশীলার বারমাস্যা। ফুল্লরার ও খুল্লনার বারমাস্যা দুঃখময়। সুশীলার বারমাস্যা সুখের তালিকায় পূর্ণ।

এই কাব্যে চৌতিশা আছে তিনটি। কালকেতু বন্দী হইয়া চণ্ডীর চৌতিশা স্তুতি করিয়াছিল; শ্রীমন্ত বন্দী হইলে চৌতিশা স্তুতি করে দুইবার। এই চৌতিশা স্তুতিতে কৃতিত্ব কিছুই নাই—ছেলেমানুষী যথেষ্ট আছে। বৌদ্ধ পূজা-পদ্ধতির সময় যে-সব তিব্বতী প্রভৃতি বিদেশী বাক্য উচ্চারিত হইত তাহা পরবর্ত্তী কালে দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিতেছিল; সেইজন্য সেগুলি ধারণ করিয়া রক্ষা করিবার জন্য সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং সেই-সব পুঁথি ধারণী নামে পরিচিত হয়। ধারণীর মন্ত্র যখন একেবারে দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল, তখন দীর্ঘ মন্ত্রের স্থানে বীজমন্ত্র অর্থাৎ সংক্ষেপ মন্ত্র প্রচলিত হইল; সেই সংক্ষেপ বীজমন্ত্র অষ্টাদশাক্ষর হইতে কমিয়া কমিয়া একাক্ষরে পরিণত হইতেও বিলম্ব হইল না। তখন লোকের বিশ্বাস হইল শব্দশক্তির উপর। দেবতারা মন্ত্রবশ; কিন্তু কোন্ শব্দের বশ তাহা তো ঠিক করিয়া বলা যায় না; অতএব বর্ণমালার সমস্ত অক্ষরই পর পর আওড়াইয়া যাওয়া দেবতা ধরিবার ফাঁদ হইল—কোনও না কোনও অক্ষরে দেবতা আটক পড়িবেই, তাহার ফস্কাইবার বা পাশ কাটাইবার জো কিছুতেই থাকিবে না। এইরূপে চৌতিশা স্তুতির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

কোনও এক উপলক্ষে পাকপ্রণালীর লম্বা লম্বা ফর্দ্দ দেওয়া প্রাচীন কবিদের আর-এক রীতি ছিল।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে তৎকালের পরিচয়

দেশের অবস্থা।—দেশের অধিকাংশই তখন জঙ্গলে আবৃত ছিল, অরণ্যচারী মৃগয়াজীবী লোকদের বন্যজন্তুর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া বাস করিতে হইত, এইজন্য কালকেতুর সঙ্গে পশুগণের যুদ্ধের বিবরণ দেখা যায়। এরূপ বিবরণ অন্যান্য কাব্যেও আছে—রায়মঙ্গলে মোল্লাদিগের সঙ্গে ব্যাঘ্রের যুদ্ধ, ধর্ম্মমঙ্গলে লাউসেনের সঙ্গে ব্যাঘ্রের যুদ্ধ, মনসামঙ্গলে সাপের সঙ্গে চাঁদসদাগরের যুদ্ধ।

"বঙ্গদেশ যখন নীলসমুদ্রগর্ভে বিচ্ছিন্ন দ্বীপপুঞ্জের সমষ্টি ছিল, এবং আর্য্যগণ যখন এই রাজ্যে প্রথম বসতি স্থাপন করেন, তখন সর্প ও ব্যাঘ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের এই বনপ্রদেশ অধিকার করিতে হইয়াছিল। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ব্যাঘ্রাদির সঙ্গে যুদ্ধ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়।"—(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

অরণ্যচারী ব্যাধজাতিরা এক এক সময় হঠাৎ পরাক্রান্ত হইয়া বন কাটাইয়া নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিত, এবং এইজন্য পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত রাজার সঙ্গে বিরোধ বাধিত। নূতন রাজা প্রবল হইলে পুরাতন রাজা নূতনকে স্বীকার করিয়া বিরোধ ভঞ্জন করিতে বাধ্য হইত।

তখন দেশে যাহারা বড়লোক তাহাদের অবস্থা অতিশয় অনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন ন্যায় ধর্ম্ম অধিকার সম্মানিত হইত না. তখন 'জোর যার মুলুক তার', আজ যে রাজা কাল সে পথের ভিখারী; আজ যে নিঃস্ব, কাল সে রাজস্ব আদায় করিতেছে। এক রাজা অপরকে রাজ্যচ্যুত করিতেছিল; হিন্দুরাজ্য পাঠানেরা লুণ্ঠন করিতেছিল, পাঠান মোগলের আক্রমণে বিতাড়িত হইতেছিল। এই অত্যাচারের আবর্ত্তে পড়িয়া সাধারণ লোকেরও পরিত্রাণের উপায় ছিল না; মুকুন্দরামের ন্যায় সাধারণ লোকেরও ভিটা ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল। তাই তিনি কালকেতুর হাতে পশুদের মার খাওয়াইয়া ভালুক ও হাতীকে দিয়া দুঃখ প্রকাশ করাইয়াছেন।—

উই চারা খাই পশু নামেতে ভল্লুক।
নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক॥ (১৫৬ পৃষ্ঠা)

এবং

বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর।
লুকাইতে নাহি ঠাঁই বীরের গোচর॥
কি করিব কোথা যাব, কোথা গেলে তরি।
আপনার দন্ত দুটা আপনার বৈরি॥ (১৫৭ পৃষ্ঠা)

অথবা—

হৈলাঙ ভুবনে অরি আপনার মাংশে॥ (১৫৭ পৃষ্ঠা)

দেশের সর্ব্বত্র তখন শক্তির অত্যাচার চলিতেছিল, এজন্য শক্তিময়ী চণ্ডীর খামখেয়ালী লীলা দেশের মধ্যে প্রচারিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল।

সামাজিক রীতিনীতি

জন্ম বিবাহ ও শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নানাবিধ অনুষ্ঠান হইত। গর্ভিণীদের নানাবিধ দ্রব্য খাইবার সাধ হইত—নিদয়া ও খুল্লনার কথায় আমরা তাহা জানিতে পারি। গর্ভিণীরা মৃত্তিকা ভক্ষণ করিত; পাঁচমাস, সাতমাস ও নয়মাসে গর্ভিণীর দোহদ-সংস্কার করা হইত।—

সাত মাসে নব বাস দিল ধর্ম্মকেতু।

(১২৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

সপ্তমাসে বন্ধুজনা দিল নানা সাধ।
নয়মাসে নিদয়ারে সাধ দেয় ব্যাধ।

(১২৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

সুপ্রসবের জন্য গর্ভিণী জলপড়া (১২৯ পৃষ্ঠা) অথবা ঔষধ সেবন করিত। (১২৯ পৃষ্ঠা)

সন্তান জন্মিলে "ডাল কাটি জ্বালে শিখী সূতিকাভবনে" (বঃ সং ৪৫ পৃষ্ঠা) অথবা "চালের ফেড়িয়া খড় জ্বালিল আঁতাড়" (৭০৩ পৃষ্ঠা) এবং "হুলাহুলি দিয়া কৈলা নাভির ছেদন" (৩৫৬ পৃষ্ঠা)। "সঘনে হুলুই পড়ে নাভির ছেদনে।" (বঃ সং ৪৫ পৃষ্ঠা) "গোমুণ্ড স্থাপিয়া দ্বারে পূজে ষষ্ঠী বুড়ি" (৭০৩ পৃষ্ঠা), "গোমুণ্ডে দুয়ারে স্থাপিল ষষ্ঠী বুড়ি" (৩৫৬ পৃষ্ঠা), "দ্বারে স্থাপিল ষষ্ঠী পূজিল গোমুড়ি" (৭০৪ পৃষ্ঠা) এবং সেই ষষ্ঠীর কাছে সন্তানের মঙ্গলকামনায় "পূজা করি ধর্ম্মকেতু তারে বর মাগে।" পাছে কুলোকের বা ভূতপ্রেতের নজর লাগে এজন্য "দুয়ারে বান্ধিল জাল বেত্র উপানদ" (৭০৪ পৃষ্ঠা), প্রসূতির "তিন দিনে কৈল তার সুপথ্য পাচন" (১০৩ এবং ৭০৪ পৃষ্ঠা) ; "পাঁচ দিনে পাঁচোটে পাউস বিসর্জ্জন" (বঃ সং ৪৫ পৃষ্ঠা) দেওয়া হইত ; "ষাট্যারা করিল ব্যাধ রজনী জাগিয়া" (১৩০ পৃষ্ঠা), "ছয়দিনে কৈল ষষ্ঠীপূজা জাগরণ", (৭০৪ পৃষ্ঠা), "সপ্তম দিনে সপ্ত ঋষি করি আরাধনা" (৭০৪ পৃষ্ঠা), "অষ্ট দিনে অষ্ট কলাই" (১৩০ ও ৭০৪ পৃষ্ঠা) এবং "নত্তা কৈল নয় দিনে সুত-শুভ-হেতু" (১৩০ পৃষ্ঠা)। আঁতুড় থেকে ছেলে ও প্রসূতি হয় একুশ দিনে, নয় এক মাসে বাহির হইত, এবং সেদিন আবার ষষ্ঠীপূজা করা হইত। (১৩০ ও ৭০৪ পৃষ্ঠা)

"ষষ্ঠীপূজা কৈল তার একুশ দিবসে" (৭০৪ পৃষ্ঠা), "একুইশা কৈল তার একুশ দিবসে" (৭০৪ পৃষ্ঠা) ; এবং ষষ্ঠীপূজা য়েকত্রীশা (য়েকএীশা ?) কৈলা য়েকমাসে (১৩০ পৃষ্ঠা)।

নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এই ষষ্ঠীপূজায় বলি দিত—

পূজা করি সোমাই ওঝা দিল বলিদান।
দক্ষিণে ঘোড়ারু দিল বামে ঢোলকান॥ (১৩০ পৃষ্ঠা)

ছেলের বয়স—

চারি পাঁচ মাস গেল ছয়ে পরবেশ।
ভোজন করাল্য বলী দিয়া ছাগ মেষ॥ (১৩০ পৃষ্ঠা)

ছেলেদের নাম রাখিবার জন্য গণকদের ডাকা হইত—"গণক আনীঞা নাম থুইল কালকেতু।" (১৩০ পৃষ্ঠা)

দুর্ব্বলা গণকগণে প্রভাতে ডাকিয়া আনে
লিখে তারা শিশুর জয়াতি। (৭০৬ পৃষ্ঠা)

ছেলের "পঞ্চম বরষে কৈল শ্রবণ-ভেদন" (১৩১ পৃষ্ঠা) এবং মেয়েরও "করিল শ্রবণ-বেধ পঞ্চম বরষে" (৭১৭ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)।

ছেলেকে ঘুমপাড়ানী গান গাহিয়া ঘুম পাড়াইত। কবিকঙ্কণের ঘুমপাড়ানী গানে একদিকে বাৎসল্য-রসের ও অপরদিকে কবিত্বের সমাবেশ মনকে মুগ্ধ—পুলকিত করে।

বিবাহের জন্য ছেলেমেয়ের মা-বাপই চেষ্টা করিত, এবং পাত্রপাত্রী-নির্ব্বাচনের জন্য পুরোহিতকেই ঘটকালি করিতে নিযুক্ত করিত—

শোমাঞি ওঝার সনে বসিয়া বিরলে।
চরণে ধরিয়া ধর্ম্মকেতু কিছু বলে॥
সাত সাত পুরুষের তুমি পুরোহিত।
দেবের সমান বুঝি তোমার ইঙ্গিত॥
পুত্রের বিবাহ হেতু করি অভিলাষ।
কিরাত-নগরে কন্যা করহ তল্লাস॥ (১৩৪ পৃষ্ঠা)
জনাই পণ্ডিত সনে করিয়া বিচার।
ধনপতি বলে—সম্বন্ধ করিয়া কর আমার উদ্ধার॥ (বঃ সং ১১৬ পৃষ্ঠা)

কন্যাবিবাহে কন্যার পিতামাতার লক্ষ্য হইত—

কুলে শীলে হীনদোষ হয় যেই জন।
সেইখানে দিব কন্যা করি সমর্পণ॥ (৩৫৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

মনুষ্য-সমাজের রীতির প্রতিচ্ছায়া দেবসমাজেও গিয়া পড়িয়াছিল—

হিমালয় অনুদিন চিন্তিত অন্তর।
কুলশীল রূপবান নিরুপম স্বসমান
কোথা পাব কন্যাযোগ্য বর॥
অকুলীনে দিলে সুতা সভামাঝে হেঁট মাথা
বংশে বংশে থাকিবে গঞ্জন।
মনে নাহি পরিতোষ লোকে ঘোষে অপযশ
বড় ভাগ্যে পাই কুলজন॥

বিদ্যা-নিবেশিত মন যদি বা কুলিন জন
সদাচারী বিনয়ে ভুষিত। (৫৮ পৃষ্ঠা)

তখন ব্রাহ্মণ-সমাজে বল্লালসেনের কুলীনত্ব খুব প্রবল ছিল, এবং তাহার কুফলও সমাজে খুব দেখা যাইত; তাই শ্রীমন্ত তাহার অধ্যাপককে খোঁটা দিয়া বলিয়াছিল—

"ব্রাহ্মণের পারা নহ বল্লাল সানিঞা॥" (৭২৩ পৃষ্ঠা)

ছেলেমেয়েদের অল্প বয়সেই বিবাহ হইত। মেয়েদের বারো বৎসর বয়স হইলেই বিবাহের তাড়া পড়িত—

বার বৎসরের সুতা তোর ঘরে অবস্থিতা
কেমতে আছহ সুস্থমতি? (৩৬৭ পৃষ্ঠা)

এবং ছেলেদের ২৫ বৎসরেও বিবাহ না হওয়া একটা অস্বাভাবিক অসাধারণ ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইত—

ভাঁড়ুর এক ভাই ছিল, নাম তার শিবা।
পঁচিশ বৎসরের হৈল নাহি হয় বিভা॥

আবার বিলম্বে কন্যাদানের যৌক্তিকতাও সমাজে আলোচিত হইত—

ধন জন যত ঘর আনিয়া প্রথম বর
বিলম্বে করিব কন্যাদান।
তুমি পাবে দানফল কন্যা পাব কুতূহল
লোকে পাব অতুল সম্মান॥ (৩৭২ পৃষ্ঠা)

কালকেতু ও ফুল্লরার বিবাহ কৈশোরেই হইয়াছিল। লীলাবতীও বলিয়াছিল—

অলপ বয়স আমার প্রবেশ
ছয় সতীনের ঘরে। (৪৪৩ পৃষ্ঠা)

বর ও কন্যা উভয়কেই পণ দেওয়ার রীতি ছিল;—কালকেতুর বিবাহে তাহার শ্বশুর "তিনটা পাতন-কাণ্ড দিল জামাতারে" (১৩৬ পৃষ্ঠা) এবং কালকেতুর বাবা—"কন্যার দরশনী দিয়া ধরিলা নগণ" (১৩৬ পৃষ্ঠা)। এইরূপ রীতি কেবল নিম্নশ্রেণীতেই আবদ্ধ ছিল না; গন্ধবণিক জাতিরাও কন্যাপণ ও বরপণ দুইই লইত—

হিতাহিত মনে গণ নাহি লব কন্যাপণ
কেন ঝিয়ে করাব দুর্গতি।
পড়ি শুনি হৈলা শিশু ব্যয় করি নানা বসু
কন্যা দিবে দারুণ সতীনে॥ (৩৭১ পৃষ্ঠা)

পুরুষের একাধিক বিবাহ হইত উচ্চসমাজে, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে নহে,—ধর্ম্মকেতু সঞ্জয়কেতু কালকেতু প্রভৃতি ব্যাধের এক এক বিবাহ; কিন্তু ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের দুই দুই বিবাহ; ভাঁড়ুদত্তেরও দুই বিবাহ ছিল—"ঘোষ সে বসুর কন্যা, দুই নারী ঘরে ধন্যা।" (২৫৫ পৃষ্ঠা)

লীলাবতীর ছয় জন সপত্নী ছিল—

নাহি কৈল দয়া বাপে দিল বিয়া
দারুণ ছয় সতীনে। (৪৪৩ পৃষ্ঠা)

বিবাহের আগে পাত্র ও কন্যাপক্ষের লোকে কন্যা ও পাত্র দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বিবাহের সম্বন্ধ পাকা করিত—

ভক্ষ্য ভোজ্য কৈলা ব্যাধ বান্ধবের মেলা।
সঞ্জয় আনীঞা বীরে দিল বরমালা॥
তিনটা পাটন কাণ্ড দিল জামাতারে।
কোলাকোলী দুই বেয়াই সবে গেলা ঘরে॥
গোলাহাটে শোধ দিল দ্বাদশ কাহন।
কন্যার দরশনী দিয়া ধরিলা নগন॥
রবিবার, ত্রয়োদশী, তারকা রেবতী।
বিবাহে সঞ্জয়কেতু দিল অনুমতি॥ (১৩৬ পৃষ্ঠা)

এবং—

সম্বন্ধ প্রসঙ্গে সায় দিল রম্ভাবতি।
আমন্ত্রিয়া জামাতারে আনে লক্ষপতি॥ (৩৭২ পৃষ্ঠা)
দূরে থাকি রম্ভাবতি জামাতা নেহালে। (৩৭৩ পৃষ্ঠা)

বিবাহের পূর্ব্বদিন নিরামিষ আহার করা বিধি ছিল।

কালি বিভা করিবে সুশীলা রূপবতী।
নিরামিষ্য করি আজি থাকহ নিয়মে॥ (৯০২ পৃষ্ঠা)

পূর্ব্বের রাক্ষস বিবাহের অনুকরণে—

দুই দলে মিলামিলি গলাগলি চুলাচুলি
বরযাত্রী দেউড়ি না ছাড়ে।
ধূলাতে ডেলাতে বৃষ্টি মেলিতে না পারে দৃষ্টি
দুই দলে খুনাখুনি পড়ে॥ (৩৯৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

ছান্দনা-তলায় বিবাহ বৈদিক পদ্ধতিতে হইত ; বিবাহের পূর্ব্বে মেয়েরা জল সাধিত ও "স্ত্রী-আচার" করিত ; বিবাহমণ্ডপে—

"পাতিয়া মন্থন-ষষ্টি সভাজন কৈল ষষ্ঠী।"

স্ত্রী-আচার অনুসারে জামাইকে কন্যাবশ করিবার জন্য নানাবিধ তুক্‌তাক্ মন্ত্র ঔষধ প্রয়োগ করা হইত—

কেহ আগালিয়া বীরে গুড়-চাউলী মারে
গুয়া কাটায় হৈল গণ্ডগোল।

"চৌদিকে দিয়ড়ি জলে," "নিছিয়া ফেলিল পান।"

বর সুতা দিয়া মাপে বরের অধর।
তেন মত মাপে আর দুইখানি কর॥
সেই সুতা বান্ধি থুইল খুল্লনার কানে।
সাধু রব খুল্লনার নিগড়-বন্ধনে॥

(৩৯৯ ও ৪০০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

আনিল আইয়োর সুতা নাটাই সহিত।
সাত ফের ফেরাইয়া করিয়া বেষ্টিত॥
সেই সুতা বান্ধি রাথে খুল্লনা-অঞ্চলে।
গালি দিলে সাধু যেন মুখ নাহি তোলে॥

(৪০০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

মেয়েকে পিঁড়িতে চড়াইয়া তাহাকে অপরে বহন করিয়া বর প্রদক্ষিণ করাইত ও শুভদৃষ্টি করাইত—

"পাট চড়ি রূপবতী প্রদক্ষিণ করে পতি"

(৩৯৮ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

"শুভক্ষণে দুইজনে চাহনি" (৯২৬ পৃষ্ঠা)।

তাহার পর গাঁটছড়া বাঁধা হইত—"দ্বিজে বান্ধে গ্রন্থছড়া।" (৯২৬ পৃষ্ঠা) বিবাহের সময় শাশুড়ী জামাতার চরণে দধি ঢালিয়া দিত। (৭২ পৃষ্ঠা)

বিবাহের পর ফুলশয্যা বিবাহের রাত্রিতেই হইত—"রাত্রি গেল কুসুম-শয্যায়" (৯২৬ পৃষ্ঠা), "ফুলঘরে শয়ন নৃপতি-কন্যা কোলে" (৯২৬ পৃষ্ঠা), "রাত্রি গেল কুসুম-শয্যায়।" (৯৭৮ পৃষ্ঠা)

পরদিন প্রভাতে বর ফুলশয্যা হইতে উঠিলে—"শয্যাতোলা কড়ি মাঙ্গে পরিহাসী জনে।" (৪০০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ) খুল্লনা ও সুশীলার শ্বশুরালয়ে যাত্রার বিদায়-দৃশ্য বাঙালীর ঘরের করুণ ছবি—যাহা উমা-মেনকার উপাখ্যানে দেবভাবে উন্নীত হইয়া উঠিয়াছে।

সপত্নীকে স্বামীর চক্ষুশূল করিয়া নিজে স্বামীর প্রিয় হইবার জন্য স্ত্রীলোকেরা ঔষধ সাধিত—

লহনা ঔষধ করে লীলার সংহতি।
সতিনীরে বঞ্চিয়া ভুঞ্জিবে নিজপতি॥ (বঃ সং ১৩৬ পৃষ্ঠা)

কোনো স্ত্রীলোকের অপবাদ রটিলে জ্ঞাতিরা তাহার স্বামীকে একঘরে করিত, এবং হয় অর্থদণ্ড দিতে হইত, নয় সেই স্ত্রীলোককে কঠিন কঠিন পরীক্ষা দিয়া নিজের সতীত্ব প্রমাণ করিতে হইত। কিন্তু জ্ঞাতিরা ক্রমাগত সেই-সব পরীক্ষার ছল ধরিয়া টাকা আদায় করিবারই চেষ্টা করিত—

কহেন মাধব চন্দ এ সব কপটবন্দ
ভারিলে অনল হয় জল।
তঙ্কা দেহ এক লাখ ঘুচাই মনের পাক
পরীক্ষায় নাই ফলাফল॥ (৫৯২ পৃষ্ঠা)

বিবাহে যে-সমস্ত লোক বরযাত্রী হইয়া আসিত, কন্যাপক্ষ উপহার দিয়া তাহাদেরও সম্মান করিত এবং তাহাদের পরিতোষ করিয়া ভোজ দেওয়া হইত—

চিন্তাযুক্ত ধর্ম্মকেতু কুটুম্বভোজন হেতু
বেহাইরে মাগিল বিদায়॥
বেহাইর চরণে পড়ি ব্যবহার কৈল বড়ি
সাতনলা আঠাজাল ফান্দে।
* * * *
ইষ্ট কুটুম্ব আদি সঞ্জয়ের যত জ্ঞাতি
অভিলাষ পূরিল কৌতুকে। (১৩৯ পৃষ্ঠা)

বরপক্ষ হইতেও বরযাত্রীদের উপহার দেওয়া হইত—

যত বন্ধুজন সাধু করি নিমন্ত্রণ।
ব্যবহার দিল সাধু বসন কাঞ্চন॥
(৪০২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

বিবাহ করিয়া বর বধূকে লইয়া বাড়ীতে ফিরিলে শাশুড়ী—

"পুত্রবধূ উরথি নিলেক নিকেতন।"

(৯৮২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

এবং যে-সব এয়ো বরণ করিতে আসে সেই-সব "আয়্যগণে সদাগর দিলেন ভূষণ।"

স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী সহমরণে যাইত। সেই সময় বিধবাবেশে—

আলাইলা সুকবরি আভরণ ত্যাগ করি
সঘনে নাড়য়ে আম্রডাল। (১২১ পৃষ্ঠা)

অথবা সধবাবেশে—

সিন্দুর সকল ভালে চিরুণী কুন্তলজালে
করে আম্রডাল রূপবতি। (৬৩ পৃষ্ঠা)

"অনুমৃতা হৈতে যায় তার নারীগণ।" (৩৩৫ পৃষ্ঠা)

পিতৃ-বিয়োগে এক বৎসর কালাশৌচ হইত; বৎসরান্তে সপিণ্ডন শ্রাদ্ধ করা হইত—

"বৎসরেক যবে যায় তবে শুচি মোর কায়।" (৮৯৪ পৃষ্ঠা)

শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সমারোহ-কর্ম্মে নিমন্ত্রিত জ্ঞাতিদের মালাচন্দন দিয়া সম্বর্দ্ধনা করা রীতি ছিল। যিনি কুলে শীলে শ্রেষ্ঠ তিনিই প্রথম মালাচন্দন পাইতেন। এই মালাচন্দন ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ-নির্ব্বাচনে মহা দ্বন্দ্ব ও কুৎসার আলোচনা হইত।

কেউ বাড়ীতে আসিলে তাহাকে পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক আসন ও পিঁড়ি বা ভোট কম্বল দিত (৫৬৮-৫৬৯ পৃষ্ঠা)।—"বসিতে আসন দিল চৌখণ্ডিয়া পিঁড়ি।" এই পিঁড়ি গাম্ভারী কাঠে অথবা চন্দনকাঠে তৈরী হইত—"চন্দন চৌখুরী দিল ঝারি কণ্ঠমালা।" (৬০৯ পৃষ্ঠা)

"বসিল পণ্ডিতঘটা সগোল্লাদ পামরী কম্বলে।" (৫৭০ পৃষ্ঠা)

"মস্তকের পাগ দিল, গায়ের পাছড়া।"

কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে সঙ্গে "লইয়া সেওাতি ভেট যাও তুমি তথা" (১৭৫ পৃষ্ঠা); "সৈয়াড়ি ভেট" যাহার যেমন অবস্থা সে তেমন দিত। রাজদর্শনের সময়েও ভেট দিতে হইত। কেবল ব্রাহ্মণ দেখা করিতে আসিলে সে তো ভেট দিতই না, উল্টিয়া তাহাকে ভেট দিতে হইত।

ইহা শুনি দ্বিজবর করে অভিমান।
কোথা দিলা কন্যা বিভা না দিলা জানান॥

বসন দক্ষিণা যদি নাহি দিলা দান।
ব্যবহার ঘুচাল্যা সন্দেষ গুয়া পান॥ (৩৬৬ পৃষ্ঠা)

দুই সখীতে বা বন্ধুতে সাক্ষাৎ হইলে কোলাকুলি করিত—

সৈয়াড়ি ভেট দিয়া রামা কৈল নমস্কার।
দুই সই কোলাকোলি হৈল পুনর্ব্বার॥ (১৭৬ পৃষ্ঠা)

দুর্ব্বলার বাক্যে লীলা আইলা দড়বড়ি॥
দাসী সঙ্গে যায় রামা সাধুর ভবন। (৪৪০ পৃষ্ঠা)

দুই সইয়ে কোলাকুলি দোঁহে আলিঙ্গন।
লহনা করিল তার চরণ বন্দন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন।
কর্পূর তাম্বূল দিল নানা আয়োজন॥ (বঃ সং ১৩৫ পৃষ্ঠা)

কুলীনেরা অকুলীনের বাড়ীতে গেলে নিজেরা রাঁধিয়া খাইত—

গঙ্গার দুকূল পাশে জতেক কুলীন বসে
মোর ঘরে করনে ভোজন।
ঝারী বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া করি ব্যবহার
কেহ নাহি করয়ে রন্ধন॥ (২৫৬ পৃষ্ঠা)

কেউ পররাষ্ট্রে গেলে ঢোল পিটাইয়া জানান্ দিতে হইত ও কোটালকে ঘরদল অথবা পরদল তাহার প্রমাণ দিয়া তবে রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার মিলিত।

স্বামী স্ত্রীর উপর ক্রুদ্ধ হইলে পিঁড়ির বাড়ি মারিত (৭৪ পৃষ্ঠা) অথবা "নাকে দিত পদ।" "অপরাধে নাক কাটে" এমন স্বামীও ছিল।

আবার স্বামী স্ত্রৈণ হইলে table turned হইত, পিঁড়ি ঘুরিয়া স্ত্রীর হাত হইতে স্বামীর মাথাতেই পড়িত—

দেখিয়া স্বামীর দোষ উঠে গ পরম রোষ
করি পিড়ি পড্ডতি প্রহার। (৪৪৫ পৃষ্ঠা)

ঘরজামাই থাকিবার প্রথা ছিল—

ছি জাওাঞ্রী দশ চেড়ি, য়েই হেতু সাত বাড়ী। (২৫৬ পৃষ্ঠা)
ছয় জামাই ছয় চেড়ী। (২৫৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

দাসী বা ভাট পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করা হইত। হাটে ভাট কল্যাণ পাঠ করিয়া দক্ষিণা সংগ্রহ করিত।

গরিব লোকেরা খুঞার বসন পরিত। ধনীর গৃহিণীরা নেতের কাপড়, তসর, দোছুটি করিয়া পরিত, কাঁচুলি গায়ে দিত; কাঁচুলিতে নানাবিধ চিত্র অঙ্কিত বা সেলাই করা থাকিত। কোচের মেয়েরা পর্য্যন্ত—"পুরাতন দেখি হরে কাঁচলী অসম্বরে" (বঃ সং ২৭ পৃষ্ঠা), "মোহন কাঁচুলী পরে তাহার উপর।" (৫০৫ পৃষ্ঠা)

গুয়ামুটি বা কানড় ছাঁদে খোঁপা বাঁধিয়া পাটের জাদ ও জাল দিয়া কবরী ভূষিত করিত; খোঁপায় ফুল গোঁজা খুব প্রচলন ছিল—

"কবরী বাঁধিয়া দিল কুসুমের গাভা।"

(৫০১ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

"কবরী বান্ধিল বামা নাম গুয়ামুটি।"

(৫০৪ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

"দোছোট করিয়া পরে বায় হাথ ভুনি" খুব বিলাসিতার লক্ষণ। "দোছটি করিয়া পরে তসরের সাড়ী।" (৫০০ পৃষ্ঠা)

তখন প্রসাধন-সামগ্রী ছিল—

হরিদ্রা কুঙ্কুম তৈল আনিল দুর্ব্বলা।
খুল্লনার অঙ্গে দিয়া দুর কৈল মলা॥
আমলকী দিয়া কৈল কেশের মার্জ্জন।
অঙ্গে আরোপিল রামা ভূষণ চন্দন॥

'বাছিয়া পরিল মেঘডম্বরু কাপড়' (৫০৫ পৃষ্ঠা), পাটের শাড়ীর খুব চলন ছিল।

হরিদ্রা কুঙ্কুম লয়্যা ঘরে ঘরে বুলি চায়্যা
করিতে অঙ্গের মলা দুর। (৫০৭ পৃষ্ঠা)

স্নানের সময় নারায়ণ তৈল মাখা বিলাসিতা বলিয়া গণ্য হইত।

স্ত্রীলোকেরা "দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ" পরিত এবং নৃত্যগীত করিত।

সধবা মেয়েরা হাতে লোহা পরিত—'বাম হাতে নোয়া মাত্র রাখিল আইয়াত'। (৪৫৬ পৃষ্ঠা)

মেয়েরা জল আনিতে বাড়ীর বাহির হইত—

বহুড়ী জলেতে যায় আহড়ে থাকিয়া তায়
গাছে হৈতে ফেল্যা মারে ডেলা।

রমণীরা সকলেই রন্ধনে পটু হইত।

পুরুষেরা ধুতি পরিত, মাথায় পাগ বাঁধিত ; ধুতির কোঁচা লম্বা ঝুলিয়া মাটিতে পড়িলে সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া পরিচয় পাওয়া যাইত। পুরুষেরা বড় চুল রাখিত ; পায়ে জুতা সচরাচর পরিত না। শুইবার সময় পরিত—

চরণে পাউড়ি সাধু চলিলা শয়নে। (৫২০ পৃষ্ঠা)

কদাচিৎ গায়ে 'অঙ্গরাখি' পরিত। মাথায় পাগড়ী বা টোপর পরিত—

বসন-মণ্ডিত করি শিরে। (২২০ পৃষ্ঠা)
টোপর খসায়্যা ফেলে হরসিত মন। (৮০৯ পৃষ্ঠা)

শীত নিবারণের জন্য—"তুলি পাড়ি পাছুড়ি শীতের নিবারণ।" (৯৩৫ পৃষ্ঠা) তখন যে-সে "খাট্যায়া মুশরা জালী" শয়ন করিত। (৪৩৬ পৃষ্ঠা) "নারায়ণ তৈল দিয়া গায়", "তোলা জলে সিনান করায়" খুবই বিলাসিতা ছিল ; "বাটা ভরি বীড়া গুয়া, কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া, সুগন্ধি প্রসূন মদলেখা", "মুখে পান হাতে গুয়া" বড়মানুষীর লক্ষণ। সাঁপুড়া হড়পি পেটারী সিন্দুক দ্রব্যের আধার ছিল—"নানা ধন দিলা রাণী পেটারী সিন্দুক", "সাজিলা সিন্দুক পেড়ি দিলা ভারে ভার।" (৯৪৯ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত) গায়ে দিবার কাপড়কে খোসলা বলিত—"পরিবারে খুঞা দিবে উড়িতে খোসলা।" (৪৫০ পৃষ্ঠা) মেয়েরা "পরে দিব্য তুলাকোটি।"

নূতন প্রজা বসাইবার সময় "ধান্য গরু টাকা দিয়া করিবে সম্মান।" (২৫৩ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত) কাউকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হইলে "জনে জনে দিল গুয়াপান" (বঃ সং ৭৬ পৃষ্ঠা)। বাড়ী অধিকাংশই খড়ে ছাওয়া হইত। গ্রামে "বটতরু রাখিল ষষ্ঠীর ধাম" (২৩৭ পৃষ্ঠা) ও "অশ্বত্থ রাখিল মুল বান্ধিয়া।" (২৩৬ পৃষ্ঠা)

তখনো দেশে খিলান গাঁথা কেহই শিখে নাই। দরজার মাথায় ঝনকাঠের উপর "বাউটি পাথর" বসাইয়া দেয়াল গাঁথা হইত। (৪৪২ পৃষ্ঠা) শহরে "পাশানে রচিল নাছ বাট।" (২৩৮ পৃষ্ঠা)

গ্রামে নগরে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বাস করিত। তখনও গৌড় দেশ হইতে সুবর্ণবণিক ও স্বর্ণকারেরা রাঢ়ে আসে নাই।

রাঢ়, চোয়াড়, ব্যাধ প্রভৃতি জাতিদের লোকে অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচনা করিত—

"লোকে না পরশ করে সভে বলে রাঢ়।" (২১৫ পৃষ্ঠা)

তাহারা ধনী হইলেও তাহাদের সামাজিক মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইত না—

পুরোধা আমার কেবা হইবে ব্রাহ্মণ।
নীচে কি উত্তম হয় পাল্যে মহাধন॥ (২১৫ পৃষ্ঠা)

কিন্তু শাস্ত্রতত্ত্ব নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষের মধ্যেও প্রসারিত হইয়া তাহাদের ধর্ম্মে ও নীতিতে উন্নত করিয়াছিল।

কুমারেরাই তখন ইট গড়িত—

কাষ্ঠ আনি ভার বোঝা কুমারে পোড়ায় পাজ্যা
নানা ইট পোড়ে শাবধান। (২৩৯ পৃষ্ঠা)

তখন বিনিময় হইত বস্তুতে বস্তুতে; মূল্য নিরূপণ হইত কড়িতে; বেশী কার্‌বার হইলে টাকা বা তঙ্কা দেওয়া হইত।

জিনিস ভারে বহা হইত। বেশী ভারী হইলে শাড়ে বহা হইত।

মহিষের চামড়ার ঢাল হইত। গণ্ডারের খড়্গো ব্রাহ্মণ সজ্জন তর্পণের কুশী তৈরী করিত।

কারো নুন খাওয়া কৃতজ্ঞ থাকিবার কারণ বলিয়া গণ্য হইত। অথচ নুনের ব্যবসায় নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য ছিল।

রাজসভায়—

"পণ্ডিত পুরাণ পড়ে, স্তব করে ভাটে।
গায়কে গাইছে গীত, নর্ত্তকীরা নাটে॥"

রাজারা সেলামী, বাঁশগাড়ি, পার্ব্বণী, পঞ্চক, গুয়া, লোন, সানা ভাত, ধান-কাটি, কলম-কস্থর, ধান বেচা প্রভৃতি নানা বাবে প্রজার কাছে বাজে আদায় করিত। (২৫৪ পৃষ্ঠা) রাজার আদেশে সদাগরদের দ্রব্য আহরণের জন্য বাণিজ্যে যাইতে হইত; স্বেচ্ছায় বাণিজ্যে যাইবার জন্যও রাজার আদেশ লইতে হইত। কার্য্যসিদ্ধির জন্য রাজকর্ম্মচারীদের ঘুষ দিতে হইত; তাহাকে বলিত 'ধুতি খাওয়া' বা 'খতি খাওয়া'। সদাগরেরা তখন সাত ডিঙা লইয়া সমুদ্র দিয়া সিংহলে বাণিজ্য করিতে যাইত; তাহাতে তাহাদের জাত যাইত না; রাঢ়ের সদাগরদেরও বাঙাল মাঝি নিযুক্ত করিতে হইত। বাঙালদের কথার টান ও বক্রতা লইয়া রাঢ়ের লোকেরা তখনও ঠাট্টা করিত। বাণিজ্য-নৌকা জলে ডুবানো থাকিত। যাত্রার সময় ডুবারুরা জল সেঁচিয়া নৌকা তুলিত ও তাহাকে গাব-কষ দিয়া গাহানো হইত। রাজা

দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন। তখনও প্রাণদণ্ড, নির্ব্বাসন, মস্তকমুণ্ডন করিয়া ঘোলঢালা, পাঁচ চূড়া করা, মুখে চুনকালি দেওয়া শাস্তি ছিল। অভিযুক্তব্যক্তি "গলায় কুঠার বান্ধি মাগিল গোহারি।" রাজারা মুসলমান সেনাপতি রাখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী সৈন্য, তীর, ধনুক, তলোয়ার, বল্লম, বন্দুক, কামান লইয়া বর্ম্মাবৃত হইয়া ঢাল ধরিয়া যুদ্ধ করিত। শহরে কোটাল রাজ্যের সংবাদরাখিত; পররাষ্ট্রের সংবাদ আনিতে গুপ্তচরেরা সন্ন্যাসিবেশে ফিরিত। রাজ-কর্ম্মচারীরা হাটুরে লোক ও প্রজাদের উপর অত্যাচার করিয়া ঘুষ আদায় করিত। বাঙালী পাইক উড়া পাক খেলিয়া যুদ্ধ করিতে পটু ছিল। বাগ্দী, হাড়ি ও ডোম জাতের লোকেরা পাইক হইত—

নয় কাহন বাগ্দী উঠে যুদ্ধে তারা যম।
সাত কাহন হাড়ি পাইক, বার কাহন ডোম॥

লোক পাশা খেলিত, ফাউগা ডেলা খেলিত, ঝালি খেলিত, সাঁতার দিত, যুঝাড়িয়া ভেড়া পুষিয়া লড়াই দেখিত। মেয়ে-পুরুষের প্রধান ব্যসন ছিল পাশা খেলা। লোকে তর্ক সিদ্ধান্ত উপলক্ষ্য করিয়া বাজি রাখিত, পণ করিত।

কোথাও যাত্রা করিবার পূর্ব্বে পাঁজি দেখিয়া ও শাকুন শুভ লক্ষণ বিচার করিয়া যাইতে হইত। দৈবের ইঙ্গিতের উপর অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল। দৈবজ্ঞেরা হাটে পাঁজি শুনাইয়া বেশ দুপয়সা রোজ্গার করিত।

কবিকঙ্কণের সময় একদিকে রঘুনন্দনের স্মৃতির সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বঙ্গসমাজ আড়ষ্ট; অপর দিকে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের মুক্তির গানে উল্লসিত দেখা যায়। মালা-চন্দনের ঘোঁটে দেবীবরের প্রভাব ও শূদ্রের বেদপাঠে চৈতন্যদেবের প্রভাব স্পষ্ট হইয়া আছে।

তখনকার গহনা—চুড়ি, পাশুলি, কণ্ঠমালা, হার, হেম-মুকুলিকা, নূপুর, "সুবর্ণের কড়ি মাছি", কুলুপিয়া শঙ্খ,—তাহার নাম হইত শ্রীরাম লক্ষ্মণ, তাহাতে গালা দিয়া রং করা থাকিত—"সেই মত ছিল শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।" (৬০৪ পৃষ্ঠা) পায়ে নূপুর ও রজত পাশলি, গলায় গজমতি হার।

পুরিতে জাইয়ার সাধ কেনে তসরের জাদ
কেইয়া-পাতা মুকুতার বেড়ি।
অঙ্গদ কঙ্কণ বালা তম্বু সায়বানী দোলা
কুণ্ডল কিনিলা স্বর্ণযুতি। (২২৩ পৃষ্ঠা)

শিশুদের অলঙ্কার ছিল—

বিচিত্র কপাল-তটি, গলায় সুবর্ণ কাঁঠি,
কটিতটে শোভে আর কনক শিকলি।
পদযুগে মল বাঁকি করে ঝলমলি॥

(৭১০ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

তখনকার খাদ্য চিড়া, মুড়ি, খই; "কলাবড়া মুগসাউলী, ক্ষীরমোদনা, ক্ষীরপুলি, নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে;" ক্ষীর, ফেণী, দধি, কাঞ্জি।

দুগ্ধে গুড়ে তিলে মিশায়ে লাউ।
দধির সহিত খুদের জাউ॥
"চিড়া, চাঁপাকলা, দুধের সর," পায়স।

কই, চিংড়ী, পুঁটি, বোয়াল মাছ; নকুল, শজারু, গোধিকার শিকপোড়া; শিম, থোড়, ডুমুর, কাঁচকলা, কচু, বেগুন, শাক প্রভৃতির তরকারী; বড়া, বড়ি; "হংস-ডিমে কিছু তোল বড়া;" হরিণ ও ছাগলের মাংস; মুগ ও মসুর ডাল; "ভাজে চিথলের কোল, রোহিত মৎসের ঝোল।"

কিছু ভাজে রাইখড়া চিঙ্গুড়ের তোলে বড়া,
খরসোলা পুজী দশ তোলে।
করিয়া কণ্টকহীন আস্রে শকুল মীন
খর লোন দিয়া ঘন কাঠি॥ (৫১৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত)

রান্ধিল পাঁকাল ঝষ, দিয়া তেঁতুলের রস,
ক্ষীর রান্ধে জ্বাল করি ভাটি॥ (৫১৬ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

তরকারীর নাম ছিল—"ভাজা শুকুতা ঝোল ঘণ্ট সূপ।"

গাড়ু ঘটী ঘড়া শরা হাঁড়ি গাছ (জালা) প্রভৃতি পাত্র ব্যবহৃত হইত। তাম্বুল-সাঁপুড়া, ঝারি, খুরী, খোরা, পাথরা, থালা, বাটি, ডাবর।

"সুবর্ণের বাটীতে দুবলা দিল ঘি।" (৬০৮ পৃষ্ঠা)

নগর-পত্তন

ষোড়শ শতাব্দীতে নগরপত্তনের বিদ্যায় বাঙালী বোধ হয় খুব অগ্রসর হইয়াছিল। রাজা মানসিংহ বঙ্গের সুবাদার হইয়া আসিয়া ইহার পরিচয় পান; ও সুবাদারীর শেষে দিল্লীতে ফিরিয়া যাইবার সময় যশোহরনিবাসী বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য নামধেয় একজন নগরপত্তন-দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে লইয়া যান; এই বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য ও তাঁর পুত্র শ্রীধর জয়পুর শহর পত্তন করেন।

কলিঙ্গ রাজ্যে গুজরাট নগরের পত্তনেও বাঙালীর বাস্তুবিন্যাস-শৃঙ্খলার জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

বন কাটাইয়া নগরের plan প্রথমে ছকিয়া লইয়া এক এক জাতি বা সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বহুবিধ আবশ্যক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান করা হইয়াছিল। সেখানকার "পাষাণে রচিল নাছ বাট।" (২২৬ পৃষ্ঠার.অতিরিক্ত পাঠ) সাধারণের জন্য পাঠশালা, দেবালয়, নাটশালা, "অনাথ-মণ্ডপ অতিথশালা" এবং মুসলমানের জন্য—

পাছীমেতে শয় শয় তুলিল নমাজ গয়,
দলিজ মসিধ নানা ছন্দে।
সুধন্য কৌশল কলা তুলিলা রন্ধনশালা
বিবি চাখে বাঁদী জথা রান্ধে॥ (২৩৯ পৃষ্ঠা)

স্থায়ী বাসিন্দারা যেমন ঘরবাড়ী পাইয়াছিল, শহরে কার্য্য উপলক্ষ্যে আগন্তুক প্রবাসীদের অল্পদিনের আশ্রয় হোটেল বা সবাই প্রতিষ্ঠা করিতেও ভুল হয় নাই—

বাষাড়ি জনের তরে দিঘল মন্দির করে,
প্রবাসীজনের জথা মেলা। (২৩৯ পৃষ্ঠা)

"নানাদেশ হৈতে আস্যে পঢ়ুয়া বিদ্যার আশে" (২৬৩ পৃষ্ঠা)

প্রত্যেক গৃহস্থের জল পাইবার জন্য—"প্রতি বাড়ী কূপের সঞ্চয়।" (২৩৯ পৃষ্ঠা) এবং তা ছাড়াও শহরের মাঝে মাঝে জলাশয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। "বেরুনিয়া জল আনি বান্ধে নদীর পাণী।" (২৭৪ পৃষ্ঠা)

এই নূতন নগরে প্রথম আসিয়াছিল উৎসাহ-উদ্যম-সম্পন্ন মুসলমানেরা, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাহারা পশ্চিম দিক্‌কে তীর্থ মনে করে বলিয়া তাহারা

নগরের পশ্চিম দিকে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। তার পর যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ, বণিক্, নবশায়ক ও ইতর জাতির বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। গাঁই-চিহ্নিত ব্রাহ্মণ-বংশ, "গাঁই নাই গোত্র আছে" এমন সাতশতী ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র, গ্রামযাজী, ঘটক, গ্রহবিপ্র, বর্ণদ্বিজ, ভাট প্রভৃতি বহুবিধ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নগরে বাস করিতে আসে। "বর্ণদ্বিজগণ মঠপতি"—আগে যাহারা বৌদ্ধমঠের পুরোহিত ছিল তাহারাই পরে বর্ণ-ব্রাহ্মণ হয়; ব্রাহ্মণেরা অব্রাহ্মণদিগকে নিজেদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট কল্পনা করিয়া তাহাদের পৌরোহিত্য করিত না; কিন্তু সাম্যবাদী বৌদ্ধগণ সকল মানুষকে সকল বিষয়ে সমান অধিকারী স্থির করিয়া নিম্নস্তরের লোকদেরও পৌরোহিত্য করিত; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের পর যে-সব বৌদ্ধ রাজরোষ ও সামাজিক নির্য্যাতন হইতে আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পুরাপুরি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম স্বীকার করে তাহারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হয়, যাহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম স্বীকার করিয়াও ব্রাহ্মণেতর জাতির সংস্রব ত্যাগ করে নাই তাহারা বর্ণ-ব্রাহ্মণ হইয়া একটু হীন হয়, যাহারা বৌদ্ধধর্ম্ম এবং আচার লইয়া কেবল ব্রাহ্মণ্য ছদ্মবেশে হিন্দুসমাজে প্রবেশ করে তাহাদের মতের নম্রতা বা উগ্রতা অনুসারে তাহারা নবশাখ হইতে অনাচরণীয় জাতি বলিয়া গণ্য হয়। নেপালে ব্রাহ্মণদের কাছে বৌদ্ধরা এখনও অনাচরণীয় অস্পৃশ্য। সাধারণ গৃহস্থ বৌদ্ধ অপেক্ষা বৌদ্ধ পুরোহিতের উপর ব্রাহ্মণদের আক্রোশ বেশী দেখা যায়। এইজন্য বর্ণ-ব্রাহ্মণেরা নিকৃষ্ট হইয়া আছে। এককালে বৈদ্য, মৌলিক কায়স্থ, নবশাখ, বণিক্ ও কারিকর জাতিরা সবাই বৌদ্ধ ছিল। কেবল পঞ্চব্রাহ্মণ ও পঞ্চকায়স্থ হইতে সঞ্জাত কুলীনদের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মী বলা যায়, কিন্তু ইহারাও পরে বৌদ্ধ প্রভাবে অভিভূত হইয়া পড়ে। (See Introduction by H. P. Shastri to The Modern Buddhism by N. N. Vasu.)

ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-পাড়ায় সন্ন্যাসী বৈষ্ণব বাস করিয়াছিল, ইহারা সর্ব্বজাতি-বহির্ভূত সর্ব্বজাতি-বিমিশ্রিত সম্প্রদায় হইলেও ব্রাহ্মণতুল্য সম্মানার্হ ছিল দেখা যাইতেছে। এখনো সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণব ব্রাহ্মণতুল্য মর্য্যাদা পায়।

ক্ষত্রিয়গণ চন্দ্রবংশীয় ও সূর্য্যবংশীয় বলিয়া নিজেদের প্রচার করিত; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হইত। বৈদ্যগণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সমশ্রেণীর বলিয়া গণ্য ছিল বোধ হয়। বৈদ্যপাড়াতে অগ্রদানীরা বাস করিত।

"বৈদ্যকজনের পাশে অগ্রদানীগণ বৈসে।" (২৬৭ পৃষ্ঠা)

কায়স্থ তখন দুই শ্রেণীর ছিল—মৌলিক ও কুলীন; মৌলিক কায়স্থের আবার দুই থাক—"কোন জন সিদ্ধকুল, সাধ্য কেহ ধর্ম্মমূল।" (২৬৮ পৃষ্ঠা)

কায়স্থেরা সকলেই বেশ সভ্যভব্য বিদ্বান্ হইত—

প্রসন্ন সভারে বাণী লিখাপড়া সবে জানি
ভব্য জন নগরের শোভা। (২৬৮ পৃষ্ঠা)

নবশাখদের মধ্যে গোপ ছিল দুই শ্রেণীর—বণিক্ গোপ ও পল্লব গোপ। তেলী ছিল তিন শ্রেণীর—

"কেহ চাষী, কেহ ঘনা, কিনিয়া বিচয়ে কেহ তেল।" (২৬৯ পৃষ্ঠা)

তেলী ও তিলি পৃথক হইয়া তিলি শ্রেষ্ঠ জলচল ও তেলী নিকৃষ্ট জল-অনাচরণীয় তখনো হইয়া উঠে নাই বোধ হয়। আগরী নবশাখের তুল্য গণ্য হইয়া একই পাড়ায় বাস করিত। গন্ধবেণে, শঙ্খবেণে, সুবর্ণবণিক, কাঁসারি, সেক্‌রা, প্রভৃতি জাতি তখন সমশ্রেণীর বলিয়াই গণ্য ছিল। শরাক জৈন শ্রাবক, যাহারা গৃহস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা—"জীবজন্তু নাহি হিংসে, সর্ব্বস্থানে তার নিরামিষ্য।" (২৬৯ পৃষ্ঠা) ইতরজাতি বলিয়া গণ্য হইত—"দুই জাতি দাস" বা কৈবর্ত্ত, কলু, বাইতি, বাগ্দি, মাছুয়া, কোচ, ধোবা, দরজী, শিউলী, ছুতার, পাটনি, ভাট, চৌদুলি, চুনারী, মাঝি, কোরঙ্গা, ভরদ্বাজী, মাল, চণ্ডাল, গোহাল্যা, কোয়ালি, কোল, হাড়ি, শুঁড়ি, চামার, ডোম। এই ইতর লোকদের পাড়ায় মারাটারা বাস করিয়াছিল ও এই পাড়ারই এক পাশে "বারবধূজন বৈসে, এক ভিতে তার অধিষ্ঠান।" (২৭৩ পৃষ্ঠা) হাড়িরা খুব মদ্যপ ছিল জানা যায়।

বাজার হাট দোকান নগরের মধ্যে ছিল।

জাতিগত বৃত্তি

ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ছিল, তাহারা তদনুসারে ব্যবসায় করিত।

ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব

ব্রাহ্মণ "শাস্ত্র বিচার করে", "ব্যবহারে বড় ঋজু, অনুদিন পড়ে যজু; বেদবিদ্যা মুখে অবিরত;" (২৬৩ পৃষ্ঠা) "কোন দ্বিজ অধিষ্ঠাতা, কোন জনে কহে কথা; কেহ পড়ে ভারতপুরাণ" (২৬৩ পৃষ্ঠা) এবং তাহারা অধ্যাপনাও করিত, তাহাদের কাছে "নানাদেশ হৈতে আস্যে পড়ুয়া বিদ্যার আশে।" (২৬৩ পৃষ্ঠা) মূর্খ ব্রাহ্মণরা পৌরোহিত্য করিত—

মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগর‍্যা জাজণ করে
শিখয়ে পূজার অনুষ্ঠান। (২৬৩ পৃষ্ঠা)

পুরোহিতদের গ্রামযাজী বলিত। "গালি দিয়া লণ্ডে ভণ্ডে, ঘটক ব্রাহ্মণ দণ্ডে, কুল-পঞ্জী করিয়া বিচার।" (২৬৪ পৃষ্ঠা) কিন্তু ঘটকেরা কুলের গ্লানি করিত—"জাবৎ না পায় পুরস্কার।" "বর্ণদ্বিজগণ মঠপতি।" গ্রহবিপ্রগণ—

দ্বীপিকা ভাস্বতি ধরে সাস্ত্র বিচারণ করে
বালকের লিখায় জাইয়াতি। (২৬৪ পৃষ্ঠা)

সন্ন্যাসীরা "মাথায় পিঙ্গল জটা", "গায়ে নানা তীর্থচিন্" ধারণ করিয়া "ভিক্ষা করে অনুদিন।" বৈষ্ণবগণ "সদা লয় হরিনাম" ও "সদাই গোওয় গীত নাটে।"

ক্ষত্রিয়

ক্ষত্রিয়রা পুরাণ শ্রবণ করিতে ভালোবাসিত—

পুরাণ শ্রবণ আশে বসীলা দ্বিজের পাশে
অবিরত দ্বিজে দেই ধন। (২৬৫ পৃষ্ঠা)

তাহারা 'কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ' ও 'দান করে নানা ধন।' তাহারা বলচর্চ্চা করিত—

উলিয়া আখড়া-ঘরে দণ্ডযুদ্ধ নিত্য করে
মালবিদ্যা গুলী চাপগরী। (২৬৫ পৃষ্ঠা)
লইয়া দাণ্ডা ঝাড়া কেহ করে তোলাপাড়া
পশু বধে কেহ বা শিকারী।
(২৬৫ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

ভাট

ভাটগণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের সমশ্রেণী বলিয়া গণ্য ছিল; তাহারা "অবিরত পড়য়ে পিঙ্গল।" (২৬৫ পৃষ্ঠা) আর 'ভিক্ষা করি ফিরে ঘরে ঘর।' (২৭২ পৃষ্ঠার অতিরিক্ত পাঠ)

বৈশ্য

বৈশ্য বৈসে অবিবাদে মগ্ন মন হরিপদে
কৃশীকর্ম্ম করে গোরক্ষণ।

কেহ কলন্তর লয় কেহ বৃষে ধান্য বয়
কালে কিনী রাখে কোনজন ॥
যেক দর করি তোলা হীরা নীলা মতী পলা
কেহ মরকত মনী কিনে।
সাজন করিয়া নায় কেহ নানাদেশে যায়
সিন্দূর চন্দন কিনী আনে ॥
চামর চামরী ভোট শগল্লাথ গজ ঘোট
করভ পট্টিশ অশ্বরাথি।
যেক বিচে আর কিনে নিত্য ধন বাড়ে ধনে
গুজরাটে বৈশ্যজন সুখী ॥ (২৬৬ পৃষ্ঠা)

বৈদ্য

বৈদ্যগণের মধ্যে "বটিকায় কার যশ, কেহ প্রয়োগের বশ" ছিল। তাহারা "কাঁখে করি নানা পুঁথি" নগরে ফিরিত। তাহাদের বেশ ছিল—উজ্জ্বল ধুতি, পাগড়ী, ফোঁটা। অসাধ্য রোগ দেখিলে তাহারা পলায়ন করিত।

অগ্রদানী

বৈদ্যক জনের পাশে অগ্রদানীগণ বৈসে
নিত্য পায় রোগীর সন্ধান।
রাজকর নাঁহি দেই বৈতরণী ধেনু নেই
হেম-জুত তিল লয় দান ॥ (২৬৭ পৃষ্ঠা)

কায়স্থ

কায়স্থরা "ভব্যজন নগরের শোভা" ছিল। তাহারা লেখাপড়ার কাজ করিত। (২৬৮ পৃষ্ঠা)

গোপ

গোপ বৃত্তি অনুসারে দুই শ্রেণীর ছিল—

নিবসে বণিক গোপ হিংসা নাহি জানে কোপ
খেতে উপজায় নানা ধন। (২৬৯ পৃষ্ঠা)
পল্ল গোপ বসে পুরে কান্ধে ভার বিকি করে
বন ভাগে বসায় বাথানে ॥ (২৭১ পৃষ্ঠা)

তেলী ও কলু

তেলী বৈসে অতজনা কেহ চাসী কেহ ঘনা
কিনিয়া বিচয়ে কেহ তেল। (২৬৯ পৃষ্ঠা)

"কলু সে নগরে পাতে ঘানি।" (২৭১ পৃষ্ঠা)

কামার

কামার পাতিয়া শাল কাটিয়া কোদালী ফাল
গড়ি টাঙ্গী অঙ্গরাখ শেল। (২৬৯ পৃষ্ঠা)

তাম্বূলী

লইয়া গুবাক পান বৈসে তাম্বুলিক জন
প্রতিদিন বীরে দেই বিড়া। (২৬৯ পৃষ্ঠা)
লবঙ্গ কর্পূর-চূর্ণ বীড়া বান্ধে অনুক্ষণ
কখন না পায় রাজপিড়া॥ (২৬৯ পৃষ্ঠা)

কুম্ভকার

কুম্ভকার গুজরাটে হাঁড়ি কুড়ি গড়ি পিটে
মৃদঙ্গ গড়য়ে কাড়া পড়া। (২৬৯ পৃষ্ঠা)
কাষ্ঠ আনি ভারে বোঝা কুমারে পোড়ায়ে পাঁজা
নানা ইট পোড়ে সাবধান॥ (২৬৯ পৃষ্ঠা)

তন্তুবায়

"ভূনী থনী ধুতি বুনে গড়া।" (২৬৯ পৃষ্ঠা)

মালী

মালাকার গুজরাটে সদাই মালঞ্চ খাটে
মালা মৌড় গড়ে ফুলঘর।
ফুলের পুটলী বান্ধে ফুলসাজি করি কান্ধে
দেই পুরে দেবদেবি-ঘর॥ (২৬৯ পৃষ্ঠা)

বারুই

বারৌই নিবসে পুরে বোরজ নির্ম্মাণ করে
নিত্য নিত্য বীরে দেই পান। (২৬৯ পৃষ্ঠা)

নাপিত

নাপীত নিবসে তথা কক্ষ তলে করি কাতা
করে ধরি রশাল দর্পণ। (২৭০ পৃষ্ঠা)

আগরী

"আগরী নিবসে পুবে আপনার বৃত্তি করে।"

এই বৃত্তি কৃষি বলিয়াই অনুমান হয়। (বঃ সং ৮৯ পৃষ্ঠা) তাহারা আবার "বীরের প্রধান সেনাপতি।" (২৭০ পৃষ্ঠা)

মোদক

মদক প্রধান জণা করে চিনি-কারখানা
খণ্ড লাড়ু করে যে নির্ম্মাণ।
পশরা করিয়া শিরে হাটেতে নগরে ফিরে
শিশুগণ ধরয়ে জোগান॥ (২৭০ পৃষ্ঠা)

শরাক

শরাক আইসিয়া বসে জিব জন্তু নাহি হিংসে
সর্ব্ব স্থানে তার নিরামিস্য। (২৬৯ পৃষ্ঠা)

গন্ধবেণে

"গন্ধ বেচে ধূপ ধুনা পসার সাজায়্যা চলে হাটে।"

শঙ্খবেণে

"শঙ্খবান্যা কাটে শঙ্খ।" (২৭০ পৃষ্ঠা)

মণিবেণে

ইহাদের বৃত্তির স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও নাম হইতে বৃত্তি জানা যায়।

কাঁসারি

কংসারী পাতিয়া শাল ঝারি খুরি গড়ে থাল
ঘটি বাটী বট হাণ্ডী দীপ। (২৭০ পৃষ্ঠা)
ঘাঘর নূপুর ঘণ্টা সাপুড়া চুনা-বাটা
সিংহাসন গড়ে পঞ্চ-দীপ। (২৭০ পৃষ্ঠা)

সুবর্ণবণিক্

সুবর্ণ-বণিক বসে রজত কাঞ্চন কসে
পোড়ে কাটে দেখায়্যা সংশয়।
বেচা কিনা সাবধানে মনুষ্যের ধন আনে
পুরে নিতি আসিয়া বসয়॥ (২৭০ পৃষ্ঠা)

সেক্‌রা

"নিম্মাণ করয়ে আভরণে।" (২৭১ পৃষ্ঠা) তাহাদের কুখ্যাতি ছিল যে তাহারা "পশ্যতোহর"।

দাস

"মৎস্য বেচে, চশে চাষ দুই জাতি বসে দাস।" (২৭১ পৃষ্ঠা)

মাছ যাহারা মারিত তাহাদের দাস ছাড়া মাছুয়া বলিত।

জেলে

মিথ্যা জাল্যা করি মেলা বান্ধিয়া সোলার ভেলা
অগাধ সলিলে মৎস্য ধরে। (২৭২ পৃষ্ঠা)

বাইতি

বাইতি নিবসে ঘরে নানা বিধী বাদ্য করে
পুরে ভ্রমে মাজুরী বিকিনি। (২৭১ পৃষ্ঠা)

বাগ্‌দি

"বাগ্‌দি নিবসে পুরে নানা অস্ত্র ধরি করে।" (বঃ সং ৮৯ পৃষ্ঠা)

ধোবা

"দড়ায় শুকায় নানা বাসে।" (২৭১ পৃষ্ঠা)

দরজী

"দরজী কাপড় সীয়ে বেতন করিয়া জীয়ে।" (বঃ সং ৮৯ পৃষ্ঠা)

মুসলমান ছাড়া হিন্দু দরজী জাত তখন ছিল; এখন কিন্তু হিন্দুর মধ্যে দরজী বলিয়া কোনো জাতির অস্তিত্ব দেখা যায় না।

সিউলী

সিয়লী নগরে বৈসে খাজুর কাটিয়া রসে
গুড় করে বিবিধ বিধান। (২৭২ পৃষ্ঠা)

ছুতার

ছুতার হাটের মাঝে চিড়া কুটে খৈ ভাজে
কেহ করে চিত্র নিরমাণ। (২৭২ পৃষ্ঠা)

পাটনী

পাটুনী নগরে বসে রাতিদিন জলে ভাসে
পার করি লয় নিজ কর। (২৭২ পৃষ্ঠা)

চণ্ডাল

নিবসে চণ্ডাল পুরে লবণ বিক্রয় করে
পানীফল কেসুর পসারে। (২৭৩ পৃষ্ঠা)

কোয়ালি বা কোয়ালা

"গোহাল্যা গাইয়া গীত কেয়ালি ফিরয়ে নিত্য" (২৭৩ পৃষ্ঠা) এবং "জাইয়াজিবি বসিলা কেয়লা"—তাহারা দ্রব্যজাত বেচিবার সাহায্য করিত। (২৭২ পৃষ্ঠা)

কোল

"হাটেতে বাজায় ঢোল।" (২৭২ পৃষ্ঠা)

হাড়ি

"ঘাস কাটি লয় কড়ি।" (২৭২ পৃষ্ঠা)

চামার

"ঘোড়া সে পানক্রি জীন নিরমায় অনুদিন।" (২৭২ পৃষ্ঠা)

ডোম

"বিউনী চালুনী চাটা ডোম ছাতা গড়ে লাটা।" (২৭২ পৃষ্ঠা)

মারাটা

শোলঙ্গে পিলীহা কাটে,
ছানি কাটে দিয়া চক্ষে কাঁটা। (২৭৩ পৃষ্ঠা)

কোচ, চৌহুলি, চুনারী, মাঝি, কোরাঙ্গা, ভরদ্বাজী, মাল জাতিদের জাতিবৃত্তি কিছু স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কয়েকটি নাম হইতেই জাতিবৃত্তির পবিচয় পাওয়া যায়।

মুসলমান

মুসলমানের মধ্যেও জাতিভেদ ছিল বৃত্তি অনুসারে—

সুরাদী লোয়ানা পানী কুড়ানী বিট্টালি ভূনী
পাঠান বসিলা নানা জাত। (২৬০ পৃষ্ঠা)

কেহ রোজা নমাজ না করিয়া হৈলা গোলা।
তাশন করিয়া নাম ধরাইলা জোলা॥
বলদে বহিয়া নাম ধরাল্যা মুকেরী।
পীঠা বেচিয়া নাম ধরাল্যা পিঠাহারী॥
মৎস্য বেচি নাম কেহ ধরাল্যা কাবাড়ি।
অনুক্ষণ মিথ্যা কহে, নাহি রাখে দাড়ি॥
হিন্দু হৈয়া মুসলমান বৈসে গরশাল।
কাণা হৈয়া মাঙ্গে কেহ পায়্যা নিশাকাল॥
সানা বান্ধিয়া ধরে সানাকর নাম।
সুনত করিয়া নাম ধরয়ে হাজাম॥
পট্যা পড়িয়া ফিরে নগরে নগর।
তীরকর হৈয়া কেহ নিরিমায়ে শর॥
কাগজি ধরিলা নাম কাগজ করিয়া।
নানা স্থানে বুলে কেহ কলন্তর হৈয়া॥

রঙ্গরেজ নাম ধরে রঙ্গন করিয়া।
ধরিলা হালান নাম কুদ্দুর ধরিয়া॥
গোমাংস বেচিয়া নাম বোলায় কসাই।
এই হেতু যমপুরে কার নাহি ঠাঁঞি॥
কাটিয়া কাপড় সিয়ে দরজীব ঘটা।
নেয়াল বুনিয়া নাম ধরয়ে বেনটা॥ (২৬১ পৃষ্ঠা)

বংশ পদ ও বিদ্যা অনুসারেও ভেদ ছিল—"সৈয়দ মোগল কাজি" এবং "গায়ের মিঞা" ও মোল্লা। মুসলমান পাড়াকে হাসনহাটী বলিত। সেখানকার "এক সমুদায় গৃহ বাড়ী।" তাহারা—

ফজর শময়ে উঠি বিছায়্যা লোহিত পাটি,
পাঁচ বরি করয়ে নমাজ।
ছিলিমিলি মালা ধরে, জপে পীর পেকাম্বরে,
পীরের মোকামে দেই সাঁজ॥
দর্শবিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুদিনা কেতাব কোরাণ।
বসাইয়া কেহ হাটে পীরের শীরিনি বাঁটে
সাঁঝে দেই ত্বগড়ি নিশান॥
বড়ই দানিসবন্দ কাহাকে না করে ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কাম্বজ-বেশ মাথে নাহি রাখে কেশ
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি॥ (২৫৯ পৃষ্ঠা)

কিন্তু যাহারা মাছ বেচিত তাহারা "নাহি রাখে দাড়ি।"

না ছাড়ে আপন পথে দশবেথা টুপি মাথে
ইজার পড়য়ে দৃঢ় নারি।
যার দেখে খালী মাথা তা সনে না কহে কথা
সারিয়া মারয়ে ডাঁড়া বাড়ি॥ (২৫৯ পৃষ্ঠা)

তাহারা "ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মুছে হাথ।" (২৫৯ পৃষ্ঠা) "বিবি চাথে বান্দী জথা রান্ধে।" (২৩৯ পৃষ্ঠা) "কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।" (২৬০ পৃষ্ঠা) ।

মলনা করায়্যা নিকা দান পায় সিকা সিকা,
দোয়া করে কলিমা পড়িয়া ॥
করে ধরি করা ছুরী কুখড়ী জবাই করি
দশ গণ্ডা দরে পায় কড়ি।
বকরি জবাই যথা মলনারে দেই মাথা
দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি"
যত শিশু মুসলমান তুলিল মলিজ খান
মখদম পাতায়ে পড়না। (২৬০ পৃষ্ঠা)

কাব্য-পরিচয়

মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যহিসাবে অত্যন্ত crude, কেন্দ্রহীন, কবিত্ব-প্রাচুর্য্যহীন; তবে রসহীন বলা যায় না। প্রত্যেকটি চরিত্র স্বতন্ত্র হইলেও কোনো চরিত্রই সুপরিস্ফুট হয় নাই। "এই কাব্যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির ও আর্টের উদ্গম আছে, বিকাশ নাই; আকরে খাঁটি স্বর্ণের পার্শ্বে ঈষৎ স্বর্ণে পরিণত লোষ্ট্রখণ্ড যেরূপ দেখায় তেমনি এই কাব্যে কবিত্বের ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টির আশে পাশে বহু অপরিণত ও অস্ফুট বর্ণনা দেখিতে পাই।"

"এই-সব কাব্যে স্বাধীনতার বায়ু বহে নাই; কল্পনার উন্মাদকর স্বপ্ন, কিংবা উদ্দাম ও সহজ স্ফূর্ত্তিময়ী চিন্তার আবেশ নাই। কাব্যগুলার প্রায় সমস্ত পুরুষ-চরিত্রই সমাজের কঠিন নিয়মের বশবর্ত্তী, বিপদের সময় স্বীয় চেষ্টা ব্যবহারে অনিচ্ছুক, অলৌকিক দৈবশক্তির উপর অনুচিত বিশ্বাসপরায়ণ। যে জাতির শাসনে দাসত্ব, চিন্তায় দাসত্ব, সমাজে দাসত্ব, তাহাদের সাহিত্যে অন্যরূপ হইবে কেন?" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

মোটের উপর চণ্ডীমঙ্গলে কাব্যের লক্ষণের চেয়ে পুরাণের লক্ষণই বেশী দেখা যায়।

"মাধবাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীলেখকগণের নিকট মুকুন্দরাম নানা বিষয়ে ঋণী। মূল বিষয়ের তো কথাই নাই;—সমস্তই এক কথা; তাহা ছাড়া পংক্তিগুলি পর্য্যন্ত অপহৃত দেখা যায়।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

"কাব্য লিখিতে লিখিতে যখন অন্তর্দৃষ্টি নির্ম্মল ও প্রতিভান্বিত হইয়াছে, তখন মুকুন্দরাম নিজে লেখনী ছাড়িয়া দিয়াছেন, চরিত্রগুলি হাস্য পরিহাস ও কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ভণিতায় নিজের নাম সই করিয়া গ্রন্থস্বত্ব স্থির রাখিয়াছেন।"

"এইভাবে যবনিকার পশ্চাতে যাইয়া সঙ্কেতে কার্য্য করা কতকটা প্রকৃতির নিজের কার্য্য করার ন্যায়। সাহিত্যে উৎকৃষ্ট নাটক-লেখকগণ মাত্র এই গুণ দেখাইয়া থাকেন।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

"কবির চিত্তে মনুষ্যসমাজ এত স্পষ্ট উজ্জল ও গাঢ় বর্ণে মুদ্রিত ছিল যে জলে স্থলে গুল্মে লতায় এবং ইতর জীবসমূহের মধ্যেও তিনি সতত মানবীয় ভাবই প্রত্যক্ষ করিতেন।"

"মুকুন্দরামের চণ্ডীতে পুরুষের পৌরুষ না থাকিলেও উৎকৃষ্ট রমণী-চরিত্র বিরল নহে।" "দেবশক্তির প্রতি একান্তরূপ নির্ভরতা হেতু পুরুষচরিত্রগুলি স্বীয় শক্তির ভিত্তিতে দাঁড়াইতে পারে নাই।" "কবি খুব বড় দরের পুরুষচরিত্র গঠন করিবার উপকরণ লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন; কিন্তু চরিত্রগুলি কেমন খাটো হইয়া গিয়াছে।"

"কবিকঙ্কণের বর্ণিত ঘটনার একটি মূলকেন্দ্র নাই; দুই একটি মূল ঘটনা ধরিতে পারা গেলেও তাহাদের সঙ্গে অন্যান্য ঘটনার সেরূপ অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক দৃষ্ট হয় না।"

"কবিকঙ্কণ সুখের কথায় বড় নহেন, দুঃখের কথায় বড়। বড় বড় উজ্জ্বল ঘটনার মধ্যে অবিরত ফল্গুনদীর ন্যায় এক অন্তর্বাহী দুঃখসঙ্গীতের মর্ম্মস্পর্শী আর্ত্তধ্বনি শুনা যায়। নিঃশব্দ করুণ রস কাব্যখানিকে বিয়োগান্ত নাটকের গূঢ় মহিমায় পূর্ণ করিয়াছে।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

মুকুন্দরাম প্রত্যক্ষদৃষ্ট স্বভাব বর্ণনায় ও চরিত্রসৃষ্টিতে দক্ষ। এইজন্য তাঁহার চণ্ডীমঙ্গলের অনুবাদক কাউয়েল সাহেব তাঁহাকে ইংরেজ কবি ক্র্যাবের সঙ্গে তুলনা করেন। কারণ ক্র্যাব সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই—

"Crabbe adhered to a tradition of form. He rejects no created things as common and unclean. Crabbe's verse is coarse. His poetry is homely. He starts with some description—choosing some place or thing that was perfectly familiar to him. In all his works there is a passion, a realism, a grasp of true humour. Crabbe thoroughly knew and analysed the hearts of men; and his study of humanity concentrated itself upon the virtues, vices, weakness and heroism of the poor. Like the method of almost

all great realists in anatomising their fellows, it is at its best where its subject is almost attractive, where there are no temptations to idealistic description. The point of his method is a simplicity, whose results are singularly vivid and intense. He does not make common things sublime, but touches their note of distinction, and it is in this that he is one of the great masters of realism."—A History of English Literature, by A. Hamilton Thompson.

Crabbe সম্বন্ধে এই উক্তি সম্পূর্ণই কবিকঙ্কণ সম্বন্ধে বলা চলে।

রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর Literature of Bengal গ্রন্থে মুকুন্দরামকে চসারের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। চসার ইংরেজি সাহিত্যের আদি কবি; চসারের কাব্যের বিশেষত্ব—কাব্যে কথোপকথনের আধিক্য—"His animals chop logic with each other and cite Plato and Aristotle." "His learning was as wide as his social experience." "Dramatic manner" of his poetry. "Human interest was given to the conduct of the fable." Chaucer was a good story-teller. "His minute and delicate record of details in dress, in person, and behaviour." "Mine of observations" "To sum up all these excellences of Chaucer in a single phrase—he is the first national poet of England." History of English Poetry, by W. J. Courthope.

"His works abound in allusions astronomical and astrological." "With a keen sense of humour is usually joined............a deep susceptibility to the pathetic ....he knows the delicate line which separates pathos from sentimentality and over this line he never steps. Chaucer with his individual types, gains infinitely in reality and in human sympathy.........the representative character of the whole series of portraits as a true picture of English life in the 14th century." "Successful blending of the individual with the typical."

"The art is shown chiefly in the increased emphasis laid on the human, as opposed to the supernatural aspects of the story."—The Poetry of Chaucer, by Robert Kilburn Root.

কাউয়েল সাহেব মুকুন্দরামকে সার্ ওয়াল্টার স্কটের সহিতও তুলনা করিয়া বলিয়াছেন—"In fact Bengal was to our poet what Scotland was to Sir Walter Scott; he drew a direct inspiration from his village life which he so loved to remember."

কবি নিজে দুঃখ দারিদ্র্য সহ্য করিয়া দারিদ্র্যদুঃখ বর্ণনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু মুকুন্দরামের এই দারিদ্র্যদুঃখের বর্ণনায় বিশ্বসঙ্গীতের সুর বাজে নাই, উহা নিতান্তই স্থানীয় হইয়া আছে। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ (Wordsworth) ধনী ছিলেন না, কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির নিকট হইতে আনন্দের সারটুকু তিনি সম্পূর্ণ আদায় করিয়া লইয়াছিলেন; আবার বায়রন্‌, শেলী প্রভৃতি ধনী-বংশোদ্ভব কবিগণ দুঃখনৈরাশ্যের অতলস্পর্শ গভীরতাকেই সঙ্গীতের দ্বারা পরিমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এঁদের উদ্‌গীত সুখদুঃখ চিরন্তন, সার্ব্বজনীন—তাহা ধনী দরিদ্র সকলেরই। কবিকঙ্কণের কাব্য মানবের সেই-সকল মহাসুখ ও মহাদুঃখ লইয়া নহে। তাঁহার বর্ণিত দুঃখ বাঙালীর ঘরের সাংসারিক প্রতিবিম্ব মাত্র। কবিকঙ্কণের কবিতা মূর্ত্তিমতী দরিদ্রতা।

শেক্সপীয়ার যেমন ম্যাক্‌বেথ নাটকে ডাইনীর তুক্‌তাকে যতরাজ্যের অনাসৃষ্টি বস্তু একত্র করিয়া লোকবিশ্বাসের ছবি আঁকিয়াছেন, কবিকঙ্কণও ঠিক তেমনি দক্ষতার সহিত দেখাইয়াছেন—"বিশারদ ঔষধে মুকুন্দ বিরচন।" (৪৪৮ পৃষ্ঠা)

মুকুন্দরামের ভাষার মধ্যে অপ্রচলিত আভিধানিক সংস্কৃত শব্দ, প্রচলিত গ্রাম্য বাংলা শব্দ ও আরবী ফার্সী শব্দ নির্বিচারে একত্র মিশিয়া রহিয়াছে। বর্ণনার মধ্যেও সংস্কৃত কবিপ্রসিদ্ধির পাশাপাশি একেবারে গ্রাম্য ঘরোয়া অলঙ্কার ও প্রবচন দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানেই কবিকঙ্কণের বিশেষত্ব; এবং অপর বিশেষত্ব—সেকালের রাষ্ট্র, সমাজ, গৃহস্থালি, ধর্ম্ম প্রভৃতির ইতিবৃত্ত এই কাব্যের স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। ইহাতেই কবিকঙ্কণ-চণ্ডী বঙ্গসাহিত্যের মূল্যবান্‌ সম্পত্তি ও জাতীয় প্রাচীন জীবনের নিদর্শন হইয়া চিরসমাদৃত হইবে।

নিদর্শনী

অ

অকাল বোধন—৭৪২
অক্ষটি—৬৪৮
অক্ষয় বট—৭৭৯
অগস্ত্য—৮৭২
অগ্রদানী—৯৭৯
অঘাসুর—৮০৯
অঙ্গ—৭৭১
অঙ্গন্যাস—৮৬১
অজামিল—৮১৪, ৮৮১
অধর—৬১১, ৮১০
অধিবাস—৬৩২
অধিবাসের মাঙ্গল্য বস্তু—৬৩৫
অধ্যা—৭৩১
অনন্ত পট—৬৪১
অনন্তাক্ষ—৮৪১
অনাচার এই দেশে—৮৬২
অনুগুণ—৬৭৯
অন্তেবাসী—৮১৬
অন্ধ.........রাজধর্ম্মপরায়ণ—৮৭৯
অন্নকষ্ট্যা—৮৫৮
অন্নপ্রাশন—৮০৮
অন্ন রান্ধেন রমা—৭৮৭
অপযশ পাঁজি—৭৩৮
অপেক্ষণ—৬৮৬, ৭৩১
অবধি—৮৪০
অবনী—৭৬৬
অবিধান—৬৪১, ৬৬৪
অবিষয়—৮৬৫
অব্যাগত—৬২১
অব্যাহতি—৬১৮
অমলখি—৬৩২
অম্বুলিঙ্গ—৭৭৩
অযাজ্য—৮৮০
অযোধ্যা মথুরা মায়া ইত্যাদি—৭৮৮
অর্ঘ্য—৮৩৮
অর্জ্জুন—৮৮৪
অলক—৮৫১
অলঙ্কাব, অষ্ট—৬৭৪
অলিকেশ—৮৭৫
অশ্বিনী—৮৩৩
অশ্বের শিক্ষায় নল—৭৯৯
অষ্ট অলঙ্কার—৬৭৪
অষ্ট কড়াইয়া—৬১১
অষ্টদল—৮২৩
অষ্টদল পদ্ম—৬৯২
অষ্টবক্র—৮৩১
অষ্টভুজা—৮৪১, ৭৪৮
অষ্টমঙ্গলা—৮৭৮
অষ্টম প্রকারে—৮৬৭
অষ্টমী নবমী—৭৫৯
অষ্টমী, নবমী, চতুর্দ্দশী—৭৬৪
অসমঞ্জা—৮৩০
অসিতা—৭১৩
অস্তভার—৭৬০
অস্থিসঞ্চারিণী—৮৫৩
অংসা—৭৩৭

আ

আই—৭৫২, ৮০৬
আইবড়—৬৭১
আইবাড়—৬৩৯

আইল—৭২৭
আঁইষ—৬৭২
আউঠে—৭০০
আওট বেতাল—৮৪৯
আওয়াস—৭৩৮
আকাড়ি—৮৭৪
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে—৬৩০
আকৃতি—৭৯৫
আঁখ্যার—৮১৭
আগম—৬৫৪
আগরী—৯৮১
আগলী—৭৯০
আগুড়া—৮২৭
আগুনি—৭৪৭
আগুয়ানিঞা—৬১৬
আগুয়াআনী—৬৮০
আঁগুসরে—৭০২
আগুসার—৬৬১
আগে—৬৯৫
আঙলা—৬২৪, ৬৮০
আঙ্গুঠে—৬৭৮
আচম্বিতে—৬৫৭
আচাভুয়া—৮৪৯
আঁচলা—৭৫২
আঁচিল—৮৫৯
আছিলে—৭৭৪
আজি—৬৭৬
আটম্বরী—৭৪০
আটা—৭০৮
আটালী—৬৭১
আটি—৬৬৫
আটুলি—৬৩৯
আঠা-নলে—৬৪৮
আঠার ফলা—৮১১
আঠ্যা—৭২৯
আঠ্যা চোপা খাল্যো—৭২৯
আঁঠু—৭৭৭, ৮২৯
আড়—৭০০, ৭০৪
আড়প—৭৪৬
আড়ং শরা—৬৩৭
আঢ়া—৭৬১
আতড়ী—৬১১
আত্মঘাতি—৭০১
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু—৬৫০
আত্মভূতশুদ্ধি—৮২৩
আঁত—৬৭২
আঁতড়ি—৮০৬
আঁতুড় ঘরে তুক-তাক—৮০৬
আদুড়—৮১৭
আঁধুলি—৮৫০
আন—৬১২
আন্ধার—৬১২
আপনার, আপনী—৬৬৮
আপনার অপকীর্ত্তি—৮৬৫
আপনার ছায়া দেখি—৮১৬
আপনে বাসে ভূপ—৭১০
আবির রস—৭১৫
আভঙ্গা—৬১৬, ৮৬২
আমলকাদি—৬৩৭
আমা শরা...........সাপের দই—৬৩৯
আমি নহি রণে কৃতী—৮৪৮
আমিস্ত—৭৪০
আম্বুয়া—৭৭১
আম্রশাখা—৮২২
আয়াত—৭৬৬
আয়াস ঘরে—৭১১
আরম্ভ—৮৪৯
আলগুছি—৮০৮
আলটী—৭৪১
আলতা—৬৩৯, ৭৬২
আলবাটী—৭১১
আলান—৭৯৫
আশা—৭৪৯
আশী—৭৬১
আশ্বিনে অম্বিকা—৭১৮
আসতের দল—৬৭১

আসন্ন—৬৫৮
আসি—৭৬৭
আহড়—৬৪৮
আহড়ে বিহড়ে—৮৫৮
আহিড়ি—৮৭৬
আহীড়ি—৬১৮

ই

ইচ্ছানী—৬০৯
ইছাপুর—৮২৭
ইৎসা—৬২৫
ইতর—৬২০
ইতি—৭১৭
ইত্যাইয়া—৬৭৪
ইথে—৬৬৫
ইনাম—৬৫৯
ইন্দু-কুন্দ-কামরুচি—৭৪১
ইন্দ্রদ্যুম্ন—৭৭৯
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর—৭৮৫
ইন্দ্র নামে যোগ—৬৩১
ইন্দ্রাণী—৭৭০,৮২৫
ইলাম—৭৯৮
ইষাগ—৬৩৮

ঈ

ঈশানে.........মেঘা—৭৭৪

উ

উকটে—৮৫৮
উকীল—৭৪০
উচোটা—৭৬৮
উচ্চ বা প্রধানে দোষ—৭৬৪
উছট—৬৯০
উজকি—৬১৭
উজবক—৮০১
উজবনী—৬০৯
উজান—৮৫০
উজানী—৬১৩
উঝা—৬১৭
উড়ায়—৬১৭
উড়িতে—৬৭৪, ৭১৯
উড়ু—৮০৩
উড়ুষ—৭৫৭
উড়ুক—৭৫৭
উৎকল—৭৭২
উৎকলখণ্ড—৭৮৮
উতকট—৬৪৫
উত্তর দুখ—৭১৪
উত্তরফাল্গুনী—৬৩১
উত্তরোল—৬৯৪
উদূখল—৮০৯
উদ্ধারিণী—৭৩২
উন বুকে—৭০৩
উপধাম—৮৭৮
উপনীত—৭৯৯
উপরাগ—৬৭১
উপেক্ষণ—৮৬০
উভমুণ্ডা—৭৪৯
উভসিংহা—৬৮২
উভারে—৭৫৩
উর—৬৮৮
উরথিবার—৮৭৩
উরু গুরু—৮৭৯
উরুযুগ—৬১২
উর্ব্বশী—৭০৬
উলটিয়া—৬৬৬
উলা—৭৭১
উলু—৬১৮
উশনা—৭৬০
উসাবলী—৬৮০
উসাশ—৮০৪

।—৬১৬
উর্দ্ধমুখ—৬৯৯

এ

একচারী—৬৮৯
একছত্রি—৬৭২

একজন সহিলে ইত্যাদি—৭১২
একজায়—৭৩০
একতনু মহেশ পার্ব্বতী—৮৭৫
একলা—৬৭৭, ৭৭৮
একুইশা—৬১১
এড়াব—৬০৯

ও

ওড়—৭৬৪
ওর—৬২৫
ওলায়—৭৫২
ওঁহো লো—৭৬৫

ক

কই—৭০৭
ককুভ—৬৪৮
কঙ্ক—৬৪৮
কঙ্কণ সিন্দুর দিলা দান—৭৬৭
কঙ্কণে নেহাল দর্পণে—৮১৬
কচি—৭০৭
কড়ক—৭৪১
কড়ি—৭১১
কড়ি চারি পণ—৬৮৫
কণ্ঠে কণ্ঠ—৮৬২
কত—৭২৮
কতি—৬৭৫
কথো—৬৫৮
কনকের বারি—৮২২
কন্যাপণ—৬২০
কন্যার বিবাহ—৬২০
কন্যার বিবাহের বয়স—৬৩০
কপট করিয়া—৮৬৪
কপট প্রবীণ—৬২৮
কপাল-চিতা—৬১৬
কপিঞ্জল—৬৫০
কপিলা—৬৮২
কপ্তবোলা—৬১৬
কবজ—৭৫৬
কবর—৬৭১
কবর-বিছাতি—৬৭১
কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে তৎকালের পরিচয়—৯৬০
কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাবের পরিচয়—৯৩১
কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম রচিত কাব্যের নাম—৯৩৪
কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের ধর্ম্মমত—৯১০
কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল রচনার কারণ—৯২৩
কবিকঙ্কণের বিদ্যাবত্তা—৯২১
কবিলাস—৬৪২
কমঠ—৭৬৯, ৭০৭
কমলাবিলাস—৬৩৩
কমলেকামিনী দর্শন—৭৯০
কয়েরা—৬১৬
করট—৬৪৯
করত—৬১৪
করিবর-দন্ত—৬১২
করিলা স্থল—৬২৭
কর্কট—৬৪৮
কর্জ্জনা—৬২১, ৭২৬, ৭৫১
কর্ণ—৬১৩
কর্ণবেধ—৮১০
কর্ণ সম উচ্চ অভিলাষ—৬২২
কর্ণাট—৭৭২
কর্ণিকা—৭৪৮
কলকণ্ঠ—৮০৮
কলধৌত—৬৫৩
কলধৌত কর দান—৮৬৫
কলধৌতপুর—৭৮৯
কলবিঙ্ক—৬৪৮
কলরব—৬৪৮
কলস—৬৬৮
কলা—৬৪৬, ৬৬০
কলাই—৬৪৮
কলাই-খুদের পড়াতে—৬৮৪
কলাবড়া—৭০৯

কলাগাছ, শুভসূচক (রম্ভাতরু দ্রষ্টব্য)
—৮৫৬
কলিকাতা—৮২৮
কলির দোষ—৮৭৯
কলী—৬৪১
কলীঙ্গ—৬৪৮
কলু ও তেলী—৯৮০
কশ্যপ মুনির.........তোক—৭৭৪
কষয়—৬৩৩
কষু—৬৩৩
কংস—৭৩১
কংস ভয়ে রক্ষা কৈলে দেব নারায়ণ—৭৪১
কা—৭০৫
কাইথি—৭২৭
কাক—৬৯৮
কাকা—৬১৫
কাঁকাল—৭০৫
কাকুর্ব্বাণী—৮৭৮
কাগু—৭৭৮
কাঙরি মুখে—৬৭৩
কাঙ্কর—৬১৩
কাঙ্গলী—৬৮১
কাঙ্গুরে কামিখ্যা—৭৬৪
কাচে—৬০৭
কাচের বদলে—৬২৭
কাঁচা—৮৪৭
কাঁচি—৭১১
কাজ্য—৬১৮
কাটি—৭০০
কাটাল—৬৫৮
কাটে—৬৬৫
কাঁটা—৬৭৩
কাঁটি—৬৬৬
কাঁটী—৭২০
কাঠ-ঠোকরিয়া—৬৫০
কাঠুরিয়া কাষ্ঠভার—৭৬৮
কাড়—৬৮৮
কাড়াকাড়ি—৭৪০
কাড়ে—৭৪৭
কাণ্ডার—৭৬৫, ৮৫৭
কাতি—৬৯৪, ৭৩৮, ৭৭৮
কাত্যায়নী—৭২১
কাঁথ—৬৩৭, ৮১৮
কাদম্ব—৬৪৯
কাদাকোচা—৬৫০
কানড় খোঁপা—৭১৫
কানন—৬১৫
কানি—৭১৮, ৮৬৪
কান্ত—৬১৫
কান্দি—৬৩৩, ৭০১
কান্ধি—৬৬০
কাপড়—৬৬৫
কাপুড়্যা—৭৮৭
কাব্য-পরিচয়—৯৮৬
কাব্যপ্রকাশ—৮১৩
কাব্যরচনায় স্বপ্নাদেশ—৯২৫
কাব্যে অতিপ্রাকৃত দৈবলীলা—৯২৫
কাব্যের চরিত্র—৯৩৮
কাব্যের নাম, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম
রচিত—৯৩৪
কামতিথি—৬৩২
কামনা করিয়া মোর সাগরে মরণ—৮২২
কামন্দকী—৮১৩
কামরাঙ্গা—৭০৭
কামরিপু—৭২৫
কামরূপী—৬১২, ৬৯৮
কাম-সেনাপতি—৬৮৬
কামার—৯৮০
কামিন্যা—৬৬৪
কামী—৬৪৮, ৭৯৫
কামোদী—৬২৬
কায়স্থ—৯৭৯
কায়েস্ত—৬৮০
কারখানা—৬৬৫
কারাগার হইতে ধনপতিকে আনয়ন—৮৫৮
কারিকর—৬৫৮, ৭৪৫

কারিগর—৭০০
কার্ত্তিক—৬২৩
কালকণ্ঠ—৬৪৯
কালকূট পান—৭২৫
কালকেতু—৯৪৮
কালজিবা—৮৫৫
কালরাত্রি—৮৪১
কালশায়্যা—৬৮২
কালিন্দি—৬৫৩, ৭৪২
কালিন্দীর ধার—৭১৩, ৮৬৯
কালীঘাট—৭৭৩
কালুদণ্ড—৬৫৮
কাশী—৬১৮
কাশ্যপী—৬৪০
কাষড়—৬৩৪
কাঁসারি—৯৮২
কি—৬৬০
কিতা—৭১১
কিনয়ে—৮৫০
কিন্যা—৬১৫
কিরা—৬৬৭, ৬৯৭
কিল—৬৭৭
কিশোরে রক্ষায় তাত ইত্যাদি—৭৩১
ক্ষীর—৬৪৯
কুক্কুর-বদন-ভ্রষ্ট প্রসাদ—৭৮৮
কুঙরপুর—৮২৫
কুচনী—৭৫১
কুচিনান—৮৭২
কুচ্ছা—৮৫১
কুজি—৭৬১
কুঞ্জরের দন্ত—৮৭৭
কুড়া—৬২৫
কুড়াইয়া—৭১৯
কুড়িটায়—৬৮২
কুড়িয়া—৬৯৬
কুড়্যা—৮২০
কুঢ়িয়া—৬২৫
কুণ্ডে স্নান করিয়া চতুর্ভুজ হয়—৭৮৪
কুন্ত—৭১৫
কুন্দ—৮০৬
কুপুত্র—৮৮৬
কুমকুম—৬৬৬
কুমার—৬৫৬
কুমারখালা—৮২৪
কুমারসম্ভব—৮১২
কুমুড়ার খোলা—৭১০
কুমুদ—৮৪৪
কুমুদমুখা—৬১৫
কুমুদা—৭৪৮, ৮৫১
কুম্ভকার—৯৮০
কুম্ভার—৭৭৮
কুরর—৬৪৯
কুল—৭০৮
কুলনা—৭১৭
কুলযশবিধু—৭৬৪
কুলস্থান—৬২২
কুলি—৮৫০
কুলী—৬১০
কুলুপিয়া—৬০৮
কুলুপিয়া শঙ্খ—৭১৩
কুশ-পুত্তলী—৮২৩
কুশ-বটু—৭২৮
কুশার—৮৩৭
কুশের রেক—৮৪৭
কুসুম-তৈল—৬৯৬
কুসুম-শয়ন—৬৪৩
কূর্ম্মের গ্রীবা—৮৭৬
কৃত্তিকা—৮৫১
কৃষ্ণ কর্ত্তৃক শকট-ভঙ্গ—৮০৮
কৃষ্ণের চরিত—৮৬৮
কৃষ্ণের পিরিতে—৮৫৭
কৃষ্ণের রেখ—৮৪৭
কেকয়া—৭৭২
কেকরু—৮৩৩
কেকি—৬৪৯
কেতা—৬৩৪

কেন—৬৬১
কেন হবেক তনয়—৮৩১
কেনে—৬৭৬
কেবল করিল বিষ পান—৮৭০
কেরোয়াল—৭৭০
কেশাকেশী—৬৭৭
কেশিনী সুমতি—৮৩০
কেহ—৬৬৫, ৭২৮
কৈতব—৮৭৮
কৈল—৬৫৮, ৭২৮
কৈলা—৬৭৩
কোক—৬৪৮
কোকনদ-দর্প-হরে বেষ্টিত-যাবক করে—৭৯৬
কোকনদ হেন—৮৬২
কোকীলা—৬১৬
কোঙর-নগর—৮৭৩
কোটালের করিলা পরিতোষ—৮৩৭
কোঠারে—৮৫৮
কোঁড়ে—৭৪৬
কোণ—৬৮৪
কোতরঙ্গ—৮২৮
কোথা—৬৬০
কোদালিয়া—৮৭৩
কোন—৬২৫, ৬৬০
কোনখানে দিব তাগা বন্ধ—৬৭০
কোনা—৬৮৫
কোন্নগর—৮২৮
কোপদৃষ্টে চান পুরহর—৭২৪
কোমর—৮৩৭
কোয়ালি বা কোয়ালা—৯৮৩
কোল—৯৮৩
কৌতুকে যৌতুক দিল যত বন্ধুগণে—৭২৪
কৌতুকে যৌতুক দেয় যতেক যুবতী—৬৪৪, ৮৭১
কৌমারী—৭৬৭
কৌশিকী—৭৬৭
কৌসক—৬৭০
ক্রব্যাদ—৭৮৯
ক্রমের—৬৯১
ক্রোধযুত—৬১৯
ক্রোশেক—৬৪২
ক্ষত্রিয়—৯৭৮
ক্ষির-শাঙলী—৬৩৩
ক্ষীণোদরী (খিনোদরি)— ৭১২
ক্ষীরপাই—৮০৫
ক্ষীরপুরী (খিরপুরী)—৭১০
ক্ষীরপুলী—৭৮৭
ক্ষীর-মোননা—৭১০
ক্ষেমঙ্করী রূপ—৮৩৪

খ

খগেন্দ্র-বাহন-সহচরী—৮৫৫
খটায়্যে—৬৬৭
খট্টাঙ্গ—৮৮৪
খড্যা—৬১৬
খড়দহ—৮২৭
খড়ি—৭৫৮, ৭৯০, ৮১১, ৮১৯
খড়ি কাঠ—৬৮০
খণ্ড—৬৯৫, ৭৫৭
খন্দ—৭৪৬
খন্দক—৬১৮
খরশান—৭৯০
খরস্থলা—৭০৭
খরা-চোরা—৬৯৫
খলখল—৭১০
খসাইল—৮৬৯
খসি—৬৫০
খাকার—৮৭৬
খাঁখার—৭০৯, ৭৩৭
খাঁচা—৭৯৮
খাটা—৮৪৬
খাটায়্যা—৬৬৭
খাটী—৬৮১
খাটুপ্না—৮৬২
খাটুয়া—৮১৫

খাড়া—৮০৫
খাঁড়ঘোষ—৭২৭
খানখানা—৮০২
খান্না—৬১৮
খানি—৭১৮
খানি খানি—৬৫২
খাম-আলু—৭০৮
খারা—৬৮৪
খালাস—৮৮৭
খাসা জোড়া—৭০১
খিনোদরি ভয়—৭১২
খিরপুরী—৭১০
খিসমার—৭৭১
খিল—৮১৮
খুঁচা—৬১৮
খুঞা—৬৭৪
খুঁটি—৬৬৫
খুড়াত্য—৬৭৯
খুড়্যা—৭৬৩
খুন—৬৭৯
খুনাখুনি—৬৪২
খুনী—৬৪৩
খুল্লনা—৬১১
"খুল্লনার সহিত পাশাক্রীড়া"—৭২০
খেদাড়িয়া—৭৩৮
খেয়াইল—৮৩৯
খেলে—৮১০
খৈল—৬৮৪
খোঁচা—৭১৮
খোটা—৮৬৯
খোঁপা—৭১৫
খোয়—৬২৭
খোঁয়ার বাস—৭০৩
খোরাসানি—৮০১
খোসলা—৬৭৪, ৭২৯

গ।

গগন-ফুল—৮০৭
গগন-বাসিনী—৮[illegible]
গগনা—৬১৬
গঙ্গাজলী পাটী—৭৯৯
গঙ্গামাহাত্ম্য—৭৭৫
গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা—৮৩৭
গঙ্গার উৎপত্তি—৭৭৪
গঙ্গার কঙ্ক—৭৫১
গচ্ছ গচ্ছ নিজ ধাম—৮৮৮
গছায়—৮০১, ৮৩৬
গজ—৭১১, ৭৬১
গজেন্দ্র মোক্ষণ—৮০৩, ৮৬৫, ৮৮১
গড়—৬৬৯, ৭১৯
গড়ই—৬৮৪
গড়া—৬৪৭
গড়ে—৬৬৫, ৭০০
গণ—৭৮৯, ৮১৫
গণনাথে পূজিল—৮৬৩
গণবৃত্তি—৮১১
গণমাতা—৮৫৪
গতি পুরুষোত্তমে—৭৮৫
গন্থ—৭১০
গন্ধবেণে—৯৮১
গন্ধমাদন—৮৫৩
গন্ধেশ্বরী—৭৩৪
গব্য লবণ বিক্রয়—৮৮০
গয়া—৭৪০
গরব—৬৯৫
গরিফা—৭৭৩
গরুড়—৭৮৩
গরুড়জ পতি—৭৩৯
গরুড়ের পাখ খসে—৭৩৩
গর্ভে বসি......মস্তক মুণ্ডন—৭৭১
গলাতে কুঠার—৮৭৪
গা—৬৬৯
গাছ—৬৩৩, ৬৪৬, ৭৯৮
গাছি—৮৮৭
গাজ্যা—৬৭১
গাঠ্যের গরল খাইলে সে মরি—৭৩৪
গাঁঠ্যা—৭০৮

গাঁঠ্যার—৭৯৫
গাড়র—৭৯০
গাড়ু—৬৫৯, ৭১১
গাদি—৮৭৪
গাধি—৮৮৩
গাবর—৭৫৯, ৭৬৩
গাম্ভারি-পীঠে—৬৪১
গায়ত্রী গোপকন্যা—৮৫৪
গায়ন—৮৮৯
গাবড়—৬৩৮, ৬৭১
গারি—৭৩১
গারী—৬৭৬
গালাগালি চুলাচুলি—৬৪২
গালাগালী—৬৩৯
গালি—৬৬৭
গালি দিল ডাখিনী বলিয়া—৮৪৬
গাহিল—৭৬১
গিরা—৬৬৬
গিরিগুহা বিকট দশন—৭৭৭
গুঞ্জে—৬৭৫
গুড়া—৮২০
গুড়ুর—৬৪৯
গুণহীন—৬২৮
গুণা—৬৬৫
গুপতে করিয়া বন্দী—৮১৬
গুপ্তিপাড়া—৭৭১
গুয়াপান—৭১২
গুয়া-মুঠি—৭০৪
গুরু প্রয়োজন—৭৪০
গুরুজায়া নিল তারা—৭০৬
গুরুয়া—৬১২
গুর্জ্জরী—৬০৭
গুলাল—৬৭৩
গুলিয়া—৭১০
গৃধিনী জিনিয়া কর্ণ—৮০৭
গৃহিণীপনা—৬৭৬
গেড়ি—৬৮২
গেল—৭৭৩
গো—৬৬৮
গোকুল রাখিলে—৬৯৪
গো-গজ-বাহন-অগ্নি—৭০৪, ৭৯৫
গোঙালা—৬৬০
গোঁজ—৭৬১
গোঠপাড়া—৮২৭
গোড়ায়—৬৮৫
গোতান—৭২৭
গোত্র—৬৪১, ৮৪৪
গোধূলি—৬৪১
গোন্দলপাড়া—৮২৭
গোপ—৯৭৯
গোবিন্দ আনিলা পারিজাত—৬৭১
গোমুণ্ড—৬১১, ৬৩৭
গোমুণ্ড স্থাপিয়া দ্বারে পূজে ষষ্ঠী বুড়ী—৮০৬
গোয়ালা—৬৭৭
গোয়ালী—৬৭৭
গোরচনা—৭৬২
গৌড়—৮৬০
গৌতমদারা—৭০৬, ৭৩৯
গৌরীর মৃত্যু—৭২৫
গ্রহ-ওঝা—৬২৯
গ্রহপতিগণ—৬৩৬
গ্রহ প্রতি করে স্বস্তি—৭১৬

ঘড়া—৬৬০, ৭০১
ঘণ্ট—৬৯৬
ঘণ্টার বাদন—৮৬১
ঘনবোলা—৬১৪
ঘর—৬৬০
ঘরদল—৭৯৮
ঘা—৬৮৬
ঘাঘর—৭২৪
ঘাটা—৬৭৬
ঘাটি—৭৩৩, ৮৭৬
ঘানাঘুনা—৭৬৪
ঘাম—৬৮৩

ঘিচী কড়ি—৬৩২, ৬৬৮
ঘিরাণী--৬১৫
ঘু—৭৯৮
ঘুম—৮৬৪
ঘৃত-অন্ন—৬৫৪
ঘোঘরু—৬০৭
ঘোড়া—৬৬০
ঘোর-দৈত্য-নাশি—৮৩৯
ঘোর পুত্রী শশী—৮৪০
ঘোষাল—৮৪৫

চ

চক্রপাণি—৭৫০
চক্ষুদান—৭০১, ৭৬৩
চক্ষুস্পন্দন—৬২৬
চঞ্চের—৭৬২
চড়িয়া—
চণ্ডাল—৯৮৩
চণ্ডী, চণ্ড—৭৬৭, ৯৩৮
চণ্ডীগাছা—৭৭০
চণ্ডী জনার্দ্দন-সহায়িনী—৮৪১
চণ্ডীপূজায় তণ্ডুল অষ্টদূর্ব্বা—৬৯৩, ৮২৩
চণ্ডীমঙ্গল—৯০০
চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা—৯০৫
চণ্ডীমঙ্গল বাংলা পুরাণ—৯২৮
চণ্ডীমঙ্গলের তিন ভাগ—৯২৮
চণ্ডীর ক্ষমতার সংক্ষিপ্তসার—৮৭২
চণ্ডীর প্রথম সম্মান ইন্দ্রের সভায়—৭৪২
চতুর্দ্দশী—৭৬০
চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, নবমী—৭৬৪
চন্দন-চৌথুরী—৬৪৩
চন্দনেতে......শিবপূজা—৭৫৪
চন্দ্র—৭৪৪
চম্পাই নগর—৭৫১
চর—৭৯৫
চর্ম্মচক্ষে—৮৭৫
চাউড়ি—৬৮১
চাউল—৮০৪
চাক—৭৭৮
চাকদা—৮২৪
চাকি—৭৮৭
চাঙ্গ—৬৮০
চাঙ্গড়া—৭৪৬, ৮১৯
চাঁচে—৮২০
চান্দ—৬৭৩, ৭২৯
চান্দমুখ—৬৫৩
চান্দা—৬১৬, ৬৪৩, ৭১১, ৭২৮
চাপড়—৬৭৭
চাপিলেন আঁখি—৮৫২
চাপিয়া বিশাল—৭০১
চাঁপা-গাভা—৬০৮
চাঁপা নগরী—৬২১
চামর......শিব সন্নিধানে—৭৫৪
চামার—৯৮৪
চামিকর—৬৬৫
চামুটি—৮৪১
চামোসা—৬৮২
চাম্পাই নগর—৭২৬
চায়্যা—৬৯০
চারিজনা—৮৮৩
চারিভিত—৬৪৭
চারিমাস—৬১০
চারিমেঘে......অষ্ট গজরাজ—৭৭৬
চাল—৬১১, ৬৬৬
চাল্য—৮৫৭
চাসী—৬৭৭
চিটা-ফোটা—৬৪৫
চিড়্যা—৭৭৪
চিতপুর—৮২৮
চিতল—৭০৮
চিত্রগন্ধ—৭৯৫
চিথোল—৮০৫
চিনা—৭৬২
চিন্তা—৭৫১
চিন্তামণি—৬২৭
চিনি—৬৬০

চিনিচাঁপা—৬৩৩
চিনাঞ্চা—৬৭৬
চিয়—৮৬৪
চিয়াইয়া—৬৯৬
চিরণী—৬২৭
চিল্কা—৭৯০
চুড়ি—৬০৮, ৬২৯, ৭১৩
চুয়া—৬৩২
চুলচুলা—৮০৩
চুণকালী—৭১৬
চুয়া—৮০৩
চুর—৬৯৫
চেড়ি—৬৬৭
চেতনাচেতন—৭১৪
চৈ—৭০৮
চোঙরা—৬১৭
চোপা—৭২৯
চোপা খালে, আঠ্যা—৭২৯
চোয়াল—৭৯৬
চৌকনিয়া—৮৪৮
চৌকশ—৮৮৬
চৌখুরী—৭৫৩
চৌত্তিশা—৮৩৯
চৌতিশা, পাকপ্রণালী বারমাস্যা—৯৫৯
চৌদল—৮৪৮
চৌদিক—৬১৮
চৌরস—৬৬৬
চৌষট্টি—৭৬৫

ছটফট—৬৪৫
ছটা—৮৬৯
ছড়—৮৪৮
ছত্রভোগ—৭৭৩
ছত্রের জননী—৮৫৪
ছত্রিশ আশ্রম—৬৬১
ছয়—৬৭০
ছয় অঙ্গে বেদপটু—৭৭৪
ছয় মাসে করাল্য ভোজন—৮০৮
ছয় রস—৬৬৬, ৭০৭
ছাওনি—৭৪৭
ছাকনা—৮০৩
ছাগ চুরি—৬৮৯
ছাট—৬৮৩, ৭০৩
ছাটনি—৭৪৭
ছাড়ান—৮৮৭
ছাড়িয়া—৬৬০
ছাড়্যা—৭৬৬
ছানী—৬৮০
ছান্দলা—৬৩৯
ছাব—৭০৩, ৭৬১
ছায়—৬৮২
ছায়্যো—৬৪৬
ছিগুিলেক—৬৭৭
ছিনা—৬৭২
ছিরা—৮০৮
ছুঞা—৭৪০
ছুড়ি—৬৭৬
ছুঁড়ি—৮১৭
ছুতার—৯৮৩
ছেঞ—৮৪০
ছেনা—৭৮৬
ছেয়ানি—৬৬৫
ছেয়ানী—৮৫৭
ছেলী—৬৭৬, ৭১৭
ছোঁচা—৭০৯
ছোট—৬৫৯, ৬৭৬
ছোলা—৭৬৩

জ

জইয়া—৬১৬
জগদল—৮০৪
জগদ্দল—৮২৭
জগন্নাথ রায়—৮৭৮
জগন্নাথের পুরীতে জাতিভেদ নাই-৭৮৮

জগন্নাথের প্রসাদ-মাহাত্ম্য—৭৮৪, ৭৮৭, ৭৮৮
জট—৮০৩
জড়ুর—৮৫৯
জতুগৃহ—৭৪৪
জনাই—৬২৯
জনাজনি—৭২০
জনার্দ্দন-সহায়িনী—৮৪১
জনু—৮৭০
জন্মকালের শুভলক্ষণ—৮০৭
জবজব—৮০৫
জবের প্রলহ—৬৫৫
জয়দেব—৮১২
জয়পত্র—৭৫৮
জয়ী হৈল ভগবান্—৭৬৬
জরঠ—৭০৭
জরাধি—৬৯৪
জলডিঙ্গা—৭৭২
জল দানে—৬৮৯
জল বিনে বিশ্রাম করিতে নাই স্থল—৮৭৪
জলাশনে—৬৩৪
জলে ঝাঁপ—৬৮৯
জাওাতি—৮০৭
জাগ—৬১৫
জাড়গাঁ—৭২৭
জাতক—৬৫৬
জাতিগত বৃত্তি—৯৭৭
জাতিনাশ কৈল বিষহরী—৬২১
জাতিতে পদ্মিনী—৬৯০
জাতি হৈল বড়—৮৫২
জাদ—৬০৮, ৭০৪
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ—৭১৮
জাবক—৬৩২
জামাতা—৮৬৯
জাম্য—৮৫৭
জারুয়া—৮১৫
জাহ তুমি গৌড়—৬৮৭
র—৮০৩
জিনে—৬৯৮
জিবীষবাহন—৬১৯
।—৬৩২
।—৭৬৬, ৮৬১
জুখিয়া—৬৫৮
জুঝারিয়া—৬১৬
জুঝার্য্যা—৬৮২
জুড়িল—৭৬৮
জুড়ে—৬৬৫
জুতি—৮৩৯
জুয়ার—৭৯০
জুলি—৭১৮, ৭৭৬, ৮৫০
জেঠা—৬১৮
জেঠি—৬১০, ৬৭৩
জেন—৬২২
জেলে—৯৮২
জৈমিনি-ভারত—৮১২
জৈমুনি—৭৭৬
জ্যৈষ্ঠ পৌর্ণমাসি—৭৫৩
জ্যৈষ্ঠ মাসে গোয়ালা গোয়ালী যেন পিটে—৬৭৭
জোঁক—৬৭২
জোন্দা—৭৮৭
জোমা-গারড়—৬৭৩
জোয়ানি—৮০৫
জোয়ানী—৭০৮
জোর—৮৬৪
জোরি—৮৭৩
জোঘর—৭৪৫
জ্যোতি—৭৩৩

ঝ

ঝকড়া—৭৪০
ঝগড়া—৬৭৫
ঝনকাট—৭৪৬
ঝমঝন—৬৭৬
ঝমঝম—৭০০
ঝলমলী—৭১৩

ঝাকে ঝাকে—৬৪৮
ঝাট—৬৭৫
ঝাট্যাত্তি—৭৮৮
ঝাঁপা—৭১১, ৭১৫
ঝাঁপিয়া—৭২০
ঝারা—৭১১
ঝারী—৬৬৬
ঝোড়—৬৪৮
ঝোড় ঝাড়—৬৮৯
ঝোড়ে—৮৪৯

ট

টঙ্ক—৭৬২
টঙ্গ—৬৯৭
টনক—৮৩৯
টমক—৬৩৪, ৭৫৭
টলবল—৭০৫
টাকর—৮৪৭
টাঙ্গন—৬৬০
টাঙ্গায়—৬৩৪
টানে—৬৬৫
টাবা—৬৬৭, ৭১০
টিটকার—৮৪১
টিয়া—৬৪৯
টুটায়—৬৭৫
টুটেক—৮৪১
টুনী—৬৪৯
টেষকোনা—৬৪৯
টোনা—৬৭৭

ঠ

ঠমক—৬০৭
ঠাই—৬৭৫
ঠাঁই—৬৫৪
ঠাকুয়ালী—৮০১
ঠাট—৭৭৩, ৮৪৮
ঠাটপনা—৭০৪
ঠুট—৬১৬
ঠেঙ্গা—৬৯৭
ঠেটি—৭২০

ড

ডঙ্ক—৭১৫, ৭৬২
ডাইন—৭৬৪
ডাকা দিবি—৭৯৮
ডাকিনী হাকিনী—৭৯৬, ৮৪৬
ডাটি—৭৯৯
ডানী—৬৬৬
ডাবর—৬২৮, ৬৯৬, ৭৫৩
ডাল—৬৪৮
ডালী—৬৬৮
ডাসা—৬৯৭
ডাঁস—৮৬৬
ডাঁসী—৬৮১
ডিঙ্গী—৭৫৭
ডিল্লী—৮৪৪
ডুবারু—৭৬০
ডোঙরা—৬১৭
ডোম—৮৫৪, ৯৮৪
ডোমচিল—৭৬৮

ঢ

ঢলঢল—৬৬৮, ৬৭৮
ঢলে—৬৪০
ঢাকা—৬১৮, ৮৭৪
ঢেউ—৭১৯
ঢেঁকি—৬৭৪
ঢেমন—৮১৫
ঢেসা—৮৬৩
ঢোল—৮৪১

ত

তণ্ডুল অষ্টদূর্ব্বা—৬৯৩, ৮২৩
তৎকালে—৬৭৯

তথাকারে—৬৫৮
তনয় কারণ—৬১৯
তপন-তাপিনী—৮৫৫
তপান—৬৯৪, ৮১৭
তবলকাব—৮৪৫
তমউ—৬১৪
তম্বুর—৬০৭
তরঙ্গ—৮৬২
তরতর—৬৭৮
তরল কঙ্কণ—৬০৭
তরলা—৬১৬
তরুণী তপন-তাপে নিবারিবে শীত—৮৬৭
তরুণীর হাত—৮৬৬
তবে—৬৫৮
তর্পণ—৮৩৮
তলিকা মসারি—৭১১
তাজী—৬৬০
তাড়—৭২৪
তাতায়—৭৪৪
তামি—৮১০
তাম্বু—৭৯৭
তাম্বুল-সাপুড়া—৬৪৩
তাম্বূলী—৯৮০
তাম্রচূড়—৬৪৯
তার—৭১০, ৭২৭, ৭৮৭
তার শব্দ—৬৩৭
তালচটা—৬৪৯
তালজঙ্গ—৮৪৯
তালজঙ্ঘ—৮৩০
তাল বেতাল—৮৪৭
তিন তায় অতিথ—৬৮৭
তিমির নাশয়ে বাছার দন্তপংক্তিগুলি—৮৭০
তিল—৮৩৭
তিলোত্তমা—৭০৬
তুণ্ডের আহার খসি—৬৫০
তুমি কিনা জান পতিব্রতার ধরম—৮৭৭
তুরিত—৭৭৭, ৮৩৮
তুলসী—৮৩৮
তুলাকোটি—৭১৩
তুলি—৬৬৭
তুলিকা—৭১৬
তুণী তৃণপাতি... ..তপনে—৭১৮
তুঁহু—৭২৪, ৭৩৮
তুঁহু লব নবের কিঙ্কর—৭২৪
তূলা—৭৫৭
তৃণকূট—৭৪৪
তৃণপাতি—৭১৮
তৃণাবর্ত্ত—৮০৯
তেজিব—৭৩৮
তেত্রিশ—৬৮২
তেমাথায়—৬৭৩
তেলি—৭১৯
তেলী ও কলু—৯৮০
তোক—৭৩৯
তোমার কিঙ্করী হব—৬১০
তোমার সেবক জনা—৮৮৭
তোর গরমাই-বলে—৮৬৩
তোলয়ে অঙ্গের বারি—৬৬৬
তোলা জলে—৬৬৬
তোড়ানি—৭৮৭
ত্যজে যিনি নিজ বংশ—৬৫১
ত্রপান্তর—৭৪১
ত্রয়োদশী—৬৩১, ৭২২, ৭৬০
ত্রিগর্ত্ত—৮৪৪
ত্রিকুটা—৮৫২
ত্রিজটা—৮৫২
ত্রিবিদ্যা—৮৫১
ত্রিবেণী—৭৭১
ত্রিমুহানি—৭০২
ত্রিরত্ন—৭৯০
ত্রিশিরা—৭৩১
ত্রিশূল্যা—৬৭২
ত্রিহট্ট—৭৭২
ত্রেপান্তর—৮৮৮
ত্রৈলঙ্গ—৭৭১
ত্র্যহস্পর্শ—৭৬০

তৎকালের পরিচয়, কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে—৯৬০
তন্তুবায়—৯৮০

থ

থরে থরে—৬৬৫
থাক ধর্ম্মরাজার সমাজে—৬৯৯
থুড়ি—৬১৪
থোপা—৭১৬
থোয়—৬৪৭

দ

দই—৬৬৮, ৭০৮
দক্ষ-মখ-হরা—৭৬৮
দক্ষিণ—৭১৬
দক্ষিণ নায়ক—৭১৬
দক্ষিণ প্রয়াগ—৮৮২
দক্ষিণা কালী—৮৪২
দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ—৬৪৪, ৮৭১
দক্ষিণে শৃগাল, বামদিকে ভুজঙ্গম—৭৬৯
দক্ষের দুহিতা—৬৯৪
দড়বড়ি—৬৬৯
দড়মস—৮৩৩
দড়ি করিয়া আঁট—৭১১
দঢ়—৭৫৮
দঢ়াইয়া—৭৪৫
দণ্ড—৬৩০
দণ্ড মেখলা অজিন—৭৭৪
দণ্ডী—৮১১
দনাই—৮১০
দনাশ্রি—৬১৮
দন্তচ্ছটায় তিমির নাশ—৮৭০
দন্যা—৬৭১
দম্বল—৮৪৮
দরজী—৯৮৩
দরশনে কলুষ নিপাত—৭৮৭
দরিদ্র আচারহীন......পতি—৭১৬
দলপিপি—৬৪৯
দশরথ—৮৮৩
দশ শত বাহু বাণে—৭১৩
দশঘরা—৭২৭
দশমী—৭২৩, ৭৬০, ৮২১
দশাক্ষর—৮৮৭
দহ—৭৯০
দাই—৭৪৪, ৮০৬
দাগ—৬৮২
দাড়া—৭৯০
দাহু—৮৭৩
দান—৮৬৬, ৮৬৭
দানে বলি—৬২২
দাফ—৭৯৭
দাবাসিনী—৮২৮
দাশ—৯৮২
দিগড়ি—৬৮১
দিগম্বরী—৭৬৭
দিগারি—৭৯৮
দিগ্‌গজ, চারি মেঘের অষ্ট সহচর—৭৭৬
দিঘলমুখা—৬১৫
দিঠ—৭৫৬
দিন কর্ত্তা—৬২৮
দিনমণি—৬১৩
দিন যায় কল্প কল্প—৮৭২
দিনা শাথে—৬৭৫
দিয়ালা—৬১১
দিলা—৭৬৭
দিলীপ—৮৮৩
দিশা—৭৪৯
দিশি—৬৯৮
দিসারু—৮২০
দীক্ষাপথে শূন্য তার নাম—৬২২
দীঠ—৮৭৬
দীপিকা—৬৫৪, ৮১৩
দীপিকা ভাস্বতি—৮১৩
দীর্ঘলেখা—৬১৬
দুই—৭৩৮
দুই তিন জাত্যে ঘর—৮৮০

দুই সপ্তশতী—৮১২
দুকানে কুণ্ডল হৈলা হাথে হৈল থাল—৮৫১
দুখ্যা—৬১৫
দুটা মাথা—৮৪৬
দুদলে কন্দল—৬৪০
দুরাদৃষ্ট—৮২৯
দুর্গতি পঞ্চ প্রকার—৮৪৫
দুর্গা—৭৪২
দুর্গা কহে চারি বেদে—৭৩৯
দুর্ব্বলা, দুবলা, দুয়া—৬৬৭
দুর্ব্বাক্ষত—৮৩৯
দুর্ব্বা-ধান—৮৭১
দুর্ব্বাশার শাপে—৬৯২
দুর্ব্বাসার শাপে রক্ষা কৈলে দেবগণ—৭৪২
দুলিচা—৬৩১
দুলিয়া—৮৪৮
দুষ্‌থ—৬৫৩, ৭৪৬
দুস্থে—৬৮৬
দুয়—৭৫৬
দুয়া—৬২৬, ৬৬৮
দুয়া চেড়ি দিল নিমন্ত্রণ—৭০৭
দূর্ব্বা—৬৪০
দেউড়ি—৬৪২
দেউলিয়া—৬১৫
দেখি অমঙ্গল—৮৪৩
দেবমানে......চারি মাস—৭২৫
দেবান্তক—৭৩১
দেবীর উৎসব—৬৮৫
দেবীর প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি—৮৫৩
দেবীর রোষ—৮৭৭
দেয়—৭২৮
দেয়াল—৭৪৬
দেহালা—৮০৮
দৈত্যরাজ—৬৫২
দৈবকী রুক্মিণী ইত্যাদি—৭৪৯
দৈবজ্ঞ—৭৫৮
দোওজ—৭৩৭
দোথণ্ডী—৬৪৬
দোছটী—৬৩৭, ৭০৩
দোয়জ—৭২২
দোয়াজিয়া—৬২৩
দোশাল—৬১৬
দোহাই—৬৭৮
দোহার—৬০৭
দোহারা—৭০৫
দ্বাদশী—৭৬০
—৮৮৬
দ্বিজ খাবে মৎস্য মাংস—৮৮১
দ্বিপিকা ভাস্বতি—৮০৭
দ্বৌযাম রজনী মধ্যে—৬৩১
দ্রৌপদীর পঞ্চপতি—৭৩৯

ধনপতিকে আনয়ন, কারাগার হইতে-৮৫৮
ধনপতির প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ—৮৬০
ধনপতির বিনয়—৮৫৯
ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান—৯৩০
ধন্ধ—৬৬৭, ৬৯৬
ধবল—৭৫১
ধবলমুখা—৬৫১
ধরণী গুরু—৭৫৯
ধরণী-ধারিণী—৮৪০
ধর্ম্ম—৭৪৩
ধর্ম্মদাতা বাপ—৬৫৩
ধর্ম্মশূল—৮০৬
ধল—৮৪৪
ধলী—৬৮০
ধাই—৭০৭
ধাওনী—৭৮৯
ধাকা—৭৫৯
ধান—৬৮৬
ধানশী—৬১০
ধান্য—৬৪০
ধায়—৬৫৯
ধায়নী—৬৫৯

ধায়লী—৭৭৩
ধীষণা—৭৫২
ধুতি—৮৪৩
ধুতুরা কুসুম—৮৭০
ধুতুরার ফুলে—৬৮৭
ধুনা—৭৬১
ধুম—৬৭৭
ধূম্রলোচন—৮৮৬
ধোবা—৯৮৩
ধৌত পট—৭৭৫
ধৌত-হরিপদ-দ্বন্দ্বা—৮০০
ধ্রুব পুত্র—৮৭৩

নওলী—৭৫৬
নগর পত্তন—৯৭৫
নগাঙ্গী—৮৫২
নট্যাশাক—৭০৯
নড়া—৮৫৮
নড়ি—৬৩২, ৭৪৬
নত্তা—৬১১
নদ-নদীর আকর—৮৪০
নদীগর্ভে মস্তক মুণ্ডন—৭৭১
নন্দসুতারাণী—৮৪০
নন্দাই—৮১৮
নবগ্রহ—৬৩৪
নবগাঁ—৮২৫
নবধা ভক্তি—৮১৪
নবমী, অষ্টমী—৭৫৯
নবরত্ন—৬৫৪, ৮৭৪
নবরস—৬২০, ৮৮৯
নবশাক—৭২৫
নবাত—৭০৭, ৮৬৬
নভুনী—৬৩৩
নমুচি—৮৮৪
নয়নে আরতি নাহি—৭১৬
নরান্তক—৭৩২
নল—৭৩১
নল, অশ্বের শিক্ষায়—৭৯৯
নলিনীদলে—৬৯৮
নষ্টচন্দ্র—৭১৪
নহুলি—৭৫০
নহুষ—৮৮৪
নহে জন্তু ভোজন সমান—৭৮৮
নাইয়া—৭৫৬, ৮০২
নাউড়্যা—৮২৪
নাক-চলা—৬৭৮
নাগরী—৮৬১
নাগান্ত—৬৫৪
নাচনী—৬৮৯
নাচে—৬০৮
না চিনিহ বাপ মা—৬৮৮
নাটাই—৬৩৩
নাটাই সহিত সুতা—৬৩৩
নাটি—৭৬২
নাতীন—৬২৫
নান্দীমুখ—৮৫৬
নাপিত—৯৮১
নাফরা—৭৮৬
নাবিকগণের প্রতি শ্রীমন্তের করুণ উক্তি —৮৫৭
নাম—৮৮২
নায়তে—৭৯০
নায়ক—৮৮৯
নায়র—৭২০
নায়া—৭৫৭
নায়ক—৬৪৯
নারঙ্গ—৬৩৩
নারদ—৬১৩
নারদ সমান গানে—৭৯৯
নারায়ণ তৈল—৬৬৬
নারায়ণী—৬৮৯
নারায়ণে গতি—৭৪২
নালা—৬৮৬, ৭১৯
নাশবেশ—৬২৮
নাহি—৬১১, ৬৭৫

নাহি অভিরোষ—৭৩৮
নিকলে—৫৮২
নিকুম্ভ—৭৩১
নিঙোরিয়া—৭৫২
নিচোড়িয়া—৬৯৬
নিছিদ্রে—৮৫৯
নিজ গণ—৭৯৮
নিজ পাঁজি করিয়া প্রমাণ—৮৭০
নিদ্রারূপী—৭৪২, ৮২৯
নিন্দে—৮০৮
নিমাইতীর্থ—৭৭৩
নিরামিষ (ব্রতাদির পূর্ব্বাহে)—৮৫৬
নিরুদ্দেশ হইলা যদুপতি—৭৪৮
নির্গম—৬৯৫
নিলে—৬৭৫
নিশাচরগণী—৬৭৪
নিশাপতি—৮৭৪
নিশারাতি—৬৭২
নিশ্চিন্তপুর—৮২৭
নিসত্যভাবিনী—৭৫৯
নিসানি—৭৯০
নীরাজিত—৮৭৬
নীলমাধব—৭৮৫
নীলা—৬০৮
নুন্যা ভণ্ড—৬২১
নৃত্যকী—৬৩৪
নৃপতি—৮৮০
নৃপতি-লক্ষণ—৬৫৫
নৃপবর—৭৩৩
নৃপ-সভাগণে—৬৪৬
নেউটিবেক—৬৯৫
নেউটিয়া—৬৬৮
নেউলী—৬৮২
নেজা—৭৯৭
নেড়ী—৬৮১
নেত—৭৪২
নেডা—৬১৪
নেত কোটাল—৮৫৪
নেয়াল—৬২৬
নেহালে—৬২৪
নৈরাশ—৬৮৬
নৈল—৮৩৭
নৈষধ—৬৫৪, ৮১২
নৈহাটি—৮২৪
নোঙারে—৬৬৫
নোয়া মাত্র রাখিলা আইয়াত—৬৭৮
ন্যাই—৭৪৫
ন্যাস—৮২৩

প

পউটি—৭৬১
পক্ষিমুখে নরবাণী—৬৫২
পক্ষী—৭৪৮
পগার—৬১৮
পঞ্চ জনে কৈল পতি—৭৩৯
পঞ্চপাত্রে—৭৭০
পঞ্চম দুর্গতি—৮৪৫
পঞ্চরতন—৮৩২
পঞ্চবস্ত্র—৬৪৫
পঞ্চাশ—৬৪৩
পঠমঞ্জরী—৭২৫
পড়াহ—৬৩৪
পণ্ডিতঘটা—৭২৮
পতিঙ্গ—৭৬২
পতিরঙ্ক—৭০০
পত্রিকা—৬৭১
পত্রিকার কলাগাছ—৬৭১
পথা—৮৫২
পথে বা শ্মশানে—৭৮০
পদক—৬৭৮
পদ্ধতি—৮৮৫
পদ্মা—৮৫৭
পদ্মিনী—৬২৭
পদ্মিনী জাতীয়া স্ত্রী—৬৯০
পনই—৭৪৪
পনসে যার ক্ষেম—৭৬৩

পবনবেগা—১৭৬
পবন্যা—৬১৪
পয়—৮১৯
পরদল—৭৯৮
পরনারী দেখিয়া—৭০০
পরশীলা—৬৩৬
পরায়ণি—৭৩৭
পরিবাদ—৮১৫
পরিরোধ—৬১৮
পরিশিষ্ট—৮৯১
পরিশে—৬৪৩, ৬৭০
পরিসিষ্টী—৬৬৭
পরিসে—৬৬৬
পরীক্ষা—৭৩২
পরে দেখ্য শেষ্ট অনুমানে—৬৫০
পর্ণশবরী—৭৯০
পল—৬২৮, ৭৪০, ৮১৯
পলাকড়ি—৭০৯, ৭৫২
পশুর নিস্তারবীজ ধন—৮৮৬
পশ্চিম আশার কূলে—৬২৯
পশ্চিম প্রয়াগ—৮৮২
পসাবিয়া—৭৪০, ৮৮৫
পাইট—৭৫৬
পাইরি—৬১৪
পাউড়ি—৭১২, ৭২০, ৮১৫
পাউলা—৬১৯
পাকড়ি—৬৩৯
পাকপ্রণালী, বারমাস্তা, চৌতিশা—৯৫৯
পাকল—৬৮৪, ৭৯৮
পাকি—৮৩৬
পাকে—৬৭৬, ৬৮৭
পাঁকুই—৬৮৬
পাথয়াজ—৮৬৮
পাথরা—৬১৬
পা· রী—৬৮১
পাথাজু—৬০৭
পাথালে—৬২৪
পাগল—৬৬৭, ৬৮৩
পাগলা—৬১৫
পাঙশী—৬৮১
পাঙুশা—৬১৬
পাচ্যাতি—৬১০
পাঁচড়া—৭২৭
পাছড়া—৬৪৩, ৭৪৫
পাছু—৬৫৯
পাজলা—৬৯৬, ৭৪১
পাঁজি—৭৫৮
পাট—৭৪৭, ৮২০
পাটন—৬৫৮, ৭২৫
পাটন কাণ্ড—৬৫২
পাটনী—৯৮৩
পাটনে ত—৭৫৫
পাটলা—৬১৬
পাটা—৭৫৭
পাটি—৭৬২
পাটিথাল—৬৩৭
পাটী—৬৬৬
পাটুকা—৮৫১
পাটুয়া—৮৪৯
পাঠশাল—৭০৩
পাঠাও—৬৫৮
পাঠান—৮০১
পাঠাব—৬৭৪
পাঠাবে—৬৭৪
পাঁঠী—৭১৮
পাড়পুর—৭৭১
পাড়া—৬৭৬
পাণ্ডা—৭৮৭
পাতি—৬৭৪, ৬৯৫, ৭২০
পাতী—৬৩৪
পাথরা—৬৯৬
পাথরে খিচনী—৬১৩
পানিচালা—৭৬১
পানীকাজুড়ী—৬৪৯
পানীফল—৭০৮
পাস্ত—৭১২

পাপ পুণ্য যাব সাথে—৬৫১
পামরী—৬২৯, ৭২৮
পায়রা—৬১৩
পারা—৬৭৬, ৭০৪, ৮৭৭
পার্ব্বতী, একতনু মহেশ—৮৭৫
পালক—৬৫৩
পালট—৬৫২
পালটে—৭২১
পালি—৮৭৭
পাল্য—৬২৫, ৭৮৯
পাশরিলে—৭৬৬
পাশলি—৭১৩
পাশী—৮৪২
পাষণ্ড—৮৭৮
পাসুলী—৬৭৮
পাসুলী—৬০৭
পিঙ্গল—৮১১
পিঙ্গল-জটিলা—৮৪৭
পিচকারী—৮৬৮
পিছমোড়া—৮৩৬
পিঠ—৬৬৬
পিঠা—৬৬৬
পিঠালি—৭০৯
পিঠালি-মণ্ডলী—৭২৪
পিঠালীর একুশ পুতলী—৭২৩
পিড়িপড্ডতি—৬৭০
পিড়াঘাতে—৮১৭
পিণ্ডিরা—৬৮৪
পিতা ধর্ম্ম ইত্যাদি—৮২১
পিতাপুত্রে কথোপকথন—৮৬০
পিত্ত—৬৭২
পিলয়া—৬১৫
পীত্য—৬৩৮
পুকুর হৈল হারা—৭৭৬
পুখুর-গাবান—৮৫০
পুটপাণি—৭৪৫
পুটব্বী—৬৩৩
পুটি—৭৯০
পুণ্য অগ্রহায়ণ মাস—৮৬৭
পুণ্য কার্ত্তিক মাস—৮৬৭
পুণ্য বৈশাখ মাস—৮৬৬
পুণ্যের সময়—৭০৪
পুততী—৮১৭
পুত্তলী কুশে—৮২৩
পুত্রবর মাগিব কি স্বামী নাই ঘরে—৬৯৪
পুত্র সনে—৬৫৫
পুথি—৭৩১
পুনর্ব্বসু—৬৩৯
পুরট—৬৬৫
পুরথনের ঘাট—৭৭১
পুরন্দরপুর—৮১৯
পুরাতন ও নূতন সাহিত্যের সম্পর্ক—৮৯৩
পুরুরবা—৮৮৩
পুরুষোত্তমে, গতি—৭৮৫
পুলী—৬৩৩
পুষ্পক—৬২০
পুষ্পের ধনুকে......মারিলা পঞ্চবাণ—৭৯০
পূজার করণ—৬৯১
পূজিলা ষড়ঙ্গে—৮৩৯
পূড়াতী—৬৩৭
পূতনা ৮০৮
পূর্ণপাত্র—৬৩৬
পূর্ব্বপক্ষ—৬৫৬, ৮১৪
পৃথু—৮৮৩
পৃথুলের ধার—৭১৯
পেঙ্গা—৬৪৯
পেচা—৬৫০
পেচাকে, নিমকে—৭২২
পেড়ি—৭৫৭
পৈলা—৮৪৬
পৌটা—৬৮৪
পোড়ে তবকির মু—৮৪৫
পোয়ালের খড়—৭১৮
পোহাক—৭১৯
পৌটেক—৮৪৯
প্রকার বিশেষে—৬৭০

প্রকৃতিতা—৮৩৬
প্রণমহো—৭৬৬
প্রতিজ্ঞা ব্রাহ্মণ সনে—৬৫২
প্রতিমারুচি—৬৩৬
প্রত্য—৭৪৯
প্রথম সম্মান পাইলে ইন্দ্রের সভায়—৭৪২
প্রবন্ধ—৬৭০
প্রবন্ধে—৬৫৬
প্রবর—৬৪১
প্রলম্ব-বধ—৮০৯
প্রসাদ গঙ্গার জল—৭৮৭
প্রসাদ শুখান অন্ন—৭৮৮
প্রহরাষ্টপতি—৮৩৬
প্রহেলিকা—৬৫৬, ৬৫৭
প্রাণের ডাকাতি পাপ বসন্ত—৭১৫
প্রিয়ব্রত—৮৮৪
প্রিয়ামুখে করে আরোপণ—৭৯৫
প্রেততথি—৮৫০
প্লবঙ্গ—৭৬২

ফ

ফকীর—৭০৯
ফণী-ফণা—৬৭১
ফতেপুর—৬২১
ফরমানী—৭৭২
ফরিয়াদ—৮০৯
ফাগু দোলে—৮৬৮
ফাঁদ—৬৪৭
ফল্গুনে দ্বিগুণ শীত—৭১৮
ফাল্গুনেতে লগ্ন—৬৩১
ফাসুড়িয়া—৭০২
ফাঁস—৭৭০
ফিতা—৬৪৩
ফিরাঙ্গি—৭৯০
ফুক—৬২৭, ৬৪৫
ফুকে—৮১৮
ফুটে—৬১৮
ফুরালে—৬৪৫
ফুলগাভা—৭০৮
ফুলঘর—৮৫০
ফুলঝারা—৬৩৩
ফুল-মোড়—৬৩৩
ফুলিয়া—৭৭১
ফুলীয়া নগর—৬৬৯
ফুল্লরা—৯৫৫
ফেড়ায়্যা—৮০৫
ফেলি—৭১০
ফেফাতুরা—৮৪২
ফেরুফাব—৮৫৫
ফোঁটা—৬৭৩

ব

বউলী—৭২৮
বকাল—৭৪০
বগড়—৬৫০
বগড়ি—৭৭৬
বগী—৬৮১
বঙ্কা—৭১৫
বঙ্কু—৭৭৫
বঙ্গ—৭৭২
বঙ্গসাহিত্যে শিব-শক্তির প্রভাব—৯২৯
বঙ্গের বাহিরে মঙ্গল কাব্য—৯০০
বটি—৬৭৬
বড় গঙ্গা—৬৫৯, ৭০১
বড়শূল—৬২১
বড়া—৬৮৪, ৭৮৮
বড়াইবুড়ি—৮৪৬
বণিজ করণ—৬৩০
বৎস—৮৮৩
বৎস-হরণ—৮০৯
বদল—৬৮২
বদলে—৭৬২
বন জইয়া—৬১৫
বনমালা—৭২৪

বনী—৬৭৫
বন্দ্য—৮৪৪
বন্দ্যঘাটী—৬৭০
বন্ধনী—৭২৫
বয়ড়া—৭৬৩
বরবটী—৭০৮, ৭৬৩
বরস্থতা—৬৪৩
বরাবর—৬৫৫
বরাবরী—৬৮০
বর্যাতায়—৬৪৫
বরিয়াতি—৬৪১
বর্ণদ্বিজ—৮৭৯
বর্ণময়ী—৮৪০
বর্ত্তীক—৬৪৯
বর্দ্ধমান—৬২০
বলদ—৬৭১
বলদেবের ভগিনী—৭০৯, ৮৪২
বলে—৬৯০
বল্লাল সানিঞা—৮১৫
বসন্ত—৬৮৬
বসন্তের রাজে—৬৯৯
বসিতে—৭২৮
বসিল—৭৭০
বসী—৬৮২
বসু—৬৭৯
বসুদেব-সুতা দেবি কৃষ্ণের ভ'গনী- -৬৭১
বসুদেবের শরণ—৮৪২
বস্তুজাত—৭০৮
বহিন—৬৫৮
বহুত—৬৮২, ৭৫৭
বাই—৮০৩
বাইতি—৭৮৮, ৯৮২
বাইয়া—৬৮১
বাউটি—৬৮১
বাওয়—৭৪০, ৭৬১
বাকাদতি—৬৮১
বাক্য বস্তু বিধিমত—৬৩৪
বাখান—৬২১
বাগদি—৮৫৪, ৯৮২
বাগন—৭৭৩
বাগুনকোলা—৮২৫
বাঙ্গাল—৭৬৫, ৭৭৮
বাছি—৭০৭
বাজন নারিকেল—৭০১
বাজারে বিকায় ভাত—৭৮৪
বাজিল—৬৭৬
বাজী—৭৪৫
বাজে—৭১৯
বাজে মহল—৮০১
বাঁজি—৬৭৬, ৬৮৪, ৭৩৮
বাঁঝা—৭৫৬
বাট—৬৬৯, ৮৪৭
বাটলা—৭৬৩
বাটি—৬৭১
বাটী—৬৯৬
বাটে—৬৭৩
বাঁটা—৬৭৬
বাঁটে—৮৫৩
বাড়—৭৯০
বাড়ুরা—৬৬৯
বাড়ে—৭০৬
বাণি—৭০১
বাণিয়া—৬৫৮
বাতানিঞা গাই—৮১৭
বাতাস—৮৬৬
বাতাস্যা—৬১৪
বাথ্য—৭০৯
বাদ—৬১০, ৭৬৬
বাদুয়া—৮১৫
বাদের সুসার—৮৭৮
বাস্থা—৬৩৮
বাদুড়—৬৪৯, ৬৭২
বান্ধা বোঝ জেন সংযোজনে—৬৭০
বাফৈ—৮০৩
বাবুতি—৬৪৯
বামদিগে ভুজঙ্গম দক্ষিণে শৃগালী—৭৬৯

বামন—৮১৩
বামাপতি—৮৭০
বায়ন—৮৮৯
বার—৬১৯
বার দিন বা বার দিশ —৬৫৪
বারই—৬৪৯, ৯৮১
বারতে প্রবেশ—৬৩১
বারমাস্যা চৌতিশা ও পাকপ্রণালী—৯৫৯
বারাশত—৮২৮
বারাহী—৭৬৮
বারি—৬৯৪, ৭৫২
বারুই—৯৮১
বার্ত্তন—৬১৯, ৬৩৪, ৭৫৩
বার্ত্তান—৭২৬
বালাই—৭০২
বালাগাজে—৬৩৮
বাংলা সাহিত্য—৮৯৫
বাসবদত্তা—৮১৩
বাহড়িয়া—৮২৪
বাহু স্পন্দন—৬২৬
বাহে—৬৯১
বাড়—৭০০
বাসর ঘর—৭৩৩
বাসী—৭১২
বিকট—৭৭৭
বিকলা পানি—৭০৫
বিকাল—৭১৯
বিক্রমকেশরী—৬১২
বিঘত—৮৫৯
বিঘ্ন অধিকারী—৬০৭
বিচবোকা—৬৮২
বিচয়ে—৬৬৬
বিচারিয়া বিধবা-লক্ষণ—৬২৪
বিছাতি—৬৭১
বিজয়নগর—৭৭২
বিটকাল—৬৪৬
বিড়ঙ্গ—৭৬২
বিড়া—৬৪৬
বিড়াল—৬৯৭
বিদগদ—৬৪৬, ৭১০
বিদগধ—৬৪৩
বিদমালা—৬৩২
বিদমোড়া—৬৩৮
বিদর্ভ—৭২৩
বিদরে—৬৬৯
বিধি-বিষ্ণু প্রিয়া—৮৪০
বিনয় মাতয়ে অরি—৬৮৮
বিনিময় দ্রব্য সংগ্রহ—৮২১
বিনু—৬৭৫
বিনোদা—৬১৫
বিন্দা—৬২৪
বিবাহ ফাল্গুন মাসে—৬৩১
বিবাহের দিন-নির্ণয়—৮৫৫
বিবাহের বয়স—৬৩০
বিবাহের মাঙ্গল্য বস্তু—৬৩৫
বিভাকালে কেতু কিবা আছিল লগনে-৬৮৩
বিমলা দেবী—৭৮৪
বিম্বুকী—৮৪৮
বিয়া—৬৭০
বিয়াজ—৭৫৬
বিরিঞ্চি—৭২৩
বিরিঞ্চি-নন্দন—৮৪৫
বিলাসিয়া—৬৪৫
বিশল্যকরণী—৮৫৩
বিশা—৭০৭
বিশালাক্ষী—৬২১, ৭২১, ৭৪৯
বিশ্বরূপ—৮০৯
বিষহরি—৭৫১
বিষহরী, জাতি নাশ কৈল—৬২১
বিষ্ণু—৮১৫
বিষ্ণুপদতল—৬৯৫
বিষ্ণুপুর—৭২৬
বিসর্জ্জন—৮৬১, ৮৭৫
বিহঙ্গম-রাজ—৮০৭
বীড়া—৭১১

বীরভদ্র-ভৃত্য-তারিণী—৮৪২
বুকে—৬৫০
বুঝি—৬৫০
বুঢ়াকে ইত্যাদি—৬৭২
বুনে—৬৪৮
বুরুজ—৮৪৮
বুলে—৬৯০
বুলে অলি—৮৪৯
বুহিতাল—৭০১, ৭৪৪
বৃক—৮৩০
বৃথা মাংস—৮৭৯
বেউশ্যা—৬৩৯, ৮১৫
বেকলা—৬৮৪
বেচয়ে—৮৫০
বেচিবে লবণ গব্য—৮৮০
বেজক—৭২৩
বেটা—৮৪৮
বেট্যা—৮৬৯
বেড়ী—৬৩৯
বেণ—৮৮২
বেণ্যা—৬১৩
বেতড়—৭৭৩
বেত্র জাল উপানদ—৮০৬
বেথুয়া—৮০৫
বেদান্ত—৬৫৫
বেদী—৭২৬
বেনা—৬১৮
বেলন—৭৯৬
বেলা দণ্ড দশ—৭০৬
বেলে—৭১২
বেশর—৬১৬
বেসায়—৬৮৪
বেহান—৭১৯
বৈঠকি—৭৬১
বৈদগন্ধি শিলা—৬২৭
বৈন্ত—৯৭৯
বৈদ্যনাথ—৭৪০
বৈশ্য—৯৭৮
বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবের পরিচয়—৯৩১
বৈষ্ণব বেশ—৮৫৮
বোকা—৬৮২
বোঁচা—৬৯৭
বোঝা—৬৩৪, ৬৭০
বোড়শূল—৭২৭
বোয়াল—৮৪৮
বোল—৬৫৯
বোল কাট কাট—৮৬৯
বোলনপুরের ঘাট—৭৭১
বোলয়—৭৬৯
বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রিরত্ন—৭৯০
বৌদ্ধ বৈষ্ণব ও মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাবের পরিচয়—৯৩১
বৌলী—৬৭৮
ব্যতিপাত—৭৫৯
ব্যবহার—৬৪৬
ব্যয়—৭৭৭
ব্যাঙ্গী—৬৮১
ব্যাজ—৭০৮, ৭৪০, ৮১৭
ব্যাজের লীলা—৭১৩
ব্যাস—৮১২
ব্রহ্মবৃত্তি—৬৫৫
ব্রহ্মা...পালক—৭৭৭
ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব—৯৭৭



ভগবতী—৬৮৮
ভগ্নপাইক—৮৭৪
ভঙ্গপয়ার ছন্দ—৮৬০
ভজে নিশাপতি—৭৩৯
ভট্টা—৭২৪
ভট্টি—৬৫৪
ভদ্রা—৭৭৫
ভরত—৮৮৩
ভরা—৭৫৮, ৭৯৮
ভাই—৬৫০
ভাইগণে—৬১৪

ভাওসিংহের ঘাট—৭৭০
ভাওরী—৬৪১
ভাঙ্গ—৮০৩
ভাঙ্গাই—৭০৭
ভাজিল শকটে—৮০৮
ভাট—৯৭৮
ভাটি—৭১০
ভাঁড়ে—৬৬৫
ভাণ্ডা—৮৪৬
ভাণ্ডারে—৬৯৫
ভাতার—৭৫৬
ভাতি—৮৩৬
ভাঁতী—৬৫৪
ভাদ্রে চতুর্থী চান্দ-রেখা—৭১৪
ভাব তুমি লভ্য অপচয়—৮১০
ভায়া—৬৫৮
ভায়্যার মরণ—৭৭৪
ভারই—৬৪৯
ভারত—৬৫৬
ভারবি—৮১১
ভারিলে—৭৪৪
ভালুকী—৬২২, ৭২৭
ভালে—৬৩০
ভাষা—৬১৫
ভাস—৬৪৯
ভাসে—৬২৫
ভাস্বতি—৮১৩
ভিক্ষা কর—৮৪৪
ভিতে—৭০০
ভীতর—৬৭৩
ভুকিল—৬৭৯, ৬৮৩
ভুখ শোষ—৭৭৮
ভুখিল—৬২৩, ৭৩২
ভুঞা রাজা—৮০২
ভুনী—৬৬৯
ভূতশুদ্ধি—৬৯৩, ৮২৩, ৮৬০
ভূতি—৮৪০
ভূকুণ্ডা—৮৪৫
ভেজাল্য—৮৪৯
ভেজিয়া—৭৪৯
ভেট—৬৫৩
ভেঁটা—৮০৭
ভেড়া—৭৬২
ভেদ নাহি চারি বর্ণ—৭৮৮
ভৈরবী—৬১৯
ভোঙরি—৬৮০
ভোট—৬৫৯
ভোর—৭২৫
ভোল—৬৬৮
ভৌমবারে—৬৯১
ভ্রমরা—৭৬১
ভ্রমরার ঘাট—৮২২

ম

মই-আই—৬১২
মইয়াই—৬১৯
মউড়ি—৬৭৬
মকরে ধরণীসুতা ইত্যাদি—৮০৭
মগধ—৭৭২
মগরা—৭৭১
মঙ্গল কাব্য—৮৯৭
মঙ্গল গায়—৬৪১
মঙ্গলচণ্ডীগণ—৬৯৪
মঙ্গল বাসর—৬৩৮
মঙ্গলিতে—৮৭৩
মটমটি—৭১০
মড্যা—৬১৬
মড়া—৮৪৭
মড়ায়ে—৬২১
মণিকোটা—৭৮৩
মণিবেগে—৯৮১
মণ্ডলা—৭২৭
মণ্ডা—৭৮৭
মতি—৬০৮
মদনা—৬১৫
মদমন—৭৫২

মদ-লেখা—৭১১
মধুকর—৭৬৬
মধুকৈটভ—৮৫১
মধুকৈটভের ভয়ে ব্রহ্মার শরণ—৭৪১, ৮০৬
মধুমাস আপায় মাধব পরবেশ—৭২৬
মন-কুমারের চাক—৮৬১
মনশিব—৮৫০
মনস্থুখা—৬১৫
মন্থন জৈষ্ঠী—৬৩৪
মন্ন—৬৩৩
ময়মত্ত—৮৪৮
ময়াল—৭৮৯, ৮০২
মরাই—৭২৯
মরুয়া—৭৯৬
মর্ত্তমান—৭০৮, ৭৯৮
মল বাঁকি—৮০৮
মলয়—৭১৮
মশারি—৭১১
মসান—৮৩৫
মস্তক মুণ্ডন নদীগর্ভে—৭৭১
মহনা—৭৭৪
মহল—৬৭৩
মহলা—৮৪৯
মহারথ—৮০০
মহী গন্ধ শিলা ধান—৬৩৫
মহীলতা—৭৪৪
মহুরী—৮০৫
মহেন্দ্র—৭৭২
মহেশ পার্ব্বতী, একতনু—৮৭৫
মহোদর—৭৩২
মহোদয়ী—৬৫৪
মা—৮৬৯
মাইয়া—৬২৪
মাউত—৬৫৩
মাকন্দ—৭৬২
মাগো—৬৯৬
মাঘ—৬৫৪, ৮১২
মাঘ নিরামিষে—৮৬৮
মাঘ মাসে প্রভাতে করিবে স্নান দান—৮৬৭
মাঙ্গি—৬৫৪, ৭৫৭
মাছরাঙ্গা—৬৪৯
মাছি—৭১২
মাছ্যতায়—৬৬৮
মাছ্যাতা—৭০৪
মাটিয়ারী—৭৭০
মাট্যা—৬১৬
মাঠে—৬৬৫
মাড়ুয়া—৭৬৩
মাতলি—৭৩২
মাতা কান্দ্যা কেন মর—৮৭১
মাতুলানী—৬২৭
মাতোয়াল—৬৮৭
মাথা—৬৫৯
মাথা মুড়্যা পাঠাল্য কানন—৮৩০
মাথায় মুকুট—৬৭৬
মাদক দ্রব্য—৭১৩
মানা—৬৭৭
মানাদ—৭২৭
মানিলো—৬১১
মামুদা—৮৪৭, ৮৮৫
মায়াময় হৈল পুরী—৮৩৩
মারাটা—৯৮৪
মার্কণ্ডেয় হ্রদ—৭৮৪
মালঞ্চ—৬৭৩
মালতী—৮১৩
মালয়—৭৭২
মালা—৬৪০
মালা-চন্দন—৭২৯
মালী—৯৮০
মালুম কাঠ—৭৬০, ৮২০
মাল্য ফাঁস দিয়া—৮১৬
মাসতিত—৭৪৫
মাস মধ্যে মাইসর আপনি ভগবান্—৭১৮
মাসের অর্দ্ধ ভোগ—৬৩১
মাহেশ—৮২৭
মাহুর—৬৮৪, ৭১৪

মিঠ—৮৭৬
মিঠা—৬৬৬
মিঠাপানী—৭৭২
মিরাস—৭৩৮
মিলী—৬৭৯
মীন—৬২৭
মীনরাশির কল্যাণ—৭০৮
মুঁগা—৮১০
মুকুন্দ—৮৭৬
মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ—৯০৬
মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ-রচিত কাব্যের নাম—৯৩৪
মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের আবির্ভাব-কাল—৯১৯
মুক্তি হয় যদি মরে জলে—৭৭৫
মুখটি—৬৬৯
মুখবাদ্য—৮৬১
মুগ—৭৬৩
মুগসারি—৭০৯
মুচঙ্গ—৮৩৩
মুচুকুন্দ—৮১৪
মুড়া—৭০৪
মুঢ়া—৬৯৭
মুদ্রা—৮১৩
মুনি—৮৩০
মুরারি—৮১৩
মুরারী শীল—৯৫৮
মুলুক—৭৭১
মুশরী—৬৬৭
মুসলমান—৯৮৪
মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাবের পরিচয়—৯৩১
মুহরী—৭২৪
মূঢ়—৭১৮
মূঢ়-সীমা—৮৭৭
মূল—৮০৭
মৃকুণ্ড-নন্দন—৬৩৫
মৃগশিরা—৭২২, ৮২১
মৃজাপুর—৭৭১
মৃণালী—৬২৮
মৃতপতি কোলে—৭১৩
মৃত-সঞ্জীবন—৮৫৪
মৃত্তিকা ভক্ষণ—৬১০, ৭৯৭
মৃত্যু কৈলে জয়—৭২৫
মৃত্তিকা শঙ্কর—৭৭৩
মেগী—৬৮১
মেঘ—৬১৭
মেঘডুম্বুর কাপড়—৭০৫
মেঘদূত—৮১২
মেড়তলা—৮২৭
মেতি—৭০৮
মেথি—৮০৫
মেদনমল্ল—৭৭৬
মেদিনীমল্ল—৮২৮
মেলানী—৭০১, ৭৭০
মেষ বাশির কল্যাণ—৬২৯
মোগল—৮০১
মোচড়িয়া—৬৯৭
মোজা—৭৯০
মোটি—৭০০
মোদক—৯৮১
মোম—৭৬১
মোহনা—৬১৬
মোহর—৬৭৪, ৭৬১
মোহাদার—৬২৩
মোহান—৭৯০
মোহিনী—৭০৬
মৌতি—৮৮৪

য

যজমান—৮৮০
যতবার মৈল গৌরী—৭২৫
যদি বন্দীশালে ইত্যাদি—৮০৪
যদিস্যাৎ—৬৫৯
যব—৮৩৭
যবন—৮৪৮
যমকাক—৬৪৭

যমত—৭৬৪
যমল অর্জ্জুন—৮০৯
যমের ভগিনী—৮৪০
যমের ভগিনী তুমি—৮০৬
যযাতি—৮৮৪
যা করে গোসাঞি—৬৫০
যাগু—৭০২
যাঁটে—৬৭৫
যাত্রায় অমঙ্গল নিমিত্ত—৭৬৮, ৭৯৯, ৮৫৯
যাত্রার শুভদিন—৮২১
যাত্রার শুভাশুভ নিমিত্ত—৭৬৯
যাত্রায় শৃগাল বাম—৮৫৯
যাত্রিকা শিরোমণি—৮৪১
যাদব-ভগিনী—৮৪০
যাদুয়া—৮০৩
যামি—৭৯৫
যার ধন সেই কুলজন—৮৮০
যুঝারিয়া—৬৬০
যুঝো—৬৭৭
যুধিষ্ঠির—৬১৩
যেইজন গায়—৮৮৮
যেকফুলে মকরন্দ—৬৮৬
যেকফুলে মধু খায় ভ্রমর-দম্পতি—৬৮৭
যোগান্ত—৬৫৪
যোগায়—৮০২
যোগিনী—৬৬৫
যোগিনী.........লাউ—৭৬৯
যোষা—৬৮৮

র

রই ঘর—৭৭০
রক্তবীজ—৮৮৭
রক্ষিত—৮১১
রঘু—৮১২, ৮৮৪
রঘুমণি—৮১৩
রঘুবাজা—৬১৩
রজকের শুনি কথা—৭৩৪
রজ গোলা—৬১৪
রণ অগ্রে হৈলা বাসুদেবের অগ্রণী—৮৪২
রণভঙ্গ—৬১৬
রণভূর—৮৩৩
রণমুখা—৬১৪
রণমুণ্ডা—৮৪৯
রতিভোলা—৬১৬
রত্ন পঙ্ক—৬৪৫, ৮৩২
রত্নাবলী—৮১৩
রত্নমালার তীরে—৮৭১
রথাঙ্গপাণি—৬৯২
রবাব—৭৯৬
রবিবার—৬৩১, ৭২২
রবিবার (বিবাহে)—৮৫৬
রবিসুত—৮৮৫
রমা সরস্বতী—৭৬৭
রম্ভাতরু—৬৩৪, ৮৫৬
রম্ভার্দ্রক—৭২৮
রয়—৬৫৮
রসই শাল—৭০৭, ৮১৬
রসদ—৭৯০
রসবাস—৭০৭
রসুয়ে—৮৬০
রসের কাজল—৬৩৮
রসের দর্পণ—৬৪০
রসের দাপনি—৭০৩
রহায়—৭৫০
রা—৭৪৮
রাইখড়া—৭১০
রাইয়া—৬২৪
রাউত—৬৫৩
রাকা—৬১৫, ৭২৯
রাখাল—৬৭৬
রাঘবপাণ্ডবী—৮১২
রাঙন—৬৬০
রাঙ্গড়ি—৬৮১
রাঙ্গা—৬১৫
রাজ-অঙ্গে বৈসে সকল তপোধন—৮৩৫
রাজরাজেশ্বরে—৭৮৮

রাজহংসের গমনে—৬১২
রাজা নল—৬৫৭
রাজা বলে সাক্ষী হও ধর্ম্মাস্থকারিণী—৮৩৫
রাজার দু কন্যা করাব বিয়া—৮০৭
রাজী—৭৪৫
রাঁড়—৭২৯
রাঢ়—৭৭২
রাগ্না ভাতে পোঁতে বাঁশ—৮৬২
রাম স্নোঙবণ—৬২৯, ৭২১, ৮২০
রামাদিত্য—৭৩০
রামায়ণ—৬৫৪
রামের মন্ত্র—৮৫৬
রায়—৬৫৩, ৬৮৭
রাহু—৬১১
রাহু ও কেতু—৬৭৪
রিক্তা—৭৬০
রুজু—৭৩৩
রূপস—৭০০
রেজা—৭৯৭
রেবতী নক্ষত্র (বিবাহে)—৮৫৬
রোচনা—৬৩৬
রোহিত মৎস্য—৬৩৮
রোহিণী কুণ্ড—৭৮৩
রোহিণী সহিত শশী—৬৩২
রোহিণী সোম—৬৪৩
রৈঘর—৮২০

ল

ল—৬১৮
লক্ষ তঙ্কা ধন নষ্ট করে অকারণ—৮৩৪
লক্ষের টোপর—৮৩৪
লক্ষ্মীধর—৭২৬
লবঙ্গ—৭৬২
লবঙ্গ......জায়ফল—৭৫৫
লবণ গব্য বিক্রয়—৮৮০
লম্বোদর—৬৯২
ললিতপুর—৭০২, ৮২৬
লহনা—৬২২
লহনা তোমার ক্ষুরধার—৭১৬
লংহে—৭৮৯, ৮১০
লাজ—৬০৯
লাজা—৬৪৩
লাটুয়া—৬১৫
লাড়ু—৬৬০
লাড়্গাঁ—৭২৭
লাথি—৬৭৭
লাপা—৮৪০
লায়ের—৭২৭
লাস-বেশ—৬৯৫
লাহুর—৮৪৪
লুট—৭৬৫
লুপ্ত সংবৎসর—৬৩০
লেকু—৭৬৫
লেখা—৬১৫
লেজ—৬৯৭
লৈল—৬৬০
লোচন শ্রবণে—৮৮২
লোচনের ফুল—৮৭৬
লোটন—৬১৭
লোটায়—৭৬৬
লোণ—৬৭২
লোহ—৬০৯, ৭৫০
লোহন—৭২৪

শ

শকট ভঙ্গ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক—৮০৮
শকুল—৬৫৭
শক্তিরূপা তিন দেবে—৭৬৭
শগড়—৮৪৮
শঙ্খক্ষেত্র—৭৮৯
শঙ্খবেণে—৯৮১
শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ—৭৫০
শজারু—৬৭২
শঙ্কু—৬০৮
শতক—৬৪৯
শতপল—৮১৯

শতাক্ষরী—৮৪০
শতেক বনিতা মধ্যে পতিব্রতা···একজন —৭৩৯
শধন্ম—৬৫২
শনিবার—৮২১
শপনে আদেশ পান—৬৭০
শময়-বন্ধ—৬২৮
শয়—৬৫৫
শয়চান—৬১৭
শয্যা-তোলনী—৬৪৩
শরলা—৬১৪
শরা—৬৩২
শরাক—৯৮১
শরালু—৬৫০
শরিষার ফুলে—৬৭৭
শসা—৭৫৭
শংশা—৬৪৮
শাউলা—৬৮০
শাকম্ভরী—৭৬৭
শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা—৮৮৮
শাখারী ঘাট—৮২৫
শাণী—৬৩৪
শাত-নলা—৬৮৭
শাতি—৬৯৫
শান্তনু—৮৮৪
শান্তিপুর—৭৭১
শাপিনী—৭১৭
শামুকান—৬৪৯
শাল—৬৬৫, ৭১৪
শাঁস—৭০৭
শিকড়দহ—৮২৭
শিঙ্গা বেত—৮৪৪
শিখির ঊর্দ্ধে ব্যোম······বিন্দুবিভূষিত —৬৯৩
শিখী—৮০২
শিব ও শক্তি পূজার ইতিহাস—৯২৯
শিবদ্বারে······শঙ্খধ্বনি—৭৫৪
শিব না ছাড়িব—৮৬২
শিবপদ—৬০৯
শিবপূজায় চন্দন—৭৫৪
শিবপূজায় চামর—৭৫৪
শিব শক্তি এক—৮৬২
শিব শোঙরিয়া—৬২৭
শিবাস্মৃত-নিনাদিনী—৮৪৩
শিবিরাজা—৬৫১
শিয়াব—৬৯৪
শির-নিকেতন—৭২৪
শিশুরবি-ছটা—৬১১
শীত—তরুণী তপন-তাপ নিবারিবে—৮৬৭
শীতপ্রস্থ—৮৬৭
শীতল—৮৬৮
শীতের পরিত্রাণ—জানু ভানু কৃশানু—৭১৮
শুক—৮৬২
শুকদেব—৬১৩
শুকান ডালেতে······কাউ—৭৬৮
শুক্তি নব পাতিল আধান—৬৩৬
শুক্ল ত্রয়োদশী—৮২১
শুঁট—৭৬২
শুতিলে—৬৯৮
শুনি—৭৬৭
শুনিবে—৬৭৪
শুনিলে বাড়য়ে ধর্ম্ম—৮৩২
শুভ খঞ্জন—৬৪৯
শুভযোগ—৬৩০, ৮২১
শুভাশন—৬১৪
শুয়াঠুটি—৭৬১
শুয়ান্তি—৮৩৪
শুলফা—৮০৫
শুশুক—৬৭২
শুষ্কমাংস—৮৪৪
শূল—৮০৪
শূলপাণি—৭২৫
শৃগাল দক্ষিণে—৭৬৯
শৃগাল বাম, যাত্রায়—৮৫৯
শৃগালী—৭৪২

শোঁশর—৬২১
শ্রবণ-মঙ্গল—৮৮৭
শ্রী—৬০৮, ৬২১, ৬৭০, ৬৭৪, ৬৮৭
শ্রীগান্ধার—৬৭৯
শ্রীপশ্ছ—৬৫৫
শ্রীফল-শাখাবাহিনী—৭৬৮
শ্রীবৎস—৬৫৭
শ্রীবৃন্দাবন—৬৫৩
শ্রীভাগবত—৬৫৪
শ্রীমন্তের ক্রন্দন—৮৫৭
শ্রীমন্তের পরিচয় দান—৮৬১
শ্রীমন্তের পিতৃদর্শনার্থ উৎকণ্ঠা—৮৫৬
শ্রীয়পতি—৮২২
শ্রীহরি-সেবা—৮৭৬
শ্বেতগঙ্গা—৭৮৫
শ্বেত মাছি—৭৪৩
শ্বেতমুনি—৮১২
শ্বের মুখকমল—৬৩২
শোয়াগের—৬৪৫
শোল—৬২১, ৭০৮
শ্বশুরা—৬৪১
শ্মশান-খিরাই—৬৭১
শ্রবণা—৭৫৮

ষ

ষট্‌পদগায়িনী—৮৪২
ষড়ঙ্গ (বেদের)—৭৭৪
ষড়ঙ্গে পূজা—৮৩৯
ষাঁড়—৭২৯
ষষ্টি হাজার সুত—৮৩০
ষোল উপচার—৭৪২
ষোল পালা গান—৮৮৮
ষোলবাণ—৬৫২

স

সই—৬৬৯
সও—৬৬৯
সওা—৮৫৮
সওার—৮৪৮
সওয়া—৮০৩
সংক্রমণ—৬৩০
সগড়ি—৭০২
সগর—৮২৯
সঙ্কল্প করিয়া—৮৮৮
সঙ্কেতমাধব—৭৭৮
সজল জলদে যেন পরয়ে বিজুলি—৭০৩
সজারু—৬৭২
সঞ্চান—৬৫১, ৭৯৯
সঞ্জ—৮০০
সঞ্জীবনীপুর—৮৪৩, ৮৮৫
সতা—৬৬৮, ৮১৭
সতা পরলোকে হয় প্রতিকার—৭২২
সতিনের পুত্র নহে ভিন—৭৩৮
সতিল তর্পণ—৭৭৫
সত্য বাক্য—৮০২
সদা—৮৭৪
সদাগর—৬১৩, ৬৪৭, ৮৭৮
সদ্ধর্ম্ম—৬৫২
সন্তোথ—৭২৫
সন্নিবিষ্ট—৬৩৭
সপিণ্ডন—৮৫২
সপ্ত ঋষি—৮৮২
সপ্ত ঋষি কৈলা পুণ্যশালী—৭৭৫
সপ্ত ঋষির শাসনে বোলায় সপ্তগ্রাম—৭৭২
সপ্তগ্রাম—৬২১, ৭২৬
সপ্তম—৬১৯
সপ্তমা—৮৬১
সপ্তশলাকা (ভেদ)—৮৫৫
সফর—৭০৬, ৭৫৬, ৭৭০
সভাকার—৭২৮
সভারে—৬৪৬
সভে পিরিতের বন্ধু—৬৫১
সভে বিলক্ষণ—৮৫২
সময়-বন্ধ—৬২৮
সমা—৬২০, ৭২৬, ৭৫৭
সমুদা—৮৮৫

সমুদ্রগড়ি—৮২৭
সমুদ্রতটে পিণ্ডদান—৭৮৫
সমুদ্রে জল বিনে.........নাই স্থল—৮৭৪
সমুদ্রে ডুবিল ভাই—৮৪৪
সম্পাতি—৭৩৩
সম্প্রীতি—৭১৭
সম্বায়—৭২৩, ৭২৮
সম্ভায়—৮৬৩
সয়াল—৭২৭
সয্যা—৬৭৬
সরমঙ্গলা—৮৩৩
সরল-পুঠী—৭০৮
সরা—৭১২
সর্প বামে—৭৬৯
সর্ব্বকলা—৮৪৩
সর্ব্ব তীর্থস্থান সম হরি-সঙ্কীর্ত্তন—৮৮২
সর্ব্বসী—৬৮২
সহস্রাক্ষ—৮৩৯, ৮৫২
সংহনন—৮৮৫
সহিতে না পারিয়া ভার—৮০৯
সহিল—৬২৫
সাঅন—৬৪৭
সাকিম—৮৬০
সাঁকাই—৮২৪
সাগরে কাম্য—৮৫৭
সাগরে মরণ, কামনা করিয়া—৮২২
সাঙলা—৬১৪
সাঙ্গ—৮০৩
সাঙ্গাতিন—৬২৪
সাঙ্গাতিনি—৮১৬
সাজ—৮০৫
সাট—৭৭০
সাড়া—৭৭১
সাঁড়ুক—৭৪৭
সাঁড়াসি—৭৪৪
স্যাতটা—৬৮২
সাতানই—৬৬৮
সাধব—৬৪১, ৬৭৪
সাধু—৬৪৬
সাধুআনী—৬২৭
সাধে—৬৭৫
সান—৭৪৪
সানাইয়া—৮২০
সান্ধাইল—৭১৯
সান্ধীলা—৬৫৬
সাপভঙ্গ—৬৯৫
সাপের দই—৬৩৯
সাঁপে দূর গেল রতি—৭৩৯
সাবল—৭৪৪
সামগ্রী—৬৪৪
সামাজিক রীতিনীতি—৯৬১
সায়—৭০১
সায়বানি—৭৫৩
সারি—৭০৮
সারিয়া পড়িল—৬৮৩
সারী—৬৫০
সারী হৈলা লুকি—৬৫৫
সারেঙ্গা—৬১৭
সারেঙ্গী—৬৮২
সালশাখী—৮০৮
সালিকা—৬১৬
সালিখা—৮২৮
সাযুড়ি—৬৭০
সাহিত্যদর্পণ—৮১৩
সাহিত্যের আদি স্বরূপ—৮৯৪
সাহিত্যের সামগ্রী—৮৯২
সিউলী—৯৮৩
সিখরিয়া—৬১৪
সিতল—৮৬৮
সিতাসিত—৭১৭
সিতাসিত দুই পক্ষ কিছুই না জানি—৬৮৫
সিঁথি—৬৭৮
সিদ্ধার্থ—৬৩৬
সিন্দুরিয়া—৬১৫
সিন্ধু—৮৮৪
সিন্ধুতটে পিণ্ডদান—৭৮৫

সিপ—৭৭১
সিবাসুতনিনাদিনী—৮৪৩
সিয়াকুল—৭৬৮
সিলা—৮৫৫
সিংহল নগরে আমি যাই—৮৮৭
সিংহলেশ্বরের চণ্ডিকা-স্তব—৮৫৪
সিংহিবতি—৬৮০
সুই—৬৭৩
সুকানের মৎস্য ইত্যাদি—৭৪১
সুছন্দরী—৭৯৭
সুজান—৬২৮, ৬৪৬
সুনীবে—৬৭৪
সুন্না—৬১৬
সুবর্ণ-বণিক—৯৮২
সুভট্ট—৭৯৭
সুভদ্রা বলাই......জগন্নাথ—৭৮০
সুমহরি—৬৯২
সুমার—৮৮৫
সুমেরু উপরে—৭০৯
সুয়া—৬৪৬, ৭৫৬
সুয়াঠুটি—৭৬১
সুয়্য—৮১৭
সুরকাল—৬৬৫
সুরনদী—৭১০
সুলঙ্গ—৮৩১
সুশঙ্খ কুলপি—৬৩৩
সুসারিয়া—৮০৩
সুস্থির করিলে দেবরায়—৭০৯
সুহস্কা—৬২৪
সূতা—৮৫৮
সূর্য্যে অর্ঘ্য—৮৩৮
সেই লাভে—৭১৬
সেকরা—৯৮২
সেভা—৬১৪
সেতারে—৬১৭
সেন—৬৪৯
সেন্ধ—৬১৬
সেয়ান টাঁটি—৮৬৯
সেয়াখালা—৭২৬
সের—৭০৮
সোঙরি—৬৮৯
সোণা—৬৫৯
সোনাতির—৮১৯
সোনা-ধাওা—৮৭১
সোমাঞি—৬১৭
সোয়াগ, সোহাগ—৬৪৫
সোসর—৬২১
সোহাগ—৬৭১, ৬৮৭
সৌজমুখ—৬১৪
স্ত্রী-আচার—৬৪৩
স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা—৭৬৪
স্থাপ্য ধন—৮৬৩
স্নানে যায় পুণ্য—৭৭৫
স্বপ্নাদেশ—৬৭০
স্বরভেদ—৮৬৩
স্বরমঙ্গলা—৮৩৩
স্বস্তিক—৬৩৬
স্মরহর করিয়া স্মরণ—৮১১
স্মের মুখকমল—৬৩২

হ

হকু—৭০৩, ৭৬৬
হনহন—৭৫০
হনুমানের প্রতি দেবীর আজ্ঞা—৮৫৩
হয়—৬১০
হরগৌরী—৮৭৫
হরতনু—৭৬৭
হরবস—৮০৩
হর হরিভাবে—৭৮৪
হরিণের পৃষ্ঠে—৭৫০
হরিতাল—৬৫০
হরিদ্রা—৭১০, ৮৬৩
হরিবংশ পড়ে—৭৩০
হরিল দুহিতা—৭০৬
হরি-সঙ্কীর্ত্তন—৮০৮
হরি-সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বতীর্থস্থান সম—৮৮২

হরি-সন্নিধানে—৭৬৭
হরি হরি—৭২৪, ৮৮৮
হলদি—৭৬২
হলদী—৮৩৬
হাইআমলাতী—৬৭২
হাইহামলাতি—৬৩৭
হাকান্দ—৮৭০
হাকারিয়া—৬৯৪
হাঁকার—৭৬৫
হাঙ্গিবাস্তে—৬৩৯
হাঁচি জ্যেঠী বাধা—৭৯৯
হাছি—৬১০
হাটেরে—৭০৭
হাড়ি—৮০২, ৯৮৩
হাঁড়ি—৬৭২
হাত দিয়া শিরে—৭০৬
হাতাতে—৭১৬
হাতায়্যা—৭৫৫
হাতেখড়ি—৮১১
হাত্যাদাড়ু—৮৭৭
হাথ—৬৫৯, ৬৭৫
হাথ-সান—৮৭৭
হাথাঞা—৭১৮
হাব্যাস—৭২৩
হাম—৬৭৯
হামার—৮৬৮
হারমাদ—৮৩২
হারমাদ ও ফিরাঙ্গী—৮৭২
হারা—৬১৭
হারামদের—৭৯০
হালিসহর—৭৭১, ৮৭২
হাসকথা কুতুহলে—৬৪২
হাসা—৬১৫
হাসী—৬৮১
হাসেন বর্ণ দেখে ভিন্ন ভাতি—৬৭৫
হাসিয়া জিজ্ঞাসে—৮৮৭
হাঁসা—৬৯৭
হিঙ্গু—১০১৫
হিঙ্গ—৭৫৫
হিঙ্গুল—৭৫৫
হিঁছড়িয়া—৮৩৮
হিজলী—৭৭৪, ৮২৮
হিত উপদেশ—৮১৩
হৃদয়......গেয়ান—৬৪৬
হিমাই—৭৭৪
হিরামড়ি—৬৮২
হুকুম—৭৫৯
হুড়াহুড়ি—৬৭৬
হুল—৭৮৯
হুলাহুলী—৭৪৩
হুলীঞা—৬৪৩
হেতেগড়—৭৭৪
হেথা—৬৫৮
হেদে—৬৭৬, ৬৯৫
হেমমাণিক্যর গড়ি—৬৭৮
হেলঞ্চ—৭১০
হেলাহেলি—৭৭৬
হৈতে—৭২৭
হৈল—৭২৮